

বিপিটক গ্রন্থমালা—৪

অশ্বপদার্থকথা

যমক বর্গ

(বাংলা অনুবাদ সমেত)

শ্রীশীলালকার হুবির

কর্তৃক অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ

চট্টগ্রাম বাকখালী নিবাসী—

শ্রীবরদা চরণ চৌধুরী

ও

চট্টগ্রাম মাতবাড়ীয়া নিবাসী—

শ্রীহারণ চন্দ্র চৌধুরী

কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

রেজুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

২৪৭৮ বুদ্বাক

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

উৎসর্গ পত্র

যিনি আমাকে শুভ ইচ্ছায় বুদ্ধশাসনে উৎসর্গ
কবিয়া দিয়াছেন, যাহাব ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি
লক্ষ্য-ব্রহ্মায় শিক্ষা লাভ করিয়া সঙ্কল্পে যৎসামান্য
হটলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছি, যাহার
সহায়তায় আজ আমি “ধর্মপদার্থকথা” বঙ্গানুবাদ
কবিস্বাৰ সাহস পাইতেছি, সেই আমার সর্ব মঙ্গল-
কামী পবিত্রচেতা পিতার শ্রীকব কমলে এই গ্রন্থ থানি
সাদবে অর্পণ কবিলাম

শীলানন্দের স্ববির ।



শ্রীশীলানন্দের স্থবির

নিবেদন

ধর্ম্মাধর্ম্মে সুবিজ্ঞ শাক্যমুনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের ত্রীমুখ-পঞ্চজ-নিঃসৃত এক একটি ধর্ম্মোপদেশ এক একটি রত্নখনি সদৃশ। ধর্ম্মপদ সম্বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ-সম্ভারে পরিপূর্ণ। ইহাতে মোক্ষ প্রদায়ক নীতি গর্ভ ৪২৩টি গাথা বা শ্লোক আছে। ইহা সূত্র পিটকে ক্ষুদ্র নিকায়েয় অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই ধর্ম্মপদ বৌদ্ধদের অমূল্য সম্পদ। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদৃত। এই ধর্ম্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত। যথা—যমক, অগ্নিমাধ, চিত্ত, পুঙ্ক, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্র, পাপ, দণ্ড, জরা, অভ, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোষ, মল, ধর্ম্মচর্চা, মঙ্গা, পকিগ্নক, নিরয়, নাগ, তণ্হা, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ বর্গ।

ধর্ম্মপদের এক একটি গাথার উপমা-যুক্তি সমন্বয়ে উপাখ্যান যুক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে “ধর্ম্মপদার্থকথা” বলে। এই ধর্ম্মপদার্থকথা প্রথম সঙ্গীতি কারক অর্হৎ মহাকণ্ঠ্যপ স্ববির প্রমুখ প্রতি-সম্ভিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাশ্রব কর্তৃক সংগৃহীত হইরাছিল। লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাপক অর্হৎ মহেন্দ্র স্ববির এই ধর্ম্মপদার্থকথা লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অতঃপর সেই সিংহলী ভাষায় পরিবর্তিত ধর্ম্মপদার্থকথা অগ্গাচ্ছ দেশবাসীর কোন হিত সাধন হইতেছে না দেখিয়া

কুমারকণ্ঠপ স্ববিরের আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসী ত্রিপিটক পারদর্শী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত অনুবুদ্ধ “বুদ্ধঘোষ” স্ববির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম পালি ভাষায় ৭২ ভাগবার যুক্ত “ধর্ম্মপদার্থকথা” লিখিয়াছিলেন।

এই ধর্ম্মপদার্থকথা অতি মৃদু-মধুর ভাষায় বর্ণিত ধর্ম্মপদের গাথা সমূহের কুশলাকুশল-বিপাক, সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক চক্ষুপাল স্ববিরাদি ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ গ্রন্থ।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা ধর্ম্মাকুর বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্ববির কভূর্ক আদিষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-পদার্থকথার প্রথম যমকবর্গ বঙ্গানুবাদ করিতে কৃত সক্ষম হই। এই যমকবর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে সম্পূর্ণ।

ধর্ম্মাকুর বিহারে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকায় এই ধর্ম্ম-পদার্থকথার যমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ যাহাতে সরল ও সুখবোধ্য হয় তজ্জন্ম চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

আমার গুরুদেব অতিশয় যত্নের সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া ও একখানা সুবিস্তৃত সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া বি, এ, বি, এল মহোদয় অত্যধিক সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডুলিপির আত্মপান্ডিত্য উত্তমরূপে দেখিয়া অনেকটি শব্দ পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহার সর্ব্বদ্বন্দ্বীন মঙ্গল কামনা

করিতেছি। আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ
ধর্ম্মতিলক স্তবির মহোদয় ইহার শুদ্ধিপত্র লিখিয়া দিয়া
প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্তু তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ
রহিলাম।

চট্টগ্রাম বাকখালী নিবাসী উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত
বরদা চরণ চৌধুরী ও সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র
চৌধুরী মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে পুস্তকটি যথাশীঘ্র প্রকাশ
করিতে সমর্থ হইলাম। তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের এই মহৎ দান বৌদ্ধ-মিশন
তথা বৌদ্ধ-সমাজের মহত্বপকার সাধন করিল। তাঁহারা এই
উদারতা গুণে বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হই-
য়াছেন। তজ্জন্তু তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও তাঁহাদের
সর্বদাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিতেছি। তাঁহাদের এই বদাণ্যতা বৌদ্ধ
সমাজের একান্ত অনুকরণীয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম
না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থের অনেক স্থানে মুদ্রাকর প্রমা-
দাদি ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ
তজ্জন্তু দোষ গ্রহণ করিবেন না। এই গ্রন্থ জন সাধারণ কর্তৃক
সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা
৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট,
২৪৭৮ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

শ্রীশীলালঙ্কার স্তবির
ধর্ম্মদূত বিহার
রেঙ্গুন।

গ্রন্থ-পরিচয়

ত্রীত্রী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ-দেশিত সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রখানি ধর্ম ও বিনয় নামে কথিত । ধর্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্মকে বুঝায় । বিনয় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায় । আবার * সমগ্র বিনয় পিটককে (আশ্রম-দেসনা) আশ্রম দেশনা বলা হয়, কেননা ইহাতে আশ্রম প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আশ্রম করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন । সূত্র পিটককে (বোদ্ধার দেশনা) ব্যবহার দেশনা বলা হয়, কেননা ব্যবহার কুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । অভিধর্ম পিটককে (পরমার্থ দেশনা) পরমার্থ দেশনা বলা হয়, কেননা পরমার্থ কুশল ভগবান্ বহুলভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

আবার সমগ্র ত্রিপিটক খানি ত্রি শিক্ষার অন্তর্গত । কারণ বিনয় পিটকে শীল বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহা অধিশীল শিক্ষা নামে অভিহিত । সূত্র পিটকে চিত্ত (ধ্যান-সমাধি) বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য বিধায় ইহা অধি চিত্ত শিক্ষা নামে

* এখ হি বিনয়পিটকং আগারহেন ভগবতা আগাবাহুল্যতো দেসিতত্তা আগাদেসনা, সূত্রপিটকং বোদ্ধারকুসলেন ভগবতা বোদ্ধার বাহুল্যতো দেসিতত্তা বোদ্ধার দেশনা, অভিধর্মপিটকং পরমার্থ কুসলেন ভগবতা পরমার্থবাহুল্যতো দেসিতত্তা পরমার্থদেশনাতি বুচ্চতি । ইতি অট্টসাধিনী ।

অভিহিত । অভিধম্ম পিটকে প্রজ্ঞা বিবয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায়
উহা অধি প্রজ্ঞা শিক্ষা নামে অভিহিত ।

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বিভঙ্গ, উভয়
খন্ধক ও পরিবার ভেদে পাঁচখণ্ড । সূত্রপিটকে পঞ্চ নিকায় ।
অভিধম্ম পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত । এই সতরখানি মূল
গ্রন্থের বিবরণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচনা করি-
য়াছেন । এখানে কেবল অর্টকথা ও টীকা গুলি কাহা দ্বারা
প্রণীত উহাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে ।

শ্রীমৎ বুদ্ধঘোষ স্তবির প্রণীত—

- ১ । দীঘনিকায়ট্টকথা স্তম্ভজল বিলামিনী ।
- ২ । মজ্জিম নিকায়ট্টকথা পপঞ্চ সুদনী ।
- ৩ । সংযুত নিকায়ট্টকথা সারথম্মকাসিনী ।
- ৪ । অঙ্গুত্তর নিকায়ট্টকথা মনোরথ পুরণী ।
- ৫ । জাতকট্টকথা ।
- ৬ । সুত্তনিপাতট্টকথা পরমত্ত জ্যোতিকা ।
- ৭ । ধম্মপদট্টকথা সদ্ধম্ম জ্যোতিকা ।
- ৮ । খুদ্দকপাঠট্টকথা পরমত্ত জ্যোতিকা ।
- ৯ । বিনয়ট্টকথা সমন্ত পাসাদিকা ।
- ১০ । ধম্মসঙ্গনী অট্টকথা অট্টসালিনী ।
- ১১ । বিভঙ্গট্টকথা সম্মোহবিনোদনী ।
- ১২ । পঞ্চপ্লকরণট্টকথা ।
- ১৩ । কাম্মাবিতরণী টীকা ।

শ্রীমৎ ধর্ম্যপাল শ্রবির প্রণীত—

- ১ । ইতি বৃত্তকর্ত্তকথা পরমথ দীপনী ।
- ২ । বিমানবথু অর্টকথা " "
- ৩ । পেতবথু অর্টকথা " "
- ৪ । থেরগাথার্ত্তকথা " "
- ৫ । থেরীগাথার্ত্তকথা " "
- ৬ । উদানর্ত্তকথা " "
- ৭ । চরিয়পিটকর্ত্তকথা " "
- ৮ । নেত্তিপ্পকরণর্ত্তকথা ।
- ৯ । বিহুঙ্কিমঙ্গমহাটীকা ।
- ১০ । দীঘনিকায়র্ত্তকথা টীকা ।
- ১১ । মজ্জিমনিকায়র্ত্তকথা টীকা ।
- ১২ । সংযুতনিকায়র্ত্তকথা টীকা ।
- ১৩ । বিনয় বিমতিবিনোদনী টীকা ।
- ১৪ । সচ্চসম্পেপ ।

শ্রীমৎ উপসেন শ্রবির প্রণীত—

- ১ । চুলনিদ্দেশর্ত্তকথা সঙ্কম্পপঞ্জোত্তিকা ।
- ২ । মহানিদ্দেশর্ত্তকথা " "

শ্রীমৎ মহানাম শ্রবির প্রণীত—

- ১ । পটিসম্বিদ্দা মগ্গর্ত্তকথা সঙ্কম্পপ্রকাশনী
- ২ । মহাবংস (১ম ভাগ) ।

অন্যতর শ্রবির প্রণীত—

১। অপাদানচর্চকথা বিশ্বজ্ঞানবিলাসিনী ।

শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত শ্রবির প্রণীত—

১। বুদ্ধবংসচর্চকথা মধুরথ বিলাসিনী ।

২। বিনয় বিনিচ্ছয়ো (সম্পূর্ণ বিনয়ার্থকথা পড়ে) ।

শ্রীমৎ সারীপুত্র শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয় সারথদীপনী চীকা ।

২। পালিমুত্তক বিনয় বিনিচ্ছয়ো ও ঐ চীকা ।

শ্রীমৎ বজ্রিরাম শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয় বজ্রিবুদ্ধি চীকা ।

শ্রীমৎ জাগর শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয়চর্চকথা সমস্তপাঙ্গাদিকা যোজনা ।

শ্রীমৎ বুদ্ধনাগ শ্রবির প্রণীত—

১। কথ্যাবিতরণী চীকা বিনয়ণ মঞ্জুসা ।

শ্রীমৎ ধর্মশ্রী শ্রবির প্রণীত—

১। শ্রুদসিদ্ধা ।

২। মূলসিদ্ধা ।

শ্রীমৎ সজ্জরক্ষিত শ্রবির প্রণীত—

১। শ্রুদসিদ্ধা চীকা স্তম্ভজগ্নসাদনৌ ।

২। মূলসিদ্ধা চীকা " "

ব্রহ্মদেশের তম্বদীপ রাজ্যে রতনপুষ্ক নগরে তিরিয় পর্বত-
বাসী জনৈক ত্রিপিটকাচার্য্য স্ববির কর্তৃক ২১০১ শ্রুগত বর্ষে
লিখিত—

১। বিনয়ালঙ্কার টীকা।

শ্রীমৎ আৰ্য্যবংশ স্ববির প্রণীত—

১। স্তম্ভসঙ্গহট্টকথা।

শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ স্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথ সঙ্গহো।

শ্রীমৎ স্তম্ভজল স্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথসঙ্গহ টীকা বিভাবনী।

২। " " পরমথদীপনী।

(মেডি ডেয়াদকৃত)

৩। " " অঙ্কুর (বিমল স্ববির কৃত)।

৪। " " অতুল বিসোধনী।

(অতুল স্ববির কৃত)

৫। " * মণিসার মঞ্জুসা।

ধম্মপদ

ধম্মপদ সূত্রপিটকাস্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
ভারতীয় ভাবার মধ্যে সর্ব প্রথম শ্রীযুত চারু চন্দ্র বসু ইহার
মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৯০৪ ইং), তৎপর হিন্দী
ভাষায় ইহার ছয়টি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসূর্য্য কুমার
বর্ম্মা (১৯০৪ ইং); চন্দ্রমণি স্ববির (১৯০৯ ইং), স্বামী সত্যানন্দ

পরিব্রাজক, শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ (১৯৮৫ সংবত), গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় (১৯৩২ ইং), রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৯৩৩ ইং) ও আরও দুই খানি বাঙ্গালা পড়ে ইহার পড়ানুবাদ প্রকাশিত হয় । ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফঙ্ক্‌বোল ধম্মপদের এক অত্যাৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন । ঐ সময়ে তিনি লাতিন ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর চিন্তাকর্ষণ করেন । তদনন্তর বার্নফ, গগালি, উফম, ওয়েয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন । ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূলর ইংরেজী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নন্দ হু ফরাসী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রেভারেণ্ড বীল্ চীনভাষায়, সুপ্রসিদ্ধ সিমনার তিব্বতীয় ভাষায় ও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এই ধম্মপদ কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেম্প সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় । রেভারেণ্ড বিল্ বলেন— চীনভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের চারিখানি অনুবাদ পাওয়া যায় । বলা বাহুল্য এই মহামূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়তা করিয়াছে, ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয় । এই ধম্মপদ ২৬ অধ্যায়ে বিভক্ত । ৪২৩টি গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে ।

ধম্মপদটীকথা

ধম্মপদের অ টী ক থা খানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক লিখিত হয় । খ্রীষ্টীয় ৪১০—৪৩২ অব্দে মহানাম নামক পণ্ডিত মহাবংশ নামে

সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহা-
নামের রচিত। এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “বুদ্ধঘোষ মগধ
হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন এবং
সিংহলীয় অর্ট ক থা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।”

লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহীন্দ স্ববির খৃষ্টপূর্ব
২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া
গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ স্ববির ধ ম্ম প দ ট্ট
ক থা পালি ভাষায় পরিবর্তন করেন। তাই তিনি স্বীয় রচিত
গাথায় গ্রন্থারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে—“সিংহলী ভাষায় ইহার
অ ট্ট ক থা থাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসি-
তেছে না, আমি কুমার কশ্যপ স্ববির কড়ুক প্রার্থিত হইয়া ইহা
বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।”

কেহ কেহ বলেন, ধ ম্ম প দ ট্ট ক থার প্রণেতা মহানাম
রাজার সমসাময়িক। কেহ বলেন তাঁহার পরবর্তী কালে অথ
বুদ্ধঘোষ কড়ুক ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতগণের
বিবেচ্য।

এই মাগধী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের বহু
মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মাগধী
ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কল্মাৎপন্ন
মনুষ্যগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যালাপ
শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া
থাকেন সেই মাগধী ভাষাই মূল ভাষা। তাই গাথায় বর্ণিত
হইয়াছে :—

“সা মাগধী মূল ভাসা নরা য়ায়াদিকল্পিকা,
ত্রক্ষানো চ-জুতালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে ।”

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবহৃত ভাষা বলিয়াও মা গ ধী ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা ও কোমলতা ছিল না। বলিয়া দেশীয় মা গ ধী নামে কথিত। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বে ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ মালাপ করিত, তাহা বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার গ্রায় স্তুমার্জিত নহে। বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা অতি মধুর ও লালিত্য গুণ বিধায় শুদ্ধ মা গ ধী নামে কথিত। এই যে পালি নামধেয় মাগধীভাষা উহা মুখ্যতঃ সম্যকসম্বুদ্ধ-বর্ণিত ধম্ম বিনয়ের ভাষা বলিয়া বুদ্ধ ভাষা নামেও অভিহিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাটি পাটি বা পঙ্ক্তি ক্রমে বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পা লি ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষা বলিয়াও পা লি ভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধ পরম্পরা ত্রিপিটক গ্রন্থের টীকা, অনুটীকা, খোজনা প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিক রূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে ঐ ভাষাকে মা গ ধী পা লি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন সংস্কৃতচার্য্য গণের গ্রন্থেও পালি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত পালি প্রকাশ ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বহু গবেষণা পূর্ণ তথ্য দিয়াছেন। সে যাহাই হউক বুদ্ধের নিবর্ণাণের ২৪৭৭ বৎসর পর্য্যন্ত পালি বিশারদ

আচার্য্যগণ বুদ্ধলীলায় বর্ণিত শুদ্ধ মাগধী ভাবাকে আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠাঙ্গন দান করিয়া আসিতেছেন ।

বর্ত্তমান প্রতিপাঠ্য ধম্মপদট্টকথা খানির ২৬ বর্গে ২৯৯টি উপাখ্যান আছে । ইহা ৭২ ভাণবারে বিভক্ত । ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার অক্ষর এই গ্রন্থে আছে । তাই কথিত হইয়াছে—

থেরেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা রচিতা অয়ং,

ধম্মপদট্টকথা চ সোদন্তাভিধানক ।

সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,

সতত্তয়মিত্ত বপ্পুনং একেন্ন সমুট্ঠিতা ।

তাসং অট্টকথং এতং করোন্তেন সুনিস্মলং,

ঘাসত্ততি পমাণায় ভাণবারেহি পালিয়া ।

পূর্বেবক্ত ২৯৯টি উপাখ্যানে মূল গাথার সংখ্যা ৪২৫টি, উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি । লঙ্কাধিপতি শীলমেঘ বর্ণাভয় কণ্ডপ সিংহলী ভাবায় এই ধম্মপদট্টকথার একখানি গণ্ডিপদ-প বর্ণনা সম্পাদন করাইয়াছিলেন । কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীমৎ ধম্মসেন স্থবির রতনাবলী নামে ধম্মপদট্টকথার এক সিংহলী ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই রতনাবলী হইতেই ধম্মপদট্টকথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । কিন্তু ভাবথ সূদনী নামে একখানি সিংহলী ভাষ্য ছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।

যিনি যেরূপ অতিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্তু আমরা মহামনসী আচার্য্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । তিনি এই উপাখ্যান গুলি এমন প্রাজ্ঞ ভাবায় ভাবসম্পদে পূর্ণ

করিয়া রচনা চাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার নিকট স্বীকৃতি থাকিবেন। এতগুলি নীতি বিষয়ক উপাখ্যানের সমষ্টি অশ্রুত বিরল বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ পড়িয়া পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয়। দুঃখের বিষয় ভারতীয় কোন ভাষায় এই গ্রন্থের মূল কিম্বা অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমি এই মহৎ অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য ত্রুটি হই, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করি, তখন অশ্রুত গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশা চাপিয়া যায়। আবার যখন কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্গুর বিহারে অবস্থান করি, তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হয়। পুনরায় মিলিন্দপ্রশ্ন অনুবাদের ভার আমার উপর গুস্ত হওয়ায় ধর্ম্মপদটীকথার অনুবাদ ভার আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শীলালঙ্কারের উপর অর্পণ করি। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রকাশক শ্রীযুত বরদা চরণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র চৌধুরীর বদান্ধতায় আজ ধর্ম্মপদটীকথার যমক বর্গ মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে অর্পিত হইল।

যদি বরদা বাবু ও হারাণ বাবুর মত সঙ্কল্প প্রকাশের ভার কোন কোন শ্রদ্ধাবান দায়ক গ্রহণ করেন, যথাক্রমে অপর ২৫ অধ্যায়ও প্রকাশিত হইবে।

আশা করি সমাজের অশ্রুত বদান্ধ ব্যক্তিরা এক একজন অন্ততঃ এক একটি পরিচ্ছেদ প্রকাশের অর্থ সাহায্য করিয়া

সকল প্রচারে সহায়তা করিবেন ও জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান
বৌদ্ধ-মিশনকে অনুবল প্রদান করিবেন ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

বিদর্শনারাম

কানাইমাদারী

২৫।৭।৩৪ইং

}

শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির

সুদ্রি পত্ৰং

(সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পঙ্ক্তি বোধক)

২—৪ দীপভাসায়, ১৩—৭ পশুসেনাসনাভিরতঙ্গ, ২০—১০
ভস্মা, ২৪—১৮ আশ্বস্ত, ২৮—১ কতপটিসহ্যারো, ২৮—৬
আগমিঙ্গতি, ৩৩—৪ যট্টিকোটীগহণ কিচ্চং, ৪১—২ নব-
বট্টায়, ৪১—৯ চক্ষমানীতি, ৪৬—৫ নিঙ্গন্ত নিঙ্গীব.
৪৬—১৫ তন্মধ্যে, ৪৯—৮ বটীহুচরিতমেব, ৪৯—১২ দৃষিত.
৫০—২ চতুস্ত, ৫৮—১০ কহং একপুস্তকা (দুইবার হইবে),
৬০—১৮ করাগ, ৬১—১২ সূর্যোর, ৬৩—১১ স্তত্ৰিস্ক্র,
৭৪—৬ সেনিসেট্টো, ৭৮—২০ হইয়া স্থলে করিয়া, ৯১—৪
কেচি, ১০৯—২ মুসাবাদী, ১১২—১ বিঙ্গাহেন, ১১২—১৯
সৌহুত, ১২৩—৭ আনন্দথেরো, ১২৬—৫ কোসম্বকা.
১৭০—১৯ শিবিকা, ২১৭—১৮ দশবিষয়িনী, ২২৪—১৫
দুঃখিত, ২৪৮—৬ ভিক্ষু, ২৫৩—১৬ বাধা, ২৭৭—১ আয়স্মন্তং.
২৯০—১৪ আবাব. ৩০৭—১৭ মার্গফল ।

ব্যবহৃত সାঙ্কেতিক অক্ষর ।

ইং = ইংরেজী পুস্তক ।

ত্রঃ = ত্রাঙ্কদেশীয় পুস্তক ।

লঃ = লক্ষা বা সিলোন মুদ্রিত পুস্তক ।

হঃ = হস্ত লিখিত পুস্তক ।

সুচিপত্র

ষমক বঙ্গগো (১)

বন্ধু সংখ্যা, কথাবন্ধু	পিট্টকো
১ । চক্ষুপালথের বন্ধু	৪
২ । মটকুঙলী বন্ধু	৫২
৩ । থুল্লতিজ্ঞথের বন্ধু	৭৭
৪ । কালিয়স্থিনিয়া বন্ধু	৯৩
৫ । কোসস্থক বন্ধু	১০৭
৬ । চুলকাল মহাকাল বন্ধু	১৩১
৭ । দেবদত্তজ বন্ধু (১ম)	১৪৯
৮ । অগাসাবক বন্ধু	১৬০
৯ । নন্দথের বন্ধু	২১৯
১০ । চন্দসূরিক বন্ধু	২৪০
১১ । ধর্মিক উপাসকজ বন্ধু	২৪৭
১২ । দেবদত্তজ বন্ধু (২য়)	২৫৬
১৩ । স্তমনা দেবিয়া বন্ধু	২৯২
১৪ । দে সহায়ক ভিক্ষু নং বন্ধু	২৯৯

THE PALI ALPHABET

IN BENGALI CHARACTER.

—°°*°°—

.

Vowels.

অ a আ ā ই i ঐ ī উ u ঊ ū এ e ও o

Consonants.

ক ka	খ kha	গ ga	ঘ gha	ঙ na
চ ca	ছ cha	জ ja	ঝ jha	ঞ ña
ট ṭa	ঠ ṭha	ড ḍa	ঢ ḍha	ণ ṇa
ত ta	থ tha	দ da	ধ dha	ন na
প pa	ফ pha	ব ba	ভ bha	ম ma
য ya	র ra	ল la	ব va	স sa
হ ha	ল la	অং an		

কা k̄a কি ki কী kī কু ku কূ kū কে ke' কো ko'

খা k̄ha খি khi খী khī খু khu খূ khū খে khe' খো kho'

গা ḡa " " " " " "

ক kka	ক্খ k̄kha	ক্য k̄ya	ক্রি kri	ক্ব kva
খ্য k̄hya	খ্খ k̄hva	গ্য ḡga	গ্ঘ gḡha	গ্রা gra
ক n̄ka	ক̄ n̄kha	—	ঙ n̄ga	ঙা n̄gha
চ cca	চ্চ c̄cha	জ্জ j̄ja	জ্জ j̄jha	ঞ n̄na
ঞ̄ n̄ha	ঞ̄ n̄ca	জ̄ n̄cha	জ̄ n̄ja	ঞ̄ n̄jha
ট̄ t̄ta	ট̄ t̄tha	ড̄ d̄da	ড̄ d̄dha	ণ n̄na
ণ̄ n̄ta	ণ̄ n̄tha	ণ̄ n̄da	ণ̄ n̄ha	ত̄ t̄ta
ত̄ t̄tha	ত̄ t̄va	ত̄ tra	দ̄ d̄da	দ̄ d̄dha
দ̄ dra	দ̄ dva	ধ̄ dhva	ন্ত n̄ta	ন্ত n̄tha
ন̄ nda	ন̄ ndha	ম̄ m̄na	ম̄ n̄ha	ম̄ p̄pa
প̄ p̄pha	ব̄ b̄ba	ব̄ bbha	ব̄ bra	ম̄ m̄pha
ম̄ m̄pha	ম̄ m̄ba	ম̄ mbha	ম̄ m̄ma	ম̄ m̄ha
য়̄ ȳya	য়̄ ȳha	ল̄ l̄la	ল̄ l̄ya	ল̄ l̄ha
হ̄ wha	স̄ s̄sa	স̄ sma	স̄ swa	স̄ l̄na
হ̄ h̄va	ল̄ l̄ha			

। ā f i ী ī ু u ূ ū ে e' ো o'

ধন্যপদটীকণ

নমো তস্য ভগবতো অরহতো

সম্মা সম্বুদ্ধস্য ।

মহামোহ তমোনদ্ধে • লোকে লোক~~ক~~দর্শিনা,
য়েন সদ্ধস্য পজ্জাতো জালিতো জলিতিকিনা ।
তস্য পাদে নমস্সিহা সম্বুদ্ধস্য সিরীমতো,
সদ্ধস্যঞ্চ পূজেষা কহা সজ্জস্য চ জ্জলিং ।
তং তং কারণমাগম্য ধম্মা ধম্মেহু কোবিদো,
সম্পাদ্য সদ্ধস্যপদো সখা ধম্মপদং সুভং ।

ধন্যপদ-অর্থকথা ।

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

মহা মোহ-তমাচ্ছন্ন জালিয়াছে লোকে যেই,
দীপ্ত-ঋদ্ধি লোকদর্শী সদ্ধর্ম্মের হ্রাসি সেই ।
শ্রীমৎ সম্বুদ্ধ পদে করি ভক্তি নমস্কার,
সদ্ধর্ম্মেরো করি পূজা কৃতাজ্জলি সজ্জ্য আর ।
ধর্ম্মাধর্ম্মে সুকোবিদ সম্প্রাপ্ত সদ্ধর্ম্ম পদ,
তত্ত্বং কারণ ছেনে শাস্তা * শুভ ধর্ম্ম পদ ।

* শাসন কর্ত্তা, বুদ্ধ ।

দেসেসি করুণাবেগ সমুজ্জাহিত মানসো,
 যং বে দেবমমুজ্জানং পীতি-পামোজ্জ বন্ধনং ।
 পরম্পরাভতা তস্ম নিপুণা অথবগ্ননা,
 য়া তস্মপগ্নি দীপমিত্ত দীপভাষায় সত্ত্বিতা ।
 ন সাধয়তি সেশানং সন্তানং হিতসম্পদং,
 অগ্নেবনাম সাপেয়্য সব্বলোকস্স সা হিতং ।
 ইতি আসিংসমানেন দন্তেন সমচারিনা,
 কুমারকস্সপেনাহং থেরেন থিরচেতসা ।
 সন্ধস্সট্ঠিতিকামেন সন্ধস্সঃ অভিযাচিতো,
 তং ভাসং অতিবিথার গতঞ্চ বচনকমং ।

করেছেন উপদেশ প্রীতি-মুদ বিবর্দ্ধন,
 দেব-নরে সমুৎসাড়ে করুণার বরিষণ ।
 নিপুণ বিব্রতি তা'র পরম্পরা সমাহত,
 তাহ্রপগ্নী দীপে + বাহা দীপ-ভাবে + অবস্থিত ।
 অপর লোকের নাহি সাধিছে সম্পদ-হিত,
 সমস্ত লোকের ইহা সাধিবে নিশ্চয় হিত ।
 সমচারী স্থিরচিত্ত কুমার কস্সপ দমী × ,
 স্থবির কর্তৃক হয়ে সন্ধস্সের হিতকামী ।
 এ'রূপে অকজ্জামান, সন্তোষে যাচিত আর,
 ত্যজি' যত্রে আমি অতি বিম্বৃত বচন-ভার ।

পহার্যারোপয়িত্বান তন্তি ভাসং মনোরমং,
 গাথানং ব্যঞ্জনপদং যং তথ ন বিভাবিতং ।
 কেবলং তং বিভাবেহা সেসং তমেব অথতো,
 ভাসন্তুরেন ভাসিঙ্গং আবহন্তো বিভাবিতং;
 মনসো পীতিপামোজ্জং অথধন্যপনিঙ্গিতন্তি ।

.

মনোরম তন্তী-ভাষা + করি' ভায় আরোপিত,
 গাথার ব্যঞ্জন-পদ অপ্রকট প্রকটিত ।
 সমস্ত প্রকাশ করি সেই অর্থ অনুসারে,
 পণ্ডিত জনের চিত্ত বিনোদন করিবারে ।
 সুধী-মন-প্রীতি-মুদ অর্থ-ধন্য অন্বয়ত,
 মাগধী § ভাষায় হবে এই ধন্য স্তব্ধাসিত ।



ষমক বর্গ । ১

চকুপালখের বধু । ১

“মনোপূর্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পহুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং দুক্কখময়েতি চক্কং'ব বহতো পদং” তি

অয়ং ধম্মাদেসনা কথ ভাসিতা'তি ? সাবণিয়ং ।
কঃ হারত্বা'তি ? চকুপালখেরং ।

ষমক বর্গ । ১

চকুপাল স্থবিরের উপাখ্যান । ১

মনস্পূর্বঙ্গম ধর্মচর,
মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;
দোষবৃক্ত মনে যদি কোন এক জন,
বলে কোন কথা কিছু করে বা করন ;
শকটের চক্র যথা রূপ পদে যায়,
দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।

এই ধর্মোপদেশ কোথায় বলা হইয়াছিল ? শ্রাবস্তীতে । কাহাকে উপলক্ষ
করিয়া ? চকুপাল স্থবিরকে ।

১। সাবথিয়ং কির মহানুব্বো নাম কুটুম্বিকো অহোসি
অদ্ভো মহক্কনো মহাভোগো অপুত্তকো। সো একদিবসং নহান-
তিথং গম্বা নহাত্তা আগচ্ছন্তো অস্তুরামগে সম্পন্নসাখং একং
বনস্পতিং ১ দিস্সা “অয়ং মহেসস্সায় দেবতার অধিগগহীতো
ভবিম্মতী”তি। তস্স হেট্ঠাভাগং সোধাপেহা পাকারপরিষ্বেপং
কারাপেহা বালিকং ২ ওকিরাপেহা ধজ্জপতাকং উম্মাপেহা বন-
স্পতিং ১ অলক্করিহা “পুত্তং বা ধীতরং বা লভিহা তুম্হাকং
মহাসক্কারং করিম্মামী”তি পথনং কহা পক্কামি।

২। অথস্স ভরিয়ায় কুচ্ছিয়ং গম্বো পতিট্ঠাসি। সা গত্তস্স পতিট্ঠিত্ত
ভাবং এত্তহা তস্স অরোচেসি। সো তস্সা গত্ত পরিহারং অদাসি।

১। শ্রাবস্তীতে মহানুব্বণ নামে এক মহাধনী, মহাভোগী, ধনাঢ্য
কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদিন তিনি স্নানতীর্থে গমন
পূর্বক স্নান করিয়া আদিবার সময় পথিমধ্যে শাপাসম্পন্ন এক বনস্পতি
দেখিতে পাইলেন। “এই বৃক্ষটিকে হস্ত কোন শক্তিমান দেবতা আশ্রয়
করিয়া থাকিবেন,” এই ভাবিয়া তিনি ইহার তনুদেশ পরিস্কার করাইলেন,
চারিদিকে প্রাকার বেঁধেনী করাইয়া দিলেন, বালি বিকীর্ণ করাইলেন এবং
ধ্বজাপতাকা উড্ডীন করাত বনস্পতিকে সমলঙ্কৃত করিয়া “পুত্র বা কন্যা
লাভ করিলে আপনার মহাসংস্কার করিব।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান
করিলেন।

২। অনন্তর তাঁহার ভাৰ্য্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। ভাৰ্য্যা গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে
জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন। তিনি তাঁহাকে গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন।

১। ১— বনস্পতিং। ২। ১— বালিকং

* পুষ্পহীন ফলদ বৃক্ষ; মহাধন।

স। দশমাসচ্চয়েন পুস্তং বিজায়ি । সেট্টি অন্তনা পালিতং বন-
স্পতিং নিদ্রায় লক্ষণা তন্ম ‘পালিতো’তি নামং অকাসি । অপর-
ভাগে অশ্রং পুস্তং লভি । তন্ম ‘চুল্লপালো’তি নামং কথ্য
ইতরন্ম ‘মহাপালো’তি নামং অকরি । তে বয়স্সন্তে ঘরবন্ধনেন
বন্ধিংসু ।

৩ । তস্মিং সময়ে সখা পবন্তবরধন্যচকো অনুপুবেনা-
গঙ্ঘা অনাথপিণ্ডিকন মহাসেট্ঠিনা চতুপপ্লাস কোটি ধনং
বিস্সজ্জেক্সা কারিতে জেতবন মহাবিহারে বিহরতি মহাজনং
সগ্গমস্সে চ মোক্ষমস্সে চ পতিট্ঠাপয়মানো । তথাগতো হি
মাত্তিপক্সতো ১ অসীতিয়া পিত্তিপক্সতো অসীতিয়া’তি ব্বেঅসীতি
ঞাতিকুল সহস্সেহি কারিভে বিহারে একমেব বজ্জাবাসং বসি ।

তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী আপনার প্রতি-
পালিত বনস্পতির প্রসাদে তাহাকে লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহার
নাম রাখিলেন ‘পালিত’ । কিছু দিন পরে তিনি আর এক পুত্র লাভ
করিলেন । তাহার ‘চুল্লপাল’ নাম রাখিয়া ছোট্টের নাম পরিবর্তন করিয়া
‘মহাপাল’ রাখিলেন । তাহার প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে বিবাহ-
সূত্রে আবদ্ধ করিলেন ।

৩ । তখন শান্তা ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পর্য্যটন
করিয়া প্রাবর্তীতে আসিয়াছিলেন । অনাথপিণ্ডিক মহাশ্রেষ্ঠী কর্তৃক
চুয়ান কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত জেতবন বিহারে জনগণকে স্বর্গমার্গে
ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন । তথাগত
মাতৃ পক্ষের অগীতি সহস্র ও পিতৃ পক্ষের অগীতি সহস্র, এই দ্বি অগীতি
সহস্র জাতিকুল দ্বারা নির্ম্মিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন ।

অনাথপিণ্ডিকেন কারিতে জেতবন মহাবিহারে একুনবীসতি,
 বিসাখায় সন্তবীসতি কোটিধন পরিচাগেন কারিতে পুষ্কারামে
 ছ বজ্রাবাসে'তি, দ্বিন্নং কুলানং গুণমহন্ততং পট্টচ্চ সাবখিং
 নিজ্জায় পঞ্চবীসতি বজ্রাবাসে বসি । অনাথপিণ্ডিকো'পি
 বিসাখা'পি মহাউপাসিকা নিবন্ধং দিবসজ্জ দেবারে তথাগতজ
 উপট্ঠানং গচ্ছন্তি । গচ্ছন্তা চ—“দহর সামণেরা নো ইথে
 ওলোকেঅন্তী”তি তুচ্ছহথা নাম'ন গতপুৰ্ব্বা । পুরেভত্তং গচ্ছন্তা
 খাদনীয়াদীনি গাহাপেত্তাব গচ্ছন্তি, পচ্ছাভত্তং পঞ্চভেসজ্জানি
 অট্ট চ পানানি । নিবেসনেন্ত পন তেসং দ্বিন্নং ১ ভিক্কুসহস্রানং
 নিচ্চপঞ্ছত্তানেবাসনানি হোন্তি ; অন্নপান ভেসজ্জেত্ত

অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে ঊনবিংশতি বর্ষা, বিশাখা কর্তৃক
 সপ্তবিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত পুষ্কারাম বিহারে ছয় বর্ষা, এই
 দুই কুলের গুণমহন্তের ভ্রাতৃ শ্রাবস্তী আশ্রয়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষাবাস করিয়াছিলেন ।
 অনাথপিণ্ডিক ও মহাউপাসিকা বিশাখা নিত্য দিবসে দুইবার তথাগতের
 সেবা করিতে যাইতেন । “তরুণ শ্রামণের গণ কিছু প্রাপ্তির আশায়
 আমাদের হাতের দিকে তাকাইবেন ” এই মনে করিয়া তাঁহারা
 কখনও রিক্ত হস্তে যাইতেন না । পূর্কাত্তে গেলে সঙ্গে করিয়া
 অনেক খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন ও অপরাহ্নে পঞ্চ ভৈষজ্য * ও
 অষ্ট পানীয় লইয়া যাইতেন । তাঁহাদের আবাসেও নিত্য দুই
 সহস্র ভিক্কুর ভক্ত আসন প্রস্তুত থাকিত । অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্য

১ । ম— দ্বিন্নং দ্বিন্নং ।

* স্বত, স্নান, তৈল, মধু ও গুড় ।

+ মধু, কিশকিশু, শালুক, কাঠালীকলা, আটিকলা, আম, জাম ও পানীফল
 এই অষ্টবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের রস অগ্নিপক না করিয়া ইাকিরা ভিক্কুরা ইচ্ছা করিলে
 বিকালে পান করিতে পারেন ।

যো য়ং ইচ্ছতি তস্য তং যথিচ্ছিতমেব সম্পাদ্ভতি । তেস্য
অনাথপিণ্ডিকেন একমেব দিবসম্পি সখা পঞং অপুচ্ছিত
পুৰো । সো কির—“তথাগতো বুদ্ধসুখমালো খত্তিয়সুখমালো,
উপকারো মে গৃহপতী”তি ময়ং ধম্মং দেসেস্তো কিলমেয়্যা”তি
সখরি অধিমত্ত সিনেহেন পঞং ন পুচ্ছতি । সখা পন তস্মিং
নিসিন্নমত্তে য়েব “অয়ং সেট্ঠি মং অরক্ষিতবট্টানে রক্ষতি ।
অহং হি কল্পসতসহস্রাধিকানি চত্তারি অসংখ্যেয়্যানি অলঙ্কত-
পাটিয়ত্তং অন্তনো সীসং ছিন্দিহা অস্বীনি উল্লাটেহা হৃদয়মংসং
উব্বত্তেহা ১ পাণসমং পুত্তদারং পরিচ্ছজ্জিহা পারমিয়ে পুরেস্তো
পরেসং ধম্মদেসনথমেব পুরেসিং, এস মং অরক্ষিতবট্টানে
রক্ষতী”তি— একং ধম্মদেসনং কথতি য়েব ।

যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাহা যথেষ্ট লাভ করিতেন । এতদিনের মধ্যে
অনাথপিণ্ডিক শাস্তাকে একদিনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । তিনি ভাবিতেন—
“বুদ্ধ সুকুমার ক্ষত্রিয় সুকুমার তথাগত ‘গৃহপতি আমার উপকারক’ ইহা মনে
করিয়া আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে ক্লান্ত হইবেন ।” এই মনে করিয়া শাস্তার
প্রতি ঘেহাধিক্য বশতঃ তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না । কিন্তু তিনি
বসিবা মাত্র শাস্তা “এই শ্রেষ্ঠ আমাকে অস্থানে রক্ষা করিতেছে । আমি
যে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল নিজে অলঙ্কৃত প্রতিমণ্ডিত শির ছেদন
করিয়া চক্ষুগুণল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় নাগ ছিন্ন করিয়া ও প্রাণসম
জ্ঞী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পারমী পূর্ণ করিয়াছি, তাহা পরকে ধর্মদেশনা
করিবার জন্মই করিয়াছি । এই শ্রেষ্ঠ আমাকে অরক্ষণীয় কারণে রক্ষা
করিতেছে ।” ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন ।

৪। তদা সাবথিয়ং সন্তমনুজ্জকোটিয়ো বসন্তি । তেস্থ সপ্পা
ধম্মকথং সুত্তা পঞ্চকোটিমত্তা মনুজ্জা অরিয়সাবকা জাতা, দে
কোটিমত্তা পুথুজ্জনা । তেস্থ অরিয়সাবকানাং বেবেব কিচ্চানি
অহেসুং, পুরেভত্তং দানাং দেন্তি, পচ্ছাতত্তং গন্ধমালাদিহথা ব-
ভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্তা ধম্মসবণথায় গচ্ছন্তি ।

৫। অথেকদিবসং মহাপালে অরিয়সাবকে গন্ধমালাদিহথে
বিহারং গচ্ছন্তে দিস্সা “অয়ং মহাজনো কুহিং গচ্ছতী”তি পুচ্ছিহা
“ধম্মসবণায়”তি সুত্তা “অহম্পি গমিআমী”তি গত্তা সপ্পারং বন্দিহা
পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি ।

৪। তখন আবন্তীতে সাতকোটি লোক বাস করিত । তাহাদের মধ্যে
পাঁচকোটি শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিয়া আর্ঘ্যশ্রাবক হইয়াছিল ; দুইকোটি
মাত্র পৃথক্জন * ছিল । ভোজনের পূর্বে আহার্য্য বস্ত্র দান দেওয়া এবং
আহারান্তে বস্ত্র, ভৈষজ্য ও পানীয়াদি সঙ্গে নিয়া, গন্ধদ্রব্য ও মালাদি হস্তে
করিয়া ধর্মশ্রবণের জন্ত বিহারে যাওয়া— এই দুইটি আর্ঘ্যশ্রাবকদের
কর্ম ছিল ।

৫। একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আর্ঘ্যশ্রাবক গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমাল্য
হস্তে বিহারে যাইতেছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতলোক কোথায়
যাইতেছে ?” প্রত্যুত্তরে শুনিলেন— “ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছেন ।”
তাহা শুনিয়া “আমিও যাইব” এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আর্ঘ্যশ্রাবকদের
সঙ্গে সঙ্গে বিহারে গিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক সমাগত জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে
উপবেশন করিলেন ।

* বাহার। নির্বাণের কোন স্তর প্রাপ্ত হয় নাই

৬। বুদ্ধাচ নাম ধম্মং দেসেস্তু। সরগসীলপববজ্জাদীনং উপ-
 নিস্সয়ং ওলোকেত্বা অক্কাসয়বসেন ধম্মং দেসেস্তি । তস্মা তং দিবসং
 সত্থা তস্স উপনিস্সয়ং ওলোকেত্বা ধম্মং দেসেস্ন্তো আনুপুৰ্ব্বীকথং
 কথেসি ; সেয়াথীদং—দানকথং সীলকথং সগ্গকথং কামানং আদীনবং
 ওকারং সংকিলেসং নেকুথস্মে চ আনিনংসং পকাসেসি । তং
 স্তুয়া মহাপালো কুটুস্বিকো চিস্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তং পুত্ত-
 ধীতরো বা ভোগা বা নানুগচ্ছন্তি, সরীরপ্পি অন্তনা সন্ধিং ন গচ্ছতি,
 কিস্মে ঘরাবাসেন ? পববজ্জিআনী”তি । সো দেমনা পরিয়োসানে
 সত্থারং উপসংকমিত্বা পববজ্জং য়াচি । অথ নং সপ্পা “নথি তে কোচি
 আপুচ্ছিতব্বয়ুত্কো এণাতী”তি আহ ।

“কনিট্ট ভাতা পন মে ভস্ন্তে, অথী”তি ।

৬। বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রব্রজ্যা-
 দির উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়া তাহার অধ্যাশয় অনুসারে উপদেশ দিয়া
 থাকেন। তদ্ব্তে সেইদিন শাস্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিয়া
 ধর্মদেশনা করিতে করিতে আত্মপূল্লিক কথা কহিলেন; যথা— দানকথা,
 শীলকথা, স্বর্গকথা, কাম (গুণ) সমূহের দোষ, অপকারিতা ও ক্লেশ এত
 নৈষ্কর্ম্যের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপাল
 কুটুস্বিকের মনে ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“পরলোক
 গমন কালে পুত্র, হুহিতা বা ভোগ-সম্পদ কিছুই সঙ্গে যায় না, শরীর ও
 নিষ্কর্মের সঙ্গে যায় না, গৃহবাসে আমার কি হইবে? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ
 করিব।” দেশনাবসানে তিনি শাস্তার সমীপে বাইয়া প্রব্রজ্যা বাঞ্ছা করি-
 লেন। অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “তোমার কি বিদায়
 নিয়া আসার মত কোন আত্মীয় নাই?”

“আমার কনিষ্ঠ ভাই আছে ভস্ন্তে।”

“তেনহি তং আপুছা”তি ।

৭। সো‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিহা সথারং বন্দিয়া গেহং গস্তা
কণিষ্ঠং পক্কোসাপেহা “তাত, যং ইমস্মিং কুলে সবিশ্রাগকাবি-
শ্রাগকং ধনং কিঞ্চি অথি সববন্তং তব ভারো, পটিপজ্জাহি-
নং” তি ।

“তুমেহ পন কিং সামী”তি ?

“অহং সথুসন্তিকে পবজিঙ্গামী”তি ।

“ কিং কথেসি ভাতিক ! স্বং মে মাতরি মতায় মাতা বিয়,
পিতরি মতে পিতা বিয় লক্কো ; গেহে বো মহাবিভবো, সন্ধা
গেহং অক্কাবসন্তেহেব পুত্রানি কাভুং, মা এবং অকথা”তি ।

“ তাত, ময়া সথুধম্মদেসনা স্তুতা, সথারা হি সগ্হসুখম্
তিলস্বগং আরোপেহা আদিমক্কপরিয়োসানে কল্যাণম্মো দেসিতো,

“তবে তাহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আস ।”

৭। তিনি সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিয়া শান্তাকে বন্দনা
পূরক গৃহে গমন করিলেন এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইয়া কহিলেন— “ভাই,
এই কুলে স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু ধন আছে সেই সমস্তের ভার তোমার উপর.
তুমি তাহা গ্রহণ কর ।”

“দাদা, আপনি কি ?”

“আমি শান্তার নিকট প্রব্রজিত হইব ।”

“কি বলিতেছেন দাদা ! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার শ্রায়,
পিতার মৃত্যুতে পিতার শ্রায় পাইয়াছি । আপনার গৃহে মহাবিভব বর্তমান ।
গৃহে বাস করিয়াও পুণ্য করা যায়, আপনি এইরূপ করিবেন না ।”

“ভাই, আমি শান্তার ধৰ্ম্মদেশনা শুনিয়াছি ; তিনি আদি, মধ্য ও অবসানে
কল্যাণময় ধৰ্ম্ম ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া স্তম্ভাশ্রম ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

ন সন্ধা সো আগারমঙ্কে বসন্তেন পুরেতুং ; পব্বজিআমি তাতা”তি ।

“ভাতিক, তরুণা পি চ তাবথ মহল্লককালে পব্বজিঅথা”তি ।

“তাত, মহল্লকঅ হি অন্তনো হথপাদাপি অনঅবা হোন্তি ন বসে বন্তন্তি, কিমঙ্গপন এণাতকা । স্বাহং তব বচনং নকরোমি, সমণপটিপত্তিঃ পুরেআমী”তি

“জরাজজ্জরিতা হোন্তি হথপাদা অনঅবা,
য়অ সো বিহতথামো কথং ধম্মং চরিঅতী”তি ।

“পব্বজিআমেবাহং তাতা”তি ভঅ বিরবন্তুঅেব
সথু সন্তিকং গন্তা পব্বজ্জং যাচিআ লঙ্কপব্বজ্জ-
পসম্পাদো আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে পঞ্চবজ্জানি বসিআ

গৃহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না ; আমি প্রব্রজিত হইব
তাই ।”

“দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রব্রজিত হইবেন ।”

“বৎস, বৃদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়, বশে থাকে না,
জ্ঞাতিগণের আর কথাইবা কি ! তাই তোমার কথা রক্ষা করিতে আমি
অপারগ, শ্রমগত পালন করিব ।”

“জরাজজ্জরিত হয়, হস্তপদ অনধীন ;
কেমনে সে আচরিবে ধম্ম, যিনি শক্তিহীন” ।

“বৎস, নিশ্চয় আমি প্রব্রজিত হইব ।” কনিষ্ঠের রোদন সঙ্কেও
তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাজ্ঞা করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা
লাভ করিয়া আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বাস করিলেন ।

বুথবজ্রো পবারেহা সখারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিহা পুচ্ছি—“ভন্তে, ইমস্মিং শাসনে কতি ধুরানী”তি ?

“গন্তধুরং বিপস্মনাধুরস্তি হে ষেব ধুরানি ভিক্ষু”তি ।

“কতমং পন ভন্তে, গন্তধুরং, কতমং বিপস্মনাধুরং”তি ?

“অন্তনো পপ্রশামুরূপেন একং বা হে বা নিকায়ে, সকলং বা পন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গাণিহিত্বা তস্ম ধারণং কথনং বাচনস্তি ইদং গন্তধুরং নাম । সল্লহকবুদ্ভিনো পন পস্তুসেনাসনাতিরতস্ম অন্তভাবে খয়বয়ং পট্টপেহা সাতচ্চকিরিয়বসেন বিপস্মনং বডেহা অরহত্তগহগন্তি ইদং বিপস্মনাধুরং নামা”তি ।

অনন্তর তিনি বর্ষাবাস * শেষ করিয়া প্রবারণার † পর শান্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, এই শাসনে কয়টি ধুর ?”

“গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর হইধুর ভিক্ষু ।”

“ভন্তে, গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর কি ?”

“নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা দুই নিকায় বা সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রহধুর । লব্ধভোজী হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমাস্থ বিশ্রামস্থানে বাস করিয়া আপনার শরীরে ক্ষয়ব্যয়ের ভাব অবলোকন করা হইতে অদম্য উদ্যমে বিদর্শন বাড়াইয়া অর্হত্ত গ্রহণের নাম বিদর্শনধুর ।”

* আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় ।

† দোষ হইলে বলিবার জন্ত অপরকে আরাধনা করা ।

“ভস্বে, অহং মহল্লককালে পবজিতো গম্বধুরং পূরেভুঃ
ন সন্ধিআমি বিপজ্ঞানাদুরং পন পূরেআমি কন্মট্টানস্মে কথেষা”তি ।

৮ । অথঙ্গ সথা য়াব অরহত্তা ১ কন্মট্টানং কথেসি । সো
সথারং বন্দিহা অন্তনা সহগামিনো ভিক্ষু পরিয়েসন্তো সট্ঠি
ভিক্ষু লভিহা তেহি সন্ধিং নিস্কমিহা বীসংয়োজনসতং মগ্গং
গম্মা একং মহন্তং পচন্তুগামং পহা তথ সপরিবারো পিণ্ডায়
পাবিসি । মনুজা বত্তসম্পন্নে ভিক্ষু দিস্সা পসন্নচিত্তা আসনানি
পঞ্জাপেহা নিসীদাপেহা পণীতেনাহারেন পরিবিদিহা “ভস্বে,
কুহিং অয়্যা গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিহা “য়থা ফাস্তকট্টানং উপাসকা”তি

“ভস্বে, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিষ্ठाচি, গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব ; আমাকে ‘কন্মস্থান’ + সম্বন্ধে বলুন ।”

৮ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে অরহত্ত্ব কন্মস্থান পর্য্যন্ত বলিলেন ।
তিনি শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না
অন্বেষণ করিলেন । ঘাটজন ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইলেন, তিনি তাঁহা-
দের সহিত নিষ্ক্রমণ করিলেন । তাঁহারা ১২০ যোজন পথ অতিক্রম
পূৰ্ব্বক এক বৃহৎ প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জন্ত প্রবেশ
করিলেন । লোকেরা নিঃসমপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন মনে আসন
সজ্জিত করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বসাইয়া উপাদেয় আহার পরিবেশন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভস্বে আৰ্য্য, আপনারা কোথায় যাইতেছেন ?”

“সুবিধা জনক স্থানে উপাসকগণ ।”

বুড়ে পণ্ডিতমহুয়া বজ্রাবাসং সেনাসনং পরিযেসন্তি ভদন্তা'তি
 ঐরা “ভন্তে, সচে অয়া ইমং তেমাং ইধ বসেয়্যং ময়ং সরণেস্ত
 পতিট্ঠায় সীলানি গণেহয়্যামা”তি আহংস্ত। তেপি “ময়ং ইমানি
 কুলানি নিজায় ভবনিজরং করিআমা”তি অধিবাসেস্তং। মহুয়া
 তেমাং পটিপ্রং গহেহা বিহারং পটিজ্জিহা রত্তিট্ঠান দিবাট্ঠা-
 নানি সম্পাদেহা অদংস্ত। তে নিবন্ধং তমেব গামং পিণ্ডায়
 পবিনন্তি। অথ তে একো বেজ্জো উপসংকমিত্তা “ভন্তে, বহন্নং
 বসনট্ঠানে গফাস্কম্পি নাম হোত্তি, তস্মিং উপম্নে ময়ং কথেষ্যাথ,
 ভেসজ্জং করিআমী”তি পবারেসি। থেরো বজ্জপনায়িক দিবসে

এইরূপ বলিলে বুদ্ধিমানেরা বুঝিলেন যে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের উপ-
 যোগী বাসস্থানের অন্বেষণ করিতেছেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—“ভন্তে
 আর্গ্য, আপনারা যদি এই তিন মাস এখানে বাস করেন, আমরা শরণে
 প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব। ভিক্ষুরাও “এই কুল সমূহের আশ্রয়ে
 থাকিয়া ভবদুঃখের অবদান করিব” এই মনে করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে
 সম্মত হইলেন। লোকেরা তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করিয়া বিহার সংস্কার
 করিয়া রাত্রি স্থান দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন। তাঁহারা নিত্যট
 সেই গ্রামে পিণ্ডের ভোগ প্রবেশ করিতেন। অনন্তর এক বৈজ্ঞ আসিয়া
 তাঁহাদিগকে কহিলেন—“ভন্তে, বহন্নং একত্রে বাস করিতে গেলে অসুখ
 হয়; আপনাদের অসুখ হইলে আমাকে বলিবেন, আমি ঔষধ দিব;”
 এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থবির মহাপাল বর্ষাবাস আরম্ভ দিবসে

তে ভিক্ষু আমন্ত্বেহা পুচ্ছি—“আবুসো ইমং ভেমাং কতীহি
ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জা”তি ?

“চতুহি ভন্তে”তি ।

“কিং পনেতং আবুসো, পতিরূপং ? নমু অগ্নমভেহি
ভবিতব্বং ? ময়ং হি ধরমানস্স বুদ্ধস্স সন্তিকে ১ কস্মট্টাণং গহেহা
আগতা, বুদ্ধা চ নাম ন সন্ধা সাঠেয়োন আরাধেতুং, কল্যাণ-
জ্জাসয়েন হেতে আরাধেতব্বা । পমত্তস্স চ নাম চত্তারো অপায়া
সকগেহে সদিমা, অগ্নমভা হোথাবুনো”তি ।

“তুমহে পন ভন্তে”তি ?”

“অহং তীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জামি, পিট্ঠিঃ

ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবুস, + তোমরা এই
তিন মাস কয় ‘ইরীয়াপথে’ + অতিবাহিত করিবে ?”

“চারি ইরীয়াপথে ভন্তে ।”

“আবুস, ইহা কি প্রতিক্রপ হইবে ? অপ্রমত্ত হওয়া উচিত নহে
কি ? আমরা ভীষন্ত বুদ্ধের নিকট কস্মস্থান নিয়া আসিয়াছি ; বুদ্ধগণকে
শঠতার দ্বারা আরাধনা করা যায় না, কল্যাণ অধ্যায়ের দ্বারাই তাঁহাদের
আরাধনা করিতে হয় । চারি অপায় × প্রমত্তেব পক্ষে স্বীয় গৃহ নদৃশ
হয়, তোমরা অপ্রমত্ত হও আবুস !”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি তিন ইরীয়াপথে অতিবাহিত করিব, পৃষ্ঠ

১। ম— সন্তিকা ।

+ ভিক্ষুদের মধ্যে বয়কনিষ্ঠের প্রতি আহ্বান, বদ্ধ ।

* শয়ন, উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ইরীয়াপথ বলে ।

× নরক, তিষ্যাগৃ, প্রেত ও অহুর লোক ।

ন পসারেআমি আবুসো”তি।

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্তা হোথা”তি।

৯। খেরঅ নিদং অনোকমন্তঅ পঠমমাসে অতিকন্তে
অস্থিরোগো উল্লজ্জি; ছিদঘটতো উদকধারা বিয় অক্ষীহি ধারা
পগ্বরন্তি। সো সৰ্বরতিং সমগধম্মং কদা অরুণুগমনে গহুং
পবিসিদ্দা নিসীদি। ভিক্ষু ভিক্ষাচাববেলার খেরঅ সন্তিকং
উপসংকমিত্তা “ভিক্ষাচারবেলায়ং ভন্তে”তি আহংস্ত।

“তেনহাবুসো গণহ্থ পত্তচীবরং”তি অত্তনো পত্তচীবরং
গাহাপেদা নিস্বমি। ভিক্ষু তস্ম অক্ষী পগ্বরন্তে দিস্সা “কিমেতং
ভন্তে”তি পুচ্ছিংস্ত।

“অক্ষী নে আবুসো, বাতা বিজ্জন্তী”তি।

প্রদারিত করিব না আবুস।”

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্ত হউন।”

৯। স্থবির নিদ্রা বাইতেন না, তাই প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইলেই
তাঁহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল। ছিদ্রঘট হইতে জনধারার আয় চক্ষু
বুগল হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি সারারাত্রি শ্রমণম্ভ
অনুষ্ঠান করিয়া অরুণোদয়ের সময় কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন।
ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় হইলে স্থবিরের নিকট গমন করিয়া
কহিলেন— “ভন্তে, ভিক্ষার সময় হইয়াছে।”

“তবে আবুস, পাত্র-চীবর গ্রহণ কর” এই বলিয়া তিনি নিজের
পাত্র-চীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার সজ্জাধার-
চক্ষু দেখিয়া হিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এ কি?”

“আবুস, আমার চক্ষু বায়বিক হইয়াছে।”

“নমু ভন্তে, বেজ্জেনমহা পবারিতা ? তজ্জ কথেনা”তি ।

“সাধাবুসো”তি ।

১০ । তে বেজ্জেন কথয়িত্ত ! সো তেলং পচিহ্মা পেসেসি ।
থেরো নাসায় তেলং আসিঞ্চন্তো নিগিহ্কোব আসিঞ্চিহ্মা অন্তো-
গামং পাবিসি । বেজ্জো দিম্বা আহ— “ভন্তে, অয়্য ত্ভ কির অস্বী
বাতো বিজ্জতী”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, ময়া তেলং পচিহ্মা পেসিতং, নাসায় বো আসিতং”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ইদানি কীদিসং”তি ?

“রুজ্জতব উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, বৈজ্ঞ না আমাদের চিকিৎসার জ্ঞান নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ?
তাহাকে আমরা বলিব ।”

“সাধু আবুস ।”

১০ । ভিক্ষুরা বৈজ্ঞকে কহিলেন । তিনি তৈলপাক করিয়া পাঠাইলেন ।
স্থবির উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকায় তৈল দিগ্ধন করিয়া গ্রামে প্রবেশ
করিলেন । বৈজ্ঞ তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন— “ভন্তে, আগের
চোখে না-কি বাতাস সহ্য হইতেছে না ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“ভন্তে, আমি ত তৈল পাক করিয়া পাঠাইয়াছি, উহা কি
নাকে দিয়াছেন ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন লাগিতেছে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

১১। বেজেছে। “ময়া একবারেনেব বৃপসমনসমথং তেলং পহিতং, কিমুখো রোগো ন বৃপসন্তো”তি চিস্তেহা “ভন্তে, নিসীদিত্বা বো আসিতং নিপজ্জিত্বা”তি পুচ্ছি। থেরো তুণ্হী অহোসি, পুনপ্পুনং পুচ্ছিয়মানোপি ন কথেসি। সো “বিহারং গত্ত্বা থেরস্স বসনট্ঠানং ওলোকেদ্বামী”তি চিস্তেহা “তেনহি ভন্তে, গচ্ছথা”তি থেরং বিসজ্জেহা বিহারং গত্ত্বা থেরস্স বসনট্ঠানং ওলোকেন্তো চক্কমণ-নিসীদনট্ঠানমেব দিস্সা সয়নট্ঠানমদিস্সা “ভন্তে, নিসিন্নেহি বো আসিতং নিপপ্নেহী”তি পুচ্ছি। থেরো তুণ্হী অহোসি।

১১। বৈজ্ঞ চিন্তা করিলেন— “আমি একবার প্রয়োগেই উপশম-সক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম না হইবার কারণ কি ?” চিন্তা করিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, তৈল বসিয়া দিয়াছিলে, না শুইয়া দিয়াছিলে ?” স্থবির নীরব রহিলেন, পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু কহিলেন না। চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন— “বিহারে গিয়া স্থবিরের বাসস্থান দেখিতে হইবে।” প্রকাণ্ডে কহিলেন— “তাহা হইলে ভন্তে, আপনি এখন বান।” স্থবিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে গেলেন। সেইখানে স্থবিরের বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার চক্কমণস্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেন, শয়নস্থান দেখিলেন না। তিনি স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, আপনি কি বসিয়া তৈল সেচন করিয়াছেন, না শুইয়া ?” স্থবির নীরব রহিলেন।

“মা ভস্তু, এবমকথ সমগধম্মো নাম সরীরে যাপেস্তে সন্ধা কাভুং, নিপজ্জিহা আসিঞ্চথা”তি পুনপ্লুনং য়াচি।

১২। “গচ্ছথাবুসো মন্তেহা জানিআমী”তি। খেরঅ চ তথ নেব এণাতী ন সালোহিতা অথি, কেন সন্ধিং মন্তেয়্য ? করজ্জকায়েন পন সন্ধিং মন্তেস্তো— “বদেহি তাব আবুসো পালিত, হং কিং অক্ষী ওলোকেঅসি উদাহ বুদ্ধসাসনন্তি ? অননতগাশ্মিং হি সংসারবট্টে তব অনঙ্খিককালং গণনা নথি। অনেকানি পন বুদ্ধসতানি বুদ্ধসহআনি অতীতানি, তেসু তে একবুদ্ধোপি ন পরিচিণ্ণো, ইদানি ইমং অন্তোবজ্জং তয়ো মাসে ন নিপজ্জিআমী”তি তে মানসং বন্ধং; তস্মা চক্ষুনি তে নজ্জন্তু বা ভিজ্জন্তু বা বুদ্ধসাসনমেব ধারেহি মা চক্ষুণী”তি। ভূতকাযং ওবদন্তো

চিকিৎসক পুনঃপুনঃ অমুরোধ করিয়া কহিলেন— “ভস্তু, আর এমন করিবেন না, শরীর রক্ষা করিলেই শ্রমগণ্ম পালন করিতে পারিবেন; শুইয়া তৈল দিবেন।”

১২। “যাও আবুস, আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব।” সেই-
 পানে স্থবিরের জ্ঞাতি বা সলোহিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেন কাহার
 সঙ্গে ? স্থবির অশুভ কাণের সহিত মন্ত্ৰণা করিতে লাগিলেন— “আবুস
 পালিত, বল ত দেখি, তুমি কি চক্ষু চাও, না বুদ্ধশাসন চাও ?
 আদি-অন্ত বিরহিত সংসারবট্টে কত কাল যে চক্ষুহীন ছিলে তাহার গণনা
 নাই। কত শতসহস্র বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের একজনের সঙ্গেও
 তোমার সাক্ষাৎ নাই, এখন এই বর্ষার মধ্যে তিন মাস শয়ন করিব না বলিয়া
 দঙ্কল করিয়াছ ; কাজেই তোমার চক্ষু নষ্ট হউক বা বিদ্ধ হউক, বুদ্ধ শাসন-
 কেই ধরিয়া থাক, চক্ষুকে নয়।” তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে

ইমা গাথা অভাসি :—

“চক্ষুনি হায়ন্তি মমায়িতানি
সোতানি হায়ন্তি তথৈব দেহো.
সব্বম্পিদং হায়তি দেহনিম্মিতং
কিং কারণা পালিত ত্বং পমজ্জসি ?

চক্ষুনি জীরন্তি মমায়িতানি
সোতানি জীরন্তি তথৈব কায়ো.
সব্বম্পিদং জীরতি কায়নিম্মিতং
কিং কারণা পালিত ত্বং পমজ্জসি ?
চক্ষুনি ভিজ্জন্তি মমায়িতানি
সোতানি ভিজ্জন্তি তথৈব রূপং.

এই দকল গাথা ভাষণ করিলেন :—

“ক্ষয় হয় আঁখি মমতাবৃত,
কাণ ক্ষয় হয়, তেমতি দেহ ;
ক্ষয় হয় সব শরীরাস্রিত,
কিহেতু পালিত প্রমত্ত রহ ?
জীর্ণ হয় আঁখি মমতাবৃত,
কাণ জীর্ণ হয়, তেমতি কাণ ;
জীর্ণ হয় সব শরীরাস্রিত,
কি হেতু পালিত প্রমত্ত হায় ?
ভিন্ন হয় আঁখি মমতা যুত,
কাণ ভিন্ন হয়, তেমতি রূপ ;

সব্বস্পিদং ভিজ্জতি রূপনিম্মিতং

কিং কারণা পালিতং পমজ্জসী ?”তি ।

১৩ । এবং তীহি গাথাহি অভনো ওবাদং দহা নিসিন্নকোব
নশ্বুকস্মং কহা গামং পিণ্ডায় পাবিসি । বেজ্জো দিস্বা “কিং
ভন্তে, নশ্বুকস্মং কতং ?”তি পুচ্ছি ।

“আম উপাসকা”তি ।

“কৌদিসং ভন্তে”তি ।

“রুজ্জতেব উপাসকা”তি ।

“নিসীদিহা বো ভন্তে, কতং নিপজ্জিহা”তি ?

১৪ । থেরো তুণ্হী অহোসি । পুনপ্পুনং পুচ্ছিয়মানোপি
ন কিঞ্চি কথেসি । অথ নং বেজ্জো “ভন্তে, তুমেহ সন্নায়ে ন

ভিন্ন হয় সব শরীরপ্রিত, .

কি হেতু পালিত প্রমত্ত এরূপ ?”

১৩ । এইরূপে গাথাত্রয়ে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ই
নাসিকায় তৈল সিঞ্জন করিয়া ভিক্ষার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।
চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, নশ্ব
নিয়াছেন ত ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন বোধ হইতেছে ভন্তে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

“শুইয়া নিয়াছেন, না বসিয়া নিয়াছেন ?”

১৪ । স্থবির নীরব রহিলেন । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু
বলিলেন না । অনন্তর বৈগ্ন “তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, আপনি ভাল

করোথ, অজ্ঞপট্টায় অশ্রুকেন মে তেলঃ পকন্তি মাবদিত্ব,
অহম্পি নয়া বো তেলঃ পকন্তি ন বন্ধামী”তি আহ। সো
বেজ্জন পচক্ষাতো বিহারঃ গন্তা “বেজ্জেনাপি পচক্ষাতোসি
ইরিয়াপথঃ মা বিঅজ্জ সমণা”তি।

“পটিঙ্খিত্তো তিকিচ্ছায় বেজ্জেনাসি বিবজ্জিত্তো,

নিয়তো মচ্চুরাজ্জ কিঃ পালিত গমজ্জসী”তি।

১৫। ইমায় গাথায় অভানং ওবদিহা সমগধম্মং অকাসি।
অথস্স মজ্জিমে যামে অতিকন্তে অপুব্বং অচরিমং অক্কীনি চেব
কিলেসা চ পতিজ্জিৎসু। সো স্ত্ৰক্ষবিপজ্জকো অরহা তহা গত্তুং
পবিসিহা নিসীদি। ভিক্ষু ভিক্ষাচারবেলায় আগন্তা

“ভিক্ষাচারকালো ভন্তে”তি আহংসু।

করিতেছেন না, অথ হইতে বলিবেন না যে, অমুক আমাকে তৈল
পাক করিয়া দিয়াছিল; আমিও বলিব না যে, আমি আপনার তত্ত্ব
তৈল পাক করিয়াছিলাম।” তিনি বৈষ্ণব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিহারে
গমন পূর্বক নিজকে সন্ধান করিয়া কহিলেন—“বৈষ্ণব তোমাকে ত্যাগ
করিল, ‘উর্ঘ্যাপথ’ ত্যাগ করিওনা শ্রমণ।”

“বৈষ্ণব বিবজ্জিত হ’লে, তাক্ত চিকিৎসায়,

পালিত, নিয়ত মৃত্যু, রহেছ কি মন্ত্যত ?”

১৫। এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া শ্রমণ ধর্ম্ম আচরণ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর দ্বাত্রি মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হইলে পূর্বোক্ত নয়
পরেও নয় এক সঙ্গেই চক্ষু ও ক্লেণ (পাপ) দুই নষ্ট হইল। তিনি
শূলবিদর্শক অর্হং হইয়া কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন। ভিক্ষার
সময় উপস্থিত হইলে ভিক্ষুরা গিয়া তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, ভিক্ষার
সময় হইয়াছে।”

“কালো আবুসো”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

“তেন হি গচ্ছথা”তি ।

“ভুমেহ পন ভন্তে”তি ।

“অস্থীনি মে আবুসো পরিহীনানী”তি

১৬ । তে তস্ম অস্থীনি ওলোকেহ্মা অঙ্গু পুন্নেনভা ভদ্রা “ভন্তে, মা চিন্তয়িথ ময়ং বো পটিজ্জগিআমা”তি থেরং অস্মানেহ্মা কন্তব্বয়ুত্তকং বত্তপটিবত্তং কহ্মা গামং পবিসিংসু । মমুস্মা থেরং অদিস্সা “ভন্তে, অমহাকং অয়েয়া কুহিং”তি পুচ্ছিহ্মা তং পবত্তি স্তহ্মা য়াণ্ডু পেসেহ্মা সয়ং পিণ্ডপাতং আদায় গচ্ছা থেনঃ

“আবুস, সময় হইয়াছে ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“তবে তোমরা যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আবুস, আমি চক্ষুহীন হইয়াছি ।”

১৬ । তাঁহারা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন— “ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমরা আপনার সেবা করিল ।” তাঁহারা স্থবিরকে আশ্বস্থ করিয়া এবং যথাকর্তব্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল— “ভন্তে, আমাদের আত্মা কোথায় ?” তাহারা তাঁহাদের মুখে সেই বৃদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ম বাণ্ডু পাঠাইয়া দিল এবং স্বয়ং নিজেরা তাঁহার জন্ম আহাৰ্য্য লইয়া বিহারে গমন করিল । বিহারে বাইয়া স্থবিরকে

বন্দিত্বা পাদমূলে পবটুমানা রোদিত্বা “ময়ং ভন্তে, পট্টিজগিঅাম ভুমেহ মা চিস্তুয়িথা”তি সমজ্ঞাসেত্বা পকমিংসু । ততো পট্টায় নিবন্ধং য়াণ্ডভত্তং বিহারমেব পেসেস্তি ; থেরোপি ইতরে সট্ঠিভিঅু নিরন্তরং ওবদতি, তে ভজ্ঞোবাদে ঠত্বা উপকট্টায়’পবারণায় সবেব সহপটিসম্ভিদাহি অরহন্তং পাপুণিংসু । তে বুথবজ্ঞা চ পন সপারং দট্টকামা হত্বা থেরং আহংসু— “ভন্তে, সথারং দট্টকামমহা”তি । থেরো তেসং বচনং স্তত্বা চিস্তেসি “অহং দুব্বলো অস্তুরামগো চ অমনুঅপরিগহীতা অটবী অথি, ময়ি এতেতি সন্ধিং গচ্ছন্তে সবেব কিলমিঅন্তি, ভিক্কম্পি লভিতুং ন সন্ধিঅন্তি, ইমে পুরেত্তরমেব পেসেজ্ঞামী”তি । অথ নে আহ—

বন্দনা করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল । তাহারা বলিল—“ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনায় তত্বাবধান করিব ।” তাহারা তাঁহাকে এইরূপে সমাখ্যাসিত করিয়া চলিয়া গেল । সেই হইতে তাহারা নিয়মিত ভাবে বিহারেই যাণ্ড ও ভাত পাঠাইতে লাগিল । স্থবিরও অপর ঘাটজন ভিক্ষুকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাহারা স্থবিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রবারণার সমীপবর্তী সময়ে সকলেই প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন । বর্ষাবাস শেষ হইলে তাহারা শান্ত্যাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থবিরকে কহিলেন— “ভন্তে, আমরা শান্ত্যাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।” স্থবির তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন— “আমি দুর্জল, পশ্চিমধ্যে অমনুষ্য পরিগৃহীত বন আছে ; আমি যদি ইহাদের সঙ্গে যাই, সকলেরই কষ্ট চইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইহাদিগকে পূর্কেই পাঠাইয়া দিব ।” অতঃপর তিনি ইহাদিগকে^১ কহিলেন—

“আবুসো তুমেহ পুরতো গচ্ছথা”তি ।

“তুমেহ পন ভন্তে ?”তি ।

“অহং দুব্বলো অস্তুরামগো চ অমমুজপরিগাহীতা অটবী অপি, ময়ি তুমেহহি সন্ধিং গচ্ছন্তে সবেষ কিলমিঅথ, তুমেহ পুরতো গচ্ছথা”তি ।

“মা ভন্তে, এবং কবিত্থ, ময়ং তুমেহহি সন্ধিশ্ৰেব গমিআমা”তি ।

“মা বো আবুসো, এবং রুচ্চিথ এবং সন্তে ময়হং অকামুকং ভবিঅতি, ময়হং কণিটেটা তুমেহ দিস্বা পুচ্ছিঅতি, অথঅ মম চক্ষুন্ পৱিহীনভাবং আরোচেয়্যাথ; সো ময়হং সন্তিকং কন্ধিদেব পহিণিঅতি, তেন সন্ধিং আগচ্ছিআমি,

“আবুস, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি দুর্বল, পশ্চিমধ্যে অমমুজ্যাপ্রিত বন আছে, আমি তোমা-
দের সঙ্গে গমন করিলে সকলেই কষ্ট পাইবে, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই যাইব ।”

“আবুস, তোমরা এমন রুচি করিও না, এমন হইলে আমার অনুবিধা হইবে । আমার ছোট ভাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কণা জিজ্ঞাসা করিবে, তাকে বলিও আমি চক্ষুহীন হইয়াছি । সে আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইবে, আমি তাহার সহিত যাইব ।

তুমহে মম বচনেন দসবলঞ্চ অসীতিমহাথেরে চ বন্দথা”তি তে উয়োজ্জেসি।

১৭। তে থেরং খমাপেহা অন্তোগামং পবিসিংসু। মনুজ্জা তে নিসীদাপেহা ভিক্ষং দহা “কিং ভন্তে, অয়্যানং গমনাকারো পণ্ণায়তী”তি ?

“আম উপাসকা সথারং দট্টুকামহা”তি।

তে পুনপ্পুনং য়াচিহা তেসং গমনচ্ছন্দমেব এহা অনুগত্তা পরিদেবিহা নিবত্তিংসু। তেপি অনুপুবেন জেতবনং গত্তা সথারঞ্চ মহাথেরে চ থেরস্স বচনেন বন্দিহা পুনদিবসে যথ থেরস্স কণিঠে। বসতি তং বীথিং পিণ্ডায় পবিসিংসু।

তোমরা আমার আদেশে দশবল * ও অনীতি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিবে।” এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

১৭। তাঁহাদের কোন ক্রটি হইয়া থাকিলে স্থবিরকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া ভিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনারা যেন কোথাও যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে যে?”

“হাঁ উপাসকগণ, আমরা শাস্তাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।”

তাঁহারা ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জন্ত পুনঃপুনঃ বলিয়াও যখন জানিল যে একান্তই তাঁহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাঁহারা কিছুদূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শাস্তাকে ও মহাস্থবির দিগকে স্থবিরের কথা নিবেদন করিয়া বন্দনা করিলেন। পরদিবস স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথায় বাস করিতেছে সেই পথ ধরিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন।

কুটুস্থিকো তে সজ্জানিত্বা নিসীদাপেত্বা কতপটিসন্তারো “ভাতিক-
থেরো মে কুহিং”তি পুচ্ছি । অথঙ্গ তে তং পবত্তি আরোচেত্ত্বং ।
সো তেসং পাদম্বলে পবট্টেস্তো রোদিয়া পুচ্ছি— “ইদানি ভন্তে,
কিং কাতব্বং”তি ?

“থেরো ইতো কল্পচি গমনং পচ্চাসিংসতি, গতকালে
তেনসন্ধিং অগমিঅতী”তি ।

“অয়ং মে ভন্তে, ভাগিনেয়্যো পালিতো নাম এতং
পেসেথা”তি ।

“এবং পেসেতুং ন সন্ধা মগো পরিপশ্বো অণ্ণি ; পক্বাজেত্ত্ব
পেসেতুং বট্টতী”তি ।

“এবং কত্তা পেসেথ ভন্তে”তি ।

কুটুস্থিক ‘চুল্লপাল’ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গৃহে সম্মানের সহিত
উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আমার ভ্রাতা হুবির কোথায় ?”
তাঁহারা তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । তিনি তাঁহাদের পাদম্বলে
আবর্তিত হইয়া রোদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এখন কি করা
কর্তব্য ?”

“হুবির এখান হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন, কেহ
গেলে তাহার সহিত আসিবেন ।”

“ভন্তে, এ আমার ভাগিনেয়, ইহার নাম পালিত ; ইহাকে
পাঠাইয়া দেন ।

“এইরূপে পাঠাইতে পারিব না, পথে বাধা আছে ; প্রব্রজিত
করাইয়া পাঠাইতে হইবে ।”

“সেইরূপ করিয়া পাঠান ভন্তে ।”

১৮। অথ নং পব্বাজেহা অর্দ্ধমাসমন্তং চীবরগহণাদীনি শিক্ষা-
পেহা মগ্গং আচিঙ্খিত্বা পহিণিংসু । সো অমুপুবেন তং গামং
পহা গামদ্বারে একং মহল্লকং দিস্বা “ইমং গামং নিজায় কোচি
আরপ্রণকো বিহারো অথী ?”তি পুচ্ছি ।

“অথি ভন্তে”তি ।

“কো তথ বসতী”তি ?

“পালিতথেরো নাম ভন্তে”তি ।

“মগ্গম্মে আচিঙ্খিত্বা”তি ।

“কোসি হং ভন্তে”তি ?

“থেরস্স ভাগিনেয়্যোমহী”তি ।

১৮। অনন্তর ভিক্ষুগণ তাহাকে প্ররাজিত করিয়া অর্দ্ধমাস বাবং
চীবর পরিধানাদি শিক্ষা দিয়া পথের সন্ধান বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।
সে অল্পক্ৰমে সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বৃদ্ধকে দেখিতে
পাইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— “এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
কোন অরণ্য বিহার আছে কি ?”

“আছে ভন্তে ।”

“তথায় কে বাস করেন ?”

“পালিত স্থবির ভন্তে ।”

“আমাকে পথ দেখাইয়া দেন ।”

“আপনি কে ভন্তে ?”

“আমি স্থবিরের ভাগিনেয় ।

১৯। অথ নং গহেহা বিহারং নেসি। সো থেরং বন্দিহা অন্ধমাস-
মন্তং বন্তপটিবন্তং কহা থেরং সম্মা পটিজ্জিহা “ভন্তে, মাতুল-
কুটুম্বিকো মে তুমহাকং আগমনং পচ্চাসিংসতি, এথ গচ্ছামা”তি
আহ।

“তেন হি মে য়ট্টিকোটং গগহাহী” তি।

সো য়ট্টিকোটং গহেহা থেরেন সন্ধিং অন্তোগামং পাবিসি।
মনুজ্জা তে নিসীদাপেহা “কিং ভন্তে, গমনাকারো বো পঞ্জা-
য়তী”তি পুচ্ছিংসু।

“আম উপাসকা গম্মা সথারং বন্দিআমী”তি।

২০। তে নানপ্ধকারেন যাচিহা অলভন্তা থেরং উয়োজ্জন্তা
উপডপথং গম্মা রোদিহা নিবত্তিংসু।

১৯। অতঃপর বুদ্ধ তাহাকে লইয়া বিহারে গেলেন। শ্রামণের স্থবিরকে
বন্দনা করিল এবং অর্দ্ধমাস যাবৎ ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের
সম্যকরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিল। তৎপর বলিল— “ভন্তে, আমার মাতুল
কুটুম্বিক আপনার আগমন প্রত্যাশা করেন, চলুন আমরা যাই।”

“চল তবে, আমার যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর।”

সে যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ
করিল। লোকেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল— “কি ভন্তে,
আপনি যেন কোথায়ও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে?”

“হাঁ উপাসক, শাস্তাকে বন্দনা করিতে যাইব।”

২০। তাহারা স্থবিরকে নানাপ্রকারে সেখানে থাকিবার জন্ত প্রার্থনা
করিয়াও যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিল,
কিন্তু অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল। অতঃপর তাহারা রোদন
করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিল।

সামগেরো খেরং যট্ঠিকোটয়া আদায় গচ্ছন্তো অস্তুরামগো
অটবিয়ং কট্ঠনগরং নাম খেরেন উপনিআয় বৃথপুৰ্ণগামং সম্পাপুণি ।
সো ততো নিস্কমিত্বা অরশ্ৰে গায়িত্বা গায়িত্বা দারুনি উদ্ধরন্তিয়া
একিআ ইথিয়া গীতসদং সূত্বা সরে নিমিত্তং গগিহ ।

২১ । ইথিসদো বিয় হি অশ্ৰেণ সদো পুরিসানং সকল সরীরং
করিত্বা ঠাতুং সমথো নাম নথি । তেনাহ ভগবাঃ—

“নাহং ভিক্ষবে , অশ্ৰং একসদম্পি সমনুপআমি যো এবং
পুরিসঅ চিত্তং পরিয়াদায় তিট্ঠতি, যথয়িদং ভিক্ষবে , ইথিসদো”
তি । সামগেরো তথ নিমিত্তং গহেত্বা যট্ঠিকোটং বিজজিত্বা
“তিট্ঠথ তাব ভন্তে , কিচ্চম্মে অথী”তি তস্মা সন্তিকং গতো ।

শ্রামণের হৃবিরের যট্ঠিকোট ধারণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে বনমধ্যে
কাঠনগরে উপনীত হইল । পূর্বে হৃবির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া
বাস করিয়াছিলেন । শ্রামণের সেই গ্রাম অতিক্রম করিল । জনৈক
জীলোক অরণ্যে গান করিতে করিতে কাঠ আহরণ করিতেছিল । সে
তাহার গীতশব্দ শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল ।

২১ । পুরুষের সমস্ত শরীর বিস্তৃত হইয়া স্থিত থাকিবার স্ত্রী শব্দের
হ্রায় অত্র কোন শব্দের সামর্থ্য নাই । তাই ভগবান বলিয়াছেন :—“হে
ভিক্ষুগণ, আমি অত্র এক শব্দও সম্যকরূপে দেখিতেছি না, যাহা এই-
রূপ ভাবে পুরুষের চিত্ত আশ্রয় করিয়া স্থিত থাকিতে পারে ; যেমন
এই স্ত্রী শব্দ ।” শ্রামণের সেই জী শব্দে নিমিত্ত * গ্রহণ করিয়া যষ্টির
অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কহিল—“ভন্তে, আপনি একটু দাঁড়ান,
আমার কাজ আছে ।” এই বলিয়া সে স্ত্রী লোকটির নিকট গেল ।

স। তং দিস্বা তুণ্হী অহোসি । সো তায় সন্ধিং সীলবিপত্তিং পাপুণি ।
 থেরো চিস্তেসি— ইদানেবেকো গীতসদ্বো সূয়িত্থ, সো চ খো ইশ্বিয়া ।
 সামণেরোপি চিরায়তি ; সো সীলবিপত্তিং পত্তো ভবিম্মতী”তি ।
 সোপি অন্তনো কিচ্চং নিট্ঠাপেত্তা আগম্মা গচ্ছাম ভন্তে”তি আহ ।
 অথ নঃ থেরো পুচ্ছি— “পাপো জাতোসি সামণেরা”তি ?
 সো তুণ্হী হুত্বা পুনঃপুনঃ পুচ্ছিতোপি ন কিঞ্চি কথেমি । অথ
 নঃ থেরো আহ :— “তাদিসেন পাপেন মম ষট্ঠিকোটীগহণ কিচ্চং
 নখী”তি । সো সংবেগপ্লভ্তো কাসায়ানি অপনেত্বা গিহীনিয়ামেন পরিদ-
 হিত্বা “ভন্তে, পুৰ্বে অহং সামণেরো, ইদানি পনমিহ গিহী জাতো ;
 পব্বজন্তোপি চাহং ন সদ্ধায় পব্বজিতো, মগ্গপরিপস্থ ভয়েন
 পব্বজিতো, এথ গচ্ছামা”তি আহ ।

জীলোকটি তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল সে তাহার সহিত শীলবিপত্তি
 প্রাপ্ত হইল । তখন স্ববির চিন্তা করিলেন— “এই মাত্রই এক গীতশব্দ
 শুনিতেছিলাম ; তাহাও জীর গীতশব্দ । শ্রামণেরও বিলম্ব করিতেছে ;
 বোধ হয় সে শীলব্রষ্ট হইয়াছে ।” সেও আপন কাজ শেষ করিয়া
 আসিয়া কহিল— “ভন্তে, চলুন আমরা যাই ।” অতঃপর স্ববির তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন— “তুমি কি পাপ কাজ করিয়াছ শ্রামণের ?” সে নীরব
 রহিল । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না । অতঃপর স্ববির
 তাহাকে কহিলেন— “সেইরূপ পাপী আমার যষ্টির অগ্রভাগ গ্রহণের কোন
 প্রয়োজন নাই ।” শ্রামণেরের সংবেগ উৎপন্ন হইল । সে চীবর খুলিয়া
 গৃহীর ভ্রায় পরিধান করিয়া কহিল— “ভন্তে, পূর্বে আমি শ্রামণের ছিলাম ।
 এখন গৃহী হইয়াছি । প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ও অন্ধায় প্রব্রজিত হই নাই,
 পথে বিপদের ভয়ে প্রব্রজ্যা নিষাছি, আমুন আমরা যাই ।”

আবুসো, গিহীপাপোপি পাপো, সমগপাপোপি পাপো-
ষেব, হং সমগভাবে ঠহাপি সীলমন্তঃ পূরেতুঃ নাসন্ধি,
গিহী হহা কিং নাম কল্যাণং করিঅসি ? তাদিসেন পাপেন মে
ষট্ঠিগহণকিচ্চং নথী”তি ।

“ভন্তে, অমনুজ্জুপদবো মগো, তুমেহপি অন্ধা, কথং উধ
বসিঅথা”তি ?

২২ । অথ নং খেরো— “আবুসো, হং মা এবং চিন্তয়ি,
উধেব মে নিপজ্জিহ্ম মরন্তুআপি অপরাপরং পবট্টেন্তুআপি ১ তয়া
সন্ধিং গমনং নাম নথী”তি বহ্ম ইমা গাথা অভাসি :—

“আবুস, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ । তুমি শ্রাননের
অবস্থায় থাকিয়া মাত্র শীলও পূর্ণ করিতে পারিলে না, গৃহী হইয়া আর
কি কল্যাণধর্ম আচরণ করিবে ? তোমার ছায় পাপীর আমার বস্তু
গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই ।”

“ভন্তে, পথ অমনুজ উপদ্রব, আপনিও অন্ধ, কিরূপে এইস্থানে বাস
করিবেন ?”

২২ । অতঃপর স্ববির তাহাকে কহিলেন— “আবুস, তুমি এইজন্ত চিন্তা
করিও না, আমি এইখানেই শুইয়া মরিলেও অথবা এদিক ওদিক
গড়াইয়া পড়িলেও তথাপি তোমার সহিত বাওরা হইবে না ।” এই বলিয়া
তিনি এই গাথারই ভাষণ করিলেন :—

“হন্দাহং হতচকুখুন্সি কস্তারদ্ধানমাগতো ,
সেমানকো ন গচ্ছামি নথি বালে সহায়তা ।

হন্দাহং হতচকুখুন্সি কস্তারদ্ধানমাগতো ,
মরিজামি নো গমিজামি নথি বালে সহায়তা”তি ।

২৩ । তং সূত্বা ইতরো সংবেগজাতো “ভারিয়ং বত মে সাহ-
সিকং অননুচ্ছবিকং কস্যং কতং”তি বাহা পগায়হ কন্দন্তো বন-
সপ্তং পঞ্চন্দিয়া তথা পকন্তোব অহোসি ।

“হায় ! চকুগতে অরণ্যের পথে
আসিয়াছি, যাব না,
“বালজন সাথে বন্ধুতা না রাজে
ওইব, (নড়িব না) ।

হায় ! চকুগতে অরণ্যের পথে
আসিয়াছি, যাব না,
বালজন সাথে বন্ধুতা না রাজে
মরিব, (নড়িব না) ।

২৩ । তাহা শুনিয়া শ্রামণের জাতসংবেগ হইয়া “আমি ভারি, হৃদ্যাহ-
সিক, অযোগ্য কাজ করিয়াছি ,” এই বলিয়া বাহতে চকু আবৃত করিয়া
ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করত অরণ্যের দিকে খাণিত হইল ।

থেরআপি সীলভেজেন সট্ঠিয়োজনায়ামং পণাসয়োজন
বিথতং পণরসয়োজন বহলং জয়সুমনপুক্ষবলং নিসীদনুষ্ঠান-
কালেস্ত ওনমসুসমন পকতিকং সঙ্কস দেবরত্নো পণ্ডুকঙ্কল-
সিলাসনং উগ্গাহাকারং দত্তেসি, সকে। “কো সুখো মং ঠানা
চাবেতুকামো”তি লোকং ওলোকেন্তো দিব্বেন চক্ষুনা থেরঃ
অদস । তেনাক পোরাণা :—

“সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
পাপগরহি অয়ং পালো আজ্জীবং পরিসোধয়ি ।

সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিব্বং চক্ষুং বিসোধয়ি,
ধম্মগরুকে অয়ং পালো নিসিম্মো সাসনে রত্তো”তি ।

স্ববিরের শীলভেজে দেবরাজ ইন্দ্রের যাটযোজন দীর্ঘ, পঞ্চাশ
যোজন প্রস্থ, পঞ্চদশ যোজন ঘন, জয়সুমনপুক্ষবর্ণ, উপবেশন ও উত্থান
কালে অবনয়ন ও উন্নয়ন স্বভাব পাণ্ডুকঙ্কলশিলাসন উচ্চ হইয়া উঠিল ।
ইন্দ্ররাজ চিন্তিত হইলেন ; “কেহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চায় না কি ?”
তিনি দিব্যচক্ষুতে দেবমহুঙ্কলোক অবলোকন করিয়া স্ববিরকে দেখিতে
পাইলেন । এই ঘটনা উপলক্ষে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

“দেবেস্স সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ষু প্রকটিল,
পাপগহী ওই পাল স্বজীবিকা বিশোধিল ।

দেবেস্স সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ষু প্রকটিল,
ধরম-গৌরবী পাল আদীন শাসনে রৈ’ল ।

২৪ । অথঙ্গ এতদহোসি— “সচাহং এবরুপঙ্গ পাপগরহিনো
ধন্যগুরুকঙ্গ অয়্যঙ্গ সন্তিকং ন গমিঙ্গামি মুক্কা মে সন্তধা ফলৈয়া.
গমিঙ্গামিঙ্গ সন্তিকং”তি । ততো হি :—

“সহস্রনেত্রো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো ,
খণেন এবাগস্থান চক্ষুপালমুপাগমি ।

২৫ । উপগস্থা চ পন খেরজাবিদুরে পদসদং অকাসি । অথ
নং খেরো পুচ্ছি— “কো এসো ?”তি ।

“অহং ভন্তে, অন্ধিকো”তি ।

“কুহিং য়াসি উপাসকা ?”তি ।

“সাবণিয়ং ভন্তে”তি ।

২৪ । অতঃপর দেবেন্দ্র এই মনে করিলেন— “যদি আমি এইরূপ
পাপনিন্দক, ধর্মের প্রতি গৌরব ভাবযুক্ত আর্ঘ্যের নিকট না যাই তাহা
হইলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে ; তাঁহার নিকট যাইব ।” দেখি-
কৃত্ত বলা হইয়াছে :—

“দেবেন্দ্র সহস্র-নেত্র দেবরাজ্য-শ্রীধরে.

ক্ষণকাল মধ্যে গেল চক্ষুপাল-গোচরে ।

২৫ । দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্থবিরের অনুরে পদ-শব্দ করিলেন ।
স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে তুমি ?”

“ভন্তে, আমি পথিক ।”

“কোথায় যাইতেছ উপাসক ?”

“শ্রাবস্তীতে ভন্তে ।”

“রাহি আবুসো”তি ।

“অয়ো পন ভন্তে, কুহিং গমিঅতী ?”তি ।

“অহম্পি তথৈব গমিআমী”তি ।

“তেন হি একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

“অহং দুব্বলো ; ময়া সন্ধিং গচ্ছন্তুঅ তব পপক্ষে
ভবিঅতী”তি ।

“ময়ং অচ্চায়িকং নথি, অহং পি অয়েন সন্ধিং
গচ্ছন্তো দসসু পুণ্ণকিরিয়বথু একং লভিআমি, একতোব
গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

২৬। থেরো “একো সল্পুরিসো ভবিঅতী”তি চিন্তেহা “তেন
হি য়ট্টিকোটিং গগহ উপাসকা”তি আহ । সঙ্কো তথা কথা
পঠবিং সংখিপন্তো সংখিপন্তো সায়ংহসময়ে জেতবনং সম্পাপেসি ।

“যাও আবুস ।”

“ভন্তে আৰ্য্য, কোথায় যাইবেন ?”

“আমিও সেখানে যাইব ।”

“তাহা হইলে ভন্তে, এক সঙ্গেই যাইব ।

“আমি দুর্বল, আমার সঙ্গে গেলে তোমার বিলম্ব হইবে ।”

“তোমার তেমন জরুরী কিছু নাই, আর্থোর সঙ্গে গেলে
আমিও দশপুণ্য জিয়াবস্তুর একটি লাভ করিব, একত্রেই যাইব ভন্তে ।”

২৬। স্থবির “ইনি একজন সংপুরুষ হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া
কহিলেন—“তাহা হইলে উপাসক, আমার বস্ত্রের অগ্রভাগ ধারণ কর ।”
শত্রু তথা করিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময়
জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন ।

থেরো সংখপণবাদি সদং স্তুত্বা “কথেসো সদো”তি পুচ্ছি :

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

“উপাসক, পুবেষ ময়ং গমনকালে চিরেন গমিমহা”তি ।

“অহং উজ্জুকমগং জানামি ভন্তে”তি ।

তস্মিং খণে থেরো “নাযং মনুস্সো, দেবতা ভবিম্মতী”তি
সম্বোধয়তি ।

“সহস্রনেত্রো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো ;

সংখপিহান তং মগং খিল্লং সাবথি মাগমী”তি ।

হ্রবির শঙ্খ-মৃদঙ্গাদির শব্দ শুনিয়া ভিজ্জাসা করিলেন— “এই শব্দ কোথায়
হইতে আসিতেছে ?”

“শ্রাবন্তী হইতে ভন্তে ।”

“উপাসক, পূর্বে আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ত অনেক
সময় লাগিয়াছিল !”

“ভন্তে, আমি সোজা পথ চিনি ।”

তখন হ্রবির বঝিতে পারিলেন— “ইনি মনুষ্য নহেন, দেবতা
হইবেন

“দেবেন্দ্র, সহস্রনেত্র দেবরাজ্য লক্ষ্মীধর,

শ্রাবন্তীতে গেল পথ সজ্জেকপিয়া স্তুত্বয় ।”

২৭। সো থেরং থেরজ্জবথায় কণিষ্ঠকুটুস্থিকেন কারিতং পল্লসালং নেহা পল্লকে নিসীদাপেহা পিয়সহায়বল্লেন তঙ্গ সন্তিকং গত্তা “সম্ম পাল্লা”তি পক্কোসিত্তা— “কিং সম্মা”তি ?

“থেরজ্জাগত ভাবং জানাসী”তি ?

“ন জানামি, কিং পন থেরো আগতো”তি ?

“আম সম্ম ইদানাহং বিহারং গত্তা থেরং তয়া কতপল্ল-
সালায়ং নিসিন্নকং দিস্বা আগতোমহী”তি বত্তা পক্কামি ।

২৮। কুটুস্থিকোপি বিহারং গত্তা থেরং দিস্বা পাদমূলে পবট্টেন্তো রোদিহা “ইদং দিস্বা অহং ভন্তে, তুমহাকং পবজ্জিতুং নাদাসিং”তি

২৭। কনিষ্ঠ কুটুস্থিক স্থবিরের নিমিত্ত পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন। এক স্থবিরকে সেখানে নিয়া পর্যাঙ্কে উপবেশন করাইলেন
এবং প্রিয় লুহদের বেশে চুল্পালের নিকট বাঁধিয়া ‘বন্ধুপাল’ বলিয়া
তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন।

“কি বন্ধু ?”

“স্থবির আসিয়াছেন, জান ?”

“না, জানি না, স্থবির আসিয়াছেন কি ?”

“হাঁ বন্ধু, আমি এখনই বিহারে গাইয়া স্থবিরকে তোমার
নির্মিত পর্ণশালার উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি।” বলিয়া তিনি
প্রস্থান করিলেন।

২৮। কুটুস্থিক বিহারে গেলেন। তথায় স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার
পাদমূলে লুপ্তিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— “ভন্তে,
আমি ইহা দেখিয়া আপনাকে প্রব্রজিত চাইতে বাধা দিয়াছিলাম।”

আদীনি বহা ধে দাসদারকে ভুজিয়ে কহা থেরঅ সন্তিকে পব্বাজেহা “অন্তোগামতো যাগুভত্তাদীনি আহরিহা থেরং উপট্টহথা”তি পটিপাদেসি ।

২৯ । সামণেরা বস্তপট্টিবস্তং কহা থেরং উপট্টহিংসু । অথেক-
দিবসং দিসাবাসিনো ভিক্ষু “সথারং পঙ্গিআমা”তি জেতবনং
আগন্তা সথারং বন্দিহা অসীতি মহাথেরে দিস্বা বিহারচারিকং
চরন্তা চক্ষুপালথেরঅ বসনট্টানং পহা “তম্পি পঙ্গিআমা”তি
সায়ং তদভিমুখা অহেসুং । তস্মিং খণে মহামেঘো উট্টহি । তে
“ইদানি সায়ঞ্চ মেঘো চ উট্টহি ততো পাতোব পহ্বা পঙ্গিআমা”তি
নিবত্তিংসু । দেবো পঠময়্যামং বঙ্গিহা মঙ্গিময়্যামে বিগতো ।

এইরূপ অনেক পরিতাপের পর দুইজন দাসপুত্রকে মুক্তি দিয়া হুবিরের
নিকট প্রেরিত করাইয়া কহিলেন— “গ্রাম হইতে যাগু-ভাতাদি আনিয়া
হুবিরের সেবা করিতে থাকুন ;” বলিয়া শ্রামণেরদ্বয়কে হুবিরের সেবায়
নিযুক্ত করিয়া দিলেন ।

২৯ । শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়া হুবিরের সেবা করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর একদিবস বিদেশ বাসী ভিক্ষুগণ “শান্তাকে দেখিব”
মনে করিয়া জেতবনে আসিয়াছিলেন । তাঁহারা শান্তাকে বন্দনা
করিয়া অশীতি মহাহুবিরকে দর্শন করিলেন । অতঃপর তাঁহারা বিহারে
বিচরণ করিতে করিতে চক্ষুপাল হুবিরের বাসস্থানের সমীপবর্তী হইয়া
“তাঁহাকেও দেখিব” মনে করিয়া তদভিমুখী হইলেন । তখন সন্ধ্যা সমা-
গতা ; আকাশেও মহামেঘোদয় হইল । তাঁহারা ভাবিলেন— “এখন সন্ধ্যাও
হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বরং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব” মনে করিয়া
নিবৃত্ত হইলেন । প্রথম যামে বৃষ্টি হইয়া মধ্যম যামে থামিয়া গেল ।

থেরো আরকবিরিয়ো আচিলচক্ষমণো, তন্ম্যা পচ্ছিময়ামে চক্ষমণঃ
ওতরি । তদা পন নববুট্টায় ভূমিয়া বহু ইন্দগোপকা উট্টহিংস্ ।
তে থেরে চক্ষমন্তে য়েভুয়োন বিপজ্জিংস্ । আবাসিকা ১ থেরস্স
চক্ষমণট্টানং কালস্সেব ন সম্মজ্জিংস্ । ইতরে ভিক্ষু “থেরস্স
বসনট্টানং পজ্জিআমা”তি আগত্তা চক্ষমণে মতপাণকে দিয়া “কো
ইমস্মিং চক্ষমতী”তি পুচ্ছিংস্ ।

“অমহাকং উপজ্জায়ো. ভন্তে”তি ।

৩০ । তে উজ্জায়িংস্ “পজ্জথ সমণস্স কস্মং, সচক্ষুকালে নিপ-
জ্জিত্তা নিদ্দায়ন্তো কিঞ্চি অকত্তা ইদানি চক্ষুবিকলকালে চক্ষমা-
তী”তি এত্তকে পাণে মারেসি; অথং করিস্সামী”তি অনথং করী”তি ।

স্ববির আরক-বীয়া চক্ষু মণ-শীল ; তাই শেব নামে তিনি চক্ষু মণ স্থানে
অবতীর্ণ হইলেন । তখন নববুট্টাসিক্ত ভূমি হইতে বহু ইন্দগোপ *
উঠিয়াছিল । স্ববিরেব চক্ষু মণ সময়ে ইহাদের অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল ।
আবাসিকেরা স্ববিরের চক্ষু মণ-স্তান সকালে সম্মাজ্জন হবে নাই । অপর
ভিক্ষুরা “স্ববিরের বানস্থান দেখিব” বলিয়া তথায় আসিলেন এবং চক্ষু মণ
স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে এখানে
চক্ষু মণ করে ?”

“ভন্তে, আমাদের উপাখ্যায় ।”

১০ । ভিক্ষুরা অনুবোধের স্ববে কহিলেন— “শ্রমণটির কস্ম দেখুন, বথন
চক্ষু ছিল তখন কিছুই না করিয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল ; এখন চক্ষু হারা
হইয়া চক্ষু মণ করিতে বাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবন নাশ করিল । ভাল
কাজ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বাসিল ।”

১ । ম—অপ্সেবাসিকা । * ব্রজবণকুহর কীট বিশেষ ।

অথ তে গন্তা তথাগতন্ত আরোচেন্ত—“ভন্তে, চক্ষুপালথেরো
‘চক্ষুমামীতি’ বহু পাণকে মারেসী”তি ।

“কিং পন সো তুম্হেহি মারেন্তো দিট্টো”তি ?

“ন দিট্টো ভন্তে”তি ।

“য়থেব তুম্হে তং ন পজ্জথ, তথা সোপি তে পাণেন
পজ্জতি, স্বীণাসবানং মরণচেতনা নাম নথি ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, অরহন্তন্ত উপনিম্নয়ে সতি কস্মা অক্কো জাতো”তি ?

“অন্তনা কতকস্মবসেন ভিক্ষবে”তি ।

“কিং পন ভন্তে, তেন কতং”তি ?

“তেনহি ভিক্ষবে, স্তুণাথ :—

৩১ । “অতীতে বারাগসিয়ং বারাগসীরাজে রজ্জং কারেন্তে
একো বেজ্জো গামনিগমেন্তু চরিত্তা বেজ্জকস্মং করোন্তো

অতঃপর তাঁহারা যাইয়া তথাগতকে জানাইলেন—“ভন্তে, চক্ষুপাল স্থবির
চক্ষুগণ করিতে যাইয়া বহু প্রাণীবধ করিয়াছে ।”

“তোমরা কি মারিতে তাঁহাকে দেখিয়াছ ?”

“দেখি নাই ভন্তে ।”

“যেমন তোমরা তাহাকে দেখ নাই, তেমন সেও সেই প্রাণী
দম্বুহ দেখিতে পায় নাই । স্বীণাসবদের বধ-চেতনা নাই ভিক্ষুগণ ।”

“ভন্তে, অর্হন্তের হেতু থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্ধ হইলেন কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, নিজের কৃত কৰ্ম্ম বশেই”

“ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?”

“তাঁহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর :—

৩২ । “অতীতকালে বারাগসীতে বারাগসী রাজা রাজত্ব করিতেন ।
তখন জনৈক বৈজ্ঞ গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত ।

একং চক্ষুদুৰ্বলঃ ইথিং দিস্বা পুচ্ছি— “কিস্তে অফাস্থকং”তি ?

“অস্বীহি ন পজামী”তি ।

“ভেসজ্জং তে করোমী”তি ?

“করোহি সামী”তি ।

“কিস্মে দম্মসী”তি ?

“সচে মে অস্বীনি পাকতিকানি কাতুং সস্বিঅসি অহং
তে সন্ধিং পুত্তধীতাহি দাসী ভবিজামী”তি ।

৩২ । সো “সাধু”তি ভেসজ্জং সংবিদহি, একভেসজ্জেনেব
অস্বীনি পাকতিকানি অহেসুং । সা চিস্তেসি—“অহং এতঅ
পুত্তধীতাহি সন্ধিং দাসী ভবিজামীতি পটিজানিং, ন থো পন মং
সণেহন সমুদাচরিঅতি, বঞ্জেআনি নং”তি । সা বেজ্জনাগস্তা

এক সময় কোন দুৰ্বলচক্ষু জীলোককে দেখিয়া ভিজ্জাসা করিল— “তোমার
অস্থ হইয়াছে কি ?”

“আমি চক্ষে দেখিতে পাই না ।”

“তোমাকে ঔষধ দিব ?”

“দেন মহাশয় ।”

“কি দিবে আমাকে ?”

“যদি আমার চক্ষু স্বাভাবিক করিতে পারেন, ছেলে-মেয়েদের শুদ্ধ
আপনার দাসী হইব ।”

৩২ । সে ‘ভাল’ বলিয়া ঔষধ দিল । একমাত্রা ঔষধেই চক্ষু
স্বাভাবিক হইল । সেই জীলোক চিন্তা করিল— “ছেলে-মেয়ে সহ
এঁর দাসী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আমার প্রতি সদ্যবহার
করিবেন না । তাঁহাকে বঞ্চনা করিব ।” বৈজ্ঞ আদিয়া তাহার নিকট

“কীদিনং ভদ্রে”তি পুট্টা—

“পূৰ্বে মে অক্ষীনি খোকং কজিংস্তু, ইদানি পন
অতিরেকতরং কজন্তী”তি আত ।

৩৩। বেজেচা—“অয়ং মং বপেদ্বা কিঞ্চি অদাতুকামা, ন মে
এতায় দিনভতিয়া অপো. ইদানেব নং অক্ষং করিআমী”তি
চিন্তেদ্বা গেহং গন্তা ভবিয়ায় তমথং আচিঞ্চি, সা তুগহী অহোসি ।
সো একং ভেসজ্জং যোজেদ্বা তস্মা সন্তিকং গন্তা “ভদ্রে, ইমং
ভেসজ্জং অঞ্জাহী”তি অঞ্জাপেসি, তস্মা ধে অক্ষীনি দীপদিখা
বিয় বিজ্জায়িস্ত । সো বেজেচা চক্ষুপালো অহোসী”তি

“ভিক্ষবে. তদা মম পুত্রেণ কতকসুং পচ্ছতো পচ্ছতো

জিজ্ঞাসা করিল—“এখন কেমন ভদ্রে ?”

প্রত্যুত্তরে কহিল—“পূর্বে আমার চক্ষু সামান্য বেদনা করিত, কিং
এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে ।”

৩৩। সেই চিন্তা করিল—“এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বঞ্চনা করিয়া
কিছু না দিবার ইচ্ছা করিয়াছে । ইহার প্রদত্ত পারিশ্রমিকের আমার
কোন প্রয়োজন নাই । এখনই ইহাকে অক্ষ করিল ।” সে গৃহে যাওয়া
ভাষ্যকে সেই কথা কহিল । গৃহিণী নীরব রহিল । বৈজ্ঞ এক প্রকার
ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের নিকট যাওয়া কহিল—“ভদ্রে,
এই ঔষধের অঞ্জন দাও ।” এই বলিয়া অঞ্জন দেওয়াটিল । অঞ্জন দেও-
য়াতে তাহার চক্ষু দীপ-শিখার আয় জলিয়া গেল । চক্ষুপালট সেই
বৈজ্ঞ ছিল ।

“হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের তখনকার কৃতকর্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ

অনুবন্ধি । পাপকন্মং হি নামেভং ধুরং বহতো বলিবদস্য পদং
চকং বিয় অনুগচ্ছতী”তি ।

৩৪ । ইদং বথুং কথেষ্য অনুসন্ধিৎ যাটেয়া পতিট্টাপিত মন্তিকং
সাসনং রাজমুদায় লঙ্কেষ্টো বিয় ধম্মরাজা ইমং গাথমাত্ত :—

“মনোপুঙ্খজমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,
মনসা চে পদুটেমন ভাসতি বা করোতি বা ;
ভতো নং দুস্কমম্বেতি চকং’ব বহতো পদং”তি । ১

৩৫ । ভূথ “মনো”তি— কামাবচরকুশলাদিভেদং সম্বক্ষস্পি

অনুগমন করিয়া আনিয়াছে । ধুরবাহী বলীবর্দের পাদ-চক্রের জ্বায় পাপ-
কন্ম অনুগমন করে ।”

৩৬ । ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পূৰ্ব্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
শিরোনামাক্রিত শাসনের উপর রাজমুদ্রা চিহ্নিত করাব জ্বায় ধম্মরাজ এই
গাথা কহিলেন :—

“মনস্পুঙ্খজমা ধম্মচয়,
মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;
দোষযুক্ত মনে যদি কোন একজন,
যলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;
পদটেস্ চক্র যথা বৃষ পদে ধায় ;
দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।” ১

৩৭ । ভূথায় “মনঃ” বলিলে— কামাবচর কুশলাদি ভেদে সমস্ত

চতুভূমিক চিত্তং ; ইমস্মিং পন পদে তদা তন্ম বেজ্জজ্জ উপ্পন্নচিত্তং বসেন
নিয়মিয়মানং ব্যবস্থাপিয়মানং পরিচ্ছিন্নজিয়মানং দোমনজ সহগতং
পটিঘসম্পযুক্তচিত্তমেব লব্ধতি ।

“পূর্বজমা”তি— তেন পঠমগামিনা হইয়া সমাগতা ।

“ধম্মা”তি— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি, নিজন্ত বসেন চত্তারো
ধম্মা নাম । তেহু :-

“নহি ধম্মো অধম্মো চ উত্তো সমবিপাকিনো,
অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাপেতি সুগতিং”তি ।

অয়ং গুণধম্মো নাম ।

“ধম্মং বো ভিক্ষবে, দেসিআমি আদিকল্যাণং”তি— অয়ং
দেশনাধম্মো নাম ।

চাতুভৌমিক চিত্ত * বুঝায় । কিন্তু এই পদে তখন সেই বৈত্তের উৎপন্ন চিত্তভেদে
নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান দৌন্দ্বনস্ত-সহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত
চিত্তই লক্ষিত হইতেছে ।

“পূর্বজম”— প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রণী, পূর্বগামী ।

“ধর্ম্মচয়”— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি (পর্যাপ্তি) ও নিঃসত্ত ভেদে
ধর্ম্ম চতুর্বিধ । তাহাদের মধ্যে :-

“ধর্ম্মাধর্ম্ম উত্তরের সমান বিপাক নয়,

অধর্ম্ম নিরয়ে নেয়, ধরমে সুগতি হয় ।”

এই পাঞ্চাঙ্গ ধর্ম্মশব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ-ধর্ম্ম দেশনা করিব”
ইত্যাদি— এইবাক্যে ধর্ম্মশব্দে দেশনা-ধর্ম্ম বুঝাইতেছে ।

* কামাবচর, ঋপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর চিত্ত ।

“ইধ পন ভিক্ষবে, একচে কুলপুতা ধম্মং পরিয়াপুণন্তি
সুত্তং পেয়াং”তি— অয়ং পরিয়াপুণন্তিম্মো নাম ।

“তস্মিং ধো পন সময়ে ধম্মা হোন্তি বন্ধা হোন্তী”তি— অয়ং
নিজসুধম্মো নাম । নিজ্জীবধম্মোতিপি এসো এষ । তেসু ইমস্মিং ঠানে
নিজসুনিজ্জীবধম্মো অধিলেভো । সো অথতো তয়ো অরুপিনো বন্ধা—
“বেদনাস্বক্কো, সঞ্জাস্বক্কো, সংস্কারস্বক্কো”তি । এতেহি মনো পুৰুষমো
এতেসন্তি “মনোপুৰুষম”নাম । কথং পনেতেহি সন্ধিং একবন্ধুকো
একরস্মণো অপুৰং অচরিমং একস্বপ্ণে উল্লঙ্ঘমানো মনোপুৰুষমো
নাম হোতী’তি ? উপাদপচ্চয়ট্টেন; যথা হি বহুসু একতো
গামঘাতাদিকস্মানি করোস্তুসু “কো এতেনং পুৰুষমো ?”তি বুত্তে,

*চে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে কোন কোন কুলপুত্র সূত্র-গেয়াদি
ধর্ম শিক্ষা করে ,”— এইবাক্যে ধর্ম শব্দ পর্যায়াপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হই-
রাছে ।

“সেট সময়ে ধর্ম হয়, স্কন্ধ হয়” ইত্যাদি । এই বাক্যে ধর্ম শব্দ
নিঃসন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাকে নিজ্জীবধর্মও বলা হয় ।
তন্মধ্যে এইস্থানে নিঃসন্ধ-নিজ্জীব ধর্মই অভিপ্রেত । তাহা অর্থ ভেদে
“বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপ স্কন্ধকে বুঝাইতেছে ।

মনঃ ইহাদের মধ্যে পুৰুষম বলিয়া “মনস্পুৰুষম” বলা হইয়াছে । মনঃ ধর্ম
সমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বস্তু ও সমানালম্বন হইয়া এবং
অপূর্ণোপর ভাবে এককালে ইহাদিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া ক্রিপে ইহাদের পূৰ্ণ-
ঙ্গম হয় ? উৎপাদন ‘প্রত্যয়’ (কারণ), অর্থে যেমন একত্রে বহুলোক গ্রামঘাতাদি
ভঙ্গ্য করিলে “কে ইহাদের পূৰ্ণগামী ?” এইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,

যো তেসং পচ্চয়ো হোতি যং নিজ্জায় তে তং কস্মং করোন্তি সো
 দত্তো বা মত্তো বা তেসং পুৰ্ব্বজ্জমো'তি বুচতি । এবং সম্পদমিদং
 বেদিতব্বং । ইতি উপ্পাদপচ্চয়ট্টেন মনো পুৰ্ব্বজ্জমো এতেসন্তি = মনো-
 পুৰ্ব্বজ্জমা ; নহি তে মনে অনুপ্পজ্জন্তে উপ্পজ্জিত্বং সঙ্কোন্তি, মনো
 পন একচ্ছেসু চেতসিকেষু অনুপ্পজ্জন্তেনুপি উপ্পজ্জতিয়েব ।
 অধিপতিবসেন পন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো ।
 যথা হি চোরাদীনং চোরজ্জের্টাকাদয়ো অধিপতিনো সেট্টো, তথা
 তেসম্পি মনো'তি মনোসেট্টো । যথা পন দারুআদীহি নিপ্পন্নানি
 তানি তানি ভণ্ডানি দারুময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি
 মনতো নিপ্পন্নতা মনোময়া নাম ।

৩৬ । “পদুট্টেনা”তি— আগন্তুকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোসেহি

তবে বাহাকে আশ্রয় করিয়া গ্রাহার। সেই কার্য্য করে, যে
 তাহাদের কার্য্যের প্রত্যয়, বা কারণ হয়, সে (বা তাহার নাম) দত্তই
 হউক আর মত্তই হউক, তাহাকে তাহাদের পূর্ব্বগামী বলিয়া উক্ত হয় ।
 তদ্রূপ ইহাও জ্ঞাতব্য । উৎপাদন প্রত্যয় অর্থে মনঃ পূর্ব্বজ্জম ইহাদের,
 মনস্পূর্ব্বজ্জম । মন উৎপন্ন না হইলে গ্রাহারা উৎপন্ন হইতে পাবে না । মন
 কিন্তু কোন কোন চৈতসিক বা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় ।
 অধিপতিরূপে মনঃ শ্রেষ্ঠ ইহাদের (ধর্ম্মসমূহের), মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন চোর
 প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগণ, দলের শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে
 মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিষ্পন্ন ভাণ্ডসমূহ কাষ্ঠময়াদি বলিয়া
 কথিত হয়, সেইরূপ ইহারাও মন হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনোময় বলিয়া
 কথিত হয় ।

৩৬ । “প্রদুষ্টমনে”—আগন্তুক বা বহিরাগত অভিযাদি (লোভাদি) দোষের

পদুঠেঁন, পকভিমনো হি ভবঙ্গচিত্তং, তং অন্নদুঠেঁন, যথা হি পসন্নং উদকং আগম্বকেহি নীলাদীহি উপক্কিলিট্টং নীলোদকাদিত্তেদং হোতি, নচ নবং উদকং, নাপি পুরিমং পসন্ন উদকমেব; তথা চিত্তম্পি আগম্বকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোমেহি পদুঠেঁন হোতি, নচ নবং চিত্তং নাপি পুরিমং ভবঙ্গচিত্তমেব। তেনাহ ভগবা—“পভম্মরমিদং ভিষ্মবে, চিত্তং, তথ খো আগম্বকেহি উপক্কিলেসেহি উপক্কিলিট্টং”তি। এবং “মনসা চে পদুঠেঁন ভাসতি বা করোতি বা,” সো ভাসমানো চতুর্বিধং বচিদুচ্চরিতমেব ভাসতি, করোন্তো তিবিধং কায়দুচ্চরিতমেব করোতি; অভাসন্তো অকরোন্তো তায় অভিজ্ঞাদীহি পদুঠেঁমানসতায় তিবিধং মনোদুচ্চরিতং পুরেতি। এব-মম্ম দস অকুসল কাম্পপথা পারিপূরিং গচ্ছন্তি।

দ্বারা ভষিত মন। প্রকৃতি মনঃ ভবঙ্গচিত্ত। তাহা অপ্রহুঁ যেমন নিম্নল জল বহিরাগত নীলাদি রঙের দ্বারা উপক্লিষ্ট হইয়া নীলজল, পীতজল নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ইহা নূতন জলও হয় না, পূর্বের নিম্নল জলও থাকে না; তদ্রূপ চিত্তও অতিথ্যা প্রভৃতি আগম্বক দোষের দ্বারা প্রহুঁ হয়। কিন্তু তাহাতে নূতন চিত্তও হয় না, পূর্বের ভবঙ্গ চিত্তও থাকে না। সেই জন্ত ভগবান বলিয়াছেন—“হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাসর, তাহা আগম্বক উপক্লেপের দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়।” এইরূপ ‘প্রহুঁ মনে যদি করে কিম্বা ভাবে’ কথা বলিলে চতুর্বিধ মন্দ বাক্যই (মিথ্যা, পরুব-বাক্য, পিণ্ডন-বাক্য ও সম্প্রলাপ) বলে; কার্য্য করিবার সময় ত্রিবিধ কারিক পাপ (প্রাণী হত্যা করা বা আঘাত দেওয়া, অদত্ত গ্রহণ ও অবৈধ কামাচার) করে; কিছু না বলিলে ও না করিলে অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যান্ধটির দ্বারা প্রহুঁ মানস হেতু উক্ত ত্রিবিধ মনোদুচ্চরিত করে। এইরূপে তাহার দশ অকুশল “কর্ম্মপথ” পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৩৭। “ততো নং দুষ্কমশ্বেতী”তি— ততো ত্রিবিধ দুষ্করিততো তং
 পুণ্ডলং দুষ্কমশ্বেতি । দুষ্করিতানুভাবেন চতুহু অপায়েহু মনুজেষু
 বা তমভাবং গচ্ছন্তুঃ কায়বপু কল্পি ইতরম্পীতি ইমিনা পরিয়া-
 য়েন কায়িকং চেতসিকং বিপাকদুষ্কং অনুগচ্ছতি । যথা কিং ?
 “চক্রং ব বহতো পদং”তি ধুরে যুক্তস্য ধুরং বহতো বলিবদস্য
 পদং চক্রং বিয় । যথা হি সো একম্পি দিবসং য়েপি পঞ্চপি
 দসপি অক্ষমাসম্পি মাসম্পি বহন্তো চক্রং নিবন্তেতুঃ জহিতুং ন
 স্কোতি, অথথ্বস্য পুরতো অভিক্রমন্তস্য যুগং গীবাং বাধতি,
 পচ্ছতো পটিক্রমন্তস্য চক্রং উরুমংসং পটহন্তি, ইমেহি দ্বীহাকারেহি
 বাধন্তুঃ চক্রং তস্য পদানুপদিকং হোতি, তথৈব মনসা
 পদুর্ঠেন তীণি দুষ্করিতানি পুরেহা ঠিতং পুণ্ডলং নিরয়াদিস্ত

৩৭। “তৎ তাত্ৰ পাছে আসে”— সেই ত্রিবিধ দুষ্করিত হইতে
 উৎপন্ন তৎ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে । দুষ্করিত প্রভাবে চারি অপায়
 বা মনুষ্য-লোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কায়িক-চেতসিক
 বিপাক-তৎ অনুগমন করে । যেমন তাহা কিরূপ—“বাহীপদে চক্র যথা”
 ধুরে যুক্ত ধুর বহনকারী বলিবদের পদ-চক্রের ত্রায় । ধুরবাহী বলী-
 বদ একদিন, তইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, অর্দ্ধমাস এমন কি একমাস
 ধুর বহন করিলেও যেমন চক্রকে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়
 না, পঞ্চান্তরে সমুদ্র দিকে অতিক্রম করিতে গেলে যুগেতে গ্রীবা বাধে,
 পশ্চাতে প্রতিক্রম করিতে গেলে চক্র তাহার উরুমংসে প্রতিহত করে ;
 এই ভাবে ত্রিবিধ প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্র তাহার পদানুপদিক হয় ।
 চক্রপ প্রদৃষ্ট মনের দ্বারা ত্রিবিধ দুষ্করিত পূর্ণকারী ব্যক্তি নিরয়াদি স্থানের

তথ তথ গতর্টানে দুচ্চরিতমূলকং কায়িকম্পি চেতসিকম্পি দুষ্কঃ
অমুবন্ধভী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে তিংসসহজা ভিক্ষু সহপটিসম্ভিদাহি
অরহন্তঃ পাপুনিংহু । সম্পত্তপরিসায়'পি দেসনা সাথিকা সফলা
অহোসী'তি ।



যেখানে যেখানে যায় সেই সেইখানে তুচ্ছরিত মূলক কায়িক চেত-
সিক তুঃখ পশ্চাৎ অনুসরণ করে ।

গাথা পর্যায়সানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হন্ত
প্রাপ্ত হইলেন । পরিষদে উপস্থিত অত্রাণদেরও এই ধর্মদেশনা সার্থক ও
ফলবতী হইয়াছিল ।

মটুকুগুলী বথ ১ ২

“মনোপুৰুষমা”তি দুতিয়গাথাপি সাবথিয়ং য়েব মটুকুগুলিঃ
আরতু ভাসিতা ।

১ । সাবথিয়ং কির অদিমপুৰুষকো নাম ব্রাহ্মণো অহোসি ।
তেন কজ্জচি কিঞ্চি ন দিমপুৰুষং, তেন তং অদিমপুৰুষকোয়েব
সজ্জানিংসু । তজ্জেকপুত্তকো অহোসি পিয়ো মনাপো । অথজ্জ
পিলন্ধনং কারেতুকামো “সচে সুবরুকারজ্জাচিচ্ছিজ্জামি বেতনং

মটুকুগুলীর উপাখ্যান

“মনস্পূৰুষম” এই দ্বিতীয় গাথাও মটুকুগুলীর কথা প্রসঙ্গে প্রাবর্তীতে
কথিত হইয়াছিল ।

১ । প্রাবর্তীতে “অদিমপুৰুষক” (অদন্তপূৰুষ) নামে এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন । তিনি পূৰ্বে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি অদিম
পুৰুষক নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল । ছেলেটি
বেশ প্রিয়দর্শন ও মনোজ্ঞ । ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল পুত্রের জন্ত অলঙ্কার
তৈয়ার করেন । কিন্তু তাবিলেন—“স্বর্ণকারকে প্রস্তুত করিতে বলিলে মজুরী

দাতব্যং ভবিষ্যতী”তি সয়মেব সুবল্লং কোট্টেহ। মট্টানি কুণ্ডলানি
কহা অদাসি, তেনঅ পুত্তো মটুকুগুলীয়েব পপ্রান্নিথ। তঅ
সোলসবজ্জকালে পণ্ডুরোগো উদপাদি। মাতা পুত্তং ওলোকেহা
“ব্রাহ্মণ, পুত্তঅ তে রোগো উল্লম্বো তিকিচ্ছাপেহি নং”তি আহ।
“ভোতি, সচে বেজ্জং আনেআমি তত্তবেতনং দাতব্যং ভবিষ্যতি,
কিং ত্বং মম ধনচ্ছেদং ন ওলোকেঅসী”তি !

“অথ কিং করিঅসি ব্রাহ্মণা”তি ?

“স্বখা মে ধনচ্ছেদো ন হোতি তথা করিআমী”তি ।

২। সো বেজ্জানং সন্তিকং গম্বা—“অসুকারোগঅ নাম ভুনেহ
কিং ভেসজ্জং করোথা”তি পুচ্ছতি। অথঅ তে যং বা তং বা
রুজ্জতচাদিং আচিস্বস্তু। সো তং আহরিহা পুত্তঅ ভেসজ্জং

দিতে হইবে” তাই নিজেই গোণা পিটিয়া মটুকুগুল প্রস্তুত করিয়া
দিলেন। এই মটুকুগুল পরাতেই ব্রাহ্মণ-পুত্র মটুকুগুল নামে পরিচিত
হইল। তাহার বয়স যখন বছর ষোল, তাহাকে পাণ্ডুরোগে ধরিল।
মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন—“ওগো ব্রাহ্মণ, তোনার
ছেলের যে রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করাও।”

“ওগো, কবিরাজ আনিলে ত দর্শনী দিতে হইবে! তুমি কি
আমার ধন-নাশ করিতে চাও! তাহা হইবে না।”

“তবে কি করিবে ব্রাহ্মণ?”

“যাহাতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তাহাই করিব।”

২। অতঃপর তিনি বৈদ্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—
“হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাণ্ডুরোগে আপনারা কি ঔষধ দেন?” বৈদ্যের
উত্তরে যাহা-তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিতেন। তিনি তাহা আহরণ

করোতি । তং করোস্তুগ্নেবঙ্গ রোগো বলবা অহোসি, অতেকিচ্ছ ভাবং উপাগমি, ব্রাহ্মণো তন্ন দুব্বলভাবং এত্বা একং বেজ্জং পক্কোসি । সো তং ওলোকেষ্বা “অমহাকং একং কিচ্ছং অথি অপ্রং বেজ্জং পক্কোসিষ্বা তিকিচ্ছাপেহী”তি তং পচচ্ছায় নিচ্ছমি । ব্রাহ্মণো তন্ন মরণসময়ং এত্বা “ইমঙ্গ দঙ্গনথায় আগতাগতা অন্তোগেহে সাপতেয়্যং পঙ্গিঙ্গন্তি, বহি নং করিঙ্গামী”তি পুত্তং নীহরিষ্বা বহি আলিঙ্গেন্দে নিপজ্জাপেসি ।

৩ । তং দিবসং ভগবা বলবপচ্ছুসসময়ে মহাকরুণাসমাপত্তিতো বুট্টায় পুব্ববুদ্ধেস্ত কতাধিকারানং উঙ্গল্পকুসলমুলানং বেনেয়্য

করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন । ইহার ফলে রোগ অধিক হইল । চিকিৎসা না করার মতনই দাঁড়াইল । ব্রাহ্মণ পুত্রকে ছব্বল দেখিয়া একজন বৈদ্য ডাকিয়া আনিলেন । বৈদ্য রোগী দেখিয়া কহিলেন— “আমার এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন বৈদ্য ডাকিয়া চিকিৎসা করান ।” এই বলিয়া বৈদ্য রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ পুত্র আর বাঁচিবে না বুঝিয়া গাবিলেন—“ইহাকে দেখিবার জন্য লোকজন আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে, ইহাকে বাহির করিয়া রাখিব,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিলেন ।

৩ । সেই দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান ‘মহাকরুণা সমাপত্তি’ ধ্যান হইতে উঠিয়া দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে জ্ঞান-জাল বিস্তার করিলেন । দ্বাহারা পূর্ববুদ্ধগণের নিকট উন্নত জীবনের জ্ঞাত রূত সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন,

বন্ধবানং দম্ভনখং বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেন্তো দসসহস্রি
চক্রবালে এণাংজালং পথরি।

মটুকুণ্ডলী বহি আলিন্দে নিপল্লাকারেনেব তঙ্গ অন্তো
পঞ্জায়ি।

৪। সখা তং দিস্বা তঙ্গ অন্তোগেহা নীহরিষ্বা তথ নিপজ্জা-
পিতভাবং এষ্বা “অথি নুখো ময়্হং এথ গতপচ্চয়েন অথো”তি
উপধারেন্তো ইদং অদস :—

“অয়ং মাগবো ময়ি মনং পসাদেহা কালং কহা তাবতিংস
দেবলোকে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তিঙ্গতি, অচ্ছরা-
সহস্রমজ্জ পরিবারো ভবিষ্যতি, ব্রাহ্মণোপি নং ঝাপেহা রোদন্তো
আলাহণে বিচরিষ্যতি। দেবপুত্তো তিগাবুত্তমমাণং সট্ঠিসকট

বাহাদের অকুশল কর্ম্মের মূল ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিমুক্ত করিবার
উপযুক্ত প্রাণিগণকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

মটুকুণ্ডলীকে বহিরালিন্দে শায়িত অবস্থাতেই জ্ঞান-জালের মধ্যে
দেখা গেল।

৪। শাস্তা তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া
সেইখানে শায়িত রাখা হইয়াছে জানিয়া তাঁহার গমনে এই ব্যক্তির
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—

“এই ব্রাহ্মণ-পুত্র আমার প্রতি মন প্রদন্ন করিয়া দেহান্তে ‘তাবতিংস’
দেবলোকে ত্রিশযোজন প্রমাণ এক কনকবিমানে উৎপন্ন হইবে,
সহস্র অঙ্গরায় পরিবৃত হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দাহ করিয়া ক্রন্দন
করিতে করিতে আশানে বিচরণ করিবে। দেবপুত্র সহস্র অঙ্গরা-
পরিবৃত, ষষ্টি-শকট-ভার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিত নিজের ত্রিগব্যুতি প্রমাণ

ভারালঙ্কারপতিমণ্ডিতং অচ্ছরাসহস্রপরিবারং অন্তভাবং ওলোকেস্তা
 “কেন নুখো কস্মেন ময়া অয়ং সিরিসম্পত্তি লঙ্কা”তি ওলোকেস্তো
 ময়ি চিত্তপ্লসাদেন লঙ্কভাবং এত্বা “ধনচ্ছেদ ভয়েন মম ভেসজ্জঃ
 অকত্বা ইদানি আলাহণং গত্বা রোদতি বিপ্লকারপ্লভং নং
 করিদ্ভামী”তি পিতরি অশ্রুস্তিয়া মট্টকুণ্ডলীবধেনাগত্বা আলাহণ-
 দ্বাবিদূরে নিপজ্জিত্বা রোদিষতি। অথ নং ব্রাহ্মণে “কোসি
 হং ?”তি পুচ্ছিষতি।

“অহং তে পুন্তো মট্টকুণ্ডলী”তি।

“কুহিং নিব্বভোসী”তি ?

“তাবতিংস ভবনে”তি।

“কিং কস্মং কত্বা”তি ? বুওে ময়ি চিত্তপ্লসাদেন নিব্বভ ভাবং

শরীর দেখিয়া “কোন্ কর্ণের ফলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাভ হইল”
 তাহা ভাবিতে ভাবিতে জানিতে পারিবে, আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ
 হেতু ইহা লাভ হইয়াছে; আরও দেখিতে পাইবে যে—তাহার পিতা ধন-
 হানির ভয়ে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্রশানে যাইয়া রোদন
 করিতেছে, “ইহাকে বিকার প্রাপ্ত করাইব বা অস্ত্রায়ের প্রতিশোধ দিব।”
 পিতার দুঃখ সহ করিতে না পারিয়া মট্টকুণ্ডলীর রূপে আসিয়া শ্রশানের
 অনতিদূরে গুইয়া রোদন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা
 করিবে—“কে তুমি ?”

“আমি আপনার পুত্র মট্টকুণ্ডলী।”

“কোথায় জন্ম নিয়াছ ?”

“তাবতিংস দেবলোকে।”

“কি কর্ণের ফলে ?” এইরূপ উক্ত হইলে সে বলিবে আমার প্রতি

আচিন্ধিত। ব্রাহ্মণে “তুমহন্ত চিত্তং পসাদেহা সগ্গে
নিব্বত্তা নাম অথী”তি মং পুচ্ছিত্তি। অথহাং এত্তকানি
সতানি বা সহজানি বা সত্তসহজানি বাতি ন সঙ্কা গণনায়
পরিচ্ছিন্দিতুস্তি বহা ধম্মপদে গাথং ভাসিঅমি। গাথা পরি-
য়োসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহজানং ধম্মাভিসময়ো ভবিঅতি।
মটুকুণ্ডলী সোতাপন্নো ভবিঅতি, তথা অদিন্নপুৰ্ব্বকো ব্রাহ্মণে।
ইতি ইমং কুলপুত্তং নিঅয় ধম্ময়াগো মহা ভবিঅতী”তি এহা
পুন দিবসে কতসরীর পটিক্কানো মহাভিক্কু-সজ্জ পরিবুত্তো
সাবপিং পিণ্ডায় পবিসিতা অনুপুৰ্ব্বেন ব্রাহ্মণঅ গেহদ্বারং গতো।

৫। তস্মিং ঋণে মটুকুণ্ডলী অস্তো গেহাভিমুখে নিপন্নো
হোতি, সন্ধা অন্তনো অপসন্নভাবং এহা একং রস্মিং বিজজ্জেসি।

‘চিত্তপ্রসাদ হেতু তথায় উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা
করিবে—“আপনার প্রতি প্রসন্ন-চিত্ত হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি?”
প্রত্যুত্তরে আমি বলিব—হে ব্রাহ্মণ, এত শত বা এত সহস্র বা এত শত-
সহস্র এমন তাহা গণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না; এই বলিয়া ধম্ম-
পদের গাথা বলিব। গাথা শেষ হইলে চুরাশী চাকার প্রাণীর ধর্মাববোধ
হইবে। মটুকুণ্ডলী সোতাপন্ন হইবে এবং ‘অদিন্নপূর্ব্বক’ ব্রাহ্মণও সেইরূপ
হইবে। এইরূপে এই কুলপুত্রের জন্ম মহাধম্মানুযোগ হইবে।” ইহা
জানিয়া শাস্তা পরদিবস শরীর কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক মহাভিক্কুসজ্জ পরিবৃত্ত
হইয়া প্রাবস্তী নগরে ভিক্কার সজ্জ প্রবেশ করিলেন এবং অন্তর্কমে ব্রাহ্মণের
গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

৫। তখন মটুকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল। শাস্তা নিজের
অদর্শনভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে একবিদ্যুৎ রশ্মিপাত করিলেন

মাগবো “কিং ওভাসো নামেসো”তি পরিবত্তিত্বা নিপন্নো’ব
 সথারং দিস্বা “অন্ধবালপিতরং নিজায় এবরুপং বুদ্ধং উপসংকমিত্বা
 কায়বেয়্যাবততিকং বা কাতুং দানং বা দাতুং ধম্মং বা সোতুং
 নালথং, ইদানি মে ইত্থাপি অবিধেয়্যা, অপ্রাং কন্তবং নথী”তি
 মনসেব পসাদেসি । সথা “অলং এত্তকেন ইমম্মা”তি পক্কামি ।
 সো তথাগতে চক্ষুপথং বিজহন্তে বিজহন্তেয়েব পসন্নমনো কালং
 কত্বা স্তুত্তবুদ্ধো বিয় দেবলোকে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে
 নিব্বত্তি ।

৬। ব্রাহ্মণোপি’ল্প সরীরং ঝাপেত্বা আলাহণে রোদন-
 পরায়ণো অহোসি । দেবসিকং আলাহণং গম্বা রোদতি “কহং
 একপুত্তকা”তি । দেবপুত্তোপি অন্তনো সম্পত্তিং ওলোকেত্বা

ব্রাহ্মণ-যুবক “ইহা কিসের আভা” মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পাশ ফিরিয়া
 শান্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—“অবোধ পিতার ভগ্ন
 এইরূপ বুদ্ধের নিকট বাইরা তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে
 কিছু দান করিতে বা তাঁহার মুখে বস্তুশ্রবণ করিতে পাইলাম না ।
 এখন আমার হস্তও অবশ, অল্প আর কিছু করিবার উপায়ও নাই ;”
 এই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া রহিল । শান্তা “ইহাই
 উহার পক্ষে যথেষ্ট” মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন । তথাগত তাঁহার
 চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্নমনে তাঁহার মৃত্যু হইল । মৃত্যুর
 পর সে স্তুপ্তপ্রবুদ্ধের তায় দেবলোকে ত্রিংশৎ যোজন প্রমাণ এক কণক
 বিমানে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৬। ব্রাহ্মণ তাঁহার শরীর দাহ করিয়া ঋশানে গিয়া রোদন পরায়ণ হইলেন ।
 প্রত্যাহ ঋশানে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে—“হায়, আমার
 একটি পুত্র কোথায় গেল ?” দেবপুত্রও নিজের ত্রীসৌভাগ্য দেখিয়া

“কেন মুখে কন্মেন লক্ষা”তি উপধারেন্তো সখরি মনোপসা-
 দেনা”তি এহা “অয়ং ব্রাহ্মণো মম অফামুককালে তেসজ্জং
 অকারেহা ইদানি আলাহং গস্তা রোদতি ; বিপ্লকারপ্লভমেতং
 কাভুং বটুতী”তি মটুকুগুলী বগ্নেনাগস্তা আলাহগম্মাবিদূরে বাহা
 পগয়হ রোদন্তো অট্টাসি। ব্রাহ্মণো তং দিস্বা “অহং তাব
 পুন্তসোকেন রোদামি, এস কিমথং রোদতি পুচ্ছিমামি নং”তি
 পুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ :—

“অলঙ্কতো মটুকুগুলী মালভারী হরিচন্দমুজ্জদো,
 বাহা পগয়হ কন্দসি বনমজ্জে কিং দুস্বিতো ভুবং”তি ?

“কি কন্মের কলে ইহা লাভ হইয়াছে” তাহা অবধারণ করিতে করিতে
 জানিতে পারিলেন যে—শান্তার প্রতি চিন্তা প্রসন্ন করিবার কলেই তাঁহার
 এই লাভ। তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—“এই ব্রাহ্মণ আমার
 অন্তরের সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে গিয়া কাঁদিতেছেন,
 এখন তাঁহার মনোভাবের বিপর্যয় ঘটান উচিত হইবে।” এই মনে
 করিয়া তিনি মটুকুগুলীর রূপ ধারণ পূর্বক শ্মশানের অদূরে বাহতে চক্ষু
 আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে
 দেখিয়া ভাবিলেন—“আমি পুত্র-শোকে কাঁদিতেছি, এ কি জন্তু কাঁদিতেছে,
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব।” তিনি তাঁহাকে এই গাথা বলিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন :—

“মটুকুগুল ভূষিত অবয়ব

হে কুম্ভমালী চন্দ্র-লিপ্ত,

মৃগল বাহতে আবরি’ আনন

কাঁদ কি হুঃখে কাননে ক্ষিপ্ত ?”

সো আহ:—

“সোবল্লময়ো পভত্তরো উল্লম্বো রথপত্তরো মম,
তত্ত চক্রযুগং নবিন্দামি তেন দুশ্শেন জহিঅং জীবিতং”তি।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ:—

“সোবল্লময়ং মণিময়ং লোহময়ং অথ রূপিয়াময়ং.
আচিন্থ মে ভদ্র মানব চক্রযুগং পটিলান্তয়ামি তে”তি।

৭। তং স্তূহা মাণবো “অয়ং পুত্তজ্জ ভেসজ্জং অকহা পুত্তপতি-
রূপকং মং দিস্বা রোদন্তো, ‘সুবল্লাদিময়ং রথচক্রং করোমী’তি বদতি ;

তিনি বলিলেন:—

“সোণালি ভাস্বর স্বর্ণের পঙ্কর
হইয়াছে মম জাত,
দ্রঃখ.—লভি নাই চক্রযুগ, তাই
তাক্তিব জীবন তাত।”

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন:—

“চক্র স্বর্ণ-মণিময়, লোহময়, রৌপ্যময়,
হে ভদ্র মানব, মোরে কত দিব যাচা কর।”

৭। তাঁহা শুনিয়া মানবরূপধারী দেবপুত্র তাবিলেন—“ইনি পুত্রের
চিকিৎসা কারান নাই, কিন্তু পুত্রের প্রতিক্রপী আমাকে দেখিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—‘স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব’ ;

হোতু নিগাণিহঁজামি নং”তি চিন্তেহা “কীব মহন্তং মম চক্ৰযুগং
করিজসী”তি বহা “যাব মহন্তং আকজসী”তি বৃদ্ধে “চন্দসুরিয়েছি
মে অথো তে মে দেহী”তি যাচন্তো আহ :—

“সো মাণবো তজ পাবদি চন্দসুরিয়া উভয়েথ ভাতরো,
সোবধনরো রথো মম তেন চক্ৰযুগেন সোভতী”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আহ :—

“বালো খো কুমসি মাণব যো স্বং পথায়সে অপথিয়ং,
মপ্রাণি ভুং মরিজসি নহি হং লচ্ছসি চন্দসুরিয়ে”তি ।

সেইরূপ চটলেও তথাপি উরে ভঙ্গ করিবা।” প্রকাশে বলিলেন—“আমার
চক্রবৃগল কত বড় করিয়া দিবেন ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তুমি কত বড় চাও।”

“আমার চক্র-সূর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন।” এইরূপ
ধাক্কা করিয়া গাথায় কহিলেন :—

“সে মানব বলে, তবে হুই তাই রবি-শশী দিবে,
স্বর্ণময় রথ মম, ও’চক্রেতে স্নশোভিত হবে।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

“বুর্ধ তুমি হে মানব, অকাম্য কামনা কর,
নাহি পাবে রবি-শশী মনে হয় মরিবে লভ্য।”

৮। অথ নং মাণবো “কিং পন পঞ্জায়মানজ্ঞায় রোদন্তো
বালো হোতি, উদাহ্ অপঞ্জায়মানজ্ঞা”তি বহ্না :—

“গমনাগমনম্পি দিগ্ধতি বধ্ধাতু উভয়থ বীথিয়ো.

পেতো পন কালকতো ন দিগ্ধতি কো নিধ কন্দতং বাল্যতরো”তি

তং স্তহ্না ব্রাহ্মণো “যুতং এস বদতী”তি সল্লস্বেহা আহ :—

“সচ্চং খো বদেসি মাণব অহমেব কন্দতং বাল্যতরো,

চন্দং বিয় দারকো রুদং পেতং কালকতাভিপথয়ং”তি।

৮। অতঃপর দেবপুত্র তাঁগকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“যাহা দেখা
যাইতেছে তাহার জন্ম কাঁদা মূৰ্খতা, না, যাহা দেখা যায় না তাহার জন্ম
কাঁদা মূৰ্খতা?” এই বলিয়া গাথায় কহিলেন :—

“উদয়ান্ত, উপাদান দৃষ্ট বর্ণ, বীথিহ্রয়

এই উভয়ের,

মৃত প্রেত দৃষ্ট নহে, কেদে কেবা বালতর

মাঝে আমাদের।”

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ “ও’ত ঠিক কথাই বলিতেছে” এইরূপ জ্ঞাত
হইয়া কহিলেন :—

“বলেছ মানব, সত্য, ক্রন্দন মূৰ্খতা মোর

করিছে ব্যাপন,

চাঁদ পে’তে, তথা প্রেত মৃত-পুত্র পে’তে কাঁদা

বালতা নন্দন।”

বহা তজ্জ কথায় নিজ্ঞোকো হুহা মাণবজ্জ থুতিং করোন্তো
ইমা গাথা অভাসি :—

“আদিত্তং নত্ত মং সন্তুং যতসিত্তং ব পাবকং,
বারিনা বিয় ওসিত্তং সৰং নিবাপয়ে দরং।

অববহী বত মে সল্লং সৌকং হদয়নিজিতং,
য়ো মে সোকপরেত্তজ্জ পুত্তসোকং অপানুদি।

স্বাহং অব্বুল্লহ সল্লোন্নি সীতিভূতোন্নি নিব্বুতো,
ন সোচামি ন রোদামি তব সূহান মাণবা”তি।

ইহা বলিয়া দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে
করিতে এই সকল গাথা কহিলেন :—

“উদীপ্ত আমাতে স্মৃত-শিক্ত পাবকেতে যথা,
সিঞ্চিয়া শান্তির ধারি নিভাইলে সব বাধা।

হৃদয়-নিহিত মম শোকশল্য উৎপাটিলে,
শোকাভূর মোর ওগো! পুত্রশোক নিবারিলে।

আমি রে বিগত শল্য, শীতিভূত, নিয়বৃত !
শোক-কারা গে’ছে, শু’নে যুবা তব কথামৃত।”

৯। অথ নং “কো নাম তন্তু” পুচ্ছন্তো :—

“দেবতানুসি গন্ধবেণা আত্ম সঙ্কে পুরন্দদো,
কো বা ত্বং কস্ত বা পুন্ডো কথং জানেমু তং ময়ং”তি ।

আহ । অথস্ত্র মাগবো :—

“য়ঞ্চ কন্দসি যঞ্চ রোদসি পুন্ডং আলাভণে সয়ং দহিত্বা,
সাহং কুসলং করিত্বা কস্ম্যং ত্ৰিদসানং সহবাতং পন্তো”তি ।

আচিন্ধি । ব্রাহ্মণো আহ :—

“তল্লং বা বহুং বা নাদসং দানং দদন্তুস্ত্র সকে অগারে,
উপোসথকস্ম্যং বা তাদিসং কেন কস্মেন গতোসি দেবলোকং”তি

৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ টাটাকে “তুমি কে” বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন—

“দেবতা গন্ধক কিংবা বল শত্রু পুরন্দর,
কিবা’লে জানিব তোমা, কেবা, কার পুত্রবর ?”

অতঃপর দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন :—

“যে পুত্রকে শ্মশানেতে আপনি দাহন
করিয়া রোদন বিলাপ কর ।
সে আমি কুশলকর্ম্ম করি সম্পাদন
পেয়েছি ত্রিদশ সাবজ্য পর ॥”

ব্রাহ্মণ কহিলেন :—

“অল্ল বা বহু বা কভু আপন আগারে
দেখি নাই কিছু দান দিতে ।
উপোসথ কর্ম্ম কভু দেখিনি করিতে
কিসে গেলে অমর পুরীতে ?”

১০ মাগবো আহ :—

‘আবাধিকোহং দুস্থিতো বালহগিলানো
আতুররূপোমিহ সকে নিবেগনে ;
বুদ্ধং বিগতরজং বিতিগ্নকঙ্খং,
অদস্থিং স্নগতং অনোমপঞং ।

স্বাহং মূদিতমনো পসন্নচিন্তো অঞ্জলিং অকরিং তথাগতজ,
তাহং কুসলং করিষ্য কস্ম্য তিদসানং সহব্যতং পন্তো”তি ।

১১ । তস্মিং কথেন্তেয়েব ব্রাহ্মণজ সৰলসরীরং প্রীতিয়া
পরিপূরি । সো তং প্রীতিং পবেদেন্তো :—

১০ । দেবপুত্র কহিলেন :—

“রোগাতুর হ’য়ে আপন ঘরে
ব্যাধিত হুঃখিত, পীড়িত আমি ।
সম্বুদ্ধ, বিরজ, বিতীর্ণ কঙ্কা
দেখিহু স্নগতে অমিত জ্ঞানী॥

মূদিত মন, প্রকল্প চিত্ত আমি,
অঞ্জলি করিষ্য তথাগতে নমি ।
সেই না কুশল করিষ্য করম,
ত্রিদশ সাযুজ্য পেয়েছি পরম ।”

১১ । তাহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর প্রীতিতে পরিপূর্ণ
হইয়াছিল । তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন :—

“অচ্ছরিয়ং বত অদ্ভুতঃ
অঞ্জলি কন্মল অয়মীদিসো বিপাকো,
অহম্পি মুদিতমনো পসন্নচিত্তো
অচ্ছিব বুদ্ধং সরণং বজ্রামী”তি।

আহ। অথ নং মাগবো :—

“অচ্ছিব বুদ্ধং সরণং বজ্রাহি ধন্যঞ্চ সজ্জনঞ্চ পসন্নচিত্তো,
তথৈব সিন্ধায় পদানি পঞ্চ অথগু ফলানি সমাদিয়সু।
পাণাতিপাতা বিরমসু খিল্লং লোকে অদিসং পরিবজ্জয়সু,
অমচ্ছপো মা চ মুসা ভগাহি সকেন দারেন চ হোহি তুঠো”তি।

“আশ্চর্য্য বটে! অদ্ভুত বটে!

এ’ অঞ্জলি করমের এই পরিণাম?

মুদিত মন, প্রসন্ন চিত্ত

আজই বুদ্ধ-শরণে করিব প্রয়াণ।

তৎপর দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন :—

“আকষ্ট, বুদ্ধ-ধন্য-সজ্জন-শরণে গমন করহ হৃষ্ট মনে,

অথগু, অক্ষত পঞ্চ শিক্ষাপদ গ্রহণ করহে এষ্টক্ষেণে।

প্রাণীহত্যা হ’তে হও বিরত ক্ষিপ্ত,

পরিত্যাগ কর বাহ্য অদত্ত লোকে।

অমঙ্গল হও, ত্যজ অসত্য বিপ্র,

রহ তুষ্ট নিজদ্বারে (নিবৃত্ত থেকে)॥”

আহ। সো ‘সাদু’তি সম্পটিচ্ছিহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অথকামোসি মে যক্ষ হিতকামোসি দেবতে,
করোমি তুষহং বচনং ত্বংসি আচরিয়ো মম ।

উপেমি বুদ্ধং সরণং ধম্মধাপি অনুত্তরং,
সজ্জব নরদেবজ গচ্ছামি, সরণং অহং ।

“পাণাতিপাতা বিরমামি খিগ্নং লোকে অদিগ্নং পরিবজ্জয়ামি,
অমজ্জপো নো চ মুসা ভণামি সকেন দারেন চ হোমি ত্তেট্টো”তি ।

১২ । অথ নং দেবপুত্তো “ব্রাহ্মণ, গেহে তে বহুং ধনং
অথি, সথারং উপসংকমিত্তা দানং দেহি, ধম্মং সুগাহি, পঞ্হং

তিনি ‘সাদু’ বলিয়া সম্মত হওত এই গাথা সমূহ কহিলেন :—

“অর্থকামী মম বক্ষ, হিতকামী হে দেবতা
শুনিব তোমার বাক্য, তুমি মম শিক্ষাদাতা,
বুদ্ধের শরণে যাব, অনুত্তর ধরনের ।
শরণে সজ্জব আর যাব নর-দেবেশের ।

প্রাণীহত্যা হ’তে হব বিরত কিন্তু
পরিভ্যাগ করিব যা’ অদত্ত লোকে,
অনন্তপ হ’ব, মিথ্যা ত্যজিব বাণী
রব তুষ্ট নিজদারে. (নিরত থেকে)।”

১২ । অনন্তর তাঁহাকে দেবপুত্র কহিলেন—“ব্রাহ্মণ, আপনার গৃহে বহু
ধন আছে, শাস্তার নিকট যাইয়া দান দেন, ধর্ম্ম শুনুন, ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন

পুচ্ছা”তি বহা তথেষত্তরখায়ি । ব্রাহ্মণোপি গেহং গস্থা ব্রাহ্মণং
আমন্তেহা “ভদ্রে, অহং সমগং গোতমং নিমন্তেহা পঞহং
পুচ্ছিআমি, সদ্ধারং করোহী”তি বহা বিহারং গস্থা সথারং নেব
অভিবাদেহা ন পটিসম্মারং কহা একমন্তে ঠিতো “ভো গোতম.
অধিবাসেহি মে অজ্জতনায় ভত্তং সদ্ধিং ভিঙ্খুসজ্জেনা”তি আহ ।

১৩ । সথা অধিবাসেসি । সো সথু অধিবাসনং বিদিত্বা
বেগেনাগস্থা সকনিবেসনে খাদনীয়ং ভোজনীয়ং পটিয়াদাপেসি ।
সথা ভিঙ্খুসজ্জ পরিবুতো তস্স গেহং গস্থা পঞত্তাসনে নিসীদি ।
ব্রাহ্মণো সদ্ধচ্চং পরিবিসি । মহাজনো সন্নিপতি । ‘মিচ্ছা-
দিট্ঠিকেন কির তথাগতে নিমন্তিতে বে জনকায়্য সন্নিপতন্তি ;—

করুন ।” এই বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন । ব্রাহ্মণও
গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন—“ভদ্রে, আমি শ্রমণ
গোতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাণ জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাঁহার সংস্কারের
আয়োজন কর ।” এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন । তিনি শাস্ত্রকে
অভিবাধনও করিলেন না, শিষ্টাচার সূচক কুশল প্রশ্নাদিও করিলেন
না, একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—“ভো গোতম, ভিক্ষুসত্ত্বের সহিত
অন্তকার জন্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ।

১৩ । শাস্ত্রা সম্মত হইলেন । তিনি শাস্ত্রার সম্মতি জানিয়া বেগে
আপনার নিবাসে আসিয়া খাও-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন । শাস্ত্রা ভিক্ষুসত্ত্ব-
পরিবৃত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । ব্রাহ্মণ
যজ্ঞের সহিত পরিবেশন করিলেন । বহু জনসমাগম হইল । ভিন্ন মতাব-
লম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে, দুই দলের লোক সমবেত হইত ;—

মিচ্ছাদিট্ঠিকা—“অজ্জ সমণং গোতমং পঞ্হপুচ্ছায় বিহেঠিয়মানং পঙ্গিআমা”তি সন্নিপতন্তি ; সম্মাদিট্ঠিকা—“অজ্জ বুদ্ধবিসয়ং বুদ্ধলীলহং পঙ্গিআমা”তি সন্নিপতন্তি ।

১৪ । অথ ব্রাহ্মণো কতভত্তকিচ্চং তথাগতং উপসংকমিহা নীচাসনে নিসিন্নো পঞ্হং পুচ্ছি—“ভো গোতম, তুমহাকং দানং অদহা, পূজং অকহা, ধম্মং অমুহা, উপোসথবাসং অবসিহা কেবলং মনোপসাদমত্তেনেব সগ্গে নিব্বত্তা নাম হোন্তী”তি ?

“ব্রাহ্মণ, কস্মা মং পুচ্ছসি ? ননু তে পুত্তেন মটুকুগুলিনা ময়ি মনং পসাদেহা অন্তনো সগ্গে নিব্বত্ত ভাবো কথিতো”তি ?

“কদা ভো গোতমা”তি ?

“ননু ত্বং অজ্জ সুসানং গত্ত্বা কন্দন্তো অবিদুরে বাহা

ভিন্ন মতাবলম্বীরা আসিত—“অজ্জ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শ্রমণ গোতমকে উত্যক্ত দেখিব ; সঙ্ঘস্খীরা আসিত—“অজ্জ বুদ্ধলীলা, বুদ্ধ বিষয় দেখিব ।

১৪ । ভোজন-কৃত্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন করিয়া নীচ আসনে উপবেশন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভো গোতম, আপনাকে দান না দিয়া, পূজা না করিয়া, আপনার মুখে ধর্ম না শুনিয়া, উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিত্ত-প্রসাদ বলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”

“ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমার পুত্র মটুকুগুলী আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিষয় তোমাকে বলে নাই কি ?”

“কখন ভো গোতম ?”

“তুমি অজ্জ খশানে বাইরা যখন কাঁদিতেছিলে তখন অদূরে বাহতে

পগয়হ কন্দন্তুং একং মাণবং দিস্বা “অলঙ্কতো মট্টকুণ্ডলী মাল-
ভারী হরিচন্দ্রমুজদো”তি দ্বিহি জনেহি কথিতকথং পকাসেস্তু
সকং মট্টকুণ্ডলীবথুং কথেসি।

১৫। তেনেবেতং বুদ্ধভাসিতং নাম জাতং। তং কথেষ্বা
চ পন “ন খো ব্রাহ্মণ একসতং, ন ধে সতানি, অথ খো ময়ি মনং
পসাদেস্বা সগো নিব্বত্তানং গণনা নাম নথী”তি আহ। মহাজনো
ন নিবেমমতিকো হোতি। অথঙ্গ অনিবেমমতিকভাবং বিদিস্বা
সথা মট্টকুণ্ডলীদেবপুত্তো বিমানেনেব সন্ধিং আগচ্ছতু’তি অধি-
ট্টাসি। সো তিগাবুতল্পমাণেনেব দিব্বাভরণ পতিমণ্ডিতেন’ অন্ত-
ভাবেনাগস্থা বিমানা ওরুয়হ সথারং বন্দিস্বা একমন্তুং অট্টাসি।

চক্ষু চাক্ষুশ একজন মানব কাদিতেছিল দেখিয়া তুমি ‘মট্টকুণ্ডল ভূষিত
অবয়ব’ ইত্যাদি কথায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলে নহে কি ?”
শাস্তা হই জনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া বলিতে গিয়া সমস্ত মট্ট-
কুণ্ডলীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

১৫। এই জগৎ এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া বলা হইয়াছে।
এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, একশত, দুইশত
নহে; আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া কত লোক বে স্বর্গে গিয়াছে,
তাহার ইয়ত্তা নাই। সমবেত জনমণ্ডলী নিঃসন্দেহ হইল না। তাহাদের
সন্ধিগ্ধ ভাব জানিয়া শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মট্টকুণ্ডলী দেবপুত্র
বিমানের সহিত আগমন করুক। সেই দেবপুত্র দিব্যাভরণ প্রতিমণ্ডিত,
ত্রি-গব্যুতি প্রমাণ পরীরে আসিয়া বিমান হইতে অবরোহন করিলেন এবং
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে দাড়াইলেন।

অথ নং সখা “হং ইমং সম্পত্তিঃ কিং কস্যং কহ্য পটিলভী”তি
পুচ্ছন্তো :—

“অতিক্রান্তেন বগ্নেন য়া হং তিষ্ঠসি দেবতে,
ওভাসেস্তি দিসা সন্ধ্যা ওসখী বিয় তারকা ;
পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব মনুজভূতো কিমকাসি পুত্রঃ”তি ?

গাথমাহ। দেবপুত্রো “অয়ং মে ভন্তে, সম্পত্তি তুমেষু মনঃ
পসাদেহা লজ্জা”তি।

“ময়ি মনঃ পসাদেহা লজ্জা তে”তি ?

“আম ভন্তে”তি।

১৬। মহাজনো দেবপুত্রং ওলোকেহা “অচ্ছরিয়া বত ভো
বুদ্ধগুণা অদ্বিত্যপূৰ্বকব্রাহ্মণজ পুত্রো নাম অপ্রঃ কিঞ্চি পুত্রঃ

শান্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এই দিব্য শ্রীসম্পত্তি কোন্
কর্ণের কলে পাইয়াছ ?” এই বলিয়া গাথার জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“স্থিত যে দেবতা তুমি কান্তবরণেতে
উদ্ভাসিয়া দশদিক তারা ওষধিরে
যথা, কিবা করেছিলে পুণ্য ভুলোকেতে
হে প্রভাবশালী দেব, শুধাই তোমারে ?”

দেবপুত্র কহিলেন—“প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনাতে মন প্রশন্ন
করিয়াই পাইয়াছি।”

“আমাতে মন প্রশন্ন করিয়াই পাইয়াছ ?”

“হাঁ প্রভু !”

১৬। সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া সন্তোষ ব্যাকে বলিতে লাগিল—
“অহো, বুড়ের গুণসমূহ আশ্চর্য্য ! অদ্বিত্যপূৰ্বক ব্রাহ্মণের ছেলে অথ কোন পুণ্য

অকত্বা সখ্যরি মনং পসাদেহা- এবরূপং সম্পত্তিং পটিলভী”তি
তুট্টিং পবেদেসি । অথ “নেসং কুসলাকুসলকস্মকরণে মনো
পূব্বজ্জমো মনোসেট্টো পসম্মেন হি মনেন কতকস্মং দেবলোকং
মনুষ্যলোকং গচ্ছন্তং পুঙ্গলং ছায়াব নবিজ্জহতী”তি ইদং বথুং
কথেষ্বা অনুসন্ধিং ঘটেহা পতিট্টাপিতমত্তিকং শাসনং রাজমুদায়
লঙ্কন্তো বিয় ধন্বরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপূব্বজ্জমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,
মনসা চে পসম্মেন ভাসতি বা করোতি বা ;
ততো নং সুখমম্বহেতি ছায়াব অনপায়িনী”তি । ২

না করিয়া কেবল শাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ ত্রীসম্পত্তি
লাভ করিয়াছে ।” অতঃপর শাস্তা কহিলেন—“লোকদের কুশলাকুশল
কস্মকরণে মন পূব্বজ্জম, মন শ্রেষ্ঠ, মানব দেবলোকে উৎপন্ন হউক
বা মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হউক প্রসন্ন মনে করা কাজ ছায়ার তায় তাহাকে
ত্যাগ করে না ।” এই কাহিনী কহিয়া পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া
কৃত শিরোনাম শাসনে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করার তায় ধন্বরাজ এই
গাথা কহিলেন :—

“মনস্পূর্ব্বজ্জম ধর্ম্মচয়,
মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়,
সুপ্রসন্ন মনে যদি কোন একজন,
বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;
ছায়া বথা সকলেরি সঙ্গে সঙ্গে ধায়,
তথা সুখ সদা তার পাছে পাছে যায় ।” ২

১৭। তথ্য কিঞ্চাপি “মনো”তি অবিসেসেন সব্বম্পি চতু-
ভূমকচিন্তং বুদ্ধতি। ইমস্মিৎ পন পদে নিয়মিয়মানং ববথাপিয়-
মানং পরিচ্ছিন্নজিয়মানং অর্টবিধং কামাবচর কুসলচিন্তং লভতি,
বথুবসেন পন হরীয়মানং ততোপি সোমনস্সহগতং এগণসম্পয়ুস্ত
চিন্তমেব লভতি।

• “পূর্বঙ্গমা”তি তেন পঠমগামিনা হুকা সমাগতা।

“ধম্মা”তি বেদনাদয়োত্তয়ো থক্কা, এতেসং হি উল্লাদ-
পচ্চয়ুর্টেন সোমনস্স সম্পয়ুস্ত মনো পূর্বঙ্গমো এতেসস্তু = মনো-
পূর্বঙ্গমা নাম। যথা হি বহুস্ব একতো হুকা মহাভিক্কুসজ্জস্স চীবর
দানাদীনি বা উল্লারপূজা ধম্মসবণ দীপমালা করণাদীনি বা পুণ্ণানি
করোন্তেসু “কো এতেসং পূর্বঙ্গমো”তি বুদ্ধে—যো তেসং
পচ্চয়ো হোতি, যং নিজায় তে তানি পুণ্ণানি করোন্তি, সো

১৭। তথ্য “মন” বলিলে—সম্পূর্ণ চাকুর্ভূমিক চিন্ত সমূহ বুঝায়।
কিন্তু এই পদে নিয়ম্যমান, ব্যবহ্যাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান ভেদে আট
প্রকার কামাবচর কুসল চিন্তই লক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে বস্ত তেদে
বিভক্ত করিলে সোমনস্স সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তই লাভ করিতেছে।

“পূর্বঙ্গম”—তদ্ধারা প্রথম গামী হইয়া সমাগত।

“ধর্ম্মচর”—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপস্কন্ধ, উৎপাদন
প্রত্যয়ার্থে সোমনস্স সম্প্রযুক্ত মন ইহাদের পূর্বঙ্গম, এই বলিয়া মনস্পূর্বঙ্গম
বলা হইয়াছে। যেমন বহুলোক একত্র হইয়া মহাভিক্কুসজ্জকে
চীবর দান বা সাড়স্বর পূজা, ধর্ম্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাকরণ প্রভৃতি
পুণ্যকর্ম্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—“ইহাদের পূর্বঙ্গম বা অগ্রণী
কে?” তখন যেমন যাহার চেষ্টায় এই সকল পুণ্যকার্য্য হইয়াছে
বা যাহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি

তিপ্পো বা ফুপ্পো বা তেসং পুব্বঙ্গমোতি বুচ্চতি ; এবং সম্পাদমিদং বেদিতব্বং । ইতি উল্লাদপ্পচ্চয়ট্টেন মনো পুব্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনোপুব্বঙ্গমা । নহি তে মনে অনুপ্পজ্জন্তে উপ্পজ্জিতুং সঙ্কোন্তি । মনো পন একছেস্স চেতসিকেস্স অনুপ্পজ্জন্তেহুপি উপ্পজ্জতি য়েব । অধিপতি বসেন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো । যথা হি গণাদীনং অধিপতি পুরিসো গণসেট্টো সেগিসেট্টোতি বুচ্চতি, তথা তেসম্পি মনোসেট্টো । যথা পন সুবল্লাদৌহি নিপ্পন্নানি তানি তানি ভণ্ণানি সুবল্লময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি মনতো নিপ্পন্নত্তা মনোময়া নাম ।

“পসম্মেনা”তি—অনভিজ্ঞাদৌহি গুণেহি পসম্মেন ।

“ভাসতি বা করোতি বা”তি—এবরূপেন মনেন ভাসন্তো চতুর্বিধং বচীসুচরিতমেব ভাসতি, করোন্তো তিবিধং কায়সুচরিতমেব

তিশুই হউন আর ফুশুই হউন তাহাকে অগ্রণী বলা হয় ; ইহাও সেইরূপ জ্ঞাতব্য । এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনঃপূর্ব্বঙ্গম ইহাদের এই অর্থে মনস্পূর্ব্বঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না । মন কিন্তু কোন কোন চৈতন্যিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় । অধিপতিবশে মন ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন গণাদির অধিপতি বা নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; সেইরূপ মনও ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন সুবর্ণাদি দ্বারা নির্ম্মিত ভাণ্ড সমূহ সুবর্ণময়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনোময় ।

“প্রসন্ন”—অভিয্যা বা লোভাদির অবিদ্যমানতা হেতু সুপ্রসন্ন ভাবযুক্ত ।

“করে কিয়ং ভাষে”—এইরূপে ভাষণ করিবার সময় চতুর্বিধ বাক্যসুচরিতই ভাষণ করে, কাব্য করিলে ত্রিবিধ কায়-সুচরিতই

করেতি, অভাসন্তো অকরোন্তো তেহি অনতিজ্ঞাদীহি পসন্নমন-
সত্যায় ত্রিবিধং মনো সূচরিতং পুরেতি, এবমগ্ন দশকুশলকাম্পপথা
পারিপূরিং গচ্ছন্তি ।

“ততো নং সুখমশ্বেতী”তি— ততো ত্রিবিধসূচরিতততো তং
পুণ্ডলং সুখমশ্বেতী । ইধ তেভুমকম্পি কুশলং অধিপ্নেতং ।
তস্মা তেভুমকসূচরিতানুভাবেন সূগতিতবে নিব্বত্তং পুণ্ডলং
দুগতিয়ং বা সুখানুভবনট্টানে ঠিতং কায়বথুকম্পি ইতরবথু-
কম্পি অবথুকম্পীতি কায়িকচেতসিকং বিপাকসুখং অনুগচ্ছতি ;
ন বিজ্ঞহতীতি অথো বেদিতব্বো । যথা কিং :—

“ছায়াব অনপায়িনী”তি— যথা হি ছায়া নাম সরীরপটিবন্ধা,
সরীরে গচ্ছন্তে গচ্ছতি, তিষ্ঠন্তে তিষ্ঠতি, নিসীদন্তে নিসীদতি,

আচরণ করা হয় ; কিছু না করিলেও কিছা না বলিলেও লোভাদির অভাব
হেতু প্রসন্ন মানসতার কারণে ত্রিবিধ মনোসূচরিত আচরণ করা হয় ।
এইরূপে দশকুশল কাম্পপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

“তথা সুখ সদা তার পাছে পাছে যায়”—ত্রিবিধ সূচরিত হইতে
উৎপন্ন সুখ কারকের অনুগমন করে । এইস্থলে কাম, রূপ ও অরূপ
এই তিন ভূমির কুশলই অতিপ্রেত । তদ্ব্যতীত ত্রৈভূমিক সূচরিত প্রভাবে
সুগতি তবে উৎপন্ন ব্যক্তির দুর্গতি বা সুখানুভব স্থানে স্থিত কায়বিষয়ক
বা অত্র বিষয়ক বা অবিদয়ক কায়িক ও চৈতসিক বিপাক-সুখ অনুগমন
করে । অর্থাৎ এবম্বিধ সুখ তাহাকে ত্যাগ করে না । যথা তাহা কিরূপ :—

“অনপায়ী ছায়া স্ম”—ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবন্ধ, শরীর
চলিলে চলে, দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন করে,

ନ ମକା ମଞ୍ଜେନ ବା କରୁମେନ ବା ନିବତ୍ତାହି'ତି ବହା ବା ପୋଠେହା
ବା ନିବତ୍ତାପେତୁଂ । କନ୍ଧା ? ମରୀରପଟିବଜ୍ଜତ୍ତା । ଏବମେବ ଇମେସଂ
ଦମମ୍ମଂ କୁସଳକମ୍ମପଥାନଂ ଆଚିତ୍ତମାଚିତ୍ତମୁଳକଂ କାମାବଚରାଦିତ୍ତେଦଂ
କାୟିକଚେତନିକସୁଖଂ ଗତଗତଟ୍ଠାନେ ଅନପାୟିନୀ ଛାୟାବିୟ ହହା
ନ ବିଜ୍ଞହତୀ'ତି ।

ଗାଥାପରିୟୋମାନେ ଚତୁରାସୀହିତିଆ ପାଞ୍ଚସହଜ୍ଞାନଂ ଧନ୍ୟାଭିସମୟୋ
ଅହୋମି । ମଠ୍ଠକୁଣ୍ଡଳୀଦେବପୁତ୍ତୋ ସୋତାପତ୍ତିକଲେ ପତିଟ୍ଠାହି । ତଥା
ଅଦିମ୍ମପୁରୁଷକୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ । ସୋ ତାବମହସ୍ତଂ ବିତ୍ତବଂ ବୁଦ୍ଧଶାସନେ
ବିମ୍ମକିରୀ'ତି ।



ନତ୍ର ବା ପରସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବାଣିଆ ନିବୃତ୍ତ ହେ ବାଲିଲେ, ଅଥବା ହେତୁରହାୟା ଶ୍ରହାର କରିଲେ
ନିବୃତ୍ତ କରା ଯାଏ ନା । କାରଣ ଇହା ସେ ମରୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସେହିରୂପ ଏହି
ଦଶବିଧ କୁଶଳ କର୍ମପଥେର ଦ୍ଵାରା ଆଚରିତ ମହାଚରିତ କାମାବଚରାଦି ବିବିଧ
ପ୍ରକାର କାୟିକ ଓ ଚେତନିକ ସୁଖ ଅନପାୟିନୀ ଛାୟାର ଗ୍ରାସ କାରକ ସେହିଥାନେ
ସାଉକ ନା କେନ ତାହାକେ ତ୍ୟାଗ କରେ ନା ।

ଗାଥା ଶେଷ ଚହଲେ ଚୁରାଣି ଡାକ୍ତାର ଶ୍ରାଣିର ଧନ୍ୟାବବୋଧ ହିଁହାହିଲ ।
ମଠ୍ଠକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେବପୁତ୍ର ସୋତାପତ୍ତ ହିଁହାହିଲେନ । ସେହିରୂପ ଅଦିମ୍ମପୁରୁଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣଓ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକ୍ତାର ସେହି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଶାସନେ ଦାନ କରିହାହିଲେନ ।

খুল্লতিস্‌সথের বথু । ৩

“অকোচ্ছি মং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেত্তবনে বিহ-
রন্তো তিজ্জথেরং আরত্তু কথেসি ।

১ । সো কিরায়ম্মা ভগবতো পিতুচ্ছাপুন্তো, মহল্লককালে
পক্কজিতো, বুদ্ধানং উম্মল্লাভসকারং পরিভুঞ্জন্তো থুল্লসরীরো
আকোটিতপচ্চাকোটিতেহি চীবরেহি মেভুয়েন বিহারমঞ্জে উপ-
ট্ঠানসাম্মায়ং নিসীদতি ।

স্থূলতিশ্রু স্থবিরের উপাখ্যান । ৩

“আমাকে আক্রোশ করিয়াছে” এই ধর্ম্মদেশনা শাস্তা জেত্তবনে
অবস্থান কালীন তিশ্রু স্থবিরের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । আয়ুয়ান্ স্থূলতিশ্রু স্থবির ভগবানেষ পিসতুত ভাই । তিনি
বুদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাকবগণের পুণ্য-
প্রভাবে উৎপন্ন লাভ-সংকার পরিভোগ করিয়া করিয়া তিনি স্থূল হইয়া-
ছিলেন । তিনি পিটিয়া পিটিয়া স্তম্ভরভাবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া
প্রায়ই বিহার-মধ্যস্থ উপস্থান-শালায় বসিয়া থাকিতেন ।

২ । তথাগতং দম্মনাং আগতা অগম্মকা ভিক্ষু “একো মহাথেরো ভবিম্মতী”তি সপ্রায় তস্ম সন্তিকং গম্বা বত্তং আপুচ্ছন্তি, পাদসম্বাহনাদীনি আপুচ্ছন্তি, সো তুণহী হোতি । অথ নং একো দহর ভিক্ষু “কতিবজ্জা তুমেহ”তি পুচ্ছিহা “বজ্জং নথি, মহল্লককালে পব্বজিতা ময়ং”তি বুত্তে “আবুসো দুব্বিনীত মহল্লক, অন্তনো পমাণং ন জানাসি ! এত্তকে মহাথেরে দিস্সা সামীচি-মত্তম্পি ন করোসি, বত্তে আপুচ্ছয়মানে তুণহী হোসি, কুক্কচ্চ-মত্তম্পি তে নথী”তি অচ্ছরং পহরি । সো খত্তিয়মানং জনেহা “তুমেহ কস্ম সন্তিকং আগতা”তি পুচ্ছিহা “সথু সন্তিকং”তি বুত্তে

২ । তথাগতকে দর্শন করিবার জন্তু আগত ভিক্ষুরা, “ইনি একজন মহাশুবির হইবেন” এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার প্রতি উঁহাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাঁহার পাদ-মর্দনাদি করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন । তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন । অনন্তর একদিন এক যুবকভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “আপনার [ভিক্ষু জীবনের] কত বর্ষ ?” তিনি কহিলেন— “বর্ষ হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি ।” অপর ভিক্ষু বলিলেন— “আবুস ডব্বিনীত বৃদ্ধ, নিজের প্রমাণ জান না ! এতবড় মহাশুবিরকে দেখিয়া দৌজন্তু মাত্র প্রকাশ কর না, করণীয় ব্রত জিজ্ঞাসা করিলে চুপ করিয়া থাক, সঙ্কোচ মাত্রও তোমার নাই !” এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন । তিষ্য ক্ষত্রিয়াভিমানে অভিমান হইয়া কহিলেন— “আপনারা কাহার নিকট আসিয়াছেন ?” তাঁহারা বলিলেন— “শাস্তার নিকট ।” তিনি

“মং পন কো এসো”তি সল্লক্ষেথ, মূলমেব বো ছিন্দিআমী”তি বহা রুদন্তো দুখি দুম্মনো সথুসন্তিকং অগমাসি ।

৩। অথ নং সথা “কিম্মু খো ত্বং তিস্স, দুখী দুম্মনো অম্মুখো রুদমানো আগতোসী”তি পুচ্ছি । তে পি ভিক্ষু”এস গত্তা কিঞ্চি আলোলং করেয়্যা”তি তেনেব সন্ধিং গত্তা সথারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদিংসু, স্মে সথারা পুচ্ছিতো “ইমে মং ভন্তে, ভিক্ষু অক্কোসন্তী”তি আহ ।

“কহং পন ত্বং নিসিন্নোসী”তি ?

“বিহারমক্কে উপট্টানসালায়ং ভন্তে”তি ।

“ইমে তে ভিক্ষু আগচ্ছন্তা দিট্ঠা”তি ?

“আম দিট্ঠা ভন্তে”তি

বলিলেন—“আমাকে কে বলিয়া মনে করেন ? আপনাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া তবে ছাড়িব ।” এই বলিয়া কাদিতে কাদিতে চঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে, দুঃখনারমান হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন ।

৩। অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি চে তিস্স, তুমি দুঃখী, দুঃখনা ও অশ্রুগুণ হইয়া কাদিতে কাদিতে আসিতেছ যে ?” সেই ভিক্ষুরাও, “ইনি বাইয়া কথার গোলমাল করিতে পারেন” এই ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে তিস্স স্বদ্বির কহিলেন—“ভন্তে, এই ভিক্ষুরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন ।”

“তুমি কোথায় বসিয়াছিলে ?”

“বিহারে উপস্থান-শালায় ।”

“তুমি এই ভিক্ষুরা আসিতে দেখিয়াছিলে ত ?”

“ই ভন্তে, দেখিয়াছিলাম” ।

“উঠায় তে পচুগমনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“পরিষ্কার গহণং আপুচ্ছিতং”তি ?

“নাপুচ্ছিতং ভন্তে”তি ।

“আসনং অতিহরিয়া পাদসংস্কারং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“ভিক্ষু, মহল্লক ভিক্ষুণং সৰ্বমেতং বস্ত্রং কাতব্যং, এতং অকরোন্তেন হি বিহারমশ্বে নিসীদিতুং ন বটুতি, তবেব দোসো, এতে ভিক্ষু খমাপেহী”তি ।

“এতে মং ভন্তে, অকোসিংসু, নাহং এতে খমাপেমী”তি ।

“ভিক্ষু, মা এবং করি, তবেব দোসো, খমাপেহি নে”তি ।

“ন খমাপেমি ভন্তে”তি ।

“তুমি উঠিয়া ওদের আশুবাড়াইয়া আনিয়াছিলে কি ?”

“তাহা করি নাই ভন্তে !”

“তাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে ?”

“চাহি নাই ভন্তে !”

“বসিতে আসন দিয়া পাদমর্দন করিয়াছ ?”

“না ভন্তে, করি নাই ।”

“ভিক্ষু, বহুবুদ্ধ ভিক্ষুদের এ সকল ব্রত করা উচিত। এই সব যে না করে, সে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিত নহে, তোমারই দোষ, এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও ।”

“ওঁরাই আমাকে আক্রোশ করিয়াছিলেন, আমি ওঁদের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“হে ভিক্ষু, এমন করিওনা, তোমারই দোষ, ক্ষমা চাও ।”

“না ভন্তে, আমি ক্ষমা চাহিব না ।”

৪। অথ সখা “হুবচো এস ভন্তে”তি ত্তেহি ভিস্ব্‌হি বুন্তে
“ন ভিস্ব্‌বে, ইদানেব পুৰ্বেপেস হুবচোয়েব”তি বহা “ইদানি
তাবজ ভন্তে, হুবচ ভাবো অমেহহি ঞ্ণাতো, অতীতেকিং অকাসী”তি
বুন্তে “তেন হি ভিস্ব্‌বে, হুগাখা”তি বহা অতীতং আহরি।

“অতীতে বারাগসিয়ং বারাগসী রাজে রজ্জং কারেন্তে
দেবলো নাম তাপসো অট্টমাসে হিমবন্তে বসিত্বা লোণস্থিল
সেবনথায় চত্তারো মাসে নগরং উপনিদ্রায় বসিতুকামো হিম-
বন্ততো আগন্ত্বা নগরদ্বারে দারকে দিশ্বা পুচ্ছি—“ইমং নগরং
সম্পত্তা পবজিত্বা কথং বসন্তী”তি ?

“কুস্তকারসালায়ং ভন্তে”তি।

৪। ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, এই ভিক্ষু বড় হর্ষচ।” ভিক্ষুরা
এই কথা বলিলে শাস্ত্রা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সে যে কেবল এখন হর্ষচ
তাহা নয়, পূর্বেও হর্ষচ ছিল।” ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, ওর বর্তমান
হর্ষচতা আমরা জানিলাম, অতীতে সে কি করিয়াছিল?” ভগবান
কহিলেন—“তবে ভিক্ষুগণ শুন।” এই বলিয়া পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন :—

“পুরাকালে বারাগসীতে বারাগসী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবল
নামক এক ত্যাপস আটমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অন্ন সেবন
করিবার জন্ত চারিমাস নগরের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল।
সে হিমালয় হইতে আসিয়া নগরদ্বারে এক বালককে দেখিতে পাইয়া
জিজ্ঞাসা করিল—“প্রব্রজিতেরা এই নগরে আসিয়া কোথায় বাস করেন?”

“কুস্তকার-শালায় ভন্তে!”

৫। তাপসো কুস্তকারশালং গন্ত্বা দ্বারে ঠহা “সচে তে ভগব
অগরু বসেয়্যাম একরত্তিং শালায়া”তি আহ।

কুস্তকারো “ময়্হং রত্তিয়ং শালায় কিচ্চং নথি, মহতী
শালা, যথাস্থং বসথ ভন্তে”তি, শালং নীয়াদেসি। তস্মিং পবি-
সিত্বা নিসিন্নে অপরোপি নারদো নাম তাপসো হিমবন্ততো
আগন্ত্বা কুস্তকারং একরত্তিবাসং য়াচি।

৬। কুস্তকারো “পঠমমাগতো ইমিনা সন্ধিং একতো বসিতু-
কামো ভবেয়্য বা নো বা অন্তানং পরিমোচেআমী”তি, চিস্তেত্বা
“সচে ভন্তে, পঠমমুপগতো রোচেঅতি তন্ন রুচিয়া বসথা”তি
আহ। সো তং উপসংকমিত্বা “সচে তে আচরিয় অগরু ময়ম্পেথ
একরত্তিং বসেয়্যামা”তি।

৫। তাপস কুস্তকার-শালায় গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—
“ওহে ভাগ্যবান, যদি তুমি ভার মনে না কর, তবে একরাত্রি শালায়
বাস করিব।”

কুস্তকার—“রাত্রিতে শালায় আমার কোন কাজ নাই, প্রকাণ্ড শালা
আপনি যথাস্থখে থাকুন ভন্তে!” এই বলিয়া শালা প্রদান করিল।
সে শালায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন
তাপস হিমালয় হইতে আসিয়া কুস্তকার-শালায় একরাত্রি বাস করিতে
প্রার্থনা করিল।

৬। কুস্তকার চিন্তা করিল—“পূর্বে যিনি আদিয়াছেন তিনি এঁর
সঙ্গে থাকিতে চাহিবেন কি-না ত জানি না, নিজকে বাঁচাইব।” এই
মনে করিয়া বলিলেন—“ভন্তে, পূর্বে যিনি আদিয়াছেন তাহার যদি অভিরুচি
হয়, তবে থাকুন।” নারদ তাহার কাছে গিয়া বলিল—“আচার্য্যবর, যদি
আপনার অমুবিধা না হয়, আমিও একরাত্রি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।”

“মহতী সাল্য পবিসিদ্ধা একমন্তে বলা”তি বুন্তে পবিসিদ্ধা
পুরেত্তরঃ পবিষ্ঠাপরভাগে নিসীদি, উভোপি সারাণীয়ঃ কথং
কথেষা নিপজ্জিৎসু ।

৭ । সয়নকালে নারদো দেবলজ্ঞ নিপজ্জনট্টানঞ্চ ষারঞ্চ সল্ল-
স্বেত্বা নিপজ্জি । সো পন দেবলো নিপজ্জমানো অন্তনা নিসিল্ল-
ট্টানে অনিপজ্জিত্বা ষারমস্বে তিরিয়ং নিপজ্জি । নারদো রত্তিঃ
নিস্কমন্তো তজ্জ জটাসু অকমি ।.

“কো মং অকমী”তি চ বুন্তে—

“আচরিয়, অহং”তি আহ ।

“কূটজটিল, অরপ্রতো আগস্তা মম জটাসু অকমসী”তি ।

“আচরিয়, তুমহাকং ইধ নিপন্নভাবং নজানামি,

“প্রকাশশালা, প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে থাক ।” সে এই কথা
বলিলে নারদ প্রবেশ করিয়া পূর্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল ।
উভয়ে কুশল প্রসাদি করিয়া শয়ন করিল ।

৭ । শয়নকালে নারদ দেবলের শয়নস্থান ও দরজা ভালরূপ নির্ণয়
করিয়াই শয়ন করিল । দেবল কিন্তু শয়নের সময় নিজের উপবিষ্ট স্থানে
শয়ন না করিয়া দরজায় গিয়া প্রস্থাকারে শয়ন করিল । নারদ রাজিতে বাহিরে
যাইবার সময় অজ্ঞাতসারে তাহার জটা পদদলিত করিল । দেবল বলিয়া
উঠিল—“কে আমাকে মাড়াইয়া গেল ?”

“নারদ উত্তর করিল—“আচার্য্য, আমি ।”

“হে কূটজটিল, বন হইতে আসিয়া আমার জটা আক্রমণ করিলি !”

“আচার্য্য, আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহা ত জানি না ;

খমখ মে”তি । বহা ভজ কন্দস্তেব বহি নিম্মমি । ইতরো “অয়ং পবিসন্তোপি মং অকমেয়া”তি পরিবত্তিহা পাদট্টানে সীসং কহা নিপজ্জি । নারদোপি পবিসন্তো “পঠমম্পাহং আচরিয়ে অপরজ্জি, ইদানিঅ পাদপঞ্চে পবিসিআমী”তি চিস্তেহা আগচ্ছন্তো গীবায় অকমি ।

“কো এলো”তি চ বুন্তে—

“অহং আচরিয়া”তি বহা—

“কূটজটিল, পঠমং জটাসু অকমিত্বা ইদানি গীবায় অকমসি, অতিসপিআমি তং”তি বুন্তে :—

“আচরিয়, ময়হং দোসো নথি, অহং তুমহাকং এবং নিপন্নতাবং ন জানামি, পঠমম্পি আচরিয়ে অপরজ্জি, ইদানি

আমাকে ক্ষমা করুন।” এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সবেও বাহিরে গেল। দেবল চিন্তা করিল—“সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পদ-দলিত করুক;” এই হ্রস্বভিক্ষি করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পাদস্থানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। নারদ প্রবেশ করিবার সময় চিন্তা করিল—“প্রথম একবার আচার্য্যের নিকট অপরাধী হইয়াছি, এবার তাহার পায়ের দিক দিয়া ঢুকিব।” এই মনে করিয়া আসিবার সময় তাহার গ্রীবা পদ-দলিত করিল।

দেবল বলিয়া উঠিল—“কে এ?”

নারদ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—“আমি আচার্য্য।”

“হে কূটজটিল, প্রথমবার আমার জটা দলিত করিয়া, এখন আবার গ্রীবা আক্রমণ করিলি? আমি তোকে অভিশাপ দিব।”

ইহা শুনিয়া নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, আপনি যে এখানে শয়ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না। আমি আচার্য্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার

পাদপঞ্জন পবিসিঙ্গামী”তি পবির্টোমিহ ; খমথ মে”তি আহ ।

“কূটজটিল, অভিসপিঙ্গামি তং ।”

“মা এবং করিখ আচরিয়া”তি ।

সো তঙ্গ বচনং অনাদিয়িত্বা :—

“সহস্ররংসী সততেজো সুরিয়ে তম বিনোদনো,

পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুক্কা তে ফলতু সন্তধা”তি ।

তং অভিসপিয়েব । নারদো “আচরিয় ময়্হং দোসো নখী”তি
নম বদন্তুন্তেব তুমেহ অভিসপিঙ্গথ, যঙ্গ দোসো অথি তঙ্গ মুক্কা
ফলতু মা নিদোসঙ্গা”তি বহা আহ :—

“সহস্ররংসী সততেজো সুরিয়ে তম বিনোদনো,

“পাতোদয়ন্তে সুরিয়ে মুক্কা ফলতু সন্তধা”তি ।

আপনার পায়ের দিক দিয়া প্রবেশ করিব মনে করিয়াই ঢুকিয়াছি ;
আমাকে ক্ষমা করুন ।

“হে কূটজটিল, তোকে আমি অভিশাপ দিব ।”

“আচার্য্য, এইরূপ করিবেন না ।”

সে তাহার কথা না শুনিয়াই অভিশাপ দিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ স্বৰ্য্য তমঃ বিনোদক

প্রভাতে উদিত্তে তব সাতভাগে ফাটুক মন্তক ।”

নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, তাহা বলাতেও আপনি
অভিশাপ দিলেন ; যাগার দোষ আছে তাহার মন্তক ফাটুক, নির্দোষের যেন
না ফাটে ।” এই বলিয়া কহিল :—

“সহস্র কিরণ শততেজ স্বৰ্য্য তমঃ বিনোদক,

প্রভাতে উদয় হ’তে সাতভাগে ফাটুক মন্তক ।”

অভিসপি ।

৮ । সে পন মহানুভাবো অতীতে চন্ডালীস অনাগতে চন্ডালীসাত্তি অসীতিকল্পে অনুজরতি । তস্মা কল্প মুখো উপরি সাপো পতি-
জ্ঞতী”তি উপধারেস্তু। আচরিয়জাত্তি ঐহী তস্মিং অনুকম্পং
পটিচ্চ ইদ্ধিবলেন অরুণুগামনং নিবারেসি । নাগরা অরুণে
অনুগচ্ছন্তে রাজদ্বারং গন্ত্বা “দেব তয়ি রজ্জং কারেস্তুে অরুণো
ন উট্টহতি, অরুণং নো উট্টাপেহী”তি কন্দিংসু । রাজা অন্তনো
কাম্বকম্মাদীনি ওলোকেস্তুে কিঞ্চি অযুত্তং অদিস্বা কিম্মুখো
কারণন্তি চিস্তুেহা ‘পব্বজিতানং বিবাদেন ভবিতব্বন্তি’ পরিসঙ্কমানো
“কচ্চি ইমস্মিং নগরে পব্বজিতা অথী”তি পুচ্ছি ।

এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দিল।

৮ । সে মহানুভব ছিল, অতীতের চল্লিশ কল্প ও অনাগতের চল্লিশ
কল্প, এই অশী কল্পের কথা অনুস্মরণ করিতে পারিত। সে, কাহার উপর
এই অভিসম্পাত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া জ্ঞানিতে পারিল যে আচার্য্যের
উপরই তাহা পড়িবে। ইহা জানিয়া সে দেবলের প্রতি অনুকম্পাপরবশ
হইয়া ঋদ্ধিবলে স্বর্ঘ্যোদয় নিবারণ করিল। নাগরিকেরা স্বর্ঘ্যোদয় হই-
তেছে না দেখিয়া রাজদ্বারে যাইয়া কহিল—“দেব, আপনার রাজত্বের
সময় অরুণোদয় হইতেছে না, আমাদের স্বর্ঘ্যোদয় করিয়া দিন।” এই
বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা আপনার শারীরিক কৰ্ম্মাদি অবলোকন
করিলেন। কিন্তু নিজের কোন অযুক্তিকর কার্য্য দেখিতে পাইলেন না।
ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া প্রব্রজিতদের বিবাদের দ্বারা এমন হইতে
পারে’ এইরূপ সন্দিদ্ধ মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই নগরে কোন প্রব্রজিত
আছেন কি ?”

“হীয়ে্যো সায়ং কুন্তকারশালায় আগতা অথি দেবা”তি বুভে—তং ঋগশ্রেব রাজা উক্বাহি ধারিয়মানাহি তথ গন্তা নারদং বন্দিত্বা একমন্তং নিসিমো আহ :—

“কশ্মন্তা নগ্নবভন্তি জম্বুদীপজ নারদ ,

কেন লোকো তমোভূতো তন্মে অক্বাহি পুচ্ছিতো”তি ।

৯। নারদো সৰ্বং তং পবন্তিঃ আচিস্থি—“ইমিনা কারণে-নাহং ইমিনা অভিসপিতো, অথাহং ময়হং দোসো নথি যজ্ঞ দোসো অথি তন্মেব উপরি সাপো পততু”তি বহা অভিসপিং, অভিসপিত্বা চ পন কজ্ঞ মুখো উপরি সাপো পতিজ্ঞতী”তি উপধারেন্তো সুরিয়ুগ্মনবেলায়ং আচরিয়জ্ঞ মুক্খা সন্তধা ফলিজ্ঞতী”তি দিস্বা এতস্মিং অনুকম্পং পটিচ্চ অরুগজ উগন্তং ন দেমী”তি ।

“দেব, গতকল্য সন্ধ্যার সময় ছইজন আসিয়া কুন্তকার-শালায় অবস্থান করিতেছেন।” লোকেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই মুহূর্ত্তেই মশালধারীদের সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দনা পূর্ব্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন :—

“জম্বুদীপে কশ্ম আদি প্রবর্ত্তিত হ’তে না’রে,

তমঃ কেন আবরিল হে নারদ ! এ’সংসারে ?

জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা, সে কারণ বল মোরে ।

৯। নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল—“এই কারণে ইনি আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন; আমিও বলিয়াছি—আমার কোন দোষ নাই, যাহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক। প্রত্যাভিশাপ দিয়া, কাহার উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম স্বৰ্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মাথা সাত ভাগ হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবণ হইয়া স্বৰ্য্য উঠিতে দিভেছি না।

“কথম্পনজ্ঞ ভস্তু, অন্তরায়ে ন ভবেয়া”তি ?

“সচে মং খমাপেয়া ন ভবেয়া”তি ।

“তেন হি খমাপেহী”তি ।

“এসো মহারাজ, মং জটাসু চ গীবায়ং চ অকমি, নাহং
এতং কুটজটিলং খমাপেমী”তি ।

“খমাপেহি ভস্তু, মা এরমকরী”তি ।

“ন মহারাজ, খমাপেমী”তি ।

“মুজ্জা তে সন্তথা ফলিজ্জতী”তি বুত্তেপি ন খমাপেসি য়েব ।

১০ । অথ নং রাজা “ন হং অন্তনো রুচিয়া খমাপেঙ্গসী”তি
হথপাদকুচ্ছিগীবাসু তং গাহাপেহা নারদজ্ঞ পাদমূলে ওনমাপেসি,
নারদো “উট্টেহি আচরিয়, খমানি তে”তি বহ্বা “মহারাজ,

“ভস্তু, কিসে তাঁহার অন্তরায় হইবে না ?”

“যদি আমার নিকট ক্ষমা চায়, তবে অন্তরায় হইবে না ।”

“তাহা হইলে আপনি ক্ষমা চান ।”

“মহারাজ, সে আমার জটা ও গলা মাড়াইয়াছে, আমি ঐ কুট-
জটিলের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“ভস্তু, এমন করিবেন না ক্ষমা চান ।”

“না মহারাজ, ক্ষমা চাহিব না ।”

“আপনার মাথা সাত ভাগে ফাটিয়া যাইবে” বলিলেও ক্ষমা চাহিল না ।

১০ । অতঃপর রাজা তাহাকে কহিলেন—“আপনি স্বেচ্ছায় ক্ষমা
চাহিবেন না !” এই বলিয়া লোকদ্বারা হস্ত, পদ, কুক্ষি ও গ্রীবাতে
ধরাইয়া নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন । নারদ বলিল—“আচার্য্য,
উঠুন, আপনাকে ক্ষমা করিলাম ।” রাজাকে কহিল—“মহারাজ,

নাথ্যং যথামনেন খমাপেতি, নগরজ্ঞ অবিদূরে একো সরো অশ্বি, তত্র
নং সীসে মন্তিকাপিণ্ডং কত্বা গলগ্নমাণে উদকে ঠাপাপেহী”তি ।

১১ । রাজা তথা কারেসি । নারদো দেবলং আমন্তেত্বা “আচ-
রিয় ময়া ইচ্ছিয়া বিজ্ঞটায় সুরিয়সন্তাপে উর্টহন্তে উদকে নিমু-
জ্জিত্বা অপ্রেন ঠানেন উত্তরিয়া গচ্ছেয়াসী”তি আহ । তজ
সুরিয়রস্মীহি সক্ষুর্টমন্তেব মন্তিকাপিণ্ডো সপ্তধা কলি, সো নিমু-
জ্জিত্বা অপ্রেন ঠানেন পলায়ী”তি ।

১২ । সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিয়া “তদা ভিক্ষবে, রাজা
আনন্দো অহোসি, দেবলো তিষ্ণো, নারদো অহমেব । এবং
তদাপেস দুব্বচোয়েবা”তি বত্বা তিঅথেরং আমন্তেত্বা—
“তিজ্জ, ভিক্ষুনো হি অসুকেনাহং অক্কট্টো, অসুকেন পহট্টো,

ইনি স্বেচ্ছায় কমা চান নাই, তাই তাঁহার বিপদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই । নগরের
অদূরে এক সরোবর আছে, সেখানে ইনি মন্তকে মাটির পিণ্ড রাখিয়া
তাঁহাকে গলাপ্রমাণ জলে রাখিয়া দিন ।”

১১ । রাজা তাহাই করিলেন । নারদ দেবলকে সন্বেদন করিয়া
কহিল—“আচার্য্য, আমি ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলে যখন স্বর্ব্যসন্তাপ উঠিবে,
তখন জলে ডুব দিয়া অগ্নদিক দিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইবেন । স্বর্ব্যরশ্মি
দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র মন্তিকাপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হইল । সে ডুব দিয়া
অগ্ন স্থানে পলায়ন করিল ।

১২ । শান্তা এই ধর্মোপদেশ দিয়া ব্যক্তি নির্দেশ করিলেন—
“হে ভিক্ষুগণ, তখন আনন্দ ছিল রাজা ; তিষ্ণ ছিল দেবল ;
আমি ছিলাম নারদ । তিষ্ণ তখনও এমন দুঃখ ছিল ।” ইহা
বলিয়া শান্তা “তিষ্ণ স্ববিরকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন—“তিষ্ণ,
অমুক আমাকে আক্রোশ করিয়াছে, অমুক আমাকে বারিয়াছে,

অম্বুকেন জিতো, অম্বুকো থো মে ভণ্ডং অহাসী'তি চিস্তেস্তম্ভ বেরং
নাম ন বৃপসম্মতি। এবং পন অম্বুপনক্কন্তুমেব উপসম্মতী'তি
বন্ধা ইমা গাথা অভাসি :—

“অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং উপনযহন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি। ৩

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
য়ে তং ন উপনযহন্তি বেরং তেসুপসম্মতী'তি। ৪

অম্বুক আমাকে পরাজয় করিযাছে, অম্বুক আমার জিনিষ চুরি করিযাছে,
এইরূপ চিন্তা ভিক্ষুরা করিলে তাহাদের বৈরী ভাবের উপশম হয় না।
যে এইরূপ ভাব পোষণ করে না, তাহারই বৈরীভাব উপশম হয়। ইহা
বলিয়া এই গাথাটির ভাবণ করিলেন :—

“ভণ্ণ'সিয়াছে, মারিয়াছে মোরে,
জিনিয়াছে, হরিয়াছে মোর,—
যারা করে উপনদ্ধ তাহা
বৈর সাম্য হ'বে না তা'দের। ৩

ভণ্ণ'সিয়াছে, মারিয়াছে মোরে,
জিনিয়াছে, হরিয়াছে মোর,—
উপনদ্ধ করে না তা' যারা
বৈর সাম্য হ'বে তাহাদের।” ৪

১৩। তথ “অকোচ্ছী”তি—অকোসি। “অবধী”তি—পহরি। “অজিনী”তি—কূটসঙ্ঘি ওতারণেন বা বাদপটিবাদেন বা করণুত্ত-
রিয়করণেন বা অকোসি। “অহাস্মিমে”তি—মম সম্বন্ধং পশ্যামিস্ব
কিঞ্চিদেব অবহরি। “য়ে তং”তি—য়ে কোচি দেবা বা মনুজা
বা গহট্টা বা পবরজিতা বা তং। “অকোচ্ছি মং”তি—আদি-
বন্ধুং কোধং স্কটধুরং বিয়ু নন্দিনা, পুতিমচ্ছাদীনি বিয় চ
কুসাদীহি পুনঃপুনং বেঠেষ্টা উপনযহস্তি, ভেসং সক্তিং উল্লং
বেরং। “ন সম্মতী”তি—ন বৃপসম্মতি। “য়ে তং ন উপনযহস্তী”তি
—অসতি অমনসিকার বসেন বা কম্পপচ্চবেক্ষণ বসেন বা য়ে তং
অকোসাদিবন্ধুং কোধং তয়াপি কোচি নিদোমো পুরিমভবে অকুট্টো
ভবিজতি, পহট্টো ভবিজতি, কূটসঙ্ঘিঃ ওতারেত্বা জিতো ভবিজতি,

১২। তথায় “ভংসিয়াছে”—আক্রোশ করিয়াছে। “মারিয়াছে”—
প্রহার করিয়াছে। “জিনিয়াছে”—কূট সাক্ষ্যের অবতারণা করিয়া বা
বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা বা শ্রেষ্ঠ কার্য্যকরণদ্বারা পরাজিত করিয়াছে। “হরি-
য়াছে”—আমার অধিকারের পাত্রাদির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে।
“যাহারা তাহা”—যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত তাহা। “আমাকে
আক্রোশ করিয়াছে”—ইত্যাদিতে নন্দি বৃষভের পশ্চাতে শকট ধুরের ত্রায় ক্রোধ,
কুশাদিদ্বারা পুতি মংস্ত পুনঃপুন বেঠেন করার ত্রায় উপনন্দ, তাহাদের একবার
উৎপন্ন বৈরভাব—“সাম্য হয় না”—উপশম হয় না। “উপনন্দ করে
না তা’ যারা”—যাহারা বিন্দুতি বা অগ্রমনস্কতা বশত উৎপন্ন বৈরী
ভাব পোষণ করে না, অথবা কণ্ঠ প্রত্যাবেক্ষণ করিয়া তাহা যে
ভূমিও পূর্বজন্মে কোন নির্দোষীকে আক্রোশ করিয়া থাকিবে, প্রহার
করিয়া থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যাদির দ্বারা পরাজিত করিয়া থাকিবে,

কজাচি পসয়হু কিঞ্চি অচ্ছিন্নং ভবিষ্যতি, তস্মা নিদোষো
 জ্ঞাপি অকোমাদীনি পাপুণাসী'তি এবং ন উপনয়হন্তি, তেহু
 পমাদেন উল্লম্পি বেরং ইমিনা অনুপনয়হনেন নিরিক্কনো বিয়
 জাতবেদো উপসম্মতী'তি ।

দেশনা পরিয়োসানে সতসহস্রা ভিক্কু সোতাপত্তি কলাদীনি
 পাপুণিংসু । ধর্মদেশনা মহাজ্ঞানজ্জ সাথিকা অহোসি । দুব্বচোপি
 স্তব্বচো জাতো'তি ।



বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই ক্ষত তুমি নির্দোষ
 হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ ; এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরীভাব পোষণ
 করে না । তাহাতে প্রমাদ বশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব
 পোষণ না করাতে উৎপন্ন বৈরীভাবও ইন্ধন (জ্বালানিকাঠ) বিহীন অগ্নির
 ন্যায় উপশান্ত হইবে ।

দেশনা অবসানে শতসহস্র ভিক্কু সোতাপত্তি কলাদি প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন । ধর্মদেশনা সমাগত জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল । দুব্বচও
 স্তব্বচ হইয়াছিল ।

কালীষকথিনিষা-বথু । ৪

১। “নহি বেরেনা”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো অপ্রতরং বজ্জিখিং আরব্ব কথেসি ।

২। একো কির কুটুম্বিকপুত্তো পিতরি কালকতে খেত্তে চ ঘরে চ সম্বকম্মানি অন্তনাব করোন্তো মাতরং পটিজ্জগ্গতি । অথন্ম মাতা “কুমারিকং তে তাত, আনেম্মামী”তি আহ ।

“অম্ম, মা এবং বদেথ, অহং য়াবজীবং তুম্হে পটিজ্জগ্গিআমী”তি ।

কালীষক্ষিনীর উপাখ্যান । ৪

১। “বৈরীতায় নহে” এই ধর্ম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় জনৈক বজ্জা নারীর কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২। এক কুটুম্বিক-পুত্র নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের ও গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য নিজে করিয়া মাতৃসেবা করিতেছিল । অনন্তর তাহার নাতা তাহাকে কহিল—“বাবা, তোমার জন্ত একটা মেয়ে আনিব ।”

“মা, অমন কথা বলিওনা, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার সেবা করিব ।”

“তাত, খেতে চ ঘরে চ কিচ্চং ভুংয়েব করোসি, তেন ময়হং চিত্তসুখং নাম ন হোতি, আনেজামী”তি। সো পুনঃপুনঃ পটিঙ্খিপিত্বা তুণহী অহোসি। সা একং কুলং গম্বুকামা গেহা নিষ্কামি। অথ নং পুত্রো “কতর কুলং গচ্ছথা”তি পুচ্ছিত্বা— “অনুচ্ছং নামা”তি বুভুৎে তথ গমনং পটিসেধেজা অন্তনো অভি-
রুচিতং কুলং আচিন্ধি। সা তথ গম্বু কুমারিকং বারেজা দিবসঃ ঠপেজা তং ইতরঙ্গ ঘরে অকাসি। সা বঞ্জা অহোসি।

৩। অথ নং মাতা “পুত্র, ভং অন্তনো রুচিয়া কুমারিকং আনাপেসি, সাদানি বঞ্জা জাতা, অপুস্তকক নাম কুলং বিনম্রতি, পবেণী ন ঘটীয়তি, তেন অগ্রশ্বে কুমারিকং আনেজামী”তি। তেন “অলং অম্মা”তি বুচ্চমানাপি পুনঃপুনঃ কথেসি।

“বাবা, ক্ষেতের কাজ ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, তাহাতে আমার মনে সুখ পাই না,—আমি বৌ আনিব।” সে বারবার অসম্মতি জানাইয়া নীরব হইল। তাহার মাতা বাহির হইল,—কোন এক বাড়ী গিয়া মেয়ে ঠিক করিবে। পুত্র তাহাকে ভিজ্ঞাসা করিল— “মা, কাহাদের বাড়ীতে যাইতেছ?” মা “অনুক বাড়ী” বলিলে, সে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়া নিজের পছন্দ মত কুল নির্দেশ করিয়া দিল। সে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিয়া, লগ্ন দিয়া আসিল। বৌ আনিয়া ছেলের ঘর করাইল। সে বক্ষ্যা হইল।

৩। অতঃপর মাতা পুত্রকে কহিল—“পুত্র, তুমি নিজের রুচি অনু-
সারে মেয়ে আনাইয়াছ, সে ত বক্ষ্যা হইল। অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়, বংশ রক্ষা হয় না, তাই বলি—আর একটি বৌ আনি।” সে বলিল—
“নিম্ময়োজন মা,” এইরূপে সে কারণ করিলেও মা পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল।

বন্ধিত্বী তং কথং হুত্বা “পুত্রা নাম মাতাপিতৃভ্যঃ বচনং অতিক্রমিতুং ন স্কোন্তি, ইদানি অশ্রুং বিজায়িনিং ইথিং আনেত্বা মং দাসি-ভোগেন পরিভুঞ্জিষন্তি, যম্ নাহং সয়মেবেকং কুমারিকং আনে-য়াং”তি চিন্তেত্বা একং কুলং গম্বা তজ্জথায় কুমারিকং বারেত্বা “কিং নামেতং অস্ম্য বদেসী”তি তেহি পটিন্ধিত্বা “অহং বন্ধা, অপুত্রকং কুলং নঙ্গতি, তুমহাকং পন ধীতা পুত্রং পটিলভিত্বা কুটুম্বজ সামিনী ভবিষ্যতি, দেথ নং মযহং সামিকত্বা”তি য়াচিত্বা সম্পটি-চ্ছাপেত্বা আনেত্বা সামিকজ ঘরে অকাসি। অথত্বা এতদহোসি, “সচায়ং পুত্রং বা ধীতরং বা লভিষ্যতি অয়মেব কুটুম্বজ সামিনী ভবিষ্যতি, যথা দারকং ন লভিষ্যতি তথৈব নং কারেতুং বটুতী”তি। অথ নং আহ—“য়দা তে কুচ্ছিয়ং গন্তো পতিষ্ঠাতি,

বন্ধ্য-স্ত্রী সেই কথা শুনিয়া ভাবিল—“ছেলেরা মাতা-পিতার কথা না রাখিয়া পারে না, এখন অন্য একটি প্রসবকারিণী স্ত্রী আনিয়া আমাকে দাসীর মত করিয়া রাখিবে। অতঃএব আমি নিজেই একটি মেয়ে ঠিক করিয়া আনিব।” সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কোন এক বাড়ীতে গিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়া তাহার স্বামীর জন্ত প্রার্থনা করিল। “এ কেমন কথা বলিতেছ মা!” এই বলিয়া তাহারা উপেক্ষা করিলে, সে বলিল—“আমার পেটে ত ছেলে ধরিল না, অপুত্রক-কুল নাশ হয়, তোমাদের মেয়ে ছেলের মা হইয়া সম্পত্তির অধিকারিনী হইবে, আমার স্বামীর জন্ত ওকে দাও।” এইরূপে সে মিনতি করিয়া তাহাদিগকে সন্তত করাইয়া মেয়ে আনিয়া স্বামীর ঘর করাইল। তারপর তাহার ভাবনা হইল—“যদি ইহার ছেলে মেয়ে হয়, তবে সেই সম্পত্তির কর্ত্রী হইবে, যাহাতে ছেলে না হয়, তাহাই করিব।” অতঃপর সে উহাকে বলিল—“যখন তোর পেটে ছেলে হবে,

অথ মে আরোচেয়্যাসী”তি । সা ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিহা গত্তে পতি-
ট্ঠিতে তজ্জারোচেসি । তজ্জা পন সায়েব নিচ্চং স্নাণ্ডতত্তং দেতি,
অথজ্জা আহায়েনেব সন্ধিং গত্তপাতন ভেসজ্জং অদাসি, গত্তো পতি ।

৪ । দুতিয়ম্পি গত্তে পতিট্ঠিতে তজ্জা আরোচেসি, ইতরা
দুতিয়ম্পি তথৈব পাতেসি । অথ নং পটিবিজ্জকিথিয়ো পুচ্ছিংসু—
“কচ্চি তে সপত্তি অন্তরায়ং করোতী”তি ? সা তমথং আরোচেসি ।
“অন্ধবালে ! কস্মা এবমকাসি ?” অয়ং তব ইজ্জরিয়ভয়েন গত্তপাতনং
য়োজেহা দেতি, তেন তে গত্তো পত্ততি । মাস্সু পুন এবমকথা”তি
বুত্তা তত্তিয়বারে ন কথেসি । অথজ্জা ইতরা উদরং দিম্মা “কস্মা
ময়ং গত্তজ্জ পতিট্ঠিতভাবং ন কথেসী”তি বহ্বা “হং মং
আনেহা ঘে বারে গত্তং পাতেসি, কিমথং তুযহং কথেমী ?”তি

তখন আমাকে বলিস্।” সে ‘ভাল’ বলিয়া সম্মতি জানাইয়া অন্তঃসত্ত্বা
হইলে সপত্নীকে জানাইল । সে তাহাকে সৰ্ব্বদা নিজের হাতেই যাউ-ভাত বাড়িয়া
দিত । একদিন আহারের সঙ্গে গৰ্ভপাতের ঔষধ দিলে গৰ্ভ পাত হইল ।

৪ । দ্বিতীয় বারও তাহার গৰ্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে তাহাকে বলিল ।
সেবারেও সেইরূপ করিল । অনন্তর একসময় জনৈক প্রতিবেশিনী
তাহাকে লিজ্জাসা করিল—“তোমার সতীন কোন অন্তরায় করিতেছে কি ?”
সে সেইসব কথা বলিল । প্রতিবেশিনী বলিল—“আঁধি ! বোকা কোথা-
কার ! কেন তুমি এইরূপ বলিতে গেলে ? সেতোমার সৌভাগ্যের ভয়ে
গৰ্ভপাতের ঔষধ যোগ করিয়া দিতেছে, সেই জন্তই তোমার গৰ্ভপাত
হইতেছে । আর এইরূপ বলিওনা ।” প্রতিবেশিনী এইরূপ বলিলে পর
সে তৃতীয় বারে তাহাকে বলিল না । অতঃপর সতীন তাহার উদর দেখিয়া
বলিল—“কেন আমাকে গৰ্ভ হওয়ার কথা বলিস্ নাই ?”

“তুমি আমাকে জানিয়া দুইবার গৰ্ভপাত করিয়াছ, কেন তোমাকে বলিব ?”

বুতে “নট্টাদানিমহী”তি চিন্তেহা তন্মা পমাদং ওলোকেন্তি পরিণতে
 গন্তে ওকাসং লভিত্বা ভেসজ্জং যোজ্জেহা অদাসি, গন্তো পরিণতন্তা
 পতিতুং অসক্কোন্তো তিরিয়ং নিপজ্জি। খরা বেদনা উপ্পজ্জি,
 জীবিত সংসয়ং পাপুণি। সা “নাসিতমিহ তয়া, ত্বমেব মং আনেহা
 তয়ো দারকে নাসেসি, ইদানি অহম্পি নম্মামি, ইতোদানি চুতা
 যস্থিনী হুহা তব দারকে খাদিতুং সমথা হুহা নিব্বত্তেয়্যং”তি
 পথনং ঠপেহা কালং কহা তস্মিং য়েব গেহে মজ্জারী হুহা
 নিব্বত্তি। ইতরম্পি সামিকো গহেহা “তয়া মে কুলূপ-
 চ্ছেদো কতো”তি কল্পরজ্জুকাদীহি সুপোঠিতং পোঠেসি। সা
 তেনেবা বাধেন কালং কহা তথেব কুক্কুটী হুহা নিব্বত্তা।

সে ইহা বলিলে সতীন চিন্তিত হইল এবং ভাবিল—“এবার বুঝি আমার
 সর্বনাশ হইল।” সে তাহার ভ্রম-প্রমাদ অবশেষণ করিতে করিতে গর্ভের
 পরিণত অবস্থার সুযোগ পাইয়া আহারের সহিত ঔষধ যোগ করিয়া
 দিল। গর্ভ পরিণত হওয়ায় পতিত হইতে না পারিয়া প্রহাঙ্কারে রহিল।
 তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইল, গর্ভিনীর প্রাণ সংশয় হইল। সে সতীনকে
 লক্ষ্য করিয়া কহিল—“তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই
 আমাকে আনিয়া তিনটা ছেলে নষ্ট করিলে, এবার আমিও মরিলাম।
 মৃত্যুর পর যেন যক্ষিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলেদিগকে
 খাইতে পারি।” সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ
 করিল। মৃত্যুর পর সে সেই বাড়ীতে বিড়ালী হইয়া জন্মিল।
 স্বামী অপর স্ত্রীকে ধরিয়া “তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে”
 বলিয়া কলুই ও হাঁটুরদ্বারা বেদম প্রহার করিল। সেই পীড়াতেই
 তাহার মৃত্যু হইল এবং সে সেই বাড়ীতে কুক্কুটী হইয়া জন্মিল।

কুকুটগুণি বিজায়ি, মজ্জারী আগস্থা তানি খাদি। দুতিয়ম্পি ততি-
য়ম্পি খাদিয়েব। কুকুটী “তয়ো বারে মম অণুনি খাদিহা ইদানি
মম্পি খাদিতুকামাসি ? ইতো চুতা সপুত্তং তং খাদিতুং লভেয়াং”তি
পথনং কহা ততো চুতা দীপিনী হহা নিব্বত্তি। ইতরা মিগী
হহা নিব্বত্তি। তন্না বিজাতকালে দীপিনী আগস্থা তয়ো বারে
পুত্তকে খাদি। মিগী মরণকালে, “ইমায় মে তিস্সত্তুং পুত্তকে
খাদিহা ইদানি মম্পি খাদিঅতি, ইতোদানি চুতা এতং সপুত্তং
খাদিতুং লভেয়াং”তি পথনং কহা যস্সিনী হহা নিব্বত্তি। দীপিনীপি
ততো চুতা সাবথিয়ং কুলধীতা হহা নিব্বত্তি। সা বুদ্ধিগ্গভা
দ্বারগামকে পতিকুলং অগমাসি। অপরভাগে পুত্তং বিজায়ি।
যস্সিনী তন্না পিয়সহায়িকাবল্লেনাগস্থা “কুহিঃ মে সহায়িকা ?”তি।

কুকুটী ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালী আসিয়া খাইতে লাগিল।
দ্বিতীয় বারও খাইল, তৃতীয় বারও খাইল। কুকুটী বলিল—“তিনবার
আমার ডিম খাইয়া, এখন আমাকেও খাইতে চাও ? এবার মরিয়া ছেলে
সহ তোমাকে খাইতে পারি মত যেন হই।” এই প্রার্থনা করিয়াই সে
প্রাণ ত্যাগ করিল। সে দীপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অপরজন যুগী হইল।
সে তিনবার প্রসব করিল, তিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়া তাহার
শাবক খাইয়া ফেলিল। যুগী মরণকালে প্রার্থনা করিল—“এ তিনবার আমার
শাবক খাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে। এবার মরিয়া যেন সপুত্র এ’কে
খাইতেপারি।” সে যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। দীপিনী মরিয়া শ্রাবস্তীতে
কোন এক মনুষ্য কুলে কস্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। সে বড় হইলে
গ্রামাসনে তাহার বিবাহ হইল। সে পতিগৃহে গেল। কিছুদিন পরে সে
এক পুত্র প্রসব করিল। যক্ষিণী তাহার প্রিয় সখীর রূপ ধরিয়া আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—“আমার প্রিয় সখী কোথায় ?”

“অন্তোগতে বিজাতা”তি ।

“পুন্ডরুখো বিজাতা উদাহ ধীতরংতি পজ্জিঙ্গামি নং”তি পবিসিহা পজ্জস্তি বিয় দারকং গহেহা খাদিত্বা গতা । পুন বারেপি তথৈব খাদি । ততিয়বারে ইতরা গরুভারা হহা সামিকং আম-
ন্তেহা “সামি, ইমস্মিং ঠানে একা যস্থিনী মম ধে পুন্ডে খাদিত্বা গতা, ইদানি কুলগেহং গন্ত্বা বিজায়িঙ্গামী”তি কুলগেহং গন্ত্বা বিজায়ি ।

৫ । তদা সা যস্থিনী উদকবারং গতা হোতি । বেদ্রবগ্নস্ত
হি যস্থিনীয়ো বারেন অনোতত্তদহতো সীসপরম্পরায় উদকং
আরোপেস্তি । তা চতুর্মাসচ্চয়েন পঞ্চমাসচ্চয়েন পি মুচ্চস্তি ।
অপরা কিলন্তকারা জীবিতস্থয়স্পি পাপুগন্তি । সা পন উদকবারতো
মুন্তমত্তাব বেগেন তং ঘরং গন্ত্বা “কুহিং মে সহায়িকা”তি পুচ্ছি ।

“বাড়ীর ভিতর স্মৃতিকাগারে আছে ।”

“ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে ? আমি তাহাকে দেখিব ।”
এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলায় খাইয়া
পলায়ন করিল । দ্বিতীয় বারও সেইরূপ খাইল । তৃতীয় বারে সে অন্তঃ-
সন্ধা হইয়া স্বামীকে সন্ধান করিয়া কহিল—“স্বামিন্, এই স্থানে এক
যক্ষিনী আমার দুই পুত্রকে খাইয়া গিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ী গিয়া
প্রসব করিব ।” এই বলিয়া সে বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিল ।

৫ । তখন যক্ষিনীর উপর বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পালা পড়িয়াছিল ।
সে জল দিতে গিয়াছিল । অনোতত্ত হ্রদ হইতে যক্ষিনীরা শিরঃ পর-
ম্পরায় জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত । তাহারা
চারিমাसे অথবা পাঁচমাसे এই কাজ হইতে মুক্ত হইত । কেহ কেহ
ক্লান্ত হইয়া মরিয়াও যাইত । সেই যক্ষিনী জলের পালা হইতে মুক্ত হইবা
মাত্র সবেগে সেই বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমার সখী কোথায় ?”

“কুহিং ত্বং ন পজ্জিঅসি, তস্মা ইমস্মিং ঠানে জাত জাত দারকে যস্মিনী খাদতি, তস্মা কুলগেহং গতা”তি।

“সা যথ বা তথ বা গচ্ছতু ন মে মুচ্চিঅতী”তি বের-বেগেন সমুজ্জাহিত মানসা নগরাভিমুখী পস্বন্দি। ইতরাপি নাম-গহণ দিবসে দারকং নহাপেত্বা নামং কত্বা “সামি, ইদানি সকঘরং গচ্ছামা”তি পুত্ৰং আদায়ু সামিকে ন সন্ধিং বিহারমজ্জে মগ্গেন গচ্ছন্তি পুত্ৰং সামিকস্স দত্বা বিহারপোক্করগিয়া নহত্বা সামিকে নহায়ন্তে পুত্ৰং পায়মানা ঠিতা যস্মিনীং আগচ্ছন্তিঃ দিয়া সজ্জানিত্বা “সামি! সামি!! বেগেনেহি বেগেনেহি অয়ং সা যস্মিনী”তি উচ্চাসদং কত্বা যাব তস্স আগমনং সণ্ঠাভুং অসক্কোন্তি নিবত্তিত্বা অন্তোবিহারাভিমুখী পস্বন্দি। তস্মিং সময়ে

“কোথায়, তুমি দেখিতে পাইবে না, এইখানে তাহার যত ছেলে হয় যক্ষিণী খাইয়া ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ী গিয়াছে।”

“সে যেইখানেই যাউক না, আমাকে ছাড়াইতে পারিবে না।” এই বলিয়া সে বৈরীভাবের প্রবলতা বশতঃ সমুৎসাহিত চিত্তে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে জ্ঞান করাইয়া নাম রাখিয়া স্বামীকে কহিল—“স্বামিন্, এখন চল আপন ঘরে যাই।” এই বলিয়া পুত্রকে লইয়া স্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইবার সময় স্বামীর কোলে পুত্রকে দিয়া বিহারপুষ্করিণীতে স্নান করিল। আবার স্বামী স্নান করিবার সময় পুত্রকে নিজের লইয়া স্থিতাবস্থায় স্তম্ভপান করাইতে লাগিল। ইত্যবসরে যক্ষিণী সেইদিকে আসিতেছে দেখিতে পাইল। যক্ষিণীকে চিনিতে পারিয়া সে আর্জুনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—“ওগো! ওগো! শীঘ্র আস, শীঘ্র আস, ঐ সে যক্ষিণী।” স্বামীর আসা যাবৎ স্থিত থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া বিহার অভিমুখে দৌড়িয়া গেল। সেই সময়ে

সখা পরিসমক্ষে ধম্মং দেসেতি । সা পুত্তং তথাগতজ পাদপীঠে নিপজ্জাপেহা “তুমহাকং ময়া এস দিম্বো, পুত্তজ মে জীবিতং দেথা”তি আহ । দ্বার কোট্টকে অধিবথো স্তম্বনো নাম দেবো যঙ্কিনিয়া অন্তো পবিসিতুং নাদাসি ।

৬ । সখা আনন্দথেরং আমন্তেহা “গচ্ছানন্দ, তং যঙ্কিনিং পক্কোসাহী”তি আহ । থেরো পক্কোসি । ইতরা “অয়ং তন্ত্বে, আগচ্ছতী”তি আহ ।

৭ । সখা—“এতু মা সদমকাসী”তি বহা তং আগচ্ছা তিতং “কস্মা এবং করোসি, সচে তুম্হে মাদিসজ বুদ্ধজ সম্মুখীভাবং নাগমিঅথ ইঅফন্দনানং বিয় কাকোলুকানং বিয় চ কল্পট্ঠিতিকং

শাস্তা পরিসদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন । স্ত্রীলোকটি ছেলে-টুক তথাগতের পাদপীঠে শায়িত করিয়া কহিল—“একে আপনাকে দিগাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন ।” দ্বারপ্রকোষ্ঠে অসিষ্টাজী স্তম্বন নামক দেবতা যক্ষিণীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না ।

৬ । শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“যাও আনন্দ, সেই যক্ষিণীকে ডাক ।” স্থবির তাহাকে ডাকিলেন । স্ত্রীলোকটি সভয়ে বলিয়া উঠিল—“ভক্তে, ঐ আসিতেছে ।”

৭ । শাস্তা বলিলেন—“আসুক, শব্দ করিও না ।” যক্ষিণী আসিয়া দাঁড়াইলে স্ত্রীলোকটি শাস্তা কহিলেন—“কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা মাদশ বুদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, কৃষ্ণবর্ণ তল্লুক ও ফন্দন বৃক্ষের * গ্রায় এবং কাকোলুকের + গ্রায় তোমাদের শত্রুতা কল্পকাল স্থায়ী হইত,

বো বেরং অভবিম্, কস্মা বেরং পটিবেরং করোথ ? বেরং হি
অবেরেন উপসম্মতি, নো বেরেনা”তি বজ্জা ইমং গাথমাহ :—

“নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,

অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো”তি । ৫

৮ । তথ “নহি বেরনা”তি—যথা হি খেলসিজ্জাগিকাদি অমুচি
মক্ষিতট্টানং তেহেব অমুচীহি. ‘ধোবন্তো স্তুঙ্কং নিগন্ধং কাতুং
অসক্কোন্তি ; অথ খো তং ঠানং ভীয়োসোমভায় অমুঙ্কতরঞ্চ
দুগ্গাক্ততরঞ্চ হোতি ; এবমেবং অক্কোসন্তং পচক্কোসন্তো পহরন্তং
পটিপহরন্তো বেরেন বেরং বৃপসমেতুং ন সক্কোতি । অথ খো
ভীয়ো বেরমেব করোতি, ইতি বেরানি নাম বেরেন কিম্মিচিপি
কালে ন সম্মন্তি, অথ খো বজ্জন্তিয়েব ।

কেন পরস্পরে শত্রুতা আচরণ করিতেছ ? বৈর অবৈরদ্বারা উপশান্ত হয়,
বৈরদ্বারা নহে।” ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন :—

“বৈরীতায় বৈরীভাব সাম্য নহে কদাচন,

অবৈরেতে সাম্য হয় ইহা ধর্ম্ম সনাতন ।” ৫

৮ । তথ্য “বৈরীতায় নহে”—যেমন খুখু-শিখনী আদি অশুচি পদা-
র্থের দ্বারা মক্ষিত স্থান সেই সকল অশুচির দ্বারা ধোত করিয়া বিশুদ্ধ
ও নির্গন্ধ করা যায় না ; অধিকন্তু তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অবিশুদ্ধ
ও দুর্গন্ধ হয় ; সেইরূপ আক্রোশ ও প্রতিক্রোশ করিয়া, প্রহার প্রতি-
প্রহার করিয়া, বৈরী ভাবের দ্বারা বৈরী ভাবের উপশম হয় না । অধিকন্তু
তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা হয় । সুতরাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা
কস্মিনকালেও সাম্য হয় না, বরঞ্চ বর্দ্ধিত হয় ।

“অবেরেন চ সম্মন্তী”তি—যথা পন তানি খেলাদীনি অস্থ-
চীনি বিপ্লসম্মেন উদকেন ধোবিয়মানানি নঅস্তি, তং ঠানং স্তুৎ
হোতি নিগন্ধং ; এবমেব অবেরেন, খস্তিমেন্তোদকেন, য়োনিসো-
মনসিকারেন, পচবেক্ষণেন বেরানি বৃপসম্মন্তি, পটিপ্সস্তন্তি,
অভাবং গচ্ছন্তি ।

“এস ধম্মো সনন্তুনো”তি—এস অবেরেন বেরূপসমন
সম্মাতো পোরাগকো ধম্মো সবেবসং বুদ্ধ পচেকবুদ্ধ খীণাসবানং
গতমগোতি ।

৯। গাথাপরিয়োসানে যস্থিনী সোতাপত্তিকলে পতিটঠহি,
সম্পত্তপরিসায় পি দেসনা মাথিকা অহোসি ।

সথা তং ইথিং আহ—“এতিম্মা তব পুত্তং দেহী”তি ।

“ভায়ামি ভন্তে”তি ।

“অবৈরেতে সাম্য হয়”—যেমন পরিষ্কার জলদ্বারা ধোত হইলে নিষ্ঠীবনাদি
অশুচি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মক্ষিত স্থান বিস্কদ্ধ ও নির্গন্ধ হয় ; তদ্রূপ
অবৈরী ভাবেরদ্বারা, ক্ষান্তি ও মৈত্রীদ্বারা, সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও
প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শত্রুতা ভাবের উপশম হয়, নিরোধ হয়, অভাব হয় ।

“ইহা ধর্ম সনাতন”—অবৈরদ্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা
পুরাতন ধর্ম, সকল বুদ্ধ, পচেক বুদ্ধ ও কীণাসবগণের অবলম্বিত মার্গ ।

৯। গাথা অবসানে যক্ষিণী স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।
উপস্থিত পরিষদেরও দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

শান্তা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—“তোমার ছেলেটি যক্ষিণীকে দাও ।”

“ভন্তে, আমার ভয় হইতেছে ।”

“মা ভায়ি, নথি তে এতং নিয়ায় পরিপন্থো”তি। সা তন্না পুন্তং অদাসি। সা তং চুম্বিত্বা আলিঙ্গিত্বা পুন মাতুয়েব দত্তা রোদিতুং আরভি। অথ নং সথা—“কিমেতং”তি পুচ্ছি।

“ভন্তে, অহং পুৰ্বে যথা বা তথা বা জীবিকং কল্পেস্তীপি কুচ্ছিপূরং নালথং, ইদানি কঞ্চং জীবিস্মামী”তি।

অথ নং সথা—“মা চিন্তয়ী”তি সমম্মাসেত্তা তং ইথিং আহ—“ইমং নেত্তা অভনো গেহে নিবেসেত্তা অগ্গয়াণ্ডভন্তেহি পটিজ্জাহী”তি।

১০। সা তং নেত্তা পিট্ঠিবংসে পতিট্ঠাপেত্তা অগ্গয়াণ্ড ভন্তেহি পটিজ্জগি। তন্না বীহি পহরণকালে মুসলং মুক্কং পহরণং বিয় উপট্ঠাতি। সা সহায়িকং আমন্তেত্তা “ইমস্মিং ঠানে বসিতুং ন সঙ্খিআমি, অপ্রথ মং পতিট্ঠাপেহী”তি বত্তা

“ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।” সে ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল। যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয়া চুখন ও আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ’ আবার কি?”

“ভন্তে, আমি পূর্বে যেমন তেনম ভাবে জীবিকার্জন করিয়াও পেট ভরিয়া থাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাঁচিব?”

অতঃপর শান্তা—“চিন্তা করিও না” এই বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সেই জীলোকটিকে কহিলেন—“ইহাকে নিয়া নিজের গৃহে রাখিবে এবং অগ্র যাউ-ভাত দিয়া প্রতিপালন করিবে।

১০। সে তাহাকে নিয়া পৃষ্ঠবংশে (টেকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্র যাউ-ভাত দিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিল। ধান ভাণিবার সময় তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মুষলের আঘাত পড়িতেছে। সে সখীকে ডাকিয়া কহিল—“এইখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে অগ্র যায়গায় রাখ।”

মুসলসালার, উদকচাটিয়ং, উক্কনে, নিম্বকোসে, সন্ধারকুটে, গামধারেতি এতেন্নু ঠানেস্সু পতিষ্ঠাপিতাপি “ইধ মে মুসলং সীসং ভিন্দন্তং বিয় উপট্ঠাতি, ইধ দারকা উচ্চিট্ঠজ্জলং ওতারেন্টি, ইধ সুনখা নিপ-জ্জন্তি, ইধ দারকা অসুচিং করোন্তি, ইধ কচবরং ছেড্ধন্তি, ইধ গামদারকা লঙ্খযোগং করোন্তী”তি সৰ্বানি তানি পটি-স্থিপি। অথ নং বহিগামে বিবিত্তোকাসে পতিষ্ঠাপেত্তা তথস্সা অগ্গয়াগুত্তাদীনী হরিস্সু। সা “ইমস্মিং সংবচ্ছরে স্সব্বুট্ঠিকা ভবিম্মতি, থলট্ঠানে সস্সং করোহি; ইমস্মিং সংবচ্ছরে দুব্বুট্ঠিকা ভবিম্মতি নিম্মট্ঠানেয়েব করোহী”তি সহায়িকায় আরোচেতি।

১১। সেসজ্জনেহি কতসস্সং অতিউদকেন বা অনোদকেন বা নস্সতি, তস্সা অতিবিয় সম্পজ্জতি। অথ নং “সস্স,

তাহার কচি অনুসারে ক্রমে টেকিঘরে, জলের চাড়িতে, উক্কনে, সাইচে, আস্তাকুঁড়ে ও গ্রামধারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও “এখানে আমার মাথার মুঘলের আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়, এখানে ছেলেরা এঁটো-জল ফেলে, এখানে কুকুর শোয়, এখানে ছেলেরা অশুচি করে, এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে গ্রামের ছেলেরা লঙ্কাবেধ করে।” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল। অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উন্মুক্ত স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেখানে তাহাকে অগ্রঘাউ-ভাত ইত্যাদি নিয়া দিতে লাগিল। সে তাহার সখীকে বলিত—“এই বৎসর সুরঙ্গি হইবে উচ্চ জমিতে শস্য রোপণ কর; এই বৎসর অনারুটি হইবে নিম্ন ভূমিতে শস্য রোপণ কর।”

১১। আর সকলের ফল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার বেশ সূজয়া হইত। অনন্তর তাহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—“হে বন্ধু,

তয়া কতসঙ্গঃ নেব অচোদকেন ন অনোদকেন নঙ্গতি, সুবুট্টি দুবুট্টিভাবং ঐহা কস্মং করোসি, কিমুখো এতং ?”তি পুচ্ছিংসু ।

“অমহাকং সহায়িকা যক্ষিনী সুবুট্টি দুবুট্টি ভাবং আচিন্ধতি, ময়ং তজ্জা বচনেন খলনিম্নেসু সঙ্গাদীনি করোম, তেন নো সম্পজ্জতি, কিং ন পস্সথ নিবন্ধং অমহাকং গেহতো য়াণ্ডভত্তাদীনি হরীয়মানানি ? তানি এতিজ্জা হরীয়ন্তি । তুমেষপি এতিজ্জা অগয়াণ্ডভত্তাদীনি হরুথ, তুমহাকম্পি কস্মন্তে ওলোকেজ্জতী”তি । অথজ্জা সকল নগরবাসিনো সঙ্কারং করিংসু সাপি ততো পট্টায় সবেসং কস্মন্তে ওলোকেন্তি লাভগগ্নত্তা অহোসি মহাপরিবারা । সা অপরভাগে অট্ট সলাকভত্তানি পট্টপেসি, তানি য়াবজ্জকাল দীয়ন্তিয়েবাতি ।

তোমার শত্ৰু জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি ? কেন এমন হয় ?”

“আমার সখী যক্ষিনী সুবৃষ্টি-দুবৃষ্টির কথা বলিয়া দেয়, আমরা তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্ন ভূমিতে শত্ৰু বুনি, তাই আমাদের সুজন্মা হয় । দেখনা আমাদের বাড়ী হইতে নিত্য ঝাণ্ডভাত নিয়া যাওয়া হয় ? তাহা ওর জন্ত নেওয়া হয় । তোমরাও তাহাকে অগ্রযাণ্ডভাত দাও, তোমাদের কাজ-কর্মের প্রতিও নজর রাখিবে ।” অতঃপর সকল নগরবাসীরা তাহার সংকার করিতে লাগিল । সেও তখন হইতে সকলের কাজ-কর্ম দেখিতে লাগিল । তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল, বহুলোক তাহার অমুগত হইল । পরে সে অমুক্রমে তাহাকে ভাত দিবার জন্ত আটটি পালা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল । আজ পর্য্যন্ত লোকে তাহা দিয়া আসিতেছে ।



কোসম্বক-বথু । ৫

১। “পরে চ ন বিজ্ঞানন্তী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেত-
বনে বিহরন্তো কোসম্বকে ভিক্ষু আরব্ব কথেসি ।

২। কোসম্বিয়ং হি ঘোসিতারামে পঞ্চসত পঞ্চসত পরিবারা
দে ভিক্ষু বিহরিংসু বিনয়ধরো চ ধম্মকথিকো চাতি । তেহু
ধম্মকথিকো একদিবসং সরীরবলঞ্জং কহ্বা উদককোষ্ঠকে আচমন-
উদকাবসেসং ভাজনে ঠপেত্ত্বা নিস্বমি, পচ্ছা বিনয়ধরো তথ
পবিট্টো তং উদকং দিস্বা নিস্বমিহ্বা ইতরং পুচ্ছি “আবুসো,
তয়া উদকং ঠপিতং”তি ?

কৌশাম্বীক উপাখ্যান । ৫

১। “পরেরা জানে না” এই ধম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করি-
বার সময় কৌশম্বীয় ভিক্ষুদিগের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২। কৌশম্বীর ঘোষকারামে একজন বিনয়ধর ও একজন ধম্মকথিক
দুইজন ভিক্ষু বাস করিতেন । প্রত্যেকের পাঁচশত পাঁচশত শিষ্য ছিল ।
তাহাদের মধ্যে ধম্মকথিক একদিন মলত্যাগ করিয়া উদক প্রকোষ্ঠে
আচমন-জলাবশেষ জলাধারে রাখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন । পশ্চাৎ বিনয়ধর
সেখানে প্রবেশ করিয়া সেইজল দেখিতে পাইলেন । তিনি তাহা দেখিয়া
নিষ্ক্রান্ত হইয়া অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “আবুস, আপনি ওখানে
জল রাখিয়াছেন ?”

“আম আবুসো”তি ।

“কিং পনেথ আপত্তিভাবং নজানাসী”তি ?

“আম ন জানামী”তি ।

“হোতাবুসো, এথ আপত্তী”তি ।

“ভেন হি পটিকরিআমি নং”তি ।

“সচে পন তে আবুসো, অসন্ধিচ্চ অসতিয়া কতং নথি আপত্তী”তি ।

৩। সো তজ্জা আপত্তিয়া অনাপত্তিদিট্টি অহোসি । বিনয়ধরোপি অন্তনো নিগ্গিতকানং “অয়ং ধর্মকথিকো আপত্তিং আপজ্জমানোপি নজানাতী”তি আরোচেসি । তে তস্ম নিগ্গিতকে দিস্বা “তুমহাকং উপজ্জায়ো আপত্তিং আপজ্জিহ্বাপি আপত্তিভাবং ন জানাতী”তি আহংসু । তে গম্বা অন্তনো উপজ্জায়আরোচেসুং ।

“হাঁ, আবুস ।”

“ইহাতে আপত্তি (পাপ) হয়, আপনি কি জানেন না ?”

“না, জানি না ।”

“আবুস, ইহাতে ‘আপত্তি’ হয় ।”

“তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব ।”

“আবুস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তি হইবে না ।”

৩। ধর্মকথিক ইহা ‘আপত্তি’ নহে বলিয়াই ধারণা করিলেন । বিনয়ধর তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন— “এই ধর্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহার। ধর্মকথিকের শিষ্যদিগবে দেখিয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহার। গিয়া নিজেদের উপাধ্যায়কে তাহা বলিলেন

সো এবমাহ—“অয়ং বিনয়ধরো পুৰে অনাপত্তিঃ ~~সুবিধা~~ আপত্তীতি বদতি, মুসাবাদি এসো”তি।

তে গন্তা “ভুমহাকং উপজ্জায়ো মুসাবাদী”তি আহংসু। এবং অপ্রমত্তং কলহং বজয়িসু।

৪। ততো বিনয়ধরো ওকাসং লতিত্বা ধম্মকথিকন্ত আপত্তিয়া অদম্মনে উক্কেপনীয়কম্মং অকাসি। ততো পট্টায় তেসং পচ্চর-দায়কো উপট্টাকাপি বে কেট্টাসা অহেসুং। ওবাদপটিগাহকা ভিক্ষুনিয়ে পি আরক্কদেবতাপি সন্দিট্ট সন্তত্তা আকাসট্টা দেবতাপীতি যাব ব্রহ্মলোকা সবে পুথুজ্জনা বে পক্খা অহেসুং। চাতুস্সহারাজিকং আদিং কত্তা যাব অকণিট্টকভবনা পনীদং কোলাহলং অগমাসি।

তিনি এইরূপ कहিলেন—“এই বিনয়ধর পূর্বে ‘অনাপত্তি’ বলিয়া, এখন বলিতেছেন ‘আপত্তি;’ ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাদী।”

তাহারা বাইয়া कहিলেন—“আপনাদের উপাখ্যায় মিথ্যাবাদী।” এইরূপে পরস্পরের মধ্যে কলহ বদ্ধিত হইল।

৪। অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, ধর্ম্মকথিক আপত্তিকে আপত্তি জ্ঞান করেন নাই, এই অজুহাতে তাহাকে উক্কেপনীয় নামক দণ্ডকর্ম্ম প্রদান করিলেন। সেই হইতে তাহাদের অন্নবস্ত্র দায়ক উপস্থাপকেরাও দুই ভাগ হইল। যে সকল ভিক্ষুণী তাহাদের কাছে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেন তাহারাও দুই ভাগ হইলেন। তাহাদের রক্ষাকারী দেবতারাও দুই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রক্ষাদেবতাদের বহুবাহুব আকাশস্থ দেবতারাও দ্বিধা বিতর্ক হইলেন। ক্রমে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল পৃথগ্জনই দুই পক্ষ হইলেন। চাতুর্স্সহারাজিক হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই কোলাহল বিস্তার লাভ করিল।

৫। অথেকো অশ্রুতরো ভিক্ষু তথাগতং উপসংকমিত্বা
উচ্ছেপকানং ধম্মিকেনেবায়ং কস্মেন উচ্ছিত্তো, উচ্ছিত্তানুবন্তকানং
অধম্মিকেন কস্মেন উচ্ছিত্তোতি লন্ধিং, উচ্ছেপকেহি বারিয়মানা-
নম্পি চ তেসং তং অনুপরিবারেত্বা বিচরণভাবং আরোচেসি।

৬। ভগবা “সমগ্গা কির হোন্তু”তি ঘে বারে পেসেত্বা
“নয়িচ্ছন্তি ভন্তে. সমগ্গা ভবিতুং”তি স্ত্বা তত্তিয়বারে “ভিন্নো
ভিক্ষুসজ্জো, ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো”তি তেসং সন্তিকং গন্ত্বা উচ্ছে-
পকানং উচ্ছেপনে ইতরেসঞ্চ আপত্তিয়া অদম্মনে আদীনবং
কথেষ্বা পুন তেসং তথৈব একসীমায় উপোসথাদীনি অমুজ্জানিত্বা
ভত্তগাদীন্সু ভগুনজাতানং আসনস্তুরিকায় নিসীদিতব্বন্তি ভত্তগে

৫। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন—
“বর্জনকারীরা বলিতেছেন— “ধর্ম্মানুসারেই বর্জন করা হইয়াছে ,
বর্জিতেরপক্ষদের বিশ্বাস ‘অধর্ম্মানুসারে বর্জন করা হইয়াছে।’ বর্জকেরা
বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়েরা তাঁহাকে নিয়াই চলিতেছেন।”

৬। ভগবান দুইবার তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন— “এক হও।”
দুই বারই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল— “ভন্তে, তাঁহারা এক হইতে
ইচ্ছা করেন না ?” ইহা শুনিয়া তৃতীয়বারে ভগবান বলিয়া উঠিলেন—
“ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল ! ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল !” ভগবান তাহাদের নিকট
গিয়া বর্জনকারীদিগকে তাঁহাদের বর্জন কাষ্যের কুফল এবং অপরপক্ষকে
তাঁহাদের ঘোষ স্বীকার না করার কুফল বুঝাইয়াদিলেন। তাঁহাদিগকে
আবার একসীমায় উপোসথকর্ম্মাদি করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভোজনশালায়
দুই পক্ষের ভিক্ষুদিগকে (আনন্তরিক ভাবে) এক আসন অন্তর ভোজনাসনে

বস্ত্রং পঞ্জাপেহা “ইদানি ভগুনজাতা বিহরন্তী”তি স্ত্রীয়া তথ্য
গন্তা “অলং ভিক্ষাবে, মা ভগুনং”তি আদীনি বহা “ভিক্ষাবে,
ভগুন, কলহ, বিগ্ৰহ, বিবাদা নামেতে অনথকারকা, কলহং
নিজায় হি লটুকিকাপি সকুগিকা হস্তিনাগং জীবিতস্ত্রয়ং
পাপেমী”তি লটুকিক জাতকং কথেষা “ভিক্ষাবে, সমগা হোথ
মা বিবদথ, বিবাদং নিজায় হি অনেকসহস্র বট্টকা জীবিতস্ত্রয়ং
পভা”তি বট্টকজাতকং কথেসি।’

৭। এবম্পি তেনু ভগবতো বচনং অনাদিয়ন্তেনু অপ্রতরেন ধম্ম-
বাদিনা তথাগতস্ত বিহেসং অনিচ্ছন্তেন “আগমেতু ভন্তে ভগবা ধম্ম-
আমি, অপ্পোত্তুকো ভন্তে ভগবা, দিট্টধম্মসুখবিহারমমুয়ুত্তো বিহরতু,

উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহার পরেও শাস্তা
স্তনিতে পাইলেন— “ভিক্ষুরা এখনও ভিন্ন হইয়া আছেন।” তিনি
তাঁহাদের সেখানে গিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, নিপ্রয়োজন, ভিন্ন হইও
না” ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, ভেদ, কলহ,
বিগ্রহ, বিবাদ এই সব অনর্থকর। কলহের জন্ত চড়ুই পক্ষীও হস্তীনাগের
প্রাণনাশ করিয়াছিল।” এই বলিয়া চড়ুই জাতক কহিলেন—শাস্তা আবার
কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, এক হও, বিবাদ করিও না; বিবাদের জন্ত অনেক সহস্র
বর্জক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।” এই বলিয়া তিনি বর্জক জাতক কহিলেন।

৭। এত বলা সত্ত্বেও তাঁহারা ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না,
তখন একজন ধর্মবাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্লান্ত্যাব দেধিতে ইচ্ছা না
করিয়া কহিলেন—“প্রভু তগবন্ ধর্মস্বামী, আপনি দ্বাস্ত হউন, উৎকর্ষা বিহীন
চিত্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধর্মপ্রসূত স্থখে অমুযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

ময়মেতেন ভণ্ডনেন কলহেন নিগ্গহেন বিবাদেন পঞ্জায়িআমা”তি
বুস্তে অতীতঃ আহরি :—

“ভূতপুৰুষং ভিক্ষবে, বারাগসিয়ং ব্রহ্মদন্তো নাম কাসি-
রাজা অহোসী”তি ব্রহ্মদন্তেন দীঘীতিয় কোসলরঞ্জে রজ্জং
অচ্ছিন্দিয়া অঞ্জাতকবেসেন বসন্তজ পিতুনো মারিতভাবঞ্চেব
দীঘায়ুকুমারেন অন্তনো জীবিতে দ্বিগ্নে ততো পট্টায় তেসং সমগ্গ
ভাবঞ্চ কথেষা “তেসং হি নাম ভিক্ষবে, রাজানং আদিম্মদণ্ডানং
আদিম্মসথানং এবরূপং খন্তিসোরচ্চং ভবিজ্জতি, ইধ খো তং ভিক্ষবে,
সোভেথ য়ং তুম্হে এবং স্বাখ্যাতে ধন্যবিনয়ে পব্বজিতা সমানা
খমা চ ভবেয়্যাথ সোরতা চা”তি ওবদিয়াপি নেব তে সমগ্গে
কাতুং সঙ্খি ।

আমরা ভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ভাবই দেখাইব ।” এইরূপ
বলিলে শাস্ত! অতীত বিষয় আহরণ করিয়া কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাগসীতে ব্রহ্মদন্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন”
এইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদন্ত কর্তৃক কোশল রাজ দীঘীতির রাজ্যো-
চ্ছেদ, কুমার দীঘায়ুর অজ্ঞাত বাস, তাহার পিতার নিধন ও তৎকর্তৃক
কাশীরাজের জীবন রক্ষার পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন ভাব ইত্যাদি
বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের শ্রায় রাজাদেরও
যদি বিনাদণ্ডে বিনাঅস্ত্রে এইরূপ ক্ষান্তি-সৌরাস্ত্রভাব হয়, এমত স্থলে
কি ভিক্ষুগণ, তাহা শোভা পায় ? যেহেতু তোমরা এমন স্ন আখ্যাত
ধর্ম-বিনয় সম্পন্ন শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়াছ ক্ষমাশীল ও সহৃদয় হইবে ।
এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহাদিগকে মিলাইতে পারিলেন না ।

৮। সো তায় আকিঞ্চবিহারতায় উক্ঠিতো “অহং খো ইদানি আকিঞ্চো দুস্সং বিহরামি, ইমে চ ভিক্ষু মম বচনং ন করোন্তি, বন্ননাহং এককোব গগমহা বৃপকট্টো বিহরেয়্য”তি চিস্তেহা কোসম্বিয়ং পিণ্ডায় চরিত্বা অনপলোকেহা ভিক্ষুসংঘং এককোব অন্তনো পন্তটীবরমাদায় বালকলোণকারামং গন্ত্বা তথ ভগুথেরজ্জ একচারিকবত্তং কথেহা পাটিনবংস মিগদায়ে তিন্নং কুলপুত্তানং সামঞ্জিরসানিসংসং কথেহা যেন পারিলেয়্যকং তদবসরি। তত্রহুদং ভগবা পারিলেয়্যকং উপনিজ্জায় রক্ষিতবনসণ্ডে তদঙ্গালমূলে পারিলেয়্যকেন হস্তিনা উপর্টহিয়মানো কাস্সকং বজ্জাবাসং বসি।

৯। কোসম্বিবাসিনোপি খো উপাসকা বিহারং গন্ত্বা সণ্ণারং অপম্ভস্তা “কুহিং ভন্তে, সথা”তি পুচ্ছিহা —

৮। তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বাসে উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“আমি এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া দুঃখেই বাস করিতেছি, এই সকল ভিক্ষুরা আমার কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্চয়ই দলচাড়া হইয়া একাকী থাকিব।” তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌশলীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসম্মুখে অবলোকন না করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালকলোণকারামে গেলেন। তথায় ভগু স্থবিরকে একচারিক ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন বংশ মৃগদায়ে কুলপুত্র ত্রয়কে মিলনের উপকারিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেইখানে ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভদ্রশালমূলে পারিলেয়্যক হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া সুখে বর্ষাবাস করিতেছিলেন।

৯। কৌশলীবাসী উপাসকেরা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, শাস্তা কোথায়?”

“পারিলেয়্যকবনসগুং গতো”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“অমেহ সমগ্গে কাতুং বায়মি, ময়ং পনন সমগ্গা অহমহা”তি ।

“কিং ভন্তে, তুমেহ সথুসন্তিকে পব্বজিত্তা তস্মিং সামগ্গিং করোন্তে সমগ্গা নাহবথা”তি ?

“এবমাবুসো”তি ।

মহুয়া— “ইমে সথুসন্তিকে পব্বজিত্তা তস্মিং সামগ্গিং করোন্তেপি সমগ্গা ন জাতা, ময়ং ইমে নিম্মায় সথারং দট্টুং ন লভিমহ, ইমেসং নেব আসনং দম্মাম ন অভিবাদনাদীনি করিম্মামা”তি ।

১০ । তে ততো পট্টায় তেসং সামীচিমত্তম্পি ন করিংসু ।
তে অল্লাহারতায় সুস্মানা কতিপাহেনেব উজ্জুকা হুয়া

“পারিলেয়্য বনে গিয়াছেন ।”

“কেন ?”

“আমাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা মিলিত হই নাই ।”

“ভন্তে, আপনারা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে চাহিলেও আপনারা মিলিলেন না ?”

“এইরূপই আবুস ।”

মহুয়েরা কহিল—“এই ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের জ্ঞা শাস্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত, ইহাদিগকে বসিবার আসনও দিব না, অভি-বাদনাদিও করিব না ।”

১০ । সেই হইতে তাহারা ভিক্ষুদের সেবা সংকার পর্যান্ত করিল না । ভিক্ষুরা অল্লাহার হেতু শুকাইতে লাগিলেন, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই উজ্জু হইয়া

অশ্রুমণ্ডঃ অচয়ং দেসেহা খমাপেহা “উপাসকা, ময়ং সমগ্গা জাতা, তুমেহ পি নো পুরিমসদিসা হোথা”তি আহংসু ।

“খমাপিতো পন বো ভন্তে, সথা”তি ?

“ন খমাপিতো আবুসো”তি ।

“তেন হি সথারং খমাপেথ, সথু খমাপিতকালে ময়ম্পি । তুমহাকং পুরিমসদিসা ভবিম্মামা”তি ।

তে অন্তোবজ্ঞভাবেন সথু সন্তিকং গন্তুং অবিসহন্তা দুস্কেন তং অন্তোবজ্ঞং বাঁতিনামেসুং । সথা পন তেন হথিনা উপট্টহিয়মানো স্তথং বসি ।

১১ । সোপি হি হথিনাগো গণম্পহায় ফাসুবিহারথায়েব তং বনসগুং পাবিসি ।

পরম্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন । ক্ষমা চাহিয়া উপাসকগণকে কহিলেন—“হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি, আপ-
নারাও পূর্বের ভ্রায় চউন ।”

“ভন্তে, শাস্তা আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কি ?”

“না, ক্ষমা করেন নাই, আবুস ।”

“তাহা হইলে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, শাস্তা ক্ষমা করিলে আমরাও আপনাদের নিকট পূর্ব সদৃশ হইব ।”

অন্তবর্ষা হেতু তাঁহারা শাস্তার নিকট যাইতে সাহস করিলেন না ।
দুঃখের সহিত সেই মধ্যবর্ষা অতিক্রম করিলেন । শাস্তা কিন্তু সেই হস্তীর
সেবা-শুশ্রূষায় স্তখে বাস করিতে লাগিলেন ।

১১ । সেই মহাহস্তীও দল ছাড়া হইয়া স্তখে বাস করিবার জ্ঞানই
সেই বনগহনে প্রবেশ করিল ।

যথাহ—“অহং খো আকিরো বিহরামি হখীহি হখিনীহি
হখিকলভেহি হখিচ্ছাপেহি, ছিন্নগানি চেব তিগানি খাদামি,
ওভগ্নোভগক্ষ মে সাখাভক্ষং খাদন্তি, আবিলানি চ পানীয়ানি
পিবামি, ওগাহন্তুস চ মে উত্তিরন্তু হখিনিয়ো কায়ং উপনিষং-
'সন্তিয়ো গচ্ছন্তি, যন্নুনাহং একোব গগমহা বৃপকট্টো বিহরেয়াং”তি ।

১২ । অথ খো সো হখিনাগো যুথা অপকস্ম যেন পারিলেয়্যকং
রক্ষিতবনসগুং তদসালমূলং যেন ভগবা তেনুপসংকমি উপসংকমিত্বা
পন ভগবন্তং বন্দিত্বা ওলোকেন্তো অপ্রং কিঞ্চি অদিস্বা তদ-
সালমূলং পাদেন পহরন্তো তচ্ছেত্বা সোণায় সাখং গহেত্বা
সম্মজ্জি । ততো পট্টায় সোণায় ঘটং গহেত্বা পানীয়ং পরি-
ভোজনীয়ং উপট্টাপেতি, উপেহাদকেন অথেসতি উপেহাদকং

যথা বলা হইয়াছে—“আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তী-বালক ও হস্তী-শিশু
সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, তাহাদের ছিন্নাগ্রতৃণ খাইতে
হইতেছে, আমার ভাস্ক ডালপালা তাহারা খাইয়া ফেলিতেছে, ঘোলাজল
পান করিতে হইতেছে, স্নান করিয়া উত্তিবার সময় হস্তিনীসকল গা
ধৌয়া চাওয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বাস
করিব।”

১২ । অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়াবনে
রক্ষিত বনবনাংশে ভদ্রশাল বৃক্ষের মূলে যথায় ভগবান বিহরণ করিতেছেন
তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিল। তথায়
অবলোকন করিয়া অস্ত্র কিছু দেখিতে না পাইয়া ভদ্রশাল বৃক্ষের পাদদেশ
পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল। শুঙের দ্বারা শাখা লইয়া
সম্মার্জন (পরিষ্কার) করিল। সেই হইতে শুঙের দ্বারা ঘট লইয়া
পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়া দিত, গরম জলের প্রয়োজন হইলে

পটিয়াদেতি । কথং ? ইথেন কট্টানি ঘংসিত্বা অগ্গিং পাতেতি, তথ দারুনি পক্ষিপন্তো জালেহা তথ তথ পাসাণে পচিহা দারুখণ্ডকেন পবট্টেহা পরিচ্ছিন্নায় খুদ্ধকসোণ্ডিয়ং থিপতি, ততো হথং ওতারেহা উদকং তন্তুভাবং জানিহা গন্তা সথারং বন্দতি । সথা “উদকং তে তাপিতং পারিলেয়্যা”তি বহা তথ ~~পায়া~~ নহায়তি । অথহ নানাবিধানি ফলানি আহরিহা দেতি ।

১৩ । যদা পন সথা গামং পিণ্ডায় পবিসতি, তদা সপ্পু পন্তচীবরমাদায় কুন্তে পতিট্টাপেহা সথারো সন্ধিং য়েব গচ্ছতি, সথা গামুপচারম্পহা “পারিলেয়্যা, ইতো পট্টায় হং গন্তুং ন সকা, আহর মে পন্তচীবরং”তি আহর্যাপেহা গামং পবিসতি । সো পি য়াব সথু নিচ্ছমণা তথ্বে ঠহা সথু আগমনকালে

জল গরম করিয়া দিত । কি প্রকারে ? শুণ্ডের দ্বারা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত, তথায় কাষ্ঠসমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জালিত, তথায় তথায় পাবাণ খণ্ডসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা উন্টাইয়া ক্ষুদ্ররূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শুণ্ড অবতরণ করাইয়া জলের তপ্তভাব পরীক্ষা করিত, তপ্তভাব জানিয়া, যাইয়া শান্তাকে বন্দনা করিত । তখন শান্তা জিজ্ঞাসা করিতেন— “পারিলেয়্যা, তোমার জল গরম করা হইয়াছে কি ?” এই বলিয়া তথায় যাইয়া স্নান করিতেন । অতঃপর ভগবানের জন্ত নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া দিত ।

১৩ । যখন শান্তা গ্রামে পিণ্ডপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন হস্তী শান্তার পাত্রচীবর লইয়া কুন্তোপরি স্থাপন করতঃ শান্তার সঙ্গেই যাইত । শান্তা গ্রামের উপচার সীমা সম্প্রাপ্ত হইয়া কহিতেন— “পারিলেয়্যা, ইহার পর ভূমি আর যাইতে পারিবে না, আমার পাত্রচীবর আমাকে দাও ।” শান্তা পাত্রচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন । হস্তী শান্তার নিজস্ব অধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত । তাঁহার প্রত্যাবর্তন সময়

পচ্চুগ্গমনং কহা পুরিমনয়েনেব পত্তচীবরং গহেহা বসনট্টানে
ওতারেহা বত্তং দম্মেহা সাখায় বীজ্জতি । রত্তিং বাল্লমিগপরিপম্ব
নিবারণথং মহন্তং দণ্ডং সোণায় গহেহা সথারং রক্ষিআমী”তি য়াব
অরুণুগ্গমনা বনসণ্ডা অন্তরন্তরে বিচরতি ।

১৪ । ততো পট্টায়েব কির সো বনসণ্ডো “রক্ষিতবনসণ্ডো”
নাম জাতোতি । অরুণে উগ্গতে মুখোদকদানং আদিং কহা
ভেনেব উপায়েন সৰবত্তানি করোতি ।

১৫ । অথেকো মক্কটো তং হপিং উট্টায় সমুট্টায়
দিবসে দিবসে তথাগতম্ম আভিসমাচারিকং করোন্তং, দিস্সা
“অহম্পি কিঞ্চিদেব করিআমী”তি বিচরন্তো একদিবসং নিম্ম-
স্বিকং দণ্ডকমধুং দিস্সা দণ্ডকং ভাঙ্গিয়া দণ্ডকেনেব সদ্ধিং

আণ্ডবাড়াইয়া লইত ও পূর্বের তায় পাত্রচীবর গ্রহণ করিত, তাহা বাসস্থানে
নামাইয়া রাখিয়া ব্রতসম্পাদনের পর শাখারদ্বারা বাতাস দিত । রাত্রে
হিংস্রজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্ত গুপ্তের দ্বারা বৃহৎদণ্ড গ্রহণ করিয়া
“শাস্ত্যাকে রক্ষা করিব” এই মনে করিয়া অরুণ উদয় পর্য্যন্ত বনগহনের
অন্তরান্তরে বিচরণ করিত ।

১৪ । সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল “রক্ষিতবনসণ্ড ।”
হস্তী অরুণ উদয়ে মুখ ধুইবার জলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই
নিয়মে সম্পাদন করিত ।

১৫ । অনন্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তথা-
গতের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—“আমিও
কিছু করিব ।” বিচরণ করিতে করিতে একদিন কোন এক দণ্ডে মক্ষিকা
বিহীন এক মোচাক দেখিতে পাইল । সেই দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দণ্ড সহিতই

মধুপটলং সথু সন্তিকং আহরিহ্বা কদলিপতং ছিন্দিহ্বা তথ ঠপেহ্বা
 অদাসি । সথা গণিহ । মক্কটো ‘করিঅতি নুখো পরিভোগং ন
 করিঅতী’তি ওলোকেস্তো গহেহ্বা নিসিন্নং দিস্বা কিম্মুখো’তি চিস্তেহ্বা
 দণ্ডকোটয়ং গহেহ্বা পরিবন্তেহ্বা উপধারেস্তো অণ্ডকানি দিস্বা তানি
 সনিকং অপনেহ্বা অদাসি । সথা পরিভোগমকাসি । সো তুট্টমানসো
 তং তং সাথং গহেহ্বা নচ্চন্তো, অট্টাসি । অথঅ গহিতসাথাপি
 অক্কন্তসাথাপি ভিজ্জি । সো ঐকস্মিং খাণুকমথকে পতিহ্বা
 নিব্বজ্জগন্তো সথরি পসম্মেনেব চিস্তেন কালং কহ্বা তাবতিংস
 ভবনে তিংসয়োজ্ঞনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তি ; অচ্ছরাসহস্রপরি-
 বারো অহোসি ।

মৌচাকখানা শাস্তার নিকট লইয়া আসিল । একখণ্ড কদলী পত্র ছিড়িয়া
 পত্রের উপর তাহা স্থাপন করিয়া শাস্তাকে প্রদান করিল । শাস্তা তাহা
 গ্রহণ করিলেন । “শাস্তা পরিভোগ করিবেন কি-না” এই চিন্তা করিয়া
 বানর চাহিয়া রহিল । বানর দেখিল শাস্তা তাহা লইয়া কেবল বসিয়া
 আছেন । ‘তাহার কারণ কি’ চিন্তা করিয়া দণ্ডের প্রান্তভাগ গ্রহণ
 করিয়া মৌচাকখানা উন্টাইয়া দেখিল । তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার
 ডিম্ব রহিয়াছে । সত্ত্বর ডিম্বগুলি বিদূরিত করিয়া প্রদান করিল । শাস্তা
 মধু পান করিলেন । তাহাতে বানর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সাধা হইতে
 সাধান্তর গ্রহণ করিয়া নাচিতে লাগিল । অতঃপর তাহার গৃহীত ও
 আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল । সে এক স্থাগুর (গোজার) উপর পড়িল,
 তাহাতে শরীর বিদ্ধ হইল । এই আকস্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু ঘটিল ।
 মৃত্যুকালীন শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিত্তে মরিয়া তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন
 বিস্তৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল । তথায় সহস্র অঙ্গুরা পরিবৃত্ত হইয়াছিল ।

১৬। তথাগতজ্ঞ তথ ইথিনাগেন উপট্ঠিয়মানজ বসনভাবো
সকল জম্মদীপে পাকটো অহোসি। লাবথিনগরতো অনাথপিণ্ডিকে।
বিসাখা মহাউপাসিকাতি এবমাদীনি মহাকুলানি আনন্দুথেরজ
সাসনং পহিণিংসু—“সথারং নো ভন্তে, দজেথা”তি। দিসাবাসিনো
পি পকসতা ভিক্ষু বুথবজ্জা আনন্দুথেরং উপসংকমিত্বা “চিরজুতা
নো আনন্দ, ভগবতো সম্মুখা ধম্মি কথা। সাধু ময়ং আবুসো
আনন্দ, লভেয়্যাম ভগবতো সম্মুখা ধম্মিং কথং সবণায়্যা”তি
য়াচিংসু। থেরো তে ভিক্ষু আদায় তথ গন্ত্বা “তেমাসং এক-
বিহারিনো তথাগতজ্ঞ সন্তিকং এতকেহি ভিক্ষু হি সন্ধিং উপসঙ্কমিতুং
অমুত্তন্তি” চিন্তেত্বা তে ভিক্ষু বহি ঠপেত্বা এককো সথারং
উপসঙ্কমি।

১৬। তথাগত পারিলেয়াবনে অবস্থান করিতেছেন, হস্তীনাগ তাঁহার
সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, এই কথা সমস্ত জম্মদীপে প্রচার হইয়াছিল।
শ্রাবস্তী নগর হইতে অনাথপিণ্ডিক, মহাউপাসিকা বিশাখা ও এইরূপ সম্ভ্রান্ত
বংশীয় উপাসক উপাসিকারা আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—
“ভন্তে, আমাদিগকে শাস্তাকে দেখান।” বর্ষাবাসের পর নানাদিকবাসী
পাঁচশত ভিক্ষু আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যাক্ষা করিলেন—
“আয়ুয়ান আনন্দ, আমরা যে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়াছি, বহু দিন
পূর্বে; আবুস আনন্দ, আমরা ভগবানের মুখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি।
স্থবির সেই ভিক্ষুগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। “তথাগত তিন
মান যাবৎ একাকী বিহরণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার
সম্মুখীন হওয়া অব্যক্তিকর” এই চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদিগকে বহির্দেশে
রাখিয়া একাকী তথাগতের সম্মুখীন হইলেন।

১৭। পারিলেয়্যকো তং দিস্বা দণ্ডমাদায় পঞ্চান্দি। সখা ওলোকেছা “অপেহি পারিলেয়্যক, মা বারয়ি, বুদ্ধুপট্টকো এসো”তি আহ। সো তথৈব দণ্ডং ছডেডহা পন্তচীবর পটিগহণং আপুচ্ছি। থেরো ন অদাসি। নাগো “সচে উগাহিতবন্তো ভবিষ্যতি সখু নিসীদনপাসাণফলকে পরিষ্কারং ন ঠপেতী”তি চিস্তেসি। থেরো পন্তচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি। “বন্তসম্পন্নাহি গরুণং আসনে বা সয়নে বা। অন্তনো পরিষ্কারং ন ঠপেস্তি।” থেরো সখারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি। সখা “এককোব আগতোসী”তি পুচ্ছিত্বা পঞ্চসতেহি ভিক্ষূহি সন্ধিং আগতভাবং স্ত্বা “কহং পন তে”তি বত্বা—

“তুমহ্যকং চিত্তং অজানন্তো ষহি ঠপেত্বা আগতোমহী”তি বুন্তে—“পকোসাহি নে”তি আহ।

১৭। পারিলেয়্য হস্তী স্থবিরকে দেখিয়া দণ্ড লইয়া অগ্রসর হইল। শাস্তা অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন—“পারিলেয়্য, আসিতে দাও, বারণ করিও না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপহায়ক।” হস্তী সেই স্থানেই দণ্ড ছাড়িয়া পাত্র-চীবর গ্রহণের আকার দেখাইল। স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা করিল—“ইনি যদি ব্রত সঞ্চক্ষে সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে শাস্তা বসিবার পাসাণ-ফলকে পাত্র-চীবর রাখিবেন না।” স্থবির পাত্র-চীবর ভূমিতে রাখিলেন। “ব্রত সম্পন্নো গুরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজের কোন জিনিষ রাখেন না।” স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“একাই আসিয়াছি কি?” পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত আগমনের কথা শুনিয়া শাস্তা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহারা কোথায়?” “আপনার চিত্ত না জানিয়া বহির্দেশে রাখিয়া আসিয়াছি।” স্থবির এইরূপ বলিলে শাস্তা তাহাকে আদেশ দিলেন—“তাহাদিগকে ডাক।”

থেরো তথা অকাসি।

১৮। সখা তেহি সন্ধিং পটিসম্মারং কহা তেহি ভিক্ষুহি
“ভন্তে, ভগবা হি বুদ্ধসুসুমালো চেব খত্তিয়সুসুমালো চ, তুম্হেহি
ভেমাংসং এককেহি তিষ্ঠন্তেহি নিসীদন্তেহি চ দুকরং কত্তং, বন্ত-
পটিবন্তকারকোপি মুখোদকাদি দায়কোপি নাহোসি মণ্ণে”তি
বুত্তে “ভিক্ষুবে, পারিলেয়্যকহত্তি। মম সৰ্ব্বকিচ্চানি কত্তানি;
এবরুপং হি সহায়কং লভন্তেন একতো বসিতুং যুত্তং, অলভন্তস্স
একচারিকভাবোব সেয়্যো”তি বহা ইমা নাগবগ্গে তিদ্দো
গাথা অভাসি :—

“সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
অভিভুয়্য সৰ্ব্বানি পরিঅয়ানি চরেয়্য তেনন্ত মনো সতীমা।”

গুবির ভিক্ষুদিগকে ডাকিলেন।

১৮। শান্তা তাহাদের সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিলেন। অতঃপর
সেই ভিক্ষুরা কহিলেন—“ভন্তে ভগবন্, বুদ্ধ সুসুমার, ক্ষত্রিয় সুসুমার;
আপনি তিনমাস যাবৎ একাকী অবস্থান করিয়া দুঃখ পাইয়াছেন। ব্রত-
প্রতিব্রত সম্পাদক ও মুখ ধুইবার জলাদি পর্য্যন্ত দিবার লোক ছিল না
বোধ হয়।” ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সৰ্ব্বকাজ সম্পাদন করিয়াছে;
এইরূপ বন্ধু লাভীর একত্রে বাস করা উচিত। যে লাভ না করে তাহার
একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া ভগবান নাগবর্গে এই তিনটি গাথা
ভাষণ করিলেন :—

“যদি তুমি কর লাভ বন্ধু প্রজাবান,
সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান।
পরাজিয়া সৰ্ব্বভয় সন্তোষ মনেতে,
স্বতিমান সুখী হয়ে পারিবে থাকিতে।”

“নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,
রাজ্যাব রট্টং বিজিতং পহায় একোচরে মাতঙ্গরঞ্জেব নাগো।”

“একঙ্গ চরিতং সেয়ো নথি বালে সহায়তা
একোচরে ন চ পাপানি কয়িরা
অপ্লোজুকো মাতঙ্গরঞ্জেব নাগো”তি ।

গাথাপরিয়োসানে পঞ্চসতাপি তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টহিংসু ।

১৯ । অনন্দথেরো অনাথপিণ্ডিকাদীহি পেসিতং সাসনং
আরোচেত্বা “ভন্তে, অনাথপিণ্ডিকপমুখা পঞ্চ অরিয়সাবক কোটিয়ো
তুমহাকং আগমনং পচ্চাসিংসন্তী”তি আহ ।

“যতপি নাঁ কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,
সহযাত্রী, সন্নাচারী আর জ্ঞানবান ।
রাজ্য যথা রাজ্যত্যাগি একাকী বিচরে,
অরণ্যে মাতঙ্গসন্তী যেরূপ বিচরে ।

“একাকী করিলে বাস শ্রেয়স্কর হয়,
মুগ্ধসহ বাসে কত উপকার নয় ।

একাকী করিবে বাস—

নাঁ করিবে পাপ আচরণ,

অরণ্যে মাতঙ্গ যথা—

নিরাসঙ্গ হয়ে তথা কর বিচরণ ।”

গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অরহতফল প্রাপ্ত হইলেন ।

১৯ । অনন্দ স্থবির অনাথপিণ্ডিকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের
সমীপে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ পাঁচ কোটি আর্য্য
শ্রাবক আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন।”

সখা—“তেনহি গণহাহি পন্তচীবরং”তি ।

পন্তচীবরং গাহাপেত্বা নিষ্ক্ৰমি । নাগো গন্ত্বা মগ্নো তিরিয়ং
অর্টাসি । “কিং কৰোতি ভস্তু, নাগো”তি ?

“তুমহাকং ভিক্ষবে, ভিক্ষং দাতুং পচাসিংসতি । দীঘরত্তং
খো পনায়ং ময়হং উপকারকো, নান্ন চিন্তং কোপেতুং বট্ঠতি,
নিবত্তথ ভিক্ষবে”তি ।

২০ । সখা ভিক্ষু গহেত্বা ‘নিবত্তি, হত্থীপি, বনসগুং পবি-
সিত্বা পনসকদলিফলাদীনি নানাফলানি সংহরিত্বা রাসিং কত্বা পুন
দিবসে ভিক্ষুং অদাসি । পঞ্চসতা ভিক্ষু সৰ্ব্বান খেপেতুং
নাসন্ধিংসু । ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে সখা পন্তচীবরং গহেত্বা নিষ্ক্ৰমি ।
নাগো ভিক্ষুং অন্তরন্তরেন গন্ত্বা সঞ্চুপুরতো তিরিয়ং অর্টাসি ।

শাস্তা কহিলেন—“তাহা হইলে পাত্ৰচীবর গ্রহণ কর ।”

শাস্তা পাত্ৰচীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন । হস্তী বাইয়া পথে
প্রস্থাকারে দাঁড়াইল । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“ভস্তু, হস্তী এক্রপ করিতেছে কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছে । এই হস্তী দীর্ঘ
দিন আমাৰ উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিন্তে হৃৎখ দেওয়া
উচিত হইবে না । তোমরা সকলে নিবৃত্ত হও ।”

২০ । শাস্তা ভিক্ষুগণ সহ নিবৃত্ত হইলেন । হস্তী বনগহনে প্রবেশ করিয়া
কাঁঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল ।
পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল । পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া
শেষ করিতে পারিল না । ভোজন কার্য শেষ করার পর শাস্তা পাত্ৰ-
চীবর গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন । হস্তী ভিক্ষুদের অন্তরান্তরে বাইয়া
শাস্তার পুরভাগে প্রস্থাকারে স্থিত হইল ।

“কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“অয়ং ভিক্ষবে, তুমেহ পেসেহা মং নিবত্তেতী”তি ।

অথ নং সথা—“পারিলেয়া, ইদং মম অনিবর্তনীয়গমনং, তব ইমিনা অন্তভাবেন ঝানং বা বিপন্নং বা মগ্গফলং বা নথি, তিষ্ঠ ঙ্”তি আহ ।

তং স্তূহা নাগো মুখে সোণ্ডং পশ্বিপিহা রোদন্তো পচ্ছতো পচ্ছতো অগমাসি । সো হি সথারং নিবত্তেতুং লভন্তো তেনেব নিয়ামেন যাবজ্জীবং পটিজ্জগেয়া । সথা পন গামুপচারম্পহা—“পারিলেয়া, ইতো পটীয় তব অভূমি, মনুজাবাসো সপরিপন্তো, তিষ্ঠ ঙ্”তি আহ । সো রোদমানো তথৈব ঠহা সথরি চক্ষু-পথং বিজহন্তে বিজহন্তে হদয়েন ফলি, তেন কালং কহা সথরি

“ভন্তে, হস্তী কি করিতেছে ?”

“ভিক্ষুগণ, হস্তী তোমাদিগকে পাঠাইয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে ।”

অতঃপর শাস্তা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“পারিলেয়া, ঠহা আমার অনিবর্তনীয় গমন । তোমার এই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্গফল কিছুই লাভ হইবে না ; তুমি স্থিত হও ।”

তাহা শুনিয়া মহাহস্তী মুখে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল । হস্তী শাস্তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই নিয়মে যাবজ্জীবন সেবা পূজা করিত । শাস্তা গ্রামের উপচার সীমা প্রাপ্ত হইয়া হস্তীকে কহিল—“পারিলেয়া, এই হইতে তোমার অভূমি, লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ সঙ্কুল, তুমি আর আসিও না ।” সে রোদন পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্ষুপথের অন্তর্দ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল । ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল । শাস্তার প্রতি

পসাদেন তাবতিংসভবনে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে অচ্ছরা-
সহজমধ্যে নিব্বন্তি । পারিলেয়্যক দেবপুত্তো য়েবজ্জ নামং অহোসি ।

২১ । সন্ধ্যাপি অনুপুৰ্বেন জেতবনং অগমাসি । কোসম্বকা
ভিক্ষু সখা কিং সাবখিং আগতোতি সূহা সখারং খমাপেতুং
তথ অগমংসু । কোসলরাজা তে কিং কোসম্বিকা ভগুনকারকা
ভিক্ষু আগচ্ছন্তীতি সূহা সখারং উপসক্কমিত্বা “অহং ভন্তে,
তেসং মম বিজিতং পবিসিতুং মদজামী”তি আহ ।

“মহারাজ, সীলবস্তা তে ভিক্ষু, কেবলং অপ্রমপ্রং বিবাদেন
মম বচনং ন গমিহংসু, ইদানি মং খমাপেতুং আগচ্ছন্তি; আগ-
চ্ছন্তু মহারাজা”তি ।

প্রসন্নতা হেতু তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে
সহস্র দেববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল । তাহার নাম লইল ‘পারিলেয়্য-
দেবপুত্র’ ।

২১ । শাস্তা অন্ত্রক্রেমে জেতবনে উপস্থিত হইলেন । কোশলীবাসী ভিক্ষুরা
শুনিতে পাইলেন শাস্তা প্রাবর্তীতে আসিয়াছেন । তাঁহারা এই সংবাদ
শুনিয়া শাস্তার নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন ।
কোশলরাজ শুনিলেন যে কোশলীবাসী সেই ভেদকারী ভিক্ষুরা আসিতেছেন ।
রাজা এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“ভন্তে,
আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না ।”

“মহারাজ, সেই ভিক্ষুরা শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরম্পরের
বিবাদ হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই । তাহারা এখন আমার নিকট
ক্রমা প্রার্থনার জন্ত আসিতেছে, তাহারা আমুক মহারাজ ।”

অনাথপিণ্ডিকোপি—“অহং তেসং বিহারং প্রবিসিতুং ন দঙ্গামী”তি বহা তথৈব ভগবতা পটিক্ষিতো তুঙ্কহী অহোসি।

২২। সাবথিয়ং অনুম্বস্তানং পন তেসং ভগবা একমন্তে বিবিত্তং কারাপেহা সেনাসনং দাপেসি। অপ্রো ভিক্ষু তেহি সন্ধিং নেব একতো নিসীদন্তি ন তিট্ঠন্তি। আগতাগতা সন্তারং পুচ্ছন্তি—“কহং ভন্তে, ভণ্ডনকারকা কোসম্বকা ভিক্ষু”তি ?

সথা—“এতে”তি দম্মেতি।

তে—“এতে চ এতে কিরা”তি আগতাগতেহি অঙ্গুলিয়া দঙ্গিয়মানা লজ্জায় সীসং উচ্ছিপিতুং অসক্কোস্তা ভগবতো পাদ-মূলে নিপজ্জিত্বা ভগবন্তং ধমাপেত্ত্বং।

২৩। সথা—“ভারিয়ং বো ভিক্ষবে, কতং ; তুমেহ নাম

অনাথপিণ্ডিকও আসিয়া ভগবানকে কহিলেন—“আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না।” ভগবান পূর্বের ভায় প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিও নীরব হইলেন।

২২। ভগবান শ্রাবস্তী সম্প্রাপ্তে সেই ভিক্ষুগণকে একপ্রান্তে অবকাশ করাইয়া শয়নাসন দেওয়াইলেন। অত্যা তু ভিক্ষুরা তাহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেন না। আগতাগতেরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“ভন্তে, ভেদকারী কোশলীবাসী ভিক্ষুরা কোথায় ?”

শাস্তা তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—“ইহার।।”

“ইহার, ইহারাই” এই বলিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে লাগিল। এই লজ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিতে না পারিয়া ভগবানের পাদ-মূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

২৩। শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা ভাবি অত্যা করিয়াছ ; তোমরা

মাদিসজ্জ বুদ্ধজ্জ সন্তিকে পব্বজিহ্বা ময়ি সামগ্গিং করোন্তে মম
বচনং ন করিথ, পোরাণক পণ্ডিতাপি বজ্জম্মন্তানং মাতাপিতৃভুগ্গং
ওবাদং স্ত্বা তেহু জীবিতা বোরোপিয়মানেনুপি তং অনতি-
ক্কমিত্তা পচ্ছা দ্বীহু রটেহু রজ্জং কারয়িংসু^১তি বহা পুনদেব
কোসম্বিকজাতকং কথেষা “এবং ভিক্ষবে দীঘায়ুকুমারো মাতা-
পিতৃহু জীবিতা বোরোপিয়মানেনুপি তেসং ওবজ্জং অনতিক্কমিত্তা
পচ্ছা ব্রহ্মদত্তো দীতরং লভিহু দ্বীহু কাসিকোসলরটেহু রজ্জং
কারেসি, তুমেহি পম মম বচনং অকরোন্তেহি ভারিয়ং কতং”তি
বহা ইমং গাথমাহ—

“পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,

✓ যে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা”তি । ৬

আমার ছাত্র বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়া, আমি মিলাইবার চেষ্টা করিলে,
আমার কথা রক্ষা করিলে না। পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও বধদত্ত প্রাপ্ত
মাতাপিতার উপদেশ শুনিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেও, সেই উপদেশ
অতিক্রম না করিয়া পরে দুই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিল।” এই বলিয়া
পুনরায় কৌশলীক জাতক कहিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন—“ভিক্ষুগণ,
এইরূপে দীঘায়ুকুমার মাতাপিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ
অতিক্রম না করিয়া পরে ব্রহ্মদত্তের কথা লাভ করিয়া কাশী-কোশল
রাজ্যদ্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তোমরা কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া
ভারি অত্যাচার করিয়াছ” বলিয়া এই গাথ্য कहিলেন :—

“মূর্খেরা জানেন না কভু ‘আমাদের যে মৃত্যু হবে’,

জানিবে যাহারা তাহা, তদা কলহ নাম্য হবে।” ৬

২৪। তথ “পরেতি” পণ্ডিতে ঠপেহা ততো অপ্রো ভগুনকারকা পরে নাম, তে তথ সজ্জমঙ্কে কোলাহলং করোস্তা ময়ং যমামসে উপরমাম নজ্জাম সততং সমিতং মচ্চুসন্তিকং গচ্ছামাতি ন জানন্তি।

“যে চ তথ বিজ্ঞানস্তী”তি—যে তথ পণ্ডিতা ‘ময়ং মচ্চু-সমীপং গচ্ছামা’তি বিজ্ঞানন্তি।

“ততো সন্মন্তি মেধগা”তি—এবং হি তে জানস্তা যোনিসো মনসিকারং উপ্পাদেহা মেধগানং কলহানং বুপসমায় পটিপজ্জন্তি, অথ নেসং ভায় পটিপন্তিয়া তে মেধগা সন্মন্তী’তি।

২৫। অথ বা “পরে চা”তি পূর্বে ময়া “মা ভিক্ষবে ভগুনং”তি আদীনি বজ্জা ওবাদিয়মানাপি মম ওবাদম্ম অপটিগাহণেন অমামকা পরে নাম, ‘ময়ং ছন্দাদিবসেন মিচ্ছাগহণং গহেহা এথ সজ্জমঙ্কে

২৪। তথায় “পরেরা বা মুর্খেরা”—পণ্ডিতগণ ব্যতীত অন্ত্যস্ত কলহ পরায়ণ ব্যক্তিকে পর বলা হয়। তাহারা সজ্জ মধ্যে বিবাদ করিবার সময় জানে না বা মনে করে না ‘আমরা এই সংসারে বিনাশ প্রাপ্ত হই বা সতত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি।’

“জানিবে বাহারা তাহা”—তাহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত তাহারা জানে যে ‘আমরা মৃত্যুকবলে পতিত হইতেছি।’

“তদা কলহ সাম্য হবে”—এইরূপ জ্ঞাত পণ্ডিতগণ সম্প্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া কলহ কারীর কলহ উপশম করিবার জন্ত প্রতীপন্ন হয় এবং তাহাদের চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্তি হয়।

২৫। অথবা “পরেরা” এই অর্থে—আমি পূর্বে “ভিক্ষুগণ, বিবাদ করিও না” ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আমার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করা বা মমতাহীন বলিয়া ‘পর।’ ‘আমরা ছন্দাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাপথ অবলম্বন করিয়া, আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে

ষমাম্বে ভগুনাদীনং বুদ্ধিয়া বায়মামা'তি ন বিজানন্তি, ইদানি
 পন যোনিসো পচ্চবেস্সমানা তথ তুমহাকং অক্কুরে য়ে পণ্ডিত-
 পুরিসা 'পূৰ্বে ময়ং চন্দাদিবসেন বায়মস্সা অয়োনিসো পটিপম্মা'তি
 বিজানন্তি, ততো তেসং সন্তিকা তে পণ্ডিতপুরিসে নিজ্জায় ইমে
 ইদানি কলহসংখাতা মেধগা সম্মন্তী"তি অয়মেথ অথোতি।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তিভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীন্তু
 পতিট্ঠহিংসুতি।

থাকিব না তাহা না জানিয়া, সজ্জ মধ্যে কলহাদি বুদ্ধির জন্ত চেষ্টা
 করিতেছি' বলিয়া তাহা জানে না, এখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে বাহারা
 পণ্ডিত তাহারা সম্প্রস্কৃত জ্ঞানে প্রত্যবেক্ষণ করিতে জানিতেছে যে 'আমরা
 পূর্বে অসম্প্রস্কৃত জ্ঞানে চন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপ্ত হইয়া গর্হিত কাণ্ড
 করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পণ্ডিতের কারণেই তাহারা এই কলহ
 হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।"

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ
 করিয়াছিলেন।



চুলকাল মহাকাল বধু । ৬

১ । “সুভানুপজিং বিহরন্তু”তি ইমং ধন্যদেসনং সখা সেত-
ব্যানগরং উপনিদ্রায় বিহরন্তো চুলকাল মহাকালে আরত্ব কথেসি ।

২ । সেতব্য বাসিনো হি চুলকালো মঞ্জিমকালো মহা-
কালোতি তয়ো ভাতরো কুটুম্বিকা । তেহু জ্যেষ্ঠকণিষ্ঠা দিসাসু
বিচরিত্বা সকটেহি ভণ্ডং আহরন্তি । মঞ্জিমকালো আভতং
বিক্ৰিণাতি । অথেকস্মিং সময়ে তে উভোপি ভাতরো পঞ্চহি
সকটসতেহি নানাভণ্ডং গহেত্বা সাবথিং গন্ত্বা সাবথিয়া চ জ্যেত্বনজ

চুলকাল-মহাকালের উপাখ্যান । ৬

১ । “বিহরণ করে যেবা বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ”—এই ধর্ম্মদেশনা
শাস্তা শ্বেতব্য নগরের উপনিদ্রায়ে বাস করিবার সময় চুলকাল ও মহাকালের
কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

২ । চুলকাল, মেজকাল ও মহাকাল তিন ভাই শ্বেতব্যবাসী কুটুম্বিক,
তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুই ভাই দেশদেশান্তরে বিচরণ করিয়া
গাড়ীর দ্বারা পণ্য আহরণ করিত । মেজকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত ।
এক সময় তাহারা দুই ভাই পাঁচশত গাড়ীতে বিবিধ পণ্য বোঝাই
করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং শ্রাবস্তী নগর ও জ্যেত্বনের

চ অন্তরে সকটানি মোচয়িসু। তেহু মহাকালো সাম্যগ্হসময়ে
মালাগন্ধাদি হথে সাবস্থিবাসিনো অরিয়সাবকে ধম্মসবণথায়
গচ্ছন্তে দিস্বা “কুহিং ইমে গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিহা তমথং সূহা “অহম্পি
গমিদ্ভামী”তি চিস্তেহা কণিঠং আমন্তেহা “তাত, সকটেহু অগ্নমন্তো
হোহি, অহং ধম্মং সোতুং গচ্ছামী”তি বহা গন্তা তথাগতং
বন্দিহা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি। সথা তং দিস্বা তজ্জ
অস্মাসয়বসেন আনুপুৰ্ব্বিকথং ‘কথেষ্টো দুস্সস্বক্ক সূতাদিবসেন
অনেক পরিয়্যায়েন কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং চ
কথেসি। তং সূহা মহাকালো “সব্বং কির পহায় গন্তব্বং,
পরলোকং গচ্ছন্তং নেব ভোগা ন এণাতয়ো অনুগচ্ছন্তি, কিস্মে
ঘরাবাসেন ? পব্বজিদ্ভামী”তি চিস্তেহা মহাজনে ভগবন্তং বন্দিহা

মধ্য পথে গাড়ী খুলিয়াছিল। মহাকাল সন্ধ্যার সময় দেখিল, শ্রাবস্তীবাসী
আর্য্যশ্রাবকেরা ফুলের মালা ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া ধর্ম্ম শ্রবণের জন্ত
যাইতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—“ইহারা কোথায় যাইতেছেন” ধর্ম্ম
শ্রবণের জন্ত যাইতেছেন শুনিয়া “আমিও যাইব” এই চিন্তা করিয়া
কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—“গাড়ীগুলি ভালরূপে দেখিও তাই, আমি
ধর্ম্ম শুনিতে যাইব।” এই বলিয়া, গিয়া তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা
করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাহাকে
দেখিয়া তাহার অধ্যাশয় অনুসারে দান-শীলাদির কথা বলিতে বলিতে হ্রঃ-
ক্ক সূত্রাদির অবতারণা করিয়া অনেক পর্যায়ে কামের কুফল, অপকারিতা
ও সংক্লেশের বিষয় কহিলেন। তাহা শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের
উদয় হইল—“তাইত ! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগ-
সম্পদ বা জ্ঞাতি-বন্ধু কেহ সঙ্গে যায় না। তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন
কি ? আমি প্রেরজিত হইব।” সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া

পক্ষান্তে সখারং পক্ষজ্জং যাচিহ্না “নখি তে কোচি অপলোকে-
তব্বো”তি বুত্তে—

“কগিট্টো মে অখি ভত্তে”তি ।

“অপলোকেহি নং”তি বুত্তে—

“সাধু ভত্তে”তি গম্বা “তাত, ইমং সব্বং সাপত্তেয়্যং
পটিপজ্জা”তি আহ ।

“তুম্হে পন ভাতিকা”তি ।

“অহং সখু সন্তিকে পব্বজিঙ্গামী”তি ।

সো তং নানপকারেহি যাচিহ্না নিবত্তেতুং অসক্কোস্তো “সাধু সামি,
সখাঙ্কালয়ং করোখা”তি আহ ।

৩। মহাকালো গম্বা সখু সন্তিকে পব্বজি । “অহং ভাতিকং গহেহাব
উপ্পব্বজিঙ্গামী”তি চুলকালোপি পব্বজি । অপরভাগে মহাকালো

চলিয়া গেলে তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্চা করিলেন । ভগবান
বলিলেন—“অহুমতি নেওয়ার মত কি তোমার কেহ নাই ?”

“ভত্তে, আমার কনিষ্ঠ আছে ।”

“তাহার সম্বতি নিয়া আস ।”

“সাধু ভত্তে,” তিনি যাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন—“ভাই, তুমি এই
সম্পত্তি গ্রহণ কর ।”

“আপনি দাদা ?”

“আমি শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা নিব ।”

সে তাঁহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া
কহিল—“ভাল, আপনার বাহা ইচ্ছা করুন ।”

৩। মহাকাল যাইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন । চুলকাল
ভাবিল— “আমি দাদাকে ফিরাইয়াই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিব” এই
চিন্তা করিয়া সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । কিছুদিন পরে মহাকাল

উপসম্পদং লভিষ্য সথারং উপসংকমিষ্য আসনে কতি ধুরানীতি
পুচ্ছিষ্য সথারা দ্বীস্থপি ধুরেস্থ কথিতেস্থ “অহং ভন্তে, মহল্লক-
কালে পবজ্জিতস্তা গম্ভধুরং পুরেতুং ন সম্বিজ্জামি, বিপজ্জনা ধুরম্পন
পুরেজ্জামী”তি যাব অরহস্তা কস্মর্জ্জানং কথাপেস্তা সোসানিক
ধুতঙ্গং সমাদায় পঠময়্যামাতিকমে সবেবস্থ নিদং ওকন্তেস্থ সুসানং
গস্তা পচ্ছুসকালে সবেবস্থ অনুট্টঠিতেস্থ য়েব বিহারং আগচ্ছতি ।

৪ । অথেকা সুসানগোপিকা কালী নাম ছবডাহিকা থেরস্স
ঠিতট্টানং নিসিন্নট্টানং চক্কমণট্টানং চ দিস্সা “কো মুখো ইধাগচ্ছতি
পরিগগিহম্মামি নং”তি । পরিগগিহুং অসক্কোস্তি একদিবসং সুসান
কুটিকায়মেব দীপং জ্বালেত্বা পুত্তধীতরো আদায় গস্তা একমন্তে
নিলীন্য মজ্জিময়্যামে থেরং আগচ্ছন্তং দিস্সা গস্তা বন্দিত্বা, “অয়্যো
নো ভন্তে, ইমস্মিণ্ণ ঠানে বিহরতী ?”তি আহ ।

উপসম্পদা লাভ করিয়া শান্তার নিকট গিয়া শাসনে কয়টি ধুর জ্ঞানিতে চাহি-
লেন । শান্ত! ধুর দুইটি সম্বন্ধে কহিলেন । মহাকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন—
“ভন্তে, আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে
পারিব না, বিদর্শন ধুর মাত্র পূর্ণ করিব ।” তিনি অরহস্ত লাভের কস্ম-
স্থান পর্যাস্ত ভাবনীয় বিষয়ে উপদেশ নিয়া আশানিক ধূতঙ্গ গ্রহণ করিলেন ।
তিনি রাত্রির প্রথম যামের পর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে আশানে
যাইতেন এবং প্রত্যুষে কেহ গাত্রোথান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন ।

৪ । অরস্তুর আশান রক্ষিকা কালীনালী শবডাহিকা স্থবিরের স্থিতি,
উপবেশন ও চক্কমণের নিদর্শন দেখিয়া ভাবিল—“কে এখানে আসে ?
তাহাকে ধরিব ।” সে তাহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন আশান কুটীরে
প্রদীপ জালিয়া ছেলে-মেয়ে সহ আশানে গিয়া একপ্রান্তে লুকাইয়া রহিল ।
মধ্যম যামে স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বন্ধনা পূর্বক কহিল—
“আমাদের অর্থ্য ! ভন্তে, আপনি এখানে বিহার করেন কি ?”

“আম উপাসিকে”তি ।

“ভস্তু, স্নানান্ বিহরন্তেহি নাম বস্তং উগ্গণ্হিতুং বট্টতী”তি ।

থেরো—“কিং পন ময়ং তয়া কথিতবন্তে বস্তিআমা”তি

অবহা “কিং কাতুং বট্টতি উপাসিকে”তি আহ ।

“ভস্তু, সোসানিকেহি নাম স্নানান্ বসনভাবো স্নানগোপ-
কানং চ বিহারে মহাথেরজ চ গামভোজকজ চ কথিতুং বট্টতী”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“কতকস্মা চোরা সামিকেহি পদানুপদং অনুবজ্জা স্নানান্
ভণ্ডকং ছডেহা পলায়ন্তি । অথ মনুজা সোসানিকানং পরিপস্থং
করোন্তি, এতেসং পন কথিতে ‘ময়ং ইমজ ভদন্তজ্ঞ এত্তকং নাম
কালং এথ বসনভাবং জানাম, অচোরো এসো’তি উপদ্রবং নিবা-
রেন্তি, তস্মা এতেসং কথিতুং বট্টতী”তি ।

“ই উপাসিকে ।”

“ভস্তু, স্নানান্ থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় ।”

স্ববির—“তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব ?” এইরূপ না
বলিয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে উপাসিকে ?”

“ভস্তু, স্নানানিক অঙ্গ রক্ষা কারীদের স্নানান বাসের কথা স্নানান
রক্ষীদের, বিহারের মহাস্ববিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয় ।”

“কারণ কি ?”

“গৃহস্থেরা চোরের অনুসরণ করিলে চোরেরা চোরাই মাল স্নানান
ফেলিয়া পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আসিয়া স্নানান বাসীকে হস্তান্ত
করে, ইহাদিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহারা বলিবে—‘আমরা জানি ইনি
এতকাল যাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন ।’ তাহাতে
উপদ্রব বারণ হইবে, তাই ইহাদিগকে বলিতে হয় ।”

“অপ্রঃ কিং কাতবঃ”তি ?

“ভস্বে, স্ত্রুশানে বসন্তেন নাম অয়োন মংসপিঠকপল্লা-
দীনি বজ্জতবানি, দিবা ন নিদায়িতবং, কুসীতেন ন ভবিতবং,
আরদ্ধবিরিয়েন অসঠেন অমায়্যাবিনা হুহা কল্যাণক্কাসয়েন বসিতবং,
সায়ং সবেহু স্তুভেহু বিহারতো আগন্তবং, পচ্চসকালে সবেহু
অনুট্ঠিতেহু য়েব বিহারং গন্তবং। সচে ভস্বে, অয়ো ইমন্নিং
ঠানে এবং বিহরন্তো পবজিতকিচ্চং মথকং পাপেতুং সন্ধিঅতি,
সচে মতসরীরং আনেহা ছডেত্তি, অহং কন্ডলকূটাগারং আরোপেহা
গন্ধমালাদীহি সন্ধারং কহা সরীরকিচ্চং করিআমি ; নোচে সন্ধি-
অতি চিতকং জালেহা সংকুনা আকডিতহা বহি ষিপিহা করহুনা
কোট্টেহা খণ্ডাখণ্ডিকং ছিন্দিহা অগিমিহ পন্ধিপিহা ঝাপেআমী”তি
আহ ।

“আর কি করিতে হয় ?”

“ভস্বে, শ্রুশানে বাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে
নাই, দিনে ঘুমাইতে নাই, আলস্ত ত্যাগ করিতে হয়, উৎসাহী, অশঠ
ও অকপট হইতে হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে
বিহার হইতে আসিতে হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহারে
যাইতে হয়। যদি ভস্বে অর্থাৎ, এখানে এইভাবে থাকিয়া প্রব্রজ্যা কর্শে
ফলবান হইতে পারেন, তাহা হইলে মরা আনিয়া ফেলিলে, আমি কন্ডল-
কূটাগারে রাখিয়া ফুলের মালা ও গন্ধদ্রব্যে সংকার করিয়া শরীরকৃত্য
করিব। আর আপনি যদি তাহা না পারেন চিতা জালিয়া শব্দ দিয়া
টানিয়া বাহিরে ফেপ করিব, এবং কুড়ালির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া
কাটিব, তৎপন্ন আঙুনে প্রক্ষেপ করিয়া পুড়িয়া ফেলিব।”

অথ নং ধেরো—“সাদু ভদ্রে, একং পন রূপারম্মণং দিস্বা মবহং কথেষ্যালী”তি আহ।

সা—“সাদু”তি সম্পটিচ্ছি।

৫। ধেরো ষথাক্সাসয়েন স্ত্রসানে সমগধম্মং করোতি। চুলকালথেরো পন উট্টায় সমুট্টায় ঘরবারং চিস্তেতি, পুত্তদারং অনুজরতি “ভাতিকো মে অতিভারিয়ং কম্মং করোতী”তি চিস্তেতি। অথেকা কুলধীতা তুম্মুহত্তসমুট্টিতেন ব্যাধিনা সাযংহসময়ে অমিলাতা অকিলস্তা কালমকাসি। তমেনং ঐণাতকাদয়ো দারুতেলাদীহি সন্ধিং সাযং স্ত্রসানং নেহা স্ত্রসানগোপিকায় “ইমং ঝাপেহী”তি ভতিং দহা নিয়্যাদেহা পকমিংসু। সা তজ্জা পারুতবথং অপনেহা তং মুহত্তমতং পীগিতপীগিতং স্ত্রবল্লবল্লং সরীরং দিস্বা

হবির তাহাকে কহিলেন—“সাদু ভদ্রে, একটি সুরূপ মৃত-শরীর দেখিলে আমাকে বলিও।”

ঋশান রক্ষিকা—“ভাল, তাহাই হইবে” বলিয়া সায় মানিল।

৫। হবির ইচ্ছানুরূপ ঋশানে গিয়া শ্রমণ ধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। চুলকাল হবির উঠিতে বসিতে ঘরবাড়ীর কথা চিন্তা করেন, স্ত্রী-পুত্রের কথা স্মরণ করেন। আরও তিনি ভাবেন—“আমার দাদা গুরুভার বহন করিতেছেন।”

একদিন কোন এক গৃহস্থের কন্যা মুহূর্ত্তমাত্র পীড়িত হইয়া সায়াহ্ন সময়ে অগ্ন্যান, অক্লান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাকে তাহার জাতিবন্ধুরা কাঠ ও তৈল ইত্যাদির সহিত সাযংকালে ঋশানে নিয়া গিয়া ঋশান রক্ষিকাকে দিয়া কহিল—“একে পোড়াও।” এই বলিয়া তাহার। তাহাকে মজুরী চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সে শবের বজ্রাবরণ অপসারিত করিয়া তন্মুহূর্ত্তে মৃত পীন্গীনে স্ত্রবর্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া

“ଇମଂ ଅୟ୍ୟଞ୍ଜ ନୈତୁଂ ପତିରୂପଂ ଆରମ୍ଭଣଂ”ତି ଚିନ୍ତେତ୍ବା ଗନ୍ତା ଥେରଂ
ବନ୍ଧିତ୍ବା “ଏବରୂପଂ ନାମ ଆରମ୍ଭଣଂ ଅଥି ଓଲୋକେଥ ଅୟ୍ୟା”ତି ଆହ ।

୬ । ଥେରୋ “ସାଧୁ”ତି ଗନ୍ତା ପାରୁପନଂ ହରାପେତ୍ବା ପାଦତଳତୋ
ବାବ କେଶଗା ଓଲୋକେତ୍ବା “ଅତି ମୃଗିତମେତଂ ରୂପଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣଂ,
ଅଗ୍ନିମିହି ନଂ ପଶ୍ଚିମିତ୍ବା ମହାଜାଲାହି ଗହିତମତକାଳେ ମୟହଂ ଆରୋ-
ଚେୟ୍ୟାମି”ତି ବଦ୍ଧା ସକର୍ତ୍ତାନ୍ତମେବ ଗନ୍ତା ନିଶିଦି । ସା ତତ୍ତ୍ବା କତ୍ବା
ଥେରଞ୍ଜ ଆରୋଚେସି । ଥେରୋ ଆଗନ୍ତା ଓଲୋକେସି, ଜାଳାୟ ପହଟ
ପହଟ୍ଟାନ୍ତଂ କବରଗାବିୟା ବିୟ ସରୀରବର୍ଣ୍ଣଂ ଅହୋସି, ପାଦା ନମିତ୍ବା
ଓଲଞ୍ଚିଂସୁ, ହତ୍ବା ପତିକୃଟିଂସୁ, ନଳାଟଂ ନିଚ୍ଛନ୍ୟମହୋସି । ଥେରୋ
“ଇଦଂ ସରୀରଂ ଇଦାନେବ ଓଲୋକେନ୍ତାନଂ ଅପରିସନ୍ଧିକରଂ ହତ୍ବା ଇଦା-
ନେବ ଧ୍ୟୟଂ ପତ୍ତଂ ବୟଂ ପତ୍ତଂ”ତି ରନ୍ଧିତ୍ତାନ୍ତଂ ଗନ୍ତା ନିଶିଦିତ୍ବା ଧ୍ୟୟ-
ବୟଂ ସମ୍ପଞ୍ଜମାନୋ :—

ତାବିଳ—“ଏହିଟି ଆର୍ଥାକେ ଦେବାହିବାର ମତ ଆଲକ୍ଷନ ବଟେ ।” ସେ ଗିୟା ହବିରକେ
ବନ୍ଧନା କରିୟା କହିଲ—“ଭକ୍ତେ, ଏହିରୂପ ଆଲକ୍ଷନ ଆସିୟାଛେ, ଦେଖିୟା ଯାନ ।”

୭ । ହବିର “ସାଧୁ” ବଳିୟା ଯାହିୟା ବସ୍ତ୍ରାବରଣ ଅପସାରିତ କରାହିଲେନ
ଏବଂ ପାଦତଳ ହହିତେ କେଶାଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଲୋକନ କରିୟା କହିଲେନ—“ଏମନ
ମୃଗିତମେତଂ ରୂପଂ, ଇହାକେ ଅଗ୍ନିତେ ନିରୂପ କରିୟା ଧ୍ୟୟନ ପ୍ରାବଳ ଅଗ୍ନିଶିଖା
ଜ୍ୱାଳାୟା ଧ୍ୟୟିବେ ତଥନ ଆମାକେ ବଳିଓ ।” ହବିର ଏହି ବଳିୟା ସ୍ଥାନେ
ମିୟା ଉପବେଶନ କରିଲେନ । ସେ ତତ୍ତ୍ୱପ କରିୟା ହବିରକେ ଜ୍ଞାନାଟିଲ । ହବିର
ଆସିୟା ଦେଖିଲେନ, ଶରୀରର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଳା ଲାଗିୟା ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-
କାନ୍ତି ଦେହ ଚିତ୍ତେ-ବିଚିତ୍ତେ ଗାତ୍ରିୟ ଗ୍ରାୟ ହହିୟାଛେ, ପଞ୍ଚବୃକ୍ଷ ନମିତ ହହିୟା
କୁଲିୟା ରହିୟାଛେ, ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ବକ୍ର ହହିୟାଛେ, ନଳାଟ ନିଚ୍ଛର୍ଣ୍ଣ ହହିୟାଛେ । ହବିର
ତାବିଲେନ—“ଏହି ଶରୀର ଏଥନହି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ-ଦର୍ଶନ ଥିଲ, ଆବାର ଏଥନହି କ୍ଷୟ
ପ୍ରାପ୍ତ, ବ୍ୟୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହହିଲ ।” ଏହି ଚିନ୍ତା କରିତେ କରିତେ ‘ରାତ୍ରିସ୍ଥାନେ’ ଗିୟା
ଉପବେଶନ କରତ କ୍ଷୟ-ବ୍ୟୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିତେ କରିତେ ବଳିୟା ଉଚ୍ଛିଲେନ :—

“অনিচ্ছা বত সন্ধ্যা উন্মাদবয়ধ্যমিনো,
উন্মজ্জিহ্বা নিরুজ্জ্বলিত্তি তেঙ্গং বৃপসমো সূখো”তি ।

গাথং বহা বিপজ্জনং বডেত্তা সহ পটিসজ্জিদাহি অরহন্তং পাপুণি ।
তস্মিৎ অরহন্তং পন্তে সখা ভিক্ষুসজ্জপরিবৃত্তো চারিকং চরমানো
সেভব্যং গন্তা সিংসপাবনং পাবিসি । চুলকালম্ভ ভরিয়ায়্যো সখা
কির অনুমত্তোতি সূহা “অমহাকং সান্নিকং গণ্হিদ্দামা”তি পেসেহা
সথারং নিমন্তাপেহুং ।

৭ । বুদ্ধানং পন অপরিচিত্তানে আসনপঞত্তিং আচিহ্মকেন
একেন ভিক্ষুনা পঠমত্তরং গজ্জং বট্ঠতি । বুদ্ধানং হি মম্মিমট্টানে
আসনং পঞাপেহা তথ দম্মিণতো সারিপুত্তথেরজ্জ বামতো মহানোগ-

“উদয়-বিলয়-ধর্ম্মী, হায় ! অনিত্য সংস্কার,
জনমে, নিরোধ পায়, উপশমে সূখ তা’র ।

এই গাথা বলিয়া হৃবির বিদর্শন বর্জিত করিয়া প্রতিসজ্জিদার সহিত অরহন্ত
প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার অরহন্ত প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্ষুসজ্জ পরিবৃত্ত হইয়া
দেখ ভ্রমণ করিতে করিতে যেতবে গিয়া শিশপা বনে প্রবেশ করিলেন ।
চুলকালের স্ত্রীরা শান্তা আসিয়াছেন শুনিয়া “আমাদের স্বামীকে ধরিব”
এই মতলবে লোক পাঠাইয়া শান্তাকে নিমন্ত্রণ করিল ।

৭ । বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিরূপভাবে আসন বিছাইতে হইবে
তাঁহা বলিবার অজ্ঞ একজন ভিক্ষুকে আগে বাইতে হয় । বুদ্ধের আসন
মধ্যে বিতে হয়, তাঁহার কক্ষিণে সারিপুজ্জ হৃবিরের, বামে মহামোদগল্লান

লানথেরঙ্গ চ ততো পট্টায় উভোহু পদোহু ভিক্ষুসজ্জ
 আসনং পঞ্জাপেতবং হোতি । তস্মা মহাকালথেরো চীবরপারু-
 পনট্টানে ঠহা “হং পুরতো গন্তা আসনপঞ্জপ্তিং আচিহ্বা”তি
 চুলকালং পেসেসি । তস্ম দিট্টকালতো পট্টায় গেহজনা তেন
 সন্ধিং পরিহাসং করোস্তা নীচাসনানি সজ্জথেরকোটিয়ং অথরন্তি,
 উচ্চাসনানি সজ্জনবককোটিয়ং । ইতরো “মা এবং করোথ
 নীচাসনানি উপরি মা পঞ্জাপেথ, উচ্চাসনানি হেট্টা”তি আহ ।
 ইথিয়ো তস্ম বচনং অন্তগন্তিয়ো বিয় “হং কিং করোস্তো বিচ-
 রসি ? কিং তব আসনানি পঞ্জাপেতুং ন বট্টিতি ?” হং কং
 আপুচ্ছিহ্বা পব্বজিতো ? কেন পব্বজিতোসি ? কস্মা ইধাগতোসী”তি
 বহ্বা নিবাসনপারুপনং অচ্ছিন্দিহ্বা সেতকানি নিবাসেহ্বা সীসে
 মালাচুস্টকং ঠপেহ্বা “গচ্ছ সথারং আনেহি, ময়ং আসনানি

স্ববিরের, তাহার উভয় পার্শ্বে ভিক্ষুসজ্জের আসন দিতে হয় । সেই ক্ষণে মহাকাল
 স্ববির চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়া “তুমি আগে যাইয়া কিরূপভাবে
 আসন দিতে হইবে তাহা বলগে” এই বলিয়া চুলকালকে পাঠাইয়া দিলেন ।
 তাঁহাকে দেখিয়া অবধি বাড়ীর লোকজনেরা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া
 নীচাসনসমূহ সজ্জস্ববিরের আসন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহ সজ্জনবকের
 আসন স্থানে সজ্জিত করিতে লাগিল । চুলকাল কহিলেন—“এমন করিও
 না, উচ্চাসন নীচে, নীচাসন উপরে দিও না । তাঁহার জীগণ যেন তাঁহার
 কথা শুনে নাই এমন ভাবে কহিল—“তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি
 আসন বিছাইতে নাই ? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ ? কে তোমা-
 কে শ্রমণ করাইয়াছে ? কেন এখানে আসিয়াছ ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয়
 ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া লইল এবং ষ্ঠেত বস্ত্র পরাইয়া মস্তকে মালা-
 মুকুট স্থাপিত করিয়া কহিল—“যাও, শাস্তাকে নিয়া আস, আমরা আসন

পঞ্জাপেজ্যামা”তি পহিণিংসু ।

৮ । ন চিরং ভিক্ষুভাবে ঠহা অবজিকাব উল্লবজিতা লজ্জিতুং
ন জানন্তি, তস্মা সো তেনাকল্লেন নিরাসংকোব গম্বা বন্দিহা
বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসজ্জং আদায় আগতো। ভিক্ষুসজ্জং পন ভত্তকিচ্চা-
বসানে মহাকালজ ভরিয়ায়ো “ইমাহি অন্তনো সামিকো পহিতো,
ময়ম্পি অমহাকং সামিকং গণিহম্মামা”তি চিস্তেহা পুন দিবসথায়
নিমন্তয়িংসু । তদা পন আসনং পঞ্জাপনথং অশ্ৰেণ ভিক্ষু অগমাসি ।
তা তস্মিংথণে ওকাসং অলভিহা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসজ্জং নিসীদাপেহা
ভিক্ষুং অদংসু । চুলকালজ পন বে ভরিয়ায়ো, মজ্জিমকালজ
চতম্মো, মহাকালজ অট্ট । ভিক্ষুসজ্জেহি ভত্তকিচ্চং কাতুকামা
নিসীদিহা ভত্তকিচ্চং অকংসু । বহি গম্বুকামা উট্টায় অগমংসু ।

পাতিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল।

৮ । দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশ্যই প্রব্রজ্যা ত্যাগীরা লজ্জা
বোধ করে না। তাই সে সেই বেশেই নিরাশঙ্কের ভ্রায় গিয়া বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষুসজ্জকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল। মহাকালের
জীরা ভাবিল—“ইহারা এদের স্বামীকে নিয়েনি, আমরাও আমাদের স্বামীকে
নিয়ে নিব।” ভিক্ষুসজ্জের ভোজনকৃত্য শেষ হইলে পরদিবসের জন্ত তাঁহা-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিল। সেইদিন আসন বিভাগ দেখাইবার জন্ত অল্প
ভিক্ষু আসিলেন। তাহারা তখন স্নযোগ না পাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসজ্জকে
বসাইয়া ভিক্ষা দান করিল। চুলকালের দুই জী, মধ্যমকালের চারিজন
ও মহাকালের আটজন জী। তাহারা ভিক্ষুসজ্জের সহিত বসিয়া
ভোজন করিতে চাহিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন।
তাঁহারা বাহিরে বাইতে চাহিলেন তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সখা পন নিসীদিয়া ভক্তকিচ্চং করি । তন্ন ভক্তকিচ্চ পরিয়োসানেন তা ইথিয়ো “ভন্তে, মহাকালো অম্বাকং অম্বুমোদনং কহা আগচ্ছিত্তি, তুমহে পুরতো গচ্ছথা”তি বদ্বিৎসু । সখা “সাধু”তি বহা পুরতো অগমাসি ।

৯ । গাম্ভারং পহা ভিক্ষুসুজ্ঞো উক্যায়ি—“কিং নামেতং সখারা কতং, এত্বা মুখো কতং উদাহ অজানিহাতি । হীয়ো চুলকালন্ন পুরতো গতত্তা পবজ্জস্তুরায়ো জাতো, অজ্জ অপ্রন্ন পুরতো গতত্তা অস্তুরায়ো নাহোসি, সখা মহাকালং নিবন্তেহা আগতো, সীলবা খো পন ভিক্ষু আচারসম্পন্নো, করিহস্তি মুখো তন্ন পবজ্জস্তুরায়ং”তি ?

১০ । সখা তেসং বচনং হুহা ঠিতো “কিং কথেথ ভিক্ষবে ?”তি পুচ্ছি । তে তমথং আরোচেহুং ।

শান্তা সেখানে বসিয়াই ভোজনকৃত্য সমাপন করিলেন । তাঁহার ভোজন হইলে মহাকালের জীরা কহিল—“ভন্তে, মহাকাল হুবির আমাদের দানাহুমোদন করিয়া আসিবেন, আপনি আগে যান ।” শান্তা “সাধু” বলিয়া আগে চলিয়া গেলেন ।

৯ । ভিক্ষুগণ গ্রামদ্বারে উপনীত হইয়া কাণাঘৃণা করিতে লাগিলেন—“শান্তা একি করিলেন ? জানিয়া করিলেন ? না, নাজানিয়া করিলেন ? গতকল্য আগে গিয়া চুলকালের প্রব্রজ্যার অন্তরায় হইয়াছিল । অদ্য অত্র ভিক্ষু আগে গিয়াছিল বলিয়া (মহাকালের) অন্তরায় হইতে পারে নাই । শান্তা মহাকালকে রাখিয়া আসিলেন । এই ভিক্ষু কিন্তু শীলবান, আচার সম্পন্ন, তাঁহার প্রব্রজ্যার অন্তরায় করিবে না কি কে জানে ?”

১০ । শান্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, কি বলিতেছ ?” তাহারা তাহা বলিলে শান্তা কহিলেন :—

“কিং পন তুম্হে ভিক্ষবে চুলকালং বিয় মহাকালং সন্নস্বেথা”তি ?

“আম ভস্তু, তন্ন হি ঘে পজাপতিয়ো, ইমন্ম অট্ঠ। অট্ঠহি পরিচ্ছপিহা গহিতো কিং করিচ্ছতি ভস্তু”তি ?

সথা—“মা ভিক্ষবে, এবং অবচুথ, চুলকালো উট্ঠায় সমুট্ঠায় সুভারম্মণ বহুলো বিহরতি, পপাততটে ঠিত দুবলরুস্সদিসো। মযহং পন পুত্তো মহাকালো অসুভবিহারী ঘনসেলপব্বতো বিয় অচলো”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“সুভানুপজ্জিং বিহরন্তুং ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃত্তং,
ভোজনমিহ অমত্তপ্পুং কুসীতং হীনবীরিয়ং,
তং বে পসহতি মারো বাতো রুস্সংব দুবলং।” ৭

“ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চুলকালের স্থায় মনে কর ?”

“হাঁ ভস্তু, ওর দুই জী, এ’র আট জী। আটজনে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলে কি করিবে ভস্তু ?”

শান্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, এমন বলিও না। চুলকাল উঠিতে বসিতে সবসময়ে শোভনালম্বন বহুল হইয়া বিহার করে, সে প্রপাততটে স্থিত দুর্বল বৃক্ষ সদৃশ। আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পর্বতের স্থায় অচল।” ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথাবয়্য ভাষণ করিলেন :—

“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা করি নিদ্রীক্ণ,

ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত,

মাত্রাহীন ভোজনে রত,

অলস উত্তমহীন যার আচরণ

বাত্যাহত তরু প্রায় মায় তারে করে বিনাশন।” ৭

“অমুভানুপদ্মিং বিহরন্তুঃ ইন্দ্রিয়েশু স্তসংবৃতং,
ভোজনমিহ চ মন্ত্ৰাণ্যুঃ সন্ধাং আরব্ধ বীরিয়ং,
তং বে নমসহতি মারো বাতো সেলংব পবনতং”তি । ৮

১১ । তথ—“অমুভানুপদ্মিং বিহরন্তুঃ”স্তি স্তুভং অমুপদ্মন্তং
ইট্টারম্মণে মানসং বিজ্জেক্খত্বা বিহরন্তুঃ”তি অথো । যো হি পুণ্ণলো
নিমিত্তগাহং অমুব্যঞ্জনগাহং গণহন্তো নখা সোভনাতি গণহাতি,
অঙ্গুলিয়ো সোভনাতি গণহাতি, হৃৎপাদ, জজ্জ্বা, উরু, কটি, উদরং,
ধনা, গীবা, ওট্টা, দন্তা, মুখং, নাসা, অক্ষীনি, কণ্ঠা, ভমুকা, নলাটিং,
কেসা, সোভনাতি গণহাতি ; কেসা লোমা নখা দন্তা তচো
সোভনাতি গণহাতি ; বল্লো স্তুভোসণানং স্তুভস্তি গণহাতি ;

“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা না করি দর্শন,

যড়’জ্বিয়ে স্তসংবৃত

শ্রদ্ধারক বীৰ্য্যমৃত,

ভোজনেতে মাত্ৰাজ্ঞানী হয় সৰ্ব্বরূপ ;

ঝঙ্কাবতে শিলাগিরি নরে না যেমন,

তেমন তাহাকে মার পরাজিতে পারে না কখন।” ৮

১১ । তথায়—“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ”—
যে শোভন বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইষ্টালবধনে মনোনিবেশ করিয়া
বিহরণ করে । যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্য্যে নিমিত্ত গ্রহণ
করে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবে অমুব্যঞ্জন গ্রাহ বা মুগ্ধ হইয়া নখ ও অঙ্গুলি
সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জজ্জ্বা, উরু, কটি, উদর, স্তন, গ্রীবা,
ওট্ট, দন্ত, মুখ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, জ্র, ললাট ও কেশ সুন্দর বলিয়া
মনে করে ; কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক সুন্দর বলিয়া মনে করে ;
বর্ণ ও সংস্থান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ) সুন্দর বলিয়া মনে করে ;

অয়ং সুভানুপদ্মি নাম । তং এবং সুভানুপদ্মিঃ বিহরন্তঃ ।

“ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং”তি—চক্ষুদীপ্ত ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং, চক্ষুদ্বারা দীপ্তি অরক্ষণস্তং । পরিবেশনমন্তা পটিগাহনমন্তা পরিভোগ-মন্তাতি ইমিদ্ভ্যা মন্তায় অজ্ঞাননতো ভোজনমিহ চ অমন্তপ্রঃ । অপি চ পচবেক্ষণমন্তা বিজ্ঞজ্ঞানমন্তাতি ইমিদ্ভ্যাপি মন্তায় অজ্ঞাননতো অমন্তপ্রঃ । ইদং ভোজনং ধর্ম্মিকং ইদং অধর্ম্মিকস্তিপি অজ্ঞানস্তং । কামব্যাপাদ বিহিংসাবিতর্ক বসিকতায় কুসীতং । “হীন-বীরিয়ং”তি নিষ্কিরিয়ং, চতুসু ইরিয়াপথেসু বিরিয়করণ রহিতং । “পসহতী”তি অভিভবতি, অক্ষোৎখরতি । “বাতো রক্ষং ব দুর্বলং”তি—বলব বাতো ছিন্নভটে জাতং দুর্বল রক্ষং বিয় । যথা হি

ইহার নামই শুভানুপদী । তাহা এইরূপ শুভমনে করিয়। অনুবিক্ষণ করিতে করিতে বাল করা ।

“ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃতং”—চক্ষুদি যড় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত, অসংবৃত-
 ত্ত্রিয়, চক্ষুদ্বারা দীপ্তি রক্ষা না করা ।

“মাত্রাহীন ভোজনে রতং”—পাষণ্ড মাত্রা, প্রতিগ্রহণ মাত্রা ও পরিভোগ মাত্রা জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাত্রা ও বিসর্জন মাত্রাও জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ । এই ভোজন ধর্ম্মানুমোদিত, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ইহা জানে না বলিয়াও অমাত্রজ্ঞ ।

“অলস”—কাম, ব্যাপাদ ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কের দ্বারা অলস, কার্য্যকারীতা রহিত ।

“উত্তমহীন”—হীনবীৰ্য্য ; গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি ইরিয়াপথে বা অবস্থানে বীৰ্য্যরাহিত্য ।

“পর্য্যভব করে”—পর্য্যভব করে, নিমজ্জিত করে ।

“বাত্যাহত তরুপ্রায়”—ছিন্নভটে জাত দুর্বলীকৃত বৃক্ষকে যেমন

সো বাতো তজ্জ রুক্ষজ পুশ্পপলাসাদিম্পি সাদেতি ক্লিাসেতি,
 খুদকসাখাপি ভঞ্জতি, মহাসাখাপি ভঞ্জতি, সমূলকম্পি তং রুক্ষং
 উৰ্বভেদ্য পাতেন্দ্ৰা উৰ্বমূলং অধোসাখং কহ্য গচ্ছতি ; এবমেবং
 এবরূপং গুল্লং অন্তো উল্লম্বো কিলেসমারো পসহতি, বলববাতো
 দুৰ্বল রুক্ষজ পুশ্পপলাসাদীনং বিয় খুদামুখুদকাপত্তি আপজ্জনম্পি
 করোতি, খুদকসাখাভঞ্জনং বিয় নিল্লগিয়াদি আপত্তি আপজ্জনম্পি
 করোতি ; মহাসাখাভঞ্জনং বিয় তেরস সজ্বাদিসেসাপত্তি আপ-
 জ্জনম্পি করোতি । উৰ্বভেদ্য উৰ্বমূলকং হেট্টা সাখং কহ্য পাতনং
 বিয় পারাজিকাপজ্জনম্পি করোতি । স্বাখাতাসাননা নীহরিয়া
 কতিপাহেনেব গিহীভাবং পাপেতীতি । এবং এবরূপং পুগলং
 কিলেসমারো অন্তনো বসে বন্তেতীতি অথো ।

১২ । “অম্বভামুপত্তিঃ”তি—দসম্ব অম্বভেদ্য অপ্রতরং অম্বভঃ

“অম্বভামু উৎপাতিত করে । যেমন অম্বভামু সেই বৃক্ষের পত্র-পুষ্প বিনাশ করে,
 ক্ষুদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাশাখা ভগ্ন করে, বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপত্তন পূর্বক
 ভূমিতে পাতিত করিয়া উৰ্বমূল ও অধোশাখা করিয়া যায় ; তদ্রূপ যে
 ভিক্ষু সৌন্দর্য্যাসক্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, হীনবীৰ্য্য ও আলম্পয়পরায়ণ তাহার অন্তরে
 উৎপন্ন ক্লেশমার তাহাকে পরাভব করে, অম্বভামু দুৰ্বল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প
 ছিন্ন করার জায় ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র ‘আপত্তি’ প্রাপ্ত করায় ; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন করার জায়
 “নিসঙ্গিয়াদি” (নিঃসঙ্গীয়) আপত্তি প্রাপ্ত করায় ; মহাশাখা ভগ্ন করার জায়
 জ্যোদশ ‘সজ্বাদিশেব’ আপত্তি প্রাপ্ত করায় । উৰ্বভন করিয়া উৰ্বমূল অধোশি
 করিয়া পতন করার জায় ‘পারাজিকা’ আপত্তি প্রাপ্তও করায় । স্ত-আখ্যাত
 শাসন হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে গৃহীভাব প্রাপ্ত করায় ।
 এইরূপে ক্লেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিজের বসে প্রবর্তিত করে ।

১২ । “অম্বভামুদর্শী”—দশবিধ অম্বভেদের মধ্যে অম্বভতর যে কোন অম্বভ

পল্লন্তঃ পটিকুলমনসিকারে যুতং, কেসে অন্তভতো পল্লন্তঃ লোমে
নখে দন্তে তচং বর্ণং সঞ্ছানং অন্তভতো পল্লন্তঃ। “ইন্দ্রিয়েসু”তি
ছসু ইন্দ্রিয়েসু। “সুসংযতং”তি নিমিত্তাদিগাহরহিতং পিহিতদ্বায়ং।
অমন্তপ্রুতাপটিগন্ধেন ভোজনমিহ চ মন্তপ্রুঃ। “সন্ধা”তি—কন্দ্র
চেব কলঙ্গ চ সদহনলঙ্ঘণায় লৌকিকায় সন্ধায় চেব তীসু বথুসু
অবেচ্চমসাদসংখাতায় লোকুন্তরসন্ধায়চেব সমগ্নাগতং। “আরদ্ধ-
বীরিয়ং”তি—পগ্নাহিত বিরিয়ং পরিপূর্ণবিরিয়ং। “তং বে”তি—
তং এবরূপং পুণ্ডলং যথা দুবলবাতো সনিকং পহরন্তো একঘনং
সেলং চালেতুং ন সঙ্কোতি, তথা অদ্রুন্তরে উন্নজ্জমানোপি দুবল-
কিলেসমারো নম্নসহতি, খোভেতুং চালেতুং নসঙ্কোতীতি অথো।

দেখিয়া যুগা মনসিকার যুক্ত হইয়া বিহরণ করা; কেশ, লোম, নখ, দন্ত,
জ্বক, বর্ণ ও সংস্থান অণ্ডভ মনে করিয়া বিহরণ করা।

“ইন্দ্রিয়েসুহে”—ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ে।

“সুসংযত”—নিমিত্তাদি গ্রহণ রহিত, চক্ষুদ্বারাদি আবদ্ধ রাখা।

“ভোজনে মাত্রজ্ঞ”—ভোজনে অমাত্রজ্ঞ না হওয়া।

“শ্রদ্ধা”—কন্দ্র ও তাহার কলে বিশ্বাসরূপ লৌকিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং
বস্তুদ্বয়ে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শ্রদ্ধা সমন্বিত।

“আরদ্ধবীৰ্য্য”—প্রগৃহীত বীৰ্য্য, পরিপূর্ণ বীৰ্য্য।

“একান্তই তাহা”—যেমন মন্দবান্ধু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়াও
সঘন শিলাময় পৰ্ব্বতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অণ্ডভদ্রশী,
সংযতেন্দ্রিয়, ভোজনমাত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধা ও আরদ্ধবীৰ্য্য ব্যক্তিকে হরুল ক্লেশমায়
অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, ক্ষোভিত ও বিচলিত
করিতে পারে না।

১৩। তাপি খো তঙ্গ পুরাণ ছুতিয়িকায়ো খেরং পরিবারেহা
 “ত্বং কং আপুচ্ছিত্বা পবজিতো, ইদানি গিহী ভবিষ্যসী”তি আদীন
 বহা কাসাং নীহরিতুকামা অহেহুং। খেরো তাসং আকারং
 সল্লঙ্ঘেহা নিসিদ্ধাসনা বুট্টায় ইচ্ছিয়া উল্লতিহা কূটাগারকল্লিকং
 ভিন্দিহা আকাসেনাগস্তা সথরি গাথা পরিয়োসাপেস্বেব সথুসুবল্ল-
 বল্লং সরীরং অভিথবন্তো ওতরিহা তথাগতঙ্গ পাদে বন্দি।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীহু
 পতিট্টহিংসু’তি।

১৩। এদিকে তাঁহার ভাৰ্য্যারা তাঁহাকে পরিবৃত্ত করিয়া বলিতে
 লাগিল—“তুমি কাহাকে বলিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ? এখন তোমাকে গৃহী
 হইতে হইবে।” এভাবে তাহারা নানা কথা বলিয়া কাষায় বস্ত্র কাড়িয়া
 লইতে মনস্থ করিল। হুবির তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঋদ্ধি
 বলে আসন হইতে উঠে উঠিয়া কূটাগার কর্ণিকা ভেদ করত আকাশপথে
 ছুটিয়া আসিয়া শাস্তা গাথা শেষ করিবা মাত্র তাঁহার সুবর্ণবর্ণ শরীরের
 স্ততি করিতে করিতে অবতরণ করিয়া তথাগতের পদবন্দনা করিলেন।

গাথা অবসানে উপস্থিত ভিক্কুগণ শ্রোতাপত্তি ফলাদিতে প্রতীক্ষিত হইলেন।

দেবদত্তস-বথু । ৭

১ । “অনিক্সাবো”তি ইমং ধর্মদেমনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো রাজগৃহে দেবদত্তজ কাসাবলাভং আরব্ব কথেসি ।

২ । একস্মিং হি সময়ে ধোঁ অগ্গসাবকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে
অন্তনো পরিবারে আদায় সখারং আপুচ্ছিহা জেতবনতো রাজগৃহং
অগমংসু, রাজগৃহবাসিনো ধোঁপি তয়োপি বহুপি একতো হুহা আগন্তুক
দানং অদংসু । অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপুত্তো অমুমোদনং
করোন্তো “উপাসকা, একো সয়ং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি,
সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং ।

দেবদত্তের উপাখ্যান । ৭

১ । “অনিক্সাব”— এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার
সময় রাজগৃহে দেবদত্তের কাষায় লাভের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

২ । এক সময়ে অগ্রভ্রাবক্‌ষয় আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু
পরিজন লইয়া শাস্তার সম্মতি ক্রমে জেতবন হইতে রাজগৃহে গমন করিয়া-
ছিলেন । রাজগৃহবাসীরা দুইজন, তিনজন বা বহুজন একত্র হইয়া তাঁগদিগকে
আগন্তুক ভাবে ভিক্ষা দান করিয়াছিল । একদিন আয়ুত্থান সারিপুত্র
পুণ্যাত্তমোদন করিতে করিতে উপাসকদিগকে সন্মোদন করিয়া বলিয়া-
ছিলেন—“হে উপাসকগণ, কেহ নিজে দান দেয় কিন্তু পরকে দানে
উৎসাহিত করে না; সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে
সেখানে ভোগ-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু পরিজন সম্পদ লাভ করে না ।

একো পরং সমাদপেতি সয়ং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্ত-
 ঠানে পরিবার সম্পদং লভতি, নো ভোগসম্পদং । একো
 সয়ম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তঠানে
 কঙ্কিকমত্তম্পি কুচ্ছিপূরং ন লভতি ; অনাথো হোতি নিম্নচ্চয়ো ।
 একো সয়ম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তঠানে
 অন্তভাবসতেপি অন্তভাবসহজেপি অন্তভাব সত সহজেপি ভোগ-
 সম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি ।

৩ । তমেকো পণ্ডিত পুরিসো স্তুত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো
 ধম্মদেসনা, স্তুকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং দ্বিমং সম্পত্তীনং
 নিম্মাদকং কম্মং কাতুং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা “ভন্তে, স্বে মফহং ভিক্ষং
 গণ্ধথা”তি খেরং নিমন্তেসি ।

কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করে, কিন্তু নিজে দেয় না ; সে যেখানে যেখানে
 জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সেখানে পরিজন-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ
 লাভ করে না । কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎসাহিত করে
 না, সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপূর্ণ কঁাকি
 মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দভাগ্য হয় । আর কেহ নিজেও দান দেয়,
 পরকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্মেও,
 সহস্র জন্মেও, শতসহস্র জন্মেও ভোগ-সম্পদ ও পরিজন-সম্পদ দুই লাভ
 করে ।” তিনি এইরূপ ধর্মদেশনা করিলেন ।

৩ । তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন—“আশ্চর্য্য এই
 ধর্মদেশনা, বেশ কারণ বলা হইয়াছে । এই দুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ
 হয় আমাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে ।” ইহা চিন্তা করিয়া তিনি
 অগ্রপ্রাবককে কহিলেন—“ভন্তে, আগামী কল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন ।”
 এই বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন ।

“কিন্তুকেহি তে ভিক্ষু হি অথো উপাসক”তি ?

“কিন্তুকা পন বো ভন্তে, পরিবারা”তি ?

“সহস্রমত্তা উপাসক”তি ।

“সক্বেহেব সঙ্ঘিঃ স্বে ভিক্ষুঃ গণহথ ভন্তে”তি ।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিয়ং চরন্তো—“অশ্ব, তাত, ময়া ভিক্ষুসহস্রং নিমন্তিতং, তুমহে কিন্তকানং ভিক্ষুনাং ভিক্ষুং দাতুং সঙ্ঘিঅথ, তুমহে কিন্তকানং”তি সমাদপেসি । মনুজা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসস্সং দস্সাম”—“ময়ং বীসতিয়া”—“ময়ং সত্তজ্জা”তি আহংসু । উপাসকো—“তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কহ্বা একতোব পচিঙ্গাম, সবেব তিল তণ্ডুল সন্নি ফাণিতাদীনি সমাহরথা”তি একট্টানে সমাহরাপেসি ।

“উপাসক, তোমার বয়সজন ভিক্ষু চাই ?”

“ভন্তে, আপনারা কতজন আছেন ?

“সহস্রজন উপাসক !”

“সকলকে নিয়া আগামী কল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন ভন্তে ।”

স্থবির সম্মত হইলেন । উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল—“বাবা গো, মা গো, আমি সহস্র ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন ? আপনারা কতজনকে পারিবেন ?” এই বলিয়া সকলকে দান কার্যে উৎসাহিত করিলেন । লোকেরা যাহার যেমন সামর্থ্য, “আমরা দশজনকে দিব,” “আমরা বিশজনকে দিব,” “আমরা শতজনকে দিব,” এইরূপ বলিল । উপাসক বলিলেন—“তাহা হইলে এক জায়গায় মিলিত হইয়া একত্রে পাক করিব । সকলে ডাল, চাউল, তিল, সর্পি ও গুড়াদি নিয়া আন” এই বলিয়া সকলের জিনিষ একস্থানে আনয়ন করাইলেন ।

৪। অথচ একো কুটুম্বিকো সতসহস্রাণ্যনিকং গন্ধকাসাব বথং দত্ত্বা “সচে তে দানবটুং পন নপ্পহোতি ইদং বিজ্জেক্জ্জা বদুনং তং পুরেয়াসি। সচে পহোতি যদ্বিচ্ছসি তত্ত্ব ভিক্ষুনো দদেয়াসী”তি আহ। তত্ত্ব সৰ্বং দানবটুং পহোতি, কিঞ্চি উনং নহোতি। সো মনুজে পুচ্ছি “ইদং অয়া, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বহা দিষ্টং, অতিরেকং জাতং, কল্প নং দেমা”তি ? একচে “সারিপুত্তথেরজা”তি আহংসু। একচে “থেরো সত্তপাকসময়ে আগত্ত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অমহাকং মঙ্গলামঙ্গলেসু সহায়ো, উদকমণিকো বিয় নিচ্চপ্পতিট্ঠিতো, তত্ত্ব তং দেমা”তি আহংসু। সম্বাহলিকায় কথায়াপি “দেবদত্তজ দাতব্বং”তি বত্তারো বহুতরা অহেসুং। অথ নং দেবদত্তজ অদংসু।

৪। অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহস্র মূল্যের এক সুগন্ধ কাষায়-বজ্র দান করিয়া কহিলেন—“যদি আপনার দানীর দ্রব্যের সম্বুলান না হয়, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া, বাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবেন। যদি কুলায় যে ভিক্ষুকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করিবেন।” তাঁহার সব দান-সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ হইল। কিছুই কম পড়িল না। তিনি উপস্থিত লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়েরা! দেখুন, এই কাষায়বজ্র ধান্য একজন কুটুম্বিক এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, ইহা এখন অতিরিক্ত হইয়াছে, কাহাকে দিব ?” কেহ কেহ বলিল—“সারিপুত্র স্ববিলকে।” কেহ কেহ বলিল—“সারিপুত্র স্ববির শত্ৰু পাকিলে [সুত্থের সময়] আসিয়া চলিয়া যান; দেবদত্ত আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহায়, বৃহৎ উদক কুন্তের জায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, এইখানা তাঁহাকে দিব।” সকলের মত লইয়া দেখা গেল দেবদত্তকেই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই ইহা দেবদত্তকে দেওয়া হইল।

সো তং হিন্দিত্বা সংবিদহিত্বা রজিত্বা নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতি ।
তং দিত্বা “নয়িদং দেবদত্তং অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্রং অনুচ্ছবিকং,
দেবদত্তো অন্তনো অননুচ্ছবিকং নিবাসেত্বা পারুপিত্বা বিচরতী”তি
বদিস্থ ।

৫ । অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবথিং গত্ত্বা
সথারং বন্দিত্বা কতপটিসস্থারো সথারা দ্বিন্নং অগসাংবকানং কাসু
বিহারং পুচ্ছিতো আদিতো পট্টায়ং সবং তং পবত্তি আরোচেসি ।
সথা—“নথো ভিক্ষু, ইদানেবেসো অন্তনো অননুচ্ছবিকং বথং
ধারেতি পুস্কেপি ধারেসি য়েবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

৬ । অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্বে বারাণসী-
বাসী একো হত্থিয়ারকো হত্থী মারেত্বা মারেত্বা দন্তে চ নখে চ
অন্তানি চ ঘনমাংসঞ্চ আহরিত্বা বিক্খিগন্তো জীবিকং কপ্পেতি ।

তিনি তাহা ছিড়িয়া শেলাই ও রঞ্জিত করিয়া পরিধান পূর্বক
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল—
“ইহা দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনার
অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছেন ।”

৫ । অনন্তর অন্তস্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে
গমন করিয়া শান্তাকে বন্দনা করিলেন । শান্তা তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা
করিয়া অগ্রশ্রাবকবয় কেমন আছেন জানিতে চাহিয়া, তিনি প্রথম হইতে
সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন । শান্তা কহিলেন— “ভিক্ষু, সে যে
এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পূর্বেও করিয়া-
ছিল ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন :—

৬ । পূর্বকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন
বারাণসী বাসী জনৈক হত্থীয়ারক হত্থী মারিয়া দন্ত, নখ, অস্ত্র ও ঘনমাংস
লইয়া বিক্রয় করিত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিত ।

অধেকশ্রিঃ অরণ্যে অনেকসংখ্যক ইথী গোচরঃ গহেহা গচ্ছন্তা
 পচেকবুদ্ধে দিশ্বা তত্তে পট্টায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জন্ম-
 কেহি নিপতিহা বন্দিত্বা পক্কমন্তি । একদিবসঃ ইথিমারকো তং
 কিরিয়ং দিশ্বা “অহং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমন-
 কালে পচেকবুদ্ধে বন্দন্তি, কিম্বুখো দিশ্বা বন্দন্তী”তি চিস্তেন্তো
 কাসাবন্তি সন্নস্বেহা ময়াপিদানি কাসাং লঙ্কুং বট্টতী”তি চিস্তেহা
 একজ পচেকবুদ্ধজ জাতয়রং ওরুয়হ নহায়ন্তজ তীরে ঠপিতেন্তু
 কাসাবেন্তু চীবরং খেনেহা তেসং ইথীনং গমনাগমনমগ্গে সন্তিঃ
 গহেহা সসীসং পারুপিহা নিসীদতি । ইথী তং দিশ্বা পচেক-
 বুদ্ধোতি সঞ্জায় বন্দিত্বা পক্কমন্তি । সো তেসং সব্বপচ্ছতো
 গচ্ছন্তঃ সন্তিয়া পহরিহা মারেহা দন্তাদীনি গহেহা সেসং ভূমিয়ং
 নিখনিহা গচ্ছতি ।

এক বনে বহু সহস্র হস্তী চরিতে বাইবার সময় এক পচেক বুদ্ধকে দেখিতে
 পাইল । সেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জাহ্নু নত
 করিয়া তাহাকে বন্দনা করিত । একদিন হস্তীমারক সেই ব্যাপার দেখিয়া
 ভাবিল—“আমি অনেক কষ্ট করিয়া এদের মারি, এরা দেখিতেছি আসিতে
 যাইতে পচেক বুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে?” সে
 ভাবিয়া স্থির করিল—“কাবার বসন দেখিয়াই বন্দনা করে, আমাকেও
 কাবার বস্ত্র যোগার করিতে হইবে ।” একদিন সে দেখিল জনৈক পচেক
 বুদ্ধ সরোবরের তীরে কাষায় বস্ত্র রাখিয়া ভলে নামিয়া অবগাহন করি-
 তেছেন । সে সুযোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল । অতঃপর হস্তী সকলের
 গমনাগমন পথে কাষায়বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া অঙ্গহস্তে বসিয়া রহিল ।
 হস্তী তাহাকে দেখিয়া পচেক বুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে লাগিল ।
 সে সেদলের সর্বপশ্চাৎ গমনকারী হস্তীকে অস্ত্রের আঘাতে মারিয়া দুষ্টাদি
 গ্রহণ পূর্বক অবশিষ্ট ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত ।

৭। অপরভাগে বোধিসত্তো হৃথিয়োনিয়ং পটিসঙ্খিং গাহেহা
হৃথিজেষ্ঠকো যুথপতি অহোসি। তদাপি সো তথেন করোতি।
মহাপুরিসো অন্তনো পরিসায় পরিহানিং এহা “কুহিং ইমে হৃথী
গতা মন্দা জাতা”তি পুচ্ছিহা —

“ন জানাম সামী”তি বুত্তে—

“কুহিং গচ্ছন্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিঙ্গন্তি, পরিপঙ্ছেন
ভবিতবং”তি চিন্তেহা “একস্মিং ঠানে কাসাবং পারুপিহা নিসি-
ন্নঙ্গ সন্তিকা পরিপঙ্ছেন ভবিতবং”তি পরিসঙ্খিহা “তং পরিগণিহতুং
বট্টতী”তি সন্বে হৃথী পুরতো পেসেহা সয়ং পচ্ছতো বিলম্বমানো
আগচ্ছতি। সো সেসহৃথীসু বন্দিহা গতেসু মহাপুরিসং আগ-
চ্ছন্তং দিস্বা চীবরং সংহরিহা সন্তিং বিঙ্গজ্জি। মহাপুরিসো

৭। পরে এক সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীঘোনিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া
যুথপতি হস্তীশ্রেষ্ঠ হইল। সে তখনও তেমন ভাবে হস্তী মারিত। মহা-
পুরুষ আপনার দল কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এই সৰ
হাতী কোথায় গেল? কেন কম দেখাইতেছে?”

হাতীরা বলিল—“জানি না প্রভু!”

কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইও না,
বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে।” এরূপ চিন্তা করিয়া—“ঐ একস্থানে
কাষায়বত্ত আবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট ভয়েস কারণ হইয়া থাকিবে!”
এই আশঙ্কায় যুথপতি স্থির করিল—“তাহাকে ধরিতে হইবে।” পরদিন
বোধিসত্ত্ব সমস্ত হস্তীকে আগে পাঠাইয়া নিজে বিলম্ব করিয়া পশ্চাৎ আসিতে-
ছিল। সকল হস্তী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে হস্তীমারক যুথপতিকে
আসিতে দেখিয়া চীবর অপনয়ন করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাপুরুষ

সতিং উপর্গপেস্তো আগচ্ছন্তো পচ্ছতো পটিকমিহা সতিং বঞ্চেসি ।
অথ নং “ইমিনা ইমে হতী নাসিতা”তি গণিতুং পঞ্চান্দি । ইতরো
একং রুদ্বং পুরতো কহা নিলীয়ি ।

৮ । অথ নং রুদ্বেন সন্ধিং সোণায় পরিস্থিপিহা গহেহা
ভূমিয়ং পোথেজামী”তি তেন নীহরিহা দজিতং কাশাবং দিস্বা
“সচাহং ইমন্নিং দুজ্জিআমি অনেকসহজেসু মে বুদ্ধ পচ্ছেকবুদ্ধ
ক্ষীণাসবেসু লজ্জা চ নাম ভিন্না ‘ভবিজ্জতী’তি অধিবাসেহা “তয়া
মে এত্তকা এণাতকা নাসিতা”তি পুচ্ছি ।

“আম সামী”তি বুত্তে—

“কন্ম্বা এবং ভারিয়ং কন্মমকাসি ? অন্তনো অনমুচ্ছবিকং
বীতরাগানং অমুচ্ছবিকং বথং পরিদহিহা এবরুপং কন্মং করোন্তেন

সাবধানের সহিত আদিতেছিল, শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র পশ্চাৎ হটিয়া
শক্তি এড়াইল। অতঃপর “এ এসব হাতী নাশ করিয়াছে” বলিয়া ধরিবার
জন্ত অগ্রসর হইল। সে একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল।

৮ । অতঃপর হতী বৃক্ষের সহিত তাহাকে গুণ্ডের দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া
ভূমিতে প্রোথিত করিতে উদ্যত হইল। সে কাষায় বাহির করিয়া দেখাইল।
তাহা দেখিয়া হস্তীরাজ ভাবিল—“বদি আমি ইহাকে দূষিত করি হাজার
হাজার বুদ্ধ, পচ্ছেকবুদ্ধ ও ক্ষীণাসবের প্রতি যে আমার লজ্জা-সন্ত্রম আছে,
তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের ক্রোধ সংবরণ করিয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি আমার এতগুলি জ্ঞাতি নাশ করিয়াছ ?”

“ইহা প্রভু।”

“কেন তুমি এরূপ গুরুতর কার্য করিলে ? নিজের অযোগ্য
বীতরাগগণের পরিধান যোগ্য কাপড় পরিয়া এমন কাজ করিয়া

তারিয়ং তয়া কতং”তি এবঞ্চ পন বহা উত্তরিম্পি নিগ্গাহন্তো—
“অনিবাসাবো কাসাবং—পে—স বে কাসাবমরহতী”তি বহা “অমু-
ত্তন্তে কতং”তি আহ।

৯। সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিয়া—“তদা হথিমারকো দেব-
দত্তো অহোসি, তজ্জ নিগ্গাহকো হথিনাগো অহমেবা”তি জাতকং
সমোধানেহা “ন ভিক্ষবে ইদানেব পুৰ্বেপি দেবদত্তো অন্তনো
অনমুচ্ছবিকং বথং ধারেসিয়েবা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অনিবাসাবো কাসাবং যো বথং পরিদহেত্ততি,

অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি। ৯

যো চ বস্তুকসাবজ্জ সীলেন্দ্ৰ স্ফুটমাহিতো,

উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতী”তি। ১০

তুমি অত্যন্ত অজ্ঞান কাজ করিয়াছ।” এইরূপ কহিয়া আরও উত্তরোত্তর
নিগৃহীত করিবার জন্ত—“সকসাব যেবা বাসে কাষায় ঢাকিতে গাত্র” ইত্যাদি
বলিয়া কহিল—“তুমি অযৌক্তিক কাজ করিয়াছ।”

৯। শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“তখন দেবদত্ত
ছিল হস্তীমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি।” এই
বলিয়া জাতক সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এখন
নয় পূর্বেও তাহার অযোগ্য বস্ত্রই ধারণ করিয়াছিল।” এই বলিয়া এই
গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন :—

“‘সকসাব’ যেবা বাসে কাষায় ঢাকিবে গাত্র,

দম-সত্য-পরিহীন সে কাষায়াযোগ্য পাত্র। ৯

‘অ-কসাব’ যেইজন স্তম্ভশীলে সমাহিত,

কাষায়ের যোগ্য সেই দম-সত্য সমন্বিত।” ১০

চন্দ্রজাতকেনাপি চ অয়মথো দীপেত্তবোতি ।

১০ । তথ—“অনিক্সাবো”তি কামরাগাদীহি কসাবেহি সক-
সাবো । “পরিদহেজ্জতী”তি—নিবাসন পারুপন অথরগবসেন পরি-
ভুজ্জিত্তি, পরিদহিজ্জতীতি পি পাঠো ।

“অপেতো দমসচ্চেনা”তি—ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচ্চ-
পক্ষিকেন বচীসচ্চেন চ অপেতো বিমুত্তো পরিচ্ছত্তোতি অথো ।
“ন সো”তি—সো এবরুপো পুগ্গলো কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি ।

“বস্তুকসাবজ্জা”তি—চতুহি মগ্গেহি বস্তুকসাবো ছড্ডিতকসাবো
পহীন কসাবো অজ্জ ।

“সীলেসু”তি—চতুপারিসুচ্ছি সীলেসু ।

“সুসমাহিতো”তি—সুট্টু সমাহিতো সুট্ঠিতো ।

‘চন্দ্র’ জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ করা উচিত ।

১০ । তথায়— “সকসাব”— কামরাগাদি কসাবের দ্বারা যুক্ত ।
“পরিধান করিবে”— নিবাসন ও পারুপনরূপে পরিধান করিবে ও আন্তরণ-
রূপে ব্যাবহার করিবে ।

“দম-সত্য-পরিহীন”— ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থসত্য পক্ষীয় সত্য বাক
হইতে বিযুক্ত বা পরিত্যক্ত ।

“সে অযোগ্য”— এইরূপ পুঙ্গল কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবার অযোগ্য ।

“অকসাব”— চতুর্দ্বার দ্বারা বাহার কসাব অপগত হইয়াছে, প্রহীন
কসাব [কামরাগাদি কসাবহীন] ।

“শীল সমূহে”— চারিপরিপুঙ্খ শীল সমূহে ।

“সুস্থ সমাহিত”— সুসমাহিত, সুস্থিত ।

“উপেতো”তি—ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বৃত্তগ্ধকারেন সচেতম চ উপগতো। “স বে”তি সো এবরূপো পুংলো, তং গন্ধকাসাববৎ অরহতীতি।

গাথা পরিষোয়ানে সো দিসাবাসিকো ভিক্ষু সোতাপন্নো জাতো। অশ্রেণি বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসূতি। দেশনা মহাজনজ সাথিকা অহোসী”তি।



“সমস্থিত”— ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার সত্যের * দ্বারা উপগত।

“যোগ্য সেই”— সেই এইরূপ পুংলি সেই স্ত্রীলি কাষায় বস্ত্রের উপবৃত্ত।

গাথা অবসানে আগন্তুক ভিক্ষু সোতাপন্ন হইয়াছিল। অপর বহু-জনও সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশনা বহুজনের সার্থক হইয়াছিল।



অগ্গসাবক-বথু । ৮

১ । “অসারে সারমতিনো”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে বিহরন্তো অগ্গসাবকেহি নিবেদিতং সঞ্জয়ন্না অনাগমনং আরত্ত কথেসি । তত্রায়ং আনুপুৰ্ব্বীকথা :—

২ । অমহাকং হি সথা ইতো কল্পসতসহস্রাধিকানং চতুম্ভং অসম্ভেয়্যানং মথকে অমরবতীনগরে স্তম্বেধো নাম ব্রাহ্মণকুমারো হহ্য সব্বসিল্লেনু নিপ্পত্তিং পত্বা মাতাপিতুম্ভং অচ্চয়েন অনেক কোটিসম্মং ধনং পরিচ্ছজ্জিত্বা ইসিপব্বজ্জং পব্বজ্জিত্বা হিমবন্তে বসন্তো

অগ্গশ্রাবকের উপাখ্যান । ৮

১ । “অসারে সার মনে করে” এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় অগ্গশ্রাবকদ্বয় কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন-কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন । তথায় এই আনুপূর্ব্বিক কথা :—

২ । আমাদের শাস্তা [গোতম বুদ্ধ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে অমরবতী নগরে স্তম্বেধ নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সর্বপ্রকার বিজ্ঞায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতা পিতার মৃত্যুর পর অনেক কোটি ধন পরিত্যাগ করত ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি হিমালয়ে বাস করিবার সময়

ঝানাত্তিঞাঃ নিকবন্তেহা আকাসেন গচ্ছন্তো দীপঙ্কর দশবলজ সুমঙ্গল
বিহারতো রম্মনগরং পবিসনথায় মগ্গং সোধয়মানং জনং দিস্বা
সয়ম্পি একং পদেসং গহেহা তস্মিং অসোধিতে য়েব আগত্তজ
সথুনো অন্তানং সেতুং কহা কললে অথরিহা “সথা সসাবকসজ্জো
কল্লং অনকমিত্তা মং অকমন্তো গচ্ছতু”তি নিপল্লো। সথারা
তং দিস্বাব “বুদ্ধকুরো এস অনাগতে কল্পসতসহস্রাধিকানং চতুরং
অসজ্জিয়ানাং পরিয়োসানে গোতমো নাম বুদ্ধো ভবিজ্জতী”তি
ব্যাকতো।

৩। তজ্জ সথুনো অপরভাগে কোণ্ডপ্ৰেণা, মঙ্গলো, সুমনো,
রেবতো, শোভিতো, অনোমদঙ্গী, পহুমো, নারদো, পহুমত্তরো,
সুমেধো, সুজাতো, প্রিয়দঙ্গী, অর্থদঙ্গী, ধর্মদঙ্গী, সিদ্ধার্থো, তিস্তো,
ফুস্সো, বিপঙ্গী, শিখী, বেজ্জভু, ককুসক্কো, কোণাগমনো, কল্পপোতি

ধ্যানাত্তিঞা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি আকাশপথে বাইবার সময়
দেখিলেন লোকেরা সুদর্শন বিহার হইতে রম্যানগরে দীপঙ্কর দশবলের গমনো-
পলক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি নিজেও একস্থানে
গিয়া সংস্কার কার্যে যোগদান করিলেন। তাঁহার পথ-সংস্কার কার্য
সমাপ্ত না হইতেই শাস্তা আসিয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্দমের
উপর সেতু হইয়া পতিত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন—“শাস্তা ও
তাঁহার শ্রাবকসত্ত্ব কর্দম মর্দিত না করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর
হইতে থাকুন।” শাস্তা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন—“ইনি বুদ্ধকুর, শত
সহস্র কল্পাধিক চারি অসংখ্য কাল পরে ইনি গোতম নামক বুদ্ধ হইবেন।”

৩। সেই দীপঙ্কর বুদ্ধের পরে কোণ্ড্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, অনোম-
দঙ্গী, পহুম, নারদ, পহুমোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী,
সিদ্ধার্থ, তিস্ত, ফুস্স, বিপঙ্গী, শিখী, বেজ্জভু, ককুসক্ক, কোণাগমন, কল্পপ

লোকং ওভাসেত্বা উল্লান্নাং ইমেসম্পি তেবীসতিয়া বুদ্ধানং সন্তিকে
লব্ধব্যাকরণো দসপারমিয়ো দসউপপারমিয়ো দসপরমথপারমিয়োতি
সমত্তিসপারমিয়ো পুরেত্বা বেজস্তুরত্তভাবে ঠিতো পঠবিকম্পনানি
মহাদানানি দত্তা পুত্তদারং পরিচ্ছজ্জিহা আয়ুপরিয়োসানে তুসিতপুৱে
নিব্বত্তিহা তথ ষাবতায়ুকং ঠত্তা দসসহস্স চক্রবাল্লদেবতাহি সন্নি-
পত্তিহা—

“কালোয়ং তে মহাবীর উল্লজ্জ মা তু কুচ্ছিয়ং,
সদেবকং তারয়ন্তো বুদ্ধাঙ্গু অমতং পদং”তি ।

এই ত্রয়োবিংশতি বুদ্ধ ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
তাঁহারাও তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তিনি
দশপারমিতা †, দশ উপপারমিতা * ও দশ পরমার্থ পারমিতা ‡ এই ত্রিংশ
পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করিয়া ‘বেসসন্তর’ ভয়ে পৃথিবী-বিকম্পী মহাদান
দিয়া, জী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আয়ুশেষে ভূষিত পুরীতে উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন । সেখানে আয়ুকাল থাকিবার পর দশনহস্স চক্রবাল দেবতা একত্রিত
হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—

“এই ত সময় হে মহাবীর, জননী জঠরে জনম নাও,
ত্বরার সদেব ভুবন জনে সকলে অমৃত-পদ বুঝাও ।”

† দান, শীল, নৈক্শ্রম্য, প্রজ্ঞা, বীৰ্য্য, কান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা
এই দশবিধ পারমিতা । ধন-সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পারমিতা ।

* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিয়া পূর্ণ করার নাম উপপারমিতা ।

‡ জীবন দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পরমার্থ পারমিতা ।

৪। বুভে পঞ্চমহাবিলোকনানি বিলোকেহা ততো ছুতো সাক্যরাজ-
কুলে পট্টিসন্ধিং গহেহা তথ মহাসম্পত্তিয়া পরিহরিয়মানো অনু-
ক্ৰমেন ভদ্রয়োবনং পত্না তিগ্নং উতুনং অনুচ্ছবিকেহু তীহু পাসাদেহু
দেবলোকসিরিং বিয় রজ্জসিরিং অনুভবন্তো উয়্যানকীলায় গমন
সময়ে অনুক্ৰমেন জিগ্ন ব্যাধি মত সম্বাডে তয়ো দেবদূতে দিস্বা
সজ্জাতসংবেগো নিবন্তিহা চতুর্থবারে পব্বজিতরূপং দিস্বা “সাম্বু
পব্বজ্জা”তি পব্বজ্জায় রুচিং উগ্গাদেহা উয়্যানং গন্তা তথ দিবসং
খেপেহা মঙ্গলপোষ্মরীতীরে নিসিন্নো কল্পকবেসং গহেহা আগতেন
বিম্বকম্মুনা দেবপুন্তেন অলঙ্কতপটিয়ন্তো রাহুলকুমারস্স জাতসাসনং
হুহা পুত্তসিনেহস্স বলবভাবং ঐহা “যাব ইদং বন্ধনং ন বড্ঢতি
তাবদেব নং ছিন্দিম্মামী”তি চিস্তেহা সায়ং নগরং পবিসন্তো—

৪। দেবতার। এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন
করিলেন। অতঃপর সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি শাক্যরাজ্য কুলে
জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ভদ্র-
যোবন প্রাপ্ত হইলেন। তিন ঋতুর উপবৃত্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক
শ্রীর ছায় রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উচ্ছান ক্রীড়ায় ঘাইবার
সময় অনুক্রমে জীর্ণ, পীড়িত ও মৃতরূপী তিনজন দেবদূত দেখিতে পাইয়া
সজ্জাত সংবেগ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতরূপ
দেখিয়া “সাম্বু প্রব্রজ্যা” বলিয়া প্রব্রজ্যায় অভিরুচি উৎপন্ন করত উচ্ছানে
প্রবেশ করিয়া সেখানে দিব্যভাগ ক্ষেপণ করিলেন। নাপিতরূপী বিশ্বকর্মা
দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপুষ্পরীতীরে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের দেহ অলঙ্কত করি-
লেন। এমন সময় রাহুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর
হইল। তিনি পুত্র-স্নেহের বলবত্তাব বৃদ্ধিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—
“এই বান্ধন শক্ত না হইতেই ছিড়িব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার
সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—

“নিব্বৃত্তা নম্ সা মাতা নিব্বৃত্তো নম্ সো পিতা,
নিব্বৃত্তা নম্ সা নারী বজ্জায়ং ঈদিসো পতী”তি।

৫। কিশাগোতমিয়া নাম পিতৃচছাধীতায় ভাসিতঃ ইমং
গাথং শৃণ্বা “অহং ইমায় নিব্বৃত্তপদং সাবিতো”তি মুক্তাহারং ওমুক্তিহা
তজ্জা পেসেহা অন্তনো তবনং পবিসিহা সিরিসয়নে নিপম্মো নিদ্দ-
পগতানং নাটকিখীনং বিগ্গকায়ং দিস্কা নিব্বিয়হদয়ো চন্নং উট্টাপেহা
কম্বকং আহরাপেহা কম্বকং আকুযহ চন্ন সহায়ো দসসহস্চকবাল
দেবতাহি পরিবৃত্তো মহাভিনিব্বমণং নিব্বমিহা অনোমা নাম
নদীতীরে পবজ্জিতা অনুকমেন রাজ্জগহং গম্মা তথ পিণ্ডায়-চরিত্তা
পণ্ডবপক্কত পত্তারে নিসিম্মো মগধরপ্রা রঞ্জন নিমন্তিয়মানো

“নিশ্চয় নিব্বৃত্তা সে মাতা,

নিশ্চয় নিব্বৃত্ত সে পিতা,

নিশ্চয় নিব্বৃত্তা সে নারী,

এমন (তনয়) পতি বা যাহারি।”

৫। তাঁহার পিসতুতা ভগিনী কিশাগোতমী তাঁহাকে দেখিয়া এই গাথা
ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি এই গাথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অহো,
ইনি আমাকে নিব্বৃত্তপদ শ্রবণ করাইলেন” এই বলিয়া নিজের মুক্তাহার
উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি নিজের ভবনে
প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্ত্তকিগণের বিকৃতাকার
দেখিয়া সংসারের প্রাতি বীতরাগ হইলেন। চন্নকে যুম হইতে জাগরিত
করিয়া কণ্টক নামক অশ্বকে আনাহিলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত
দশ-সহস্র চক্রবাল-দেবতার দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া চন্নের সাহায্যে মহা অভি-
নিব্রমণ করিলেন। অনোম নামক নদীতীরে প্রব্রজিত হইয়া অনুক্রমে
রাজগৃহে গমন করিলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডব পক্কত-গহবরে
সমাসীন হইলে মগধরাজ গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ

তং পটিষ্টিপিত্বা সৰ্বপ্রভুতং পত্না অন্তনো বিজিতং আগমনথায়
 তেন গহিতপটিপ্রোণা আলায়ঞ্চ উদ্ভকঞ্চ উপসংকমিত্বা তেসং সন্তিকে
 অধিগত বেসেসং অদিত্বা অনলংকরিত্বা চক্ৰজানি মহাপধানং পদহিত্বা
 বিসাখ পুন্নমদিবসে পাতোব হুজাতায় দিনপায়াসং পরিভুক্তিত্বা নেরঞ্জ-
 রায় নদিয়া সুবর্ণপাতিং পবাহিত্বা নেরঞ্জরায় নদিয়াতীরে মহাবনসণ্ডে
 নানাসমাপত্তীহি দিবসভাগঃ বীতিনামেত্বা সায়াহ্নসময়ে সোথিয়েন
 দিনং তিগং গহিত্বা কালেন নাগরাজেন অতিথুতত্ত্বণো বোধিমণ্ডং
 আরুহ্য তিগানি সম্বরিত্বা “ন তাবিমং পল্লবং ভিন্দিমামি যাব মে
 অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্ততী”তি পটিপ্রোণ কত্বা পুরথা-
 ভিমুখো নিসীদিত্বা সুরিয়ে অনর্থমিতে য়েব মারবলং বিধমিত্বা পঠম-
 য়ামে পুৰ্ব্বনিবাসপ্রোণং মচ্ছিময়ামে চুতুপপাতপ্রোণং পত্না পচ্ছিম-

করিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে সৰ্ব্বজ্ঞতা
 প্রাপ্তির পরে তাঁহার রাজ্যে আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। অনন্তর তিনি
 আলায় ও উদ্ভকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ
 কিছু না দেখিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান অপৰ্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়া
 কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে প্রভাতে হুজাতার
 প্রদত্ত পায়স ভোজন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে মহাবনাংশে নানা ‘সমাপত্তি’
 দ্বারা দিব্যভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়াহ্ন সময়ে সোথিয়ের প্রদত্ত তৃণ
 গ্রহণ করিয়া কাল নামক নাগরাজের দ্বারা অতিশুভ হইয়া, বোধিমণ্ডপে
 আরোহণ পূর্বক তৃণ বিছাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—“আমাকে বাহাতে আর
 জন্ম নিতে না হয়, সেইরূপ ভাবে চিত্ত আশ্রব (তৃণ) হইতে মুক্ত না হওয়া
 পর্যন্ত আমি এই আসন ভাঙ্গিব না” সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূৰ্ব্বাভিমুখী হইয়া
 উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অন্তমিত হইতেই মারসৈন্ত বিধ্বস্ত করিয়া রাজ্যের
 প্রথম যামে পূৰ্ব্বনিবাস জ্ঞান, মধ্যম যামে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

যামাবসানে পচয়াকারে এণং ওতারেহা দসবল চতুবেসারজ্জাদি
 সৰ্বগুণ পতিমণ্ডিতং সৰ্বপ্রুত এণং পটবিম্বিত্বা সন্তসত্তাহং বোধি-
 মণ্ডে বীতিনামেহা অর্টমে সত্তাহে অজপালনিগ্রোধমূলে নিসিন্নো
 ধ্মগন্তীরতা পচবেক্ষণেন অল্পোজুকতং আপজ্জমানো দসসহস্র
 চক্রবাল মহাব্রহ্মপরিবারেন সহস্পতি ব্রহ্মনা আয়াচিত ধ্মদেসনো
 বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেহা ব্রহ্মনো চ অঙ্কসনং অধিবাসেহা
 “কল্পমুখো অহং পঠমং ধ্মং দেসেয়্যঃ”তি ওলোকেন্তো আলা-
 রুদ্ধকানং কালকতভাবং এহা পঞ্চবগ্গিয়ানং ভিক্ষুং বহুপকারতং
 অনুজরিহা উট্টায়াসনা কাসিপুরুং গচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে উপকেন
 সন্ধিং মন্তেহা আসাল্লপুন্নমদিবসে ইসিপতনে মিগদায়ে পঞ্চবগ্গিয়ানং

শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞানের অবতারণা করিয়া দশবল-
 চতুর্বেশারজ্জাদি সৰ্বগুণ প্রতিমণ্ডিত সৰ্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ।
 তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডপে অভিবাহিত করিলেন । অষ্টম
 সপ্তাহে অজপাল গুগ্রোধমূলে গমন করিলেন । সেখানে উপবেশন
 করিয়া ধর্মের গন্তীর ভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মনোৎসাহ হইলেন ।
 ইহাতে দশসহস্র চক্রবালের মহাব্রহ্মাগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা সহস্পতি
 আসিয়া তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিতে প্রার্থনা করিলেন । অতঃপর তিনি
 বুদ্ধচক্ষুদ্বারা লোক অবলোকন করিয়া এবং ব্রহ্মার ইচ্ছায় সম্মত হইয়া—
 “আমি কাহাকে প্রথম ধর্মদেশনা করিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচকু-
 দ্বারা অবলোকন করিলেন । দেখিলেন আবার ও উদ্রক কাল প্রাপ্ত
 হইয়াছেন । তাহার পর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে স্মরণ করিলেন । তাঁহা-
 দিগের বহু উপকারের কথা মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাশীপুর
 অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে উপকের সহিত তাঁহার আলাপ
 হইল । আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে ঋষিপতনে দুগদায়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর

বসনটানং পত্না তে অনমুচ্ছবিকেন সমুদাচারেন সমুদাচরন্তে সপ্রা-
পেত্বা অপ্রাকোণপ্রাপমুখে অর্টারস ব্রহ্মকোটয়ো অমতং পায়ন্তো
ধর্মচক্রং পবন্তেত্বা পবন্তবর ধর্মচক্রো পঞ্চমিয়ং পঞ্চম সবেপি তে
ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টাপেত্বা তং দিবসমেব যস্য কুলপুত্র
উপনিষয় সম্পত্তিং দিস্বা তং রত্তিভাগে নিব্বিজ্জিত্বা গেহং পহায়
নিব্বন্তুং “এহি যুসা”তি পকোসিত্তা তস্মিণ্ণেব রত্তিভাগে সোতাপত্তি
ফলং পাপেত্বা পুন দিবসে অরহন্তং পাপেসি। অপরেপি তস্স সহায়কে
চতুপল্লাস জনে এহিভিক্ষু পবন্তজ্জায় পবাজেত্বা অরহন্তং পাপেসি।
৬। এবং লোকে একসট্ঠিয়া অরহন্তেহু জাতেহু বুথবদ্বো
পবারেত্বা “চরথ ভিক্ষবে, চারিকং”তি সট্ঠিভিক্ষু দিসানু পেসেত্বা

বাসস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত অযোগ্য ব্যবহার
করিলে তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞা প্রদান করিয়া “অণ্ড্ণ কোণ্ড্ণ্ণ”
প্রমুখ করিয়া অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মকে অমৃত পান করাইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন
করিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সেই
ভিক্ষুদের সকলকে অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই দিবসই তিনি কুল-
পুত্র বশের হেতুদম্পত্তি দেখিলেন, সেই রাত্রিতে কুলপুত্র উদ্বিগ্ন হওত
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিক্রান্ত হইলেন “এস বশ” বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান
করিলেন। সেই রাত্রিমধ্যে তাঁহাকে স্রোতাপত্তি ফল এবং পরদিবস
অরহন্ত ফল প্রাপ্ত করাইলেন। অনন্তর তাঁহার চুয়াল্লজন বন্ধুকেও ‘এস
ভিক্ষু’ প্রব্রজ্যার প্রব্রজিত করিয়া অরহন্ত প্রাপ্ত করাইলেন।

৬। এইরূপে জগতে একবাটি জন অরহৎ হইলে বর্ষাবাস করিয়া
প্রবারণার পর ভিক্ষুদিগকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা
বিচরণ কর।” এই বলিয়া বাট্ঠজন ভিক্ষুকে দিগদিগন্তে পাঠাইয়া

স্বয়ং উরুবলং গচ্ছন্তো। অন্তরামগ্নে কপ্পাসিকবনসণ্ডে ত্রিসজনে
ভদ্রবগ্নিকুমারে বিনেসি। তেষু সৰ্বপচ্ছিমকো সোতাপন্নো
সৰ্ববৃন্তমো অনাগামী অহোসি, তেপি সৰ্ব্বো এহিভিক্ষু ভাবেনৈব
পৰ্বাজেহা দিসান্ন পেসেহা। স্বয়ং উরুবলং গন্তা অজুজ্জানি
পাটিহারিয়সহজানি দম্ভেহা উরুবলকল্পপাদয়ো সহজজটিলপরিবারে
ভেভাতিকজটিলে বিনেহা এহিভিক্ষু ভাবেনৈব পৰ্বাজেহা গয়াসীসে
নিসীদাপেহা আদিস্তপরিয়ায়দেসনায় অরহন্তে পতিষ্ঠাপেহা তেন
অরহন্তসহজেন পরিবৃত্তো বিম্বিসাররঞো দিম্বং পটিঞং মোচে-
জামীতি রাজগহনগরূপচারে লট্ঠিবমুয়্যানং গন্তা সথা কির আগ-
ভোতি স্তথা ষাদসনহতেহি ব্রাহ্মণ গহপতিকেহি সঙ্ঘি অংগত্তজ
রঞো মধুরধম্মকথং কথেষ্টো রাজানং একাদসহি নহতেহি সঙ্ঘিঃ

তিনি স্বয়ং উরুবলার দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চিমধ্যে কপ্পাসিক বনভাগে
ত্রিসজন ভদ্রবগ্নী কুমারকে বিনীত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তম
জন অনাগামী এবং সর্বশেষ জন সোতাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সকলকে
'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত ও নানাদিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবলার
গমন করিলেন। সেখানে সার্ক তিন সহস্র প্রাতিহার্য্য বা অলৌকিক ক্ষমতা
প্রদর্শন করিয়া উরুবল কল্পপ প্রভৃতি জটিল ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের অনুচর
সহস্র জটিলের সহিত বিনীত করিয়া 'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত করিলেন।
তাঁহাদিগকে গয়াশীর্ষে উপবেশন করাইয়া আদিত্য পর্যায় দেশনাথারা অরহন্তে
প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র অরহন্তের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া
বিম্বিসার রাজার নিকট কৃত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া
রাজগৃহ নগরের সমীপবর্তী তাল উজ্জানে গমন করিলেন। শাস্তা আগমন
করিয়াছেন শুনিয়া রাজা ষাদশ অবৃত্ত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত আগমন
করিলেন। তাঁহাদিগকে মধুর ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে একাদশ অবৃত্তের সহিত

সোতাপত্তিকলে পতিট্টাপেত্ৰা একনহত্তং সরণেস্থ পতিট্টাপেত্ৰা
পুনদিবসে সঙ্কেন দেবরশ্ৰী মাণবকবল্লং গহেত্ৰা অভিখুতগুণে
রাজগহনগরং পবিসিত্ৰা রাজনিবেসনে কতভত্তকিচ্চে! বেণুবনারামং
পটিগাহেত্ৰা তথৈব বাসং কল্পেহি। তথ নং সারিপুত্ৰ মোগলান্না
উপসংকমিংসু।

৭। তত্রাপি অয়ং আশুপুষ্কিকথা— অশুপ্লম্নে য়েব হি বুদ্ধে
রাজগহতো অবিদূরে উপতিঙ্গগামো কোলিতগামোতি য়ে ব্রাহ্মণ
গামা অহেস্থং। তেস্থ উপতিঙ্গগামে রূপসারিয়া নাম ব্রাহ্মণিয়া
গতুস্ত পতিট্টাতিদিবসে য়েব কোলিতগামে মোগলিয়া নাম
ব্রাহ্মণিয়াপি গত্তো পতিট্টাহি।

রাজাকে সোতাপত্তি কলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অবৃত্তকে শরণে
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরদিবস তিনি রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে
প্রবেশ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণ যুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্তুতিগান
করিতে লাগিলেন। রাজ-ভবনে ভোজন কৃত্য সমাপন করিয়া বেণুবনারামে
প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিলেন। সেখানে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণ
তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

৭। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণের আগমনের পূর্বাপর কথা নিয়ে বর্ণিত
হইতেছে—বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে রাজগৃহের অদূরে † উপতিস্থ গ্রাম
ও কোলিত গ্রাম নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে উপতিস্থ
গ্রামে রূপসারি নামী ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে
মৌদগলী ব্রাহ্মণীর গর্ভেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

† বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিস্থ গ্রামের নাম সারীচক ও কোলিত গ্রামের
নাম কুলভাণ্ডারী।

৮। তানি কির ঘেপি কুলানি যাব সন্তধা কুলপরিবট্টা
 আবদ্ধপটিবদ্ধ সহায়কানিব। তাসং ষ্মিন্শ্চি একদিবসমেব গন্ত
 পরিহারং অদংস্ত। তা উভোপি দসমাসচ্চয়েন পুন্তে বিজায়িংশ্চ।
 নামগহণদিবসে সারিয়া ব্রাহ্মণিয়া পুন্তস্ত উপতিভ্গামকে জেট্ট-
 কুলস্ত পুন্তস্তা “উপতিভ্গো”তি নামং করিংশ্চ। ইতরস্ত কোলিত-
 গামে জেট্টকুলস্ত পুন্তস্তা “কোলিতো”তি নামং করিংশ্চ। তে
 উভো বুদ্ধিমহ্যায় সৰ্বসিদ্ধানং পারং অগমংস্ত। উপতিভ্গমাগবস্ত
 কীলনথায় নদিং বা উয়্যানং বা গমনকালে পঞ্চ সুবর্ণ সিবিকা-
 সতানি পরিবারানি হোন্তি। কোলিত মাগবস্ত পঞ্চ আঙ্কণ-
 রথসতানি। ঘেপি জনা পঞ্চ পঞ্চ মাগবকসত পরিবারা হোন্তি।

৯। রাজগৃহে চ অমুসংবচ্ছরং গিরগাসমজ্জং নাম হোতি। তেসং

৮। সেই দুইটি পরিবার নাকি সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আত্মীয় ভাবের
 দ্বারা আবদ্ধ-পতিবদ্ধ। তাঁহাদের দুইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার
 সুযোগ করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন।
 নাম করণ দিবসে, উপতিষ্ঠ গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সারি-
 ব্রাহ্মণীর পুত্রের নাম রাখা হইল উপতিষ্ঠ এবং কোলিত গ্রামের প্রধান
 পরিবারের পুত্র বলিয়া অপরের নাম রাখা হইল কোলিত। তাঁহারা
 উভয়েই বয়ো প্রাপ্তে সৰ্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। উপতিষ্ঠ ক্রীড়া
 করিবার জন্ত যখন নদী বা উত্তানে যাইতেন পাঁচশত সুবর্ণ সিবিকা
 তাঁহার সঙ্গে যাইত। কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত।
 দুই জনের পাঁচ পাঁচ শত মাগবক পরিজন ছিল।

৯। রাজগৃহে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত। তাঁহারা

দ্বিল্লম্পি একটীানে ঘেব মঞ্চং বন্ধস্তি ঘেপি একতোব
 নিসীদিহা সমজ্জং পল্পস্তা ইসিতব্বটীানে ইসন্তি, সংবেগটীানে
 সংবেগং জনয়ন্তি, দায়ং দাতুং যুত্তটীানে দায়ং দেন্তি । তেসং
 ইমিনাব নিয়ানেন একদিবসং সমজ্জং পল্পস্তানং পরিপাকগতন্তা
 এণাণজ পুরিমেসু দিবসেসু বিয় ইসিতব্বটীানে হাসো বা সংবেগ-
 টীানে সংবেগজননং বা দাতুং যুত্তটীানে দানং বা নাহোসি ।
 ঘেপি পন জনা এবং চিন্তয়িস্স—“কিং ওলোকেতব্বং অথি,
 সবেববিমে অল্পন্তে বজ্জসতে অপল্পত্তিকভাবং গমিঅন্তি, অমেহহি
 পন একং মোক্কখম্মং পরিয়েসিতুং বট্টতী”তি আরম্মণং গহেহা
 নিসীদিহস্স । ততো কোলিতো উপতিঅং আহ—“সম্ম উপতিঅ,
 ন ত্বং অপ্রেষস্স দিবসেসু বিয় হট্টপহট্টো ; অনন্তমনধাতুকোসি,
 কিস্সে সল্পস্কিতং”তি ?

ওই জনেই একস্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে
 দেখিতে হাসিবার স্থানে হাসিতেন, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইতেন, মান
 (বাহা বা) দিবার স্থানে মান দিতেন । এই ভাবে তাঁহারা একদিন উৎসব
 দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক হওয়ার পূর্ব পূর্ব দিনের ত্রায় হান্ত স্থানে
 হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে
 মানও দিলেন না, দুইজনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন—“ইহাতে কি
 দেখিবার আছে ? শত বৎসর না যাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে ।
 কোন এক মোক্কখম্ম আমাদের খুঁজিতে হইবে ।” এই বিষয় ভাবিতে
 ভাবিতেই তাঁহারা বসিয়া রহিলেন । কোলিত উপতিয়াকে কহিলেন—
 বন্ধু উপতিয়, অল্পদিনের মত আজ তোমার হাসি-খুসী নাই কেন ? বিমর্ষ
 হইয়াছ কেন ? তোমার কি চিন্তা হইয়াছে ?”

“সম্ম কোলিত, এতেসং ওলোকনে সারো নাম নথি, নিরথকমেতং, অনুনো মোক্ষধম্মং গবেসিতুং বটুতীতি ইদং চিন্ত-
য়ন্তো নিসিন্নোমিহ । স্বং পন কস্মা অনন্তমনো”তি ? সোপি
তথৈব আহ ।

১০ । অথস্ম অনুনো সন্ধিং একস্সাসয়তং ঐহা উপতিজ্জো
আহ— “অমহাকং উত্তিম্প্পি স্তুচিস্তিতং, মোক্ষধম্মং পন গবে-
সন্তেহি একা পববজ্জা লঙ্কুং বটুতি, কস্ম সন্তিকে পববজ্জামা”তি ?

১১ । তেন খো পন সময়েন সঞ্জয়ো পরিববাজকো রাজগহে
পটিবসতি, মহতিয়া পরিববাজকপরিসায় সন্ধিং । তে তস্ম সন্তিকে
পববজ্জিন্নামাতি পঞ্চ মাণবক সতানি সিবিকা চ রথে চ গহেহা গচ্ছ-
থাতি উয়েয়াজ্জেশ্বা পঞ্চহিপি সতেহি সন্ধিং সঞ্জয়স্ম সন্তিকে পববজ্জিস্সু ।
তেসং পববজ্জিতকালতো পট্টায় সঞ্জয়ো অতিরেক লাভগয়সগগল্লন্তো

বন্ধু কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া কল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক,
নিজের মোক্ষধর্ম খুঁজিলেই ভাল হয় । ইহা চিন্তা করিয়াই বদিয়া
আছি । তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?” তিনিও সেইরূপ বলিলেন ।

১০ । উপতিস্ম নিজের সহিত উহার একমত জানিয়া কহিলেন—
“আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্দেশ্যে ইহা আছে । মোক্ষধর্মের গবেষণা
করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্রব্রজ্যা নিতে হয়, কাহার নিকট
প্রব্রজিত হইব ?

১১ । সে সময় সঞ্জয় পরিব্রাজক রাজগৃহে এক মহা পরিব্রাজক দলের
সহিত বাস করিতেন । তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইবার মানসে
পাঁচশত লোককে সিবিকা ও রথ লইয়া যাইবার জন্ত বিদায় দিলেন
এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত সঞ্জয়ের নিকট প্রব্রজিত
হইলেন । তাঁহাদের প্রব্রজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব যশস্বী ও লাভবান

অহোসি। তে কতিপাহেনেব সৰং সঞ্জয়ঙ্গ সময়ং পরিমদ্বিহা
“আচরিয় ভুমহাকং জ্ঞাননসময়ো এন্তকোব উদাত্ত উত্তরিম্পি
অথী”তি পুচ্ছিংসু।

“এন্তকোব, সৰং ভুমহেহি এণাতং”তি বুভে চিস্তয়িংসু—

‘এবং সতি ইমঙ্গ সন্তিকে ব্রহ্মচরিয়বাসো নিরথকো,
ময়ং ষং মোক্ষধম্মং গবেসিতুং, নিস্কম্বস্তা তং ইমঙ্গ সন্তিকে
উল্লাদেতুং ন সঙ্কোম, মহা খো পন জম্বুদীপো, গামনিগমরাজধানিয়ো
চরস্সা অক্কা মোক্ষধম্মাদেসকং কঞ্চি আচরিয়ং লভিস্সামা’তি
ততো পট্টায় যথ যথ পণ্ডিত সমগ ব্রাহ্মণা অথীতি বদন্তি তথ
তথ গন্তা সাকচ্ছং করোন্তি। তেহি পুট্টপঞং অঞে কথেতুং
ন সঙ্কোন্তি। তে পন তেসং পঞং বিস্সজ্জন্তি।

হইলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজাত ধর্ম অবগত
হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচার্য্য, আপনার বিদিত ধর্ম কি এ
পর্য্যন্ত? না, আরও অধিক কিছু আছে?”

“এই পর্য্যন্ত, সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ।” আচার্য্য এই কথা
কহিলে তাঁহারা চিন্তা করিলেন—“এইরূপ হইলে ইনির নিকট ব্রহ্মচর্য্য
বাস নিরর্থক। আমরা যে মোক্ষধর্ম অন্বেষণ করিতে নিস্কান্ত হইয়াছি
তাহা ইনির নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না। এই জম্বুদীপ মহৎ,
গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে পর্য্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্মের
উপদেষ্টা কোন আচার্য্য লাভ করিব।” ইহার পর হইতে তাঁহারা লোকে
যেখানে যেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া বলে সেখানে সেখানে
গিয়া আলাপ করেন। তাঁহাদের পৃষ্ট প্রশ্ন অস্ত্রের উত্তর করিতে পারে
না। তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন।

১২। এবং সকলজম্বুদ্বীপঃ পরিগগিহ্বা নিবন্তিহ্বা সকট্টানমেব আগচ্ছা “সন্ম কোলিত, অমেহস্তু কো পঠমং অমতং অধিগচ্ছতি সো ইতরঙ্গ আরোচেতু”তি কতিকং অকংস্তু। এবং তেহু কতিকং কহ্বা বিহরন্তেহু সখা বৃত্তানুকমেন রাজগহং পহ্বা বেলুবনং পটিগহেহ্বা বেলুবনে বিহরতি, তদা “চরথ ভিক্ষাবে, চারিকং বহজ্ঞনহিতায়া”তি রতনভয়গুণপ্লাসনং উয়োজিতানং একসট্ঠিয়া অরহস্তানং অন্তরে পঞ্চবগিয়ানং অন্তরে অজ্জিমহাথেরো পটি নিবন্তিহ্বা রাজগহং আগতো পুন দিবসে পাতোব পত্তচীবরং আদায় রাজগহং পিণ্ডায় পাবিসি। তস্মিঃ সময়ে উপতিজ্জ পরিব্রাজকো পাতোব ভত্তকিচ্চং কহ্বা পরিব্রাজকারামং গচ্ছন্তো থেরং দিস্বা চিস্তেসি—“মহ্বা এবরূপো নাম পবজিতো ন দিট্ঠপুকে। য়েব,

১২। এইরূপে তাঁহারা সমস্ত জম্বুদ্বীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রত্য-গমন করিয়া উপতিষ্য কহিলেন—“বহু কোলিত, আমাদের মধ্যে যে প্রথমে অমৃত লাভ করিবে সে অপরকে জানাইবে।” তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল। তাঁহারা এইরূপ কথা করিয়া অবস্থান করিতেছেন এমন সময় শাস্তা উক্তানুক্রমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া বেণুবন গ্রহণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় “ভিক্ষুগণ, বহজ্ঞনের হিতের জন্ত পৰ্য্যটন কর,” এই কথা বলিয়া রত্নজয়ের গুণকীর্তনের জন্ত যে ষাট জন অর্হংকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যানন্তী পঞ্চবগীর ভিক্ষুগণের অন্ততম অশ্বজিৎ মহাস্থবির প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজগৃহে আসিয়াছিলেন। তথায় আগমনের পরদিবস প্রাতেই পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জন্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে উপতিষ্য পরিব্রাজক প্রভাতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে বাইবার সময় স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—“আমি পূর্বে এরূপ প্রব্রজিত দেখি নাই।

যে লোকে অরহন্তো বা অরহন্তমগং বা সমাপন্না, অয়ং তেসং ভিক্ষুং অপ্রতরো, যম্মুনাহং ইমং ভিক্ষুং উপসংকমিত্বা পুচ্ছে-
 য্যাং “কংসি হং আবুসো উদ্দিম্ম পববজিতো ? কো বা তে সথা ?
 কল্প বা হং বস্মং রোচেসী”তি ? অথম্ম এতদহোসি—“অকালো
 খো ইমং ভিক্ষুং পঞং পুচ্ছিতুং, অন্তরঘরং পবির্টো পিণ্ডায়
 চরতি । যম্মুনাহং ইমং ভিক্ষুং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো অনুবন্ধেয়াং,
 অথিকেহি উপঞাতং মগ্গস্টি ।”

১৩। সো থেরং লঙ্কপিণ্ডপাতং অপ্রতরং ওকাসং গচ্ছন্তং দিম্মা
 নিসীদিতুকামতং চম্ম এত্বা অন্তনো পরিব্বাজকপীঠকং পঞাপেহা
 অদাসি । ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে পিণ্ড অন্তনো কুণ্ডিকায় উদকং
 অদাসি, এবং আচরিয়বত্তং কহ্বা কত্ত ভত্তকিচ্চেন থেরেন সন্ধিং
 মধুরপটিসম্ভারং কহ্বা এবমাহ— “বিগ্গসম্মানি খো পন তে আবুসো

গাহারা জগতে অরহং বা অরহং মার্গ সমাপন্ন, ইনি তাঁহাদের
 একজন হইবেন । ইনির নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিব—“বন্ধু,
 আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন ? কেই বা আপনার শাস্তা ?
 কার ধর্ম্মে আপনার রুচি হইয়াছে ?” তৎপর তাঁহার মনে হইল, “এই
 ভিক্ষুকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাসে পিণ্ডের জন্ত
 বিচরণ করিতেছেন । আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিব,
 অর্থী মার্গের উপায় জ্ঞাত হইব ।”

১৩। তিনি স্থবিরকে পিণ্ডপাত লাভ করিয়া অগ্রতর অবকাশ বৃত্ত
 স্থানে যাইতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া নিজের পরি-
 ব্রাজক পীড়ি পাতিয়া দিলেন । ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে
 আপনার কুণ্ডিকাতে করিয়া জল দিলেন । এইরূপে আচার্যাব্রত করিয়া
 ভোজন শেষে মধুর সম্ভাষণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—“বন্ধু, আপনার

ইন্দ্রিয়ানি পরিত্ত্বো ছবিবল্লো পরিয়োদাতো, কংসি ত্বং আবুসো উদ্ভিঙ্গ পব্বজিতো ? কোবা তে সথা ? কল্প বা ত্বং ধম্মং রোচেসী”তি পুচ্ছি ।

১৪ । থেরো চিস্তেসি—“ইমে পরিব্রাজকা নাম সাসনজ পটিপক্কভূতা, ইমজ সাসনে গম্ভীরতং দম্মেজ্জামী”তি অন্তনো নবক-ভাবং দম্মেন্তো আহ—“অহং খো আবুসো নবো, অচিরপব্বজিতো, অধুনাগতো ইমং ধম্মবিনয়ং, ন তাবাহং সন্ধিআমি বিথারেন ধম্মং দেসেতুং”তি । পরিব্রাজকো—“অহং উপতিজ্জো নাম, ত্বং বথা-সন্তিয়া অল্পং বা বহুং বা বদতু, এতং নয়সতেন নয়সহস্সেন পাটিবিজ্জিতুং ময়হং ভারো”তি চিস্তেহা আহ—

ইন্দ্রিয় সমূহ প্রসন্ন, প্রতিকৃতি (ছবিবর্ণ) পরিত্ত্ব, উজ্জল ; আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন ? আপনার শাস্তা কে ? কার ধর্ম্মে আপনি অভিকৃতি সম্পন্ন ?”

১৫ । স্থবির চিন্তা করিলেন—“এ সকল পরিব্রাজক শাসনের প্রাতি-পক্কভূত, ইহাকে শাসনের গম্ভীরতা প্রদর্শন করিব ।” এই সকল করিয়া নিজেই নবীনত্ব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“বহু, আমি নবীন, প্রব্রজিত হইয়াছি বেশীদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্ম্ম-বিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার ধর্ম্ম দেশনা করিতে আমি পারিব না ।”

পরিব্রাজক বলিলেন—“আমার নাম উপতিজ্জ, আপনি যথা শক্তি অল্প হউক বা বহু হউক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহস্র প্রকারে বিশ্লে-ষণ করিয়া বৃক্খিবার তার আমার উপর ।” এই ভাবে চিন্তা করিয়া গাথাই কহিলেন—

“অগ্নং বা বহুং বা ভাসন্তু অথগ্ৰেব মে ক্রুহি,
অথেনেব মে অথো কিং কাহসি ব্যঞ্জনং বহুং”তি ।

১৫ । এবং বুভে থেরো “যে ধম্মা হেতুপ্রভবা”তি গাথং আহ ।
পরিব্রাজকো পঠমপদদ্বয়মেব স্তুত্বা সহজনয়সম্পন্নে সোতাপত্তি কলে
পতিট্টাহি, ইতরং পদদ্বয়ং সোতাপন্ন কালে নিট্টাপেসি । সোপি
সোতাপন্নো হস্তা উপরিবিসেসে অগ্নবত্তন্তে “ভবিষ্যতি এত্থ
কারুণং”তি সন্নক্কেহা থেরং আহ—“ভন্তে, মা উপরি ধম্মদেশনং
বডয়সিণ্ণং, এত্তকনেব হোতু, কুহিং অমহাকং সথা বসতী”তি ?

“বেলুবনে আবুসো”তি ।

“তেন হি ভন্তে, তুমেহ পুরতো যাথ, ময়হুং একো সহায়কো

“অগ্ন বা বহু বা কহ, অর্থ কহ আমারে

অর্থে মোর প্রয়োজন, বর্ণ বহু কি করে ?”

১৫ । তিনি ইহা বলিলে স্থবির “যে ধম্মা হেতুপ্রভব” ইত্যাদি গাথা
কহিলেন । পরিব্রাজক প্রথম পদদ্বয় শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সম্পন্ন সোতাপত্তি
কলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; অপর পদদ্বয় তাঁহার সোতাপত্তি কালে সমাপ্ত
হইল । তিনি সোতাপন্ন হইয়া উত্তরিতর মার্গ-কলাদির অপ্রাপ্তে চিন্তা
করিলেন—“ইহার কোন কারণ থাকিবে” এই চিন্তা করিয়া স্থবিরকে
কহিলেন—“ভন্তে, এত দূরই হোক, এর অধিক ধম্মদেশন বাড়াইবেন
না ; আমাদের শাস্তা কোথায় বাস করেন ?”

“বেলুবনে আবুস ।”

“তবে ভন্তে, আপনি আগে যান, আমার একজন ধম্মু আছেন,

অথি, অমেহহি চ অপ্রমপ্রং কতিকা কতা—‘ষো পঠমং অমতং অধি-
গচ্ছতি সো আরোচেতু’তি ; অহং তং পটিপ্রং মোচেত্বা মম
সহায়কং গহেত্বা তুমহাকং গতমগেনেব সথুসন্তিকং আগমিআমী’তি
পঞ্চপতিট্টিতেন থেরজ পাদেসু নিপতিত্বা তিস্কন্তুং পদক্ষিণং কদ্বা
থেরং উয়্যোজেত্বা পরিব্রাজকারামাভিমুখে অগমাসি ।

১৬। কোলিতপরিব্রাজকো তং দূরতোবাগচ্ছন্তং দিস্বা “অজ্জ
ময়ুহং সহায়কজ মুখবল্লো ন অপ্রদিবসেসু বিয়, অজ্জা নেন অমতং
অধিগতং ভবিঅতী”তি অমতাধিগমং পুচ্ছি । সো পিঅ “আমাবুসো
অমতমধিগতং”তি পটিজানিত্বা তমেব গাথং অভাসি । গাথা
পরিয়োসানে কোলিতো সোতাপত্তিকলে পতিট্টহিত্বা আহ—
“কুহিং কির সন্ম অমহাকং সথা বসতী”তি ? “বেলুবনে কির
সন্ম, এবং নো আচরিয়েন অস্সজিথেরেন কথিতং”তি ।

আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে—‘যে প্রথমে অমৃত পায় সে অপরকে
বলিবে ।’ আমি দেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লইয়া
আপনার গমন পথেই শাস্তার নিকট আসিব ।” ইহা বলিয়া স্থবিরের
পাদমূলে নিপতিত হওত পঞ্চাজ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন
এবং স্থবিরকে বিদায় দিয়া পরিব্রাজকারাম অভিমুখে গমন করিলেন ।

১৬। কোলিত পরিব্রাজক তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে
মনে কহিলেন—“আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অজ দিবসের ত্রায় নহে,
নিশ্চয়ই ইনি অমৃত পাইয়া থাকিবেন ।” তিনি তাঁহাকে অমৃত প্রাপ্তির
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও “ইহা আবুদ, অমৃত পাইয়াছি ।”
বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন । গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে
কোলিত সোতাপত্তি কলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“সৌম্য, আমাদের
শাস্তা কোথায় বাস করিতেছেন ?” “বেণুবনেই সৌম্য, আমাদের আচার্য্য
অস্বজিৎ স্থবির এরূপ কহিলেন ।”

“তেন হি সম্ম আয়াম সথারং পজ্জিআমা”তি ।

১৭ । সারিপুত্তথেরো চ নামেস সদাপি আচরিয়পূজকোব, তস্মা সহায়কং এবমাহ— “সম্ম, অমেহহি অমতং অধিগতং অমহাকং আচরিয়স্স সঙ্কয়পরিব্বাজকস্সাপি কথেন্ণাম বুদ্ধমানো পটিবিজ্জিঅতি, অপটিবিজ্জন্তো অমহাকং সদহিত্তা সথুসন্তিকে গমিঅতি, বুদ্ধানং দেসনং স্তুত্বা মগ্গফলপটিবেথং করিঅতী”তি । ততো ষেপি জনা সঙ্কয়স্স সন্তিকং অগমংসু । সঙ্কয়ো তে দিস্সাব “কিং তাতা ! কোচি বো অমতমগ্গদেসকো লঙ্কো ?”তি পুচ্ছি ।

“আম আচরিয়, লঙ্কো । বুদ্ধো লোকে উগ্গমো, ধম্মো উগ্গমো, সজ্জো উগ্গমো, তুমেহ তুচ্ছে অসারে বিচরথ, এথ সথু সন্তিকং গমিআমা”তি ।

“গচ্ছথ তুমেহ অহং ন সস্সিআমী”তি ।

“তাহা হইলে সৌমা, চল যাই, শাস্ত্রাকে দেখিগে ।”

১৭ । এই সারিপুত্র স্ববির সর্বদা আচার্য্য পূজক ছিলেন, সেই ভক্ত বন্ধুকে এরূপ কহিলেন—“সৌমা, আমরা অমৃত পাইয়াছি, আমাদের আচার্য্য সঙ্কয় পরিব্রাজককেও বলিব, বুঝাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । না পারিলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার নিকট যাইবেন । বুদ্ধের দেশনা শুনিয়া মার্গফল লাভ করিবেন ।” তাহার পর দুই জনেই সঙ্কয়ের নিকট গমন করিলেন । সঙ্কয় তাহাদ্বিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বৎসগণ, কোন অমৃতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি ?”

“হঁা আচার্য্য, পাইয়াছি । জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছেন, সজ্জ উৎপন্ন হইয়াছেন । আপনি তুচ্ছ অসারে বিচরণ করিতেছেন ; আসুন, শাস্ত্রার নিকট যাই ।”

“তোমরা যাও, আমি যাইতে পারিব না ।”

“কিং কারণা”তি ?

“অহং মহাজ্ঞানজ্ঞ আচরিয়ো হত্বা বিচরিং, তজ্জ মে অন্তেষ্বাসি ভাবো চাটিয়া উদকনভাবগ্গতি বিয় হোতি, ন সন্ধিআমহং অন্তেষ্বাসিকবাসং বসিতুং”তি ।

১৮ । “মা এবং করিথ আচরিয়”তি ।

“হোতু তাতা, গচ্ছথ তুমহে, নাহং সন্ধিআমী”তি ।

“আচরিয়, লোকে বুদ্ধজ উগ্গলকালতো পট্টায় মহাজ্ঞনো গন্ধমালাদিহথো গন্তা তমেব পূজ্যজতি, ময়স্পি তণেব গমিআম তুমহে কিং করিঅথা”তি ?

“তাতা, কিমুখো ইমস্মিং লোকে দক্ষা বহু উদাহ পণ্ডিতা”তি ?

“দক্ষা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা নাম কতিপয়া এব হোন্তী”তি

“তেনহি তাতা, পণ্ডিতা পণ্ডিতসমগজ গোতমজ সন্তিকং গমি-

“কারণ কি ?”

“আমি বহুজনের আচার্যা হইয়া বিচরণ করিতেছি ; আমাকে তাঁহার শিষ্য হইতে যাওয়া ভালার হাঁড়িকড়ি হওয়ার আয় হয় । আমি শিষ্য ভাবে থাকিতে পারিব না ।”

১৮ । “আচার্য্য, এরূপ করিবেন না ।”

“থাক ! থাক ! বাচার্য্য ! তোমরা যাও. আমি পারিব না ।”

“আচার্য্য, সংসারে বুদ্ধোৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গন্ধমালাদি হস্তে ধাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিবে, আমরাও সেখানে যাঈব, আপনি কি করিবেন ?”

“প্রিয় বৎসগণ, এ সংসারে মূর্থ অধিক না পণ্ডিত অধিক ?”

“আচার্য্য, মূর্থই অধিক, পণ্ডিত কয়েক জন মাত্রই ।”

“তবে পণ্ডিতেয়া— পণ্ডিত-শ্রমণ গোতমের নিকট যাইবে ;

অস্তি, দক্ষা দক্ষ্য মম সন্তিকং আগমিঅন্তি, গচ্ছথ তুমেহ নাহং গমিআমী”তি ।

তে “পপ্রায়িঅথ তুমেহ আচরিয়া”তি পকমিংসু ।

১৯ । তেহ গচ্ছন্তেহু সঞ্জয়জ পরিসা ভিজ্জি । তস্মিং থণে আরামো তুচ্ছো অহোসি । সো তুচ্ছং আরামং দিস্বা উণহং লোহিতং ছড্‌ডেসি । তে হি পি সন্ধিং গচ্ছন্তেহু পঞ্চসু পরিব্রাজক-সতেহু সঞ্জয়্যানি অড্‌ডতেয়্যসতানি নিবত্তিংসু । তে অন্তনো অস্তে-বাসিকেহি অড্‌ডতেয়্যেহি পরিব্রাজকসতেহি সন্ধিং বেলুবনং অগমংসু । সথা চতুপরিস মচ্ছে নিসিন্নো ধম্মং দেসেস্ন্তো তে দূরতোব দিস্বা ভিক্ষু আমন্তেসি “এতে ভিক্ষবে, ধে সহায়কা আগচ্ছন্তি কোলিতো চ উপতিস্সো চ, এতং মে সাবকয়ুগং ভবিঅতি অগ্গং ভদ্রয়ুগং”তি ।

মূর্খেরা—মূর্খ আমার নিকট আসিবে । তোমরা যাও, আমি বাটব না ।”

“আচার্য্য, আপনি বুঝিবেন ।” এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়াগেলেন ।

২০ । তাঁহারা চলিয়া গেলে সঞ্জয়ের দল ভাঙ্গিয়া গেল । সেই ক্রণে আরাম শূন্য হইল । তিনি শূন্য আরাম দেখিয়া উত্তপ্ত রক্ত বমি করিলেন । তাঁহাদের সহিত যে পাঁচশত পরিব্রাজক বাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়ের নিজ শিষ্য আড়াই শত নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা নিজেদের আড়াই শত পরিব্রাজক শিষ্যের সহিত বেণুবনে গমন করিলেন । শাস্তা পরিষদ চতুষ্ঠয়ের মধ্যে আসীন থাকিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিবার সময় তাঁহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, কোলিত ও উপতিস্স নামক এই দুইজন বন্ধু আসিতেছে, ইহারা আমার শ্রাবক যুগল হইবে, শ্রেষ্ঠ, ভদ্র শ্রাবক যুগল ।”

২০। তে সথারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদিংসু, তে ভগবন্তং এতদ-
বোচুং—“লভেয়াম ময়ং ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পবজ্জং লভে-
য়াম উপসম্পদং”তি ।

“এথ ভিক্ষবো”তি ভগবা অবোচ—“স্বাক্ষাতো ধম্মো,
চরথ ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুস্কম্প অন্তকিরিয়ায়া”তি । সবে ইদ্ধি-
ময় পন্তচীবরধরা বজ্রসতিকথেরা বিয় অহেতুং ।

২১। অথ নেসং পরিসায় চরিতবসেন সথা ধম্মদেসনং বড্ঢেসি
ঠপেহা ধে অগ্গসাবকে অবসেসা অরহন্তং পাপুণিংসু । অগ্গসাবকানং
পন উপরি মগ্গন্তয়কিচ্চং ন নিট্ঠাসি । কিং কারণা ? সাবক-
পারমীঞাণম্ মহন্ততায় । অথায়স্মা মহামোগ্গল্লানো পবজ্জিত
দিবসতো সন্তমে দিবসে মগধরটে কল্লবাল্ গামকং উপনিআয়
বিহরন্তো থীনমিদ্ধে ওক্কমন্তে সগারা সংবেজিতো থীনমিদ্ধং বিনো-

২০। তাঁহারা ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করি-
লেন । তাঁহারা ভগবানকে এইরূপ বলিলেন—“ভন্তে, আমরা ভগবানের
সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিব ।”

“এস ভিক্ষুগণ,” বলিয়া ভগবান কহিলেন—“ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত,
তৎখের অন্ত করিবার জ্ঞাত সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর ।” ইহা
বলিতেই সকলে ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী শতবর্ষ স্থবিরের জ্ঞায় হইলেন ।

২১। অনন্তর তাঁহাদের পরিসদে শাস্তা শ্রোতাদের চরিতানুযায়ী
ধর্মদেশনা বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন । চই অগ্রশ্রাবক ব্যতীত আর
সকলে অর্হন্ত প্রাপ্ত হইলেন । অগ্রশ্রাবকদের উর্দ্ধতন মার্গত্রয়কৃত্য তখনও
শেষ হয় নাই । কারণ, শ্রাবক পারমী জ্ঞান মহত্তর । অনন্তর আয়ুস্থান
মহামৌদগল্যারণ প্রব্রজ্যার দিন হইতে সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যে কল্লবাড়-
গ্রামের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার কালে তাঁহাকে স্ত্যানমিদ্ধ আক্রমণ করিলে
শাস্তার দ্বারা সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ অপনোদন করিলেন ।

দেহা তথাগতেন দ্বিগ্নং ধাতুকর্ম্মট্টানং স্তৃণস্তোব উপরি মগ্গস্তয়-
কিচ্চং নির্ট্টাপেহা সাবকপারমীঞাণস্স মথকং পত্তো ।

২২ । সারিপুত্তথেরোপি পরিকল্পিতদিবসতো অর্দ্ধমাসং অতিক্রমিত্বা
সংখারা সঙ্ঘিঃ তমেব রাজগহং উপনিশ্রায় সুকরথতলেনে বিহরন্তো
অন্তনো ভাগিনেয়্যস্স দীঘনথ পরিরাজকস্স বেদনাপরিগ্গহন্তন্তে
দেসিয়মানে স্তান্তানুসারেন এণং পেসেহা পরস্স যজিতং ভন্তং
ভুঞ্জন্তো বিয় সাবকপারমীঞাণস্স মথকং পত্তো । ননু চায়স্সা
মহাপপ্ৰেণা ? অথ কস্সা মহামোগ্গল্লানতো চিরতরেন সাবকপারমী
এণং পাপুণীতি ? পরিকল্পমহন্তুভায়্য ।

২৩ । যথা হি দুগ্গতমনুজা যথ কথচি গন্তুকামা থিগ্গমেব
নিব্বমস্ন্তি, রাজ্জুনং পন হপিবাহনকল্পনাদি মহন্তং পরিকল্পাং

তাহার পর তথাগতের প্রদত্ত ধাতু-কর্ম্মস্থান শুনিতে শুনিতেই উদ্ধতন মার্গত্রয়
কৃত্য সমাপন করিয়া তিনি শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।

২২ । সারিপুত্র স্ববিরও প্রব্রজ্যা দিবস হইতে অর্দ্ধমাস অতিক্রম
করিয়া শান্তার সতিত সেই রাজগৃহের উপনিশ্রয়ে শুরুরক্ষত লেনে যখন
বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় দীঘনথ পরিরাজকে “বেদনা
পরিগ্রহ সূত্র” দেশনা করিবার সময় স্ত্রান্তানুসারী জ্ঞান বাড়াইয়া পরের
জন্ম বাড়ী-ভাত খাওয়ার ভ্রায় শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।
আয়ুজ্ঞান সারিপুত্র না মহাপ্রাজ্ঞ ? তবে কেন মহামৌদগল্যায়ণ হইতে
দীর্ঘতর কাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ? পরিকল্প-
মহন্তুহেতু ।

২৩ । যেমন দুর্গত মনুষ্যেরা কোথাও যাইতে হইলে শীঘ্র বাহির
হয়, রাজাকে কিন্তু হস্তী বাহনাদির সাজসজ্জা প্রভৃতি মহা আয়োজন

লক্ষ্য বটুতীতি, এবং সম্পদমিদং বেদিতব্যং । তং দিবসমেব পন সপা
বজ্জমানকচ্ছায়ায় বেলুবনে সাবক সন্নিপাতং কহা বিন্নং থেরানং
অগ্গসাবকট্টানং দত্তা পাতিমোক্ষং উদ্দিসি । ভিক্ষু উজ্জাষিংসু—“সপা
মুখোলোকনেন ভিক্ষং দেতি, অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন নাম পঠমং
পব্বজিতানং পঞ্চবগ্গিয়ানং দাতুং বটুতি, এতে অনোলোকেন্তেন ষসথের
-পমুখানং পঞ্চপল্লাসায় ভিক্ষুং দাতুং বটুতি, এতে অনোলোকেন্তেন
বসথেরপমুখানং পঞ্চপল্লাসায় ভিক্ষুং দাতুং বটুতি, এতে অনো-
লোকেন্তেন ভদ্রবগ্গিয়ানং, এতে অনোলোকেন্তেন উরুবেল কল্পপাদীনং
তেভাতিকানং দাতুং বটুতি : এতকে পহায় সব্বপচ্ছা পব্বজিতানং
অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন মুখং ওলোকেত্বা দিমং”তি বদিংসু । সপা “কিং
কথেথ ভিক্ষবে”তি পুচ্ছিত্বা ইদং নামাতি বৃত্তে “নাহং ভিক্ষবে, মুখং
ওলোকেত্বা ভিক্ষং দেমি, এতেসং পন অন্তনা অন্তনা পথিত পথিতমেব

করিতে হয়, ইহা তজপ জানিতে হইবে । শাস্তা সেই দিবসেই অপরাহ্নে
বেণুবনে শ্রাবকগণকে একত্রিত করিয়া স্থবিরদ্বয়কে অগ্রশ্রাবক পদ দিয়া
প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিলেন । ভিক্ষুরা কাণাবুঝা করিতে লাগিলেন—
“শাস্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই ভিক্ষা দেন ! অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পঞ্চ-
বগ্গীয়েরা আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তাঁহাদের দিতে হয়, তাঁহাদের দিয়া
বিবেচনা না করিলে ষশস্থবির প্রমুখ পঞ্চায় জন ভিক্ষুকে দিতে হয়,
তাঁহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্রবগ্গীয়দের, তাঁহাদিগকে না করিলে
উরুবেলা কল্প প্রমুখ ভ্রাতৃত্বয়কে দিতে হয় ; ইহাদিগকে বাদ দিয়া সর্ব-
শেষ প্রব্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে
হয় ।” শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বলিতেছ ভিক্ষুগণ ?” ভিক্ষুরা
তাঁহাদের অনুবোধের কথা বলিলে, শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, আমি
মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিই না, ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই

দেমি । অপ্রাকোণ্ডপ্রো হি একস্মিং সঙ্গে নববারে অগ্গসঙ্গ-
দানানি দেশো ন অগ্গসাবকট্টানং পথেহা অদাসি, অগ্গধম্মং
পৰ্ণ অরহন্তং সৰ্বপঠমং পটিবিজ্জিতুং পথেহা অদাসী”তি ।

“কদা ভগবা”তি ?

“সুগিঅথ ভিক্ষবে”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

২৪ । ভগবা অতীতং আহরি—“ভিক্ষবে, ইতো একনবুতি-
কল্পে বিপস্বী ভগবা লোকে উদপাদি তদা মহাকালো চুল-
কালোতি য়ে ভাতিকা কুটুম্বিকা মহন্তং সালিক্ষেত্তং বপাপেসুং ।
অথেকদিবসং চুলকালো সালিক্ষেত্তং গত্তা একং সালিগত্তং ফালেহা
খাদি, তং অতিমধুরং অহোসি । সো বুদ্ধপমুখজ্জ ভিক্ষুসঙ্গজ্জ

দিয়াছি । অর্হৎ কোণ্য এক ফসলের সময় নয়বার অগ্রশস্ত্র দান দিবার
সময় অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়া দেয় নাই, অগ্রধর্ম অর্হৎ সর্বপ্রথম
বুঝিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল ।”

“কখন ভগবান ?”

“ভুনিবে ভিক্ষুগণ ?”

“ই ভন্তে ।”

২৪ । ভগবান অতীতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন— “হে ভিক্ষু-
গণ, এখন হইতে একানন্সই কল্পে বিপস্বী ভগবান সংসারে উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । তখন মহাকাল আর চুলকাল নামে দুই ভাই
কুটুম্বিক মহা এক ধাত্তক্ষেত্র বপন করিয়াছিল । একদিন চুলকাল
ধাত্তক্ষেত্রে গিয়া একটা ধান-খোর চিরিয়া খাইল, তাহা খাইতে
খুব মিষ্টি লাগিল । তাহার ইচ্ছা হইল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে

সালিগবুদানং দাতুকামো হুয়া জেট্টকভাতিকং উপসংকমিত্বা
“ভাতিক, সালিগবুং ফালেহা বুদ্ধানং অমুচ্ছবিকং কণ্ঠা পচাপেহা
দানং দেমা”তি আহ।

“কিং বদেসি তাত, সালিগবুং ফালেহা দানং নাম নেব
অতীতে ভূতপুৰ্ব্বং, ন অনাগতে ভবিষ্যতি, মা সঙ্গং নাসয়ী”তি।
সো পুনশ্চুনং যাচিয়েব।

২৫। অথ নং ভাতা “তেন হি খেত্তং বে কোট্টাসে কহা
মম কোট্টাসং অনামসিত্বা অন্তনো খেত্তকোট্টাসে যং উচ্ছসি তং
করোহী”তি আহ। সো “সাধু”তি খেত্তং বিভজিত্বা বহু মনুষ্যে
হত্থকম্মং যাচিত্বা সালিগবুং ফালেহা নিরুদকে খীরে পচাপেহা সপ্পি-
মধুসম্মরাহি যোজেহা বুদ্ধপমুখস্স তিস্সু সজ্জস্স দানং দহা তন্তকিচ্চ
পরিয়োসানে “ইদং ভস্তু, মম অগাদানং অগাধম্মস্স সৰ্ব্বপঠমং

ধান-খোর দান করে। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া বলিল—“দাদা,
ধান-খোর চিরিয়া বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাইয়া দান দিব।”

“কি বলিতেছ ভাই, ধান-খোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ
কখনও দেয়নাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট করিওনা।” সে
বারবার দাবার মত চাহিল।

২৬। দাদা শেষকালে বলিল—“তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে ডুই
ভাগ করিয়া আমার ভাগ না ছুইয়া নিজের ভাগ যাহা ইচ্ছা তাহা
কর।” সে “উত্তম!” বলিয়া ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মজুর
ডাকিয়া আনিয়া ধান-খোর চিরিয়া জলছাড়া শুধু দুধ দিয়া পাক
করাইল। তাহাতে স্বত, মধু ও গুড় মিশাইয়া বুদ্ধকে আর
তিক্ষুসংঘকে দান দিল। ভোজন কার্য শেষ হইলে এই প্রার্থনা
করিল—“ভস্তু, আমার এই অগ্রদান আমার অগ্রধর্ম সর্বপ্রথম

পটীবোধায় সংবত্ততু”তি আহ।

২৬। স্থা “এবং হোতু”তি অনুমোদনং অকাসি। সো
পচ্ছা খেত্তং গম্বা ওলোকেষ্টো সকলক্ষেত্তে কৈল্লিকবন্ধেহি বিয়
সালিসীসেহি সঙ্কমং দিয়া পঞ্চবিধপীতিং পটিলভিয়া “লাভা বত
মেতি” চিন্তেহা পুথুককালে পুথুকগং নাম অদাসি, গামবাসীহি
সন্ধিং অগাসঙ্গদানং নাম অদাসি, দায়নে দায়গং, বেণিকরণে
বেণগং, কলাপাদীমু কলাপগং, খল্গং, খল্ভগুগং, কোট্টগান্তি
এবং একসম্মে নববারে অগদানং অদাসি। তজ্জ নববারে গহিত
গহিতর্টানং পরিপূরি। সম্ম অতিরেকং উট্টানসম্পন্নং অহোসি।
ধম্মোহি নামেস অন্তানং রক্ষন্তুং রক্ষতি। তেনাহ ভগবা—

জাত হইবার কারণ হউক।”

২৬। শাস্তা— “এইরূপই হউক” বলিয়া অনুমোদন করিলেন।
পরে সে ক্ষেত্রে গিয়া দেখে কুণ্ডলী রুত হইয়া ধানের শীষ সারাক্ষত
চাইয়া বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পঞ্চ প্রীতি * লাভ করিয়া
চিন্তা করিল— “অহো, আমার কি লাভ!” সে তাহার ভাগ্যের
বিষয় চিন্তা করিয়া পৃথুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পৃথুকাগ্রদান
দিল, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নবান্ন দান করিল, ধান কাটিবার সময়
দায়নাগ্রদান, আঁটি বাঁধিবার সময় বেণী-অগ্রদান, ‘পালা মারিবার’
সময় কলাপাগ্রদান, মাড়াইবার সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়া খোলায়
নিয়া খলভগুগ্রদান ও গোলায় তুলিবার সময় কোষ্ঠাগ্রদান এইরূপে এক
ফসলে নয়বার অগ্রদান দিয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান
পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শশু অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মকে যে
রক্ষা করে ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে। তজ্জ ভগবান বলিয়াছেন—

* কুজিকা, কণিকা, অবক্রান্তিকা, উচ্ছোভলিকা ও ক্ষুরণাপ্রীতি।

“ধম্মো হবে রক্ষতি ধম্মচারিং,
 ধম্মো স্তুচিণ্ণো স্তুখমাবহাতি ,
 এমানিসংসো ধম্মে স্তুচিণ্ণে,
 ন দুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী”তি ।”

২৭ । এবমেষ বিপস্বী সম্মাসম্বুদ্ধকালে অগাধম্মং পঠমং পটিবিক্কিতুং পথেন্তো নববারে অগাদানানি অদাসি। ইতো সতসহস্র-কল্পমথকে পন হংসবতী নগরে পহুমত্তর বুদ্ধকালেপি সত্তাহং মহা-দানং দত্ত্বা তস্ম ভগবতো পাদমূলে নিপজ্জিহ্বা অগাধম্মজ পঠমং পটিবিক্কনথমেব পথনং ঠপেসি। ইতি ইমিনা পথিতমেব ময়া দিন্নং নাহং মুখং ওলোকেহ্বা দম্মী”তি ।

২৮ । “যসকুলপুস্তপমুখা পঞ্চপঞ্ণো সজ্জনা কিং কস্ম্য করিংসু ভন্তে”তি ?

“ধম্মে রক্ষে যেবা ধম্ম করে আচরণ,
 ধম্ম-চারী যথা স্তুখে করে বিচরণ ।
 ধম্ম-চারী দুর্গতিতে কখন না যায়,
 ধম্মাচরণে একল জানিও সবার ॥”

২৭ । এরূপে সে বিপস্বী সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে অগ্রধম্ম প্রথম বুঝিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া নয়বার অগ্রদান দিয়াছিল। এখন ইহাতে শতসহস্র কল্প পূর্বে হংসবতী নগরে পহুমত্তর বুদ্ধের সময়েও সত্তাহকাল মহাদান দিয়া সেই ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া অগ্রধম্ম প্রথম বুঝিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল। কাজেই তাহার প্রার্থিত বস্তুই তাহাকে দিয়াছি, মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

২৮ । “যশ প্রমুখ পঞ্চান জন ভিক্কু কি কস্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“এতেপি একম বুদ্ধম সন্তিকে অরহন্তং পথেস্তা বহুং
পুণ্ড্রকম্মং কত্তা অপরভাগে অনুগম্মে বুদ্ধে সহায়ক। হত্বা বগ্গ-
বন্ধনেন পুণ্ড্রানি কুরোস্তা অনাথমতসরীরানি পটিজ্জগাস্তা বিচরিস্সু ।
তে একদিবসং সগত্তং ইথিং কালকত্তং দিস্সা “বাপেজ্জামা”তি
মুসানং হরিস্সু । এতেসু পঞ্চজনে “তুমেহ বাপেথা”তি মুসানে
ঠপেহা মেস। গামং পবিট্ঠা য়সদারকো তং সরীরং সুলেহি
বিদ্ধিত্বা পরিবন্তেহা পরিবন্তেহা বাপেস্তো অমুভসঞং পটিলতি ।
ইতরেসম্পি চতুমং জনানং “পম্মথ ভো ইমং সরীরং তথ তথ
বিদ্ধস্তচম্মং কবরগোরুপং বিয় অমুচিং দুগ্গন্ধং পটিকুলং”তি দম্মেসি ।
তেপি তথ অমুভসঞং পটিলভিস্সু তে পঞ্চপি জনা গামং গত্ত্বা
মেস সহায়কানং কথয়িস্সু । বসো পন দারকো গেহং গত্ত্বা

“তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য
কর্ম করিয়াছিল। এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে সকলে বদ্ধ হইয়া জন্মিয়া-
ছিল এবং তাহারা দল বাধিয়া নিরাশ্রয় লোকের শবদাহনাদি পুণ্য কাজে
লাগিয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এক গভিনী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে
দেখিয়া দাহ করিবার জন্ত শ্মশানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে
পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্ত শ্মশানে রাখিয়া বাকী সব গ্রামে চলিয়া
গিয়াছিল। যশকুমার সেই মৃত শরীর শূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উন্টাইয়া
পান্টাইয়া পোড়াইবার সময় ‘অমুভ সংজ্জা’ লাভ করিল। অপর চারিজনকেও
সে “দেথ গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত চর্ম্ম হইয়া চিত্র-বিচিত্র
গরুর ছায়া হইয়াছে; দেখ, কি দুর্গন্ধ! কি অশুচি! কি প্রতিকূল”
ইত্যাদি বলিয়া দেখাইল। তাহারাও তাহাতে অমুভ-সংজ্জা লাভ করিল।
তাহারা পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অন্যান্য বদ্ধগণকে বলিল। যশকুমার ঘরে গিয়া

মাতাপিতৃমঞ্চ ভরিয়ায় চ কথেসি । তে সৰ্ব্বোপি অশুভং ভাব-
য়িস্থ । ইদমেতেসং পূৰ্বকস্ম্যং । তেনেব যসন্ন ইথাগারে স্তান-
সপ্রা উল্লঙ্ঘি । তায় চ উপনিষয় সম্পত্তিয়া সৰ্ব্বেসং বিসেসাধি-
গমো নিব্বত্তি । এবং ইমেপি অন্তনা পথিতমেব লভিস্থ, নাহং
মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি ।

২৯ । “ভদ্রবগিয় সহায়কা পন কিং কস্ম্য করিস্থ ভন্তে”তি ?

“এতেপি পূৰ্ববুজ্ঞানং সন্তিকে অরহতং পথেহা পুণ্যানি
কহা অপরভাগে অনুম্নয়ে বুদ্ধে তিসমুত্তা হহা তুণ্ডিলোবাদং স্তহা
সট্ঠিবস্স সহস্সানি পঞ্চসীলানি রক্ষিস্থ । এবং ইমেপি অন্তনা
পথিতমেব লভিস্থ, নাহং মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি ।

৩০ । “উরুবেলকল্পপাদয়ো পন ভন্তে কিং করিস্থ”তি ?

পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে বলিল । তাহারা সকলেই অশুভ ভাবনা
ভাবিয়াছিল । এই হইল তাহাদের পূৰ্বকস্ম্যং । সেই জন্যই স্ত্রী-আগারে
যশের শ্মশান জ্ঞান হইয়াছিল । সেই উপনিষদের সম্পত্তির বলে সকলের
অরহত লাভ হইয়াছে । এইরূপে ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই লাভ
করিয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিষ্ট নাই ।”

২৯ । “ভদ্রবগীয় বজুরা কি কস্ম্য করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“ইহারাও পূৰ্ব বুদ্ধগণের নিকট অরহত প্রার্থনা করিয়া পুণ্য কস্ম্য
করিয়াছিল ; পরে এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূৰ্বে ত্রিশজন ধৃত্ত (পাশা
খেলোয়ার) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুণ্ডিল মূনির উপদেশ শুনিয়া য়াটি
হাজার বৎসর পঞ্চশীল রক্ষা করিয়াছিল । কাজেই ইহারাও নিজেদের
প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিষ্ট নাই ।”

৩০ । “উরুবেল কল্প প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“তেপি অরহন্তমেব পথেন্না পুণ্ণানি করিংশু । ইতো হি ধে
নবুতিকল্পে তিঙ্গো ফল্লোতি ধে বুদ্ধো উল্লজ্জিংশু । ফল্ল বুদ্ধজ
মহিন্দো নাম রাজা পিতা অহোসি । তস্মিং পন সন্মোখিং পন্তে
রপ্পো কণিষ্ঠপুত্তো অগাসাবকো, পুরোহিতপুত্তো দুত্তিয়সাবকো
অহোসি । রাজা সখুসন্তিকং গন্তা “জ্যেষ্ঠপুত্তো মে বুদ্ধো, কণিষ্ঠ
পুত্তো অগাসাবকো, পুরোহিতপুত্তো দুত্তিয়সাবকো”তি তে
ওলোকেহা “মমেব বুদ্ধো, মমেব ধম্মো, মমেব সজ্জো”তি “নমো
তজ্জ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধজ্জা”তি তিস্বত্তুং উদানং উদা-
নেহা সখুপাদমুলে নিপজ্জিহা “ভন্তে, ইদানি মে নবুতিবজ্জসহজ
পরিমাণজ্জ আয়ুনো কোটিয়ং নিসীদিহা নিদ্দায়নকালো বিয় ;
অপ্পেসং গেহদ্বারং অগন্তা যাবাহং জীবামি তাব মে চত্তারো পচ্চয়ে

“তাহারাও অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য কাজ করিয়াছিল । এখন
হইতে বিরানকই কল্প পূর্বে তিষ্য ও ফল্ল নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন
ফল্ল বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেন্দ্র নামে এক রাজা । তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত
হইলে রাজার ছোট ভেলে হইল অগ্রপ্রাবক, পুরোহিতের ছেলে হইল
দ্বিতীয় প্রাবক । রাজা শান্তার নিকট যাইয়া চিন্তা করিল—“আমার জ্যেষ্ঠ
পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রপ্রাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় প্রাবক,” এই
চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া “বুদ্ধ আমারই, ধর্ম আমারই,
সংঘ আমারই” এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনবার উদান স্বরে “সেই ভগবান,
অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার” বলিয়া শান্তার পায়ে পড়িয়া কহিল—
“ভন্তে, এখন আমার নকই হাজার বৎসর আয়ুকালের প্রাপ্ত সীমায় বসিয়া
নিদ্রা যাওয়ার সময়ের মতই হইয়াছে ; যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন
অস্ত্রের গৃহ দ্বারে না যাইয়া আমার গৃহেই আপনার খাওয়া পরাদি চারি প্রত্যাহেব

অধিবাসেখা”তি পটিপ্রঃ গহেহা নিবন্ধং বুদ্ধপুট্টানং করোতি।

৩১। রঞ্জেণ পন অপরেপি তয়ো পুত্তা অহেন্তং। তেন্ন জেট্ঠঙ্গ পঞ্চয়োধসতানি পরিবারা, মজ্জিমঙ্গ তীনি, কণ্ঠিট্ঠঙ্গ ছে। তে “ময়ম্পি ভাতিকং ভোজেন্নামা”তি পিতরং ওকাসং ষাচিহা অলভমানা পুনপ্পুনং ষাচন্তাপি অলভিত্বা পচ্চন্তে কুপিতে তঙ্গ বৃপসমনথায় পেসিতা পচ্চন্তং বৃপসমেহা পিতুসন্তিকং আগমিংসু। অথ তে পিতা আলিঙ্গিত্বা সীসে চুম্বিত্বা “বরং বো তাতা! দম্মী”তি আহ। তে “সাধু দেবা”তি বরং গহিতকং কত্বা পুন কতিপাহচ্চয়েন পিতরা “গণহথ তাতা, বরং”তি বুত্তে—

“দেব, অমহাকং অঞ্চেণ কেনচি অথো নথি, ইতো পট্টায়

ব্যবস্থা হইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বুদ্ধ রাজি হইলে তিনি নিতাই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন।

৩১। রাজার আরও তিন ছেলে ছিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাঁচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত করিয়া যোদ্ধা পরিজন ছিল। তাহাদেরও ইচ্ছা হইল দাড়াকে ভোজন করাইবে। পিতার নিকট গিয়া অনুমতি চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না। বারবার চাহিয়াও পাইল না। এমন সময় সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি হইল। শান্তি স্থাপনের জন্ত তাহারা প্রেরিত হইল। সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। পিতা পুত্রদের আলিঙ্গন করত শির চুম্বন করিয়া বলিলেন—“বৎসগণ, তোমাদের বর দিব।” তাহারা “সাধু দেব,” বলিয়া বর নিতে রাজি হইল। আর কিছু দিন পরে পিতা ছেলেদের বলিলেন—“বাবা, বর নাও।”

তাহারা বলিল—“দেব, আমাদের অস্ত কিছুত দরকার নাই, এই হইতে

বগ্নো]

অগ্গসাবক-বথ

ময়ং ভাতিকং ভোজেন্নাম, ইমং নো বরং দেহী”তি আহংসু।

“ন দেমি ভাতা”তি।

“নিচ্চকালং অদেস্তু সন্তসংবচ্ছরানি দেথা”তি।

“ন দেমি ভাতা”তি।

“ভেনহি ছ, পঞ্চ, চত্তারি, তীণি, বে, একং সংবচ্ছরং, সন্ত মাসে, ছমাসে, পঞ্চ মাসে, চত্তারো মাসে, তয়ো মাসে দেথা”তি।

“ন দেমি ভাতা”তি।

“হোতু দেব, একেকস্স নো একেকং মাসং কত্তা তয়ো-মাসে দেথা”তি।

“সাধু ভাতা, ভেনহি তয়ো মাসে ভোজেন্না”তি।

৩২। তেসং পন তিগ্গম্পি একোব কোট্টাগারিকো, একো আয়ুভকো, তত্ত্ব দ্বাদস নত্ততং পুরিসপরিবারো। তে তে পক্কোসাপেত্তা

আমরা দাদাকে ভোজন করাইব, আমাদিগকে এই বর দিন।”

“না বাবা, তাহা দিব না।”

“বরাবরের জন্ত না দেন ত সাত বছরের জন্ত দিন।”

“না বাবা, দেব না।”

“তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাতমাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাসের জন্ত দিন।”

“না বাবা, দেব না।”

“তবে বাবা, আমাদের এক এক জনকে এক এক মাস করিয়া তিন মাস দিন।”

“আচ্ছা বাবা, তাহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও।”

৩২। তাহাদের তিন জনেরই এক ভাগ্যগারিক, এক কোষাধ্যক্ষ এবং দ্বাদশ অব্যুত পরিষদ। তাহারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিল—

“ময়ং ইমং তেমাংসং দসসীলানি গহেহ্বা কাসায়ানি নিবাসেহ্বা সথারা সহবাসং বসিঙ্গাম । তুমেহ এন্তকং নাম দানবট্টং গহেহ্বা দেবসিকং নবুতি সহজ্ঞানং ভিক্ষুং যোধসহজ্ঞ চ নো সৰ্বং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং সংবভেয়্যাথ । ময়ং হি ইতো পট্টায় ন কিঞ্চি বঙ্খামা”তি বদিংসু । তে তয়োপি জনা পরিবারক পুরিস সহজং গহেহ্বা দসসীলানি সমাদায় কাসাবনিবথা বিহারে য়েব বসিংসু ।

৩৩ । কোট্টাগারিকো চ আয়ুত্তকো চ একতো হুহা তিগ্নং ভাতিকানং কোট্টাগারেহি বারেন বারেন দানবট্টং গহেহ্বা দানং দেন্তি । কস্মকরানং পন পুত্তা যাণ্ডভত্তাদীনং পন অথায় রোদন্তি, তে তেসং ভিক্ষুসুজ্জে অনাগতেয়েব যাণ্ডভত্তাদীনি দেন্তি । ভিক্ষুসুজ্জ জন্তকিচ্চাবসানে কিঞ্চি অতিরেকং ন ভুতপুৰং । তে অপৰভাগে “দারকানং দেমা”তি অন্তনাপি গহেহ্বা খদিংসু ।

“আমরা এই তিন মাস দশলীল নিয়া, কাষার বস্ত্র পরিয়া শান্তার সঙ্গে থাকিব । তোমরা এ পরিমাণ দানসামগ্রী নিয়া নব্বইহাজার ভিক্ষুর ও হাজার বোদ্ধার খাণ্ড-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর । আমরা ইহার পর আর কিছু বলিব না ।” তাহার তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশলীল গ্রহণ করিয়া, কাষারবস্ত্র পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল ।

৩৩ । ভাণ্ডারাত্মক ও কোষাত্মক একত্র হইয়া তিন ভ্রাতার ভাণ্ডাগার হইতে বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল । কার্য্য কারকদের ছেলেরা যাণ্ড-ভাতাদির জন্ত রোদন করিত ; তাহার ভিক্ষুসংঘ না আসিতেই তাহাদের খাণ্ডরাইয়া দিত । ভিক্ষুসংঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত না । পরে পরে তাহার ছেলেরের দিতে গিয়া নিজেরা নিয়া খাইতে লাগিল ।

মনুপ্রাণ আহারং দিম্বা অধিবাসেভুং নাসন্ধিংসু । তে পন চতুরাসীতি সহস্রা অহেংসুং । তে সজ্জন্ম দিম্বদানবটুং খাদিত্বা কায়জ্ঞ ভেদা পরম্মরণা পেত্তিবিসয়ে নিব্বত্তিংসু ।

৩৪ । তেভাতিকা পন পুরিসসহস্রেন সন্ধিং কালং কহ্না দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা দেবলোকা দেবলোকং সংসরন্তা ধ্বনবুতি কল্পে খেপেংসুং । এবং তে তম্ময়া ভাতরো অরহন্তং পথেন্তা তদা কল্যাণ কন্মং করিংসু । তে অন্তনাং পথিতমেব লভিংসু, নাহং মুখং ওলোকেহ্বা দম্মী”তি । তদা পন তেসং আযুত্তকো বিম্বিসারো অহোসি, কোট্টাগারিকো বিসাখো উপাসকো, তম্মো রাজকুমারা তম্মো জটিল অহেংসুং । তেসং কন্মকরা তদা পেতেসু নিব্বত্তিত্বা স্নগতি দুগ্গতিবসেন সংসরন্তা ইমস্মিং কল্পে চত্তারি বুদ্ধান্তরানি পেতলোকেয়েব নিব্বত্তিংসু ।

ভাল ভাল আহার দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না । তাহারা সংখ্যায় চুরাশী হাজার । তাহারা সংঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়া মৃত্যুর পর প্রেতলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৩৪ । তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী সহস্রের সহিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল । তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে সঞ্চরণ করিতে করিতে বিরানব্বই কল্প ক্ষেপণ করিল । এইরূপে তাহারা তিন ভাই অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণ কন্ম করিয়াছিল । তাহারা নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই । তখন তাহাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিম্বিসার, ভাণ্ডাগারিক বিশাখ উপাসক, তিন রাজকুমার ছিলেন তিন জটিল । তাহাদের কর্মচারীরা তখন প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া স্নগতি দুর্গতি অনুসারে সঞ্চরণ করিয়া এই কল্পে চারি বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল ।

৩৫ । তে ইমস্মিং কল্পে সৰ্বপঠমঃ উপ্পন্নঃ চত্তালীসসহস্রায়ুকং ককুসন্ধং ভগবন্তং উপসংকমিত্বা “অমহাকং আহারং লভনকালং আচিক্খথা”তি পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পচ্ছতো মহাপঠবিয়া যোজনমন্তং অভিরুল্লহায় কোণাগমনবুদ্ধো নাম উপ্পজ্জিঅতি, তং পুচ্ছিয়াথা”তি আহ । তে তন্তকং কালং থেপেত্বা তস্মিং উপ্পন্নে তং পুচ্ছিংসু ।

সোপিচ— “মম তাব কালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহাপঠবিয়া যোজনমন্তং অভিরুল্লহায় কল্পপবুদ্ধো উপ্পজ্জিঅতি, তং পুচ্ছিয়াথাতি আহ । তেন বৃত্তকালং থেপেত্বা তস্মিং উপ্পন্নে তং পুচ্ছিংসু ।

সোপি— “মম তাবকালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহাপঠবিয়া যোজনমন্তং অভিরুল্লহায় গৌতমো নাম বুদ্ধো উপ্পজ্জিঅতি ।

৩৫ । তাহারা এই কল্পের সৰ্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন চল্লিশ হাজার বছর আয়ুক ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমাদের আহার লাভের সময় কবে বলুন।”

তিনি বলিয়াছিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবুদ্ধি হইবে, তখন কোণাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণাগমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবুদ্ধি হইবে তখন কল্পপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবুদ্ধি হইবে তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন।

তদা তুমহাকং ঐণাতকো বিম্বিসারো নাম রাজা ভবিম্ভতি, সো'সখু-
দানং দত্ত্বা তুমহাকং পত্তিং পাপেজ্জতি, তদা লভিঅথা"তি আহ।

৩৬। তেসং একং বুদ্ধস্তরং স্বে দিবসসদিসং অহোসি।
তে তথাগতে উল্লম্বে বিম্বিসাররঞা পঠমদিবসং দানে দিল্লম্বে পত্তিং
অলভিহা রত্তিভাগে ভেরবসদং কত্ত্বা রঞো অভানং দঅয়িংসু।
সো পুনদিবসে বেলুবনং আগত্ত্বা তথাগতন্ত তং পবত্তিং অরোচেসি।
সপ্পা— “মহারাজ, ইতো ধেনবৃত্তিকল্পমথকে ফুঅবুদ্ধকালে এতে
তব ঐণাতকা, ভিক্কু সংঘজ্জ দিম্মদানবট্টং খাদিহা পেতলোকে
নিব্বত্তিহা সংসরন্তা ককুসঙ্কাদয়ো বুদ্ধে পুচ্ছিহা তেহি ইদম্বিদম্ভ
বুত্তা এত্তকং কালং তব দানং পচ্চাসিংসমানা হীয়ে্যা তয়া
দানে দিল্লম্বে পত্তিং অলভমানা এবমকংসু”তি আহ।

তখন তোমাদের জ্ঞাতি বিম্বিসার নামক রাজা হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান
দিয়া পুণ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন। তখন তোমরা আহাৰ পাইবে।

৩৬। এক বুদ্ধান্তর তাহাদের পক্ষে আগামী কল্যের হইল।
তথাগত উৎপন্ন হইলে বিম্বিসার রাজা যখন প্রথম দিবস দান দিলেন,
সেই দিন পুণ্য প্রাপ্তি না হওয়ায় রাত্রিভাগে তাহারাই ভৈরব রব করিয়া
নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল। তিনি পরদিবস বেণুবনে আসিয়া
তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শাস্তা কহিলেন—“মহারাজ, এখন
হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে কুসবুদ্ধকালে ইহারাই আপনার জ্ঞাতি ছিল।
ভিক্কুসম্মের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-নামগ্রী খাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।
সেখানে সঞ্চরণ করিতে করিতে ককুসঙ্কাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া
তাহাদের মুখে এক্রপ এক্রপ শুনিয়া এককাল আপনার দান প্রত্যাশার
ছিল। গতকল্য আপনি দান দিলেও তাহাদের পুণ্যফল প্রাপ্তি না হওয়ায়
এইরূপ করিয়াছে।

“কিং পন ভন্তে, ইদানিপি দিমে লভিঅন্তী”তি ?

“আম মহারাজা”তি ।

৩৭ । রাজা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিমন্তেহা পুন দিবসে মহাদানং দত্ত্বা “ভন্তে, ইতো তেসং পেতানং দিবসপানং সম্পজ্জতু”তি পত্তিং অদাসি । তেসং তথৈব নিব্বত্তি । পুন দিবসে নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দম্বেসুং । রাজা— “অজ্জ ভন্তে, নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দম্বেসুং”তি পুচ্ছি ।

“বথানি তে ন দিমানি মহারাজা”তি ।

পুন দিবসে বুদ্ধপমুখস্ সঙ্ঘস্ চীবরানি দত্ত্বা “ইতো তেসং দিববথানি হোন্তু”তি পাপেসি । তং ঋণশ্রেণেব তেসং দিববথানি উল্লজ্জিংসু । পেতত্তভাবে বিজ্জহিত্বা দিববত্তভাবে সণ্ঠহিংসু ।

“ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি ?”

“হাঁ মহারাজ !”

৩৭ । রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্তণ করিয়া পরদিবস মহাদান দিয়া কহিলেন—“ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে সেই প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয় প্রাপ্ত হউক ।” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । তাহাদের সেইরূপই লাভ হইল । পরদিবস নগ্নাবস্থায় নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল । রাজা ভগবানের নিকট গিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আচ্ছ নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল ।”

“মহারাজ, আপনি বস্ত্র দেন নাই ।” পরদিবস বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে চীবর দান করিয়া কহিলেন—“ইহাতে তাহাদের দিব্য বস্ত্র লাভ হউক,” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । সেইক্ষণেই তাহাদের দিব্য বস্ত্র উপন্ন হইল । তাহারা প্রেতাস্থ্যভাব ত্যাগ করিয়া দিব্যাস্থ্যভাবে সংস্থিত হইল ।

সখা অনুমোদনং করোন্তো। “তিরোকুডেন্স তিট্টন্তী”তি আদিনা তিরোকুডানুমোদনং অকাসি। অনুমোদনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহজ্ঞানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি। ইতি সখা তেভাতিক-জটিলানং বথুং কথেন্না ইমম্পি ধম্মদেলনং আহরি।

৩৮। “অগ্নসাবকা পন ভন্তে, কিং করিংসু”তি ?

অগ্নসাবকভাবায় পথনং করিংসু। ইতো কল্পসতসহ-জাধিকল্প হি কল্পানং অসংখ্যেয়্যজ্জ মথকে সারিপুত্তো ব্রাহ্মণ মহাসালকুলে নিব্বত্তি। নামেন সরদমানবো নাম অহোসি। মোগল্লানো গহপতি মহাসারকুলে নিব্বত্তি। নামেন সিরিবজ্জ কুটুম্বিকো নাম অহোসি। তে উভোপি সহপংসুকীলায় সহায়কা অহেন্নং। তেন্নু সরদমানবো পিতুঅচ্চয়েন কুলসন্তকং মহাধনং পটিপজ্জিত্বা একদিবসং বহোগতো চিন্তেসি—“অহঃ

শাস্তা পুণ্যানুমোদন করিবার সময় “দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে” ইত্যাদি বাক্যে ‘তিরোকুড’ শব্দ কহিয়া অনুমোদন করিলেন। অনুমোদনাবসানে চুরাণী হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ হইল। শাস্তা জটিল ভ্রাতৃত্বের কাহিনী কহিয়া এই ধর্মদেশনাও (প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন।

৩৮। “ভন্তে, অগ্নসাবকেরা কি করিয়াছিলেন?”

“অগ্নসাবকত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল। এই হইতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাসাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল শরদ মানব। মৌদগল্যায়ন গৃহপতি মহাসাল কুলে, তাহার নাম হইয়াছিল শ্রীবর্দ্ধ কুটুম্বিক। তাহারা দুইজনে খেলাধুলার সাথী। তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্যুর পর বহু পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া একদিন নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিল—“আমি

ইধলোকভাবমেব জানামি নো পরলোকভাবং, জাতসন্তানং
চ মরণং নাম ধুবং । ময়া একং পববজ্জং পববজ্জিত্বা মোক্ষধম্ম-
গবেসনং কাতুং বটুতী”তি । সো সহায়কং উপদংকমিহা
আহ—“সম্ম সিরিবডক, অহং পববজ্জিত্বা মোক্ষধম্মং গবেসিঙ্গামি,
হং ময়া সন্ধিং পববজ্জিতুং সন্ধিঙ্গসি ন সন্ধিঙ্গসী”তি ?

ন সন্ধিঙ্গামি সম্ম, হং য়েব পববজ্জাহী”তি ।

৩৯ । সো চিস্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তো সহায়কে বা
ঞাতিমিত্তে বা গহেহা গতো নাম নথি; অন্তনা কতং অন্ত-
নোব হোতী”তি । ততো রতনকোটাগারং বিবরাপেহা কপণ-
দ্ধিক বণিক্কক যাচকানং মহাদানং দত্ত্বা পববতপাদং পবিসিত্বা
ইসিপববজ্জং পববজ্জি । তঙ্গ একো বে তয়োতি এবং অমু-
পববজ্জং পববজ্জিত্বা চতুসন্ততিসহজ্জমন্তা জটিল। অহেন্দ্ৰং ।

ইহভয়ের কথা জানি, পর ভয়ের কথা জানি না; যে সব প্রাণী জন্মগ্রহণ
করিয়াছে তাহাদের মরণ হ্রব । কোন রকমের প্রতজ্ঞা নিয়া আমার মোক্ষধর্ম
অন্বেষণ করাই শ্রেয়ঃ ।” সে সহায়কের কাছে গিয়া বলিল—“বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক,
আমি প্রতজ্ঞা নিয়া মোক্ষধর্মের অন্বেষণ করিব, তুমি আমার সঙ্গে
প্রতজ্ঞিত হইতে পারিবে কি-না ?”

“না বন্ধু, পারিব না; তুমিই প্রতজ্ঞিত হও ।”

৩৯ । শব্দ মানব চিন্তা করিল—“পরলোকে যাওয়ার সময় সহায়ক
বা জ্ঞাতি-মিত্র কাহাকেও কেহ নিয়া যায় না; নিজের কৃত কর্মই নিজের
হয় ।” তৎপর সে রত্ন কোবাগার খোলাইয়া দীন ভিখারীদিগকে বহুদান
দিয়া পরিত পাদমূলে গিয়া শ্রাবি প্রতজ্ঞা গ্রহণ করিল । অতঃপর একজন
দুইজন করিয়া প্রতজ্ঞা নিয়া চূয়াস্তর হাজার জটিল হইল ।

সো পঞ্চ অভিজ্ঞা অষ্টম সমাপত্তিয়ো নিকবন্তেহা তেষাং জটিলানং
কলিনপরিবক্ষ্যং আচিক্ষিৎ । তে সবেষ পঞ্চ অভিজ্ঞা অষ্টমসমাপত্তিয়ো
নিকবন্তেহুং ।

৪০ । তেন সময়েন অনোমদর্শী নাম বুদ্ধো লোকে উদপাদি ।
নগরং বন্ধুমতী নাম অহোসি, পিতা যসবন্তো নাম খন্ডিয়ো,
মাতা যসোপরী নাম দেবী, বোধি অজ্জুনরুক্ষে, নিসভো চ
অনোমো চ হে অগ্গসাবকো, বরুণো নাম উপট্টাকো, সুন্দরো চ সুমনা
চ হে অগ্গসাবিকা, আয়ু বজ্রসত্তসহজং অহোসি, সরীরং অষ্ট-
পপ্রাঙ্গসহস্রুবেবধং, সরীরম্ভতা দ্বাদসয়োজনং ফরি, ভিক্ষুসত্তসহজ-
পরিবারো অহোসি ।

সে পঞ্চ অভিজ্ঞা + ও অষ্ট সমাপত্তি * উৎপন্ন করিয়া সেই জটিলদের
‘কুৎসর পরিবক্ষ্য’ নামক ধ্যানাঙ্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিল । তাহার সকলে
পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিল ।

৪০ । সেই সময় অনোমদর্শী নামক বুদ্ধ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । বন্ধুমতী নগর তাঁহার জন্ম স্থান, যশোবন্ত নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার
পিতা, যশোধরাদেবী মাতা, অজ্জুন বৃক্ষ বোধিদ্রুম, নিসভ ও অনোম দুই
অগ্রশ্রাবক, বরুণ উপস্থাপক, সুন্দরো ও সুমনা দুই অগ্রশ্রাবিকা, আয়ুপ্রমাণ
ছিল লক্ষ বৎসর, শরীর ছিল আটান্ন হস্ত দীর্ঘ, শরীরের প্রভা দ্বাদশ
যোজন সুরিত হইত । শতসহস্র ভিক্ষু তাঁহার পরিজন ছিল ।

+ ঋদ্ধি বিধ জ্ঞান, দিবা শ্রোত্র জ্ঞান, পরচিত্ত বিজ্ঞান জ্ঞান, পূর্বনিবাসাহুযুক্তি
জ্ঞান ও দিবাচক্ষু জ্ঞান ।

* রূপাবচর (১) প্রথম ধ্যান, (২) দ্বিতীয় ধ্যান, (৩) তৃতীয় ধ্যান,
ও (৪) চতুর্থ ধ্যান এবং (১) আকাশ অনন্ত (২) বিজ্ঞান অনন্ত, (৩)
আকিঞ্চন আয়তন, (৪) না সংজ্ঞা না অসংজ্ঞা আয়তন এই চারি অরূপাবচর ধ্যান ।
চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান এই মোট অষ্টবিধ ধ্যানকে অষ্ট
সমাপত্তি বলে ।

৪১। সো একদিবসং পচ্চুসকালে মহাকরুণা সমাপত্তিতো
বুট্টায় লোকং ওলোকেষ্টো সরদ তাপসং দিম্বা “অজ্জ মযহং
সরদতাপসজ্জ সস্তিকং গতপচ্চয়েন ধম্মদেসনা চ মহতী ভবিম্মতি,
সো চ অগ্গসাবকট্টানং পথেম্মতি, তজ্জ সহায়কো সিরিবড্ঢক
সেট্ঠিকুটুম্বিকো দুতিয়সাবকট্টানং পথেম্মতি, দেসনাপরিয়োসানেব
চজ্জ পরিবারা চতুসন্ততিসহস্সা জটিলা অরহন্তং পাপুণিগ্গন্তি।
ময়া তথ গম্ভং বট্টতী”তি। অন্তনো পত্তচীবরং আদায় অশ্রং
কিঞ্চি অনামন্তেহা সীহো বিয় একচরো হুহা সরদতাপসজ্জ
অন্তেবাসিকেহু ফলাফলথায় গতেহু “বুদ্ধভাবং জানাতু”তি
অধিষ্ঠাহিহা পজ্জম্মজেব সরদতাপসজ্জ আকাসতো ওতরিহা পঠবিয়ং
পতিট্টাসি।

৪১। তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরুণাসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া
বুদ্ধ-চক্ষুতে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপসকে দেখিতে
পাইলেন। দেখিলেন—“অগ্গ আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মহাধর্ম
দেশনা হইবে, সে অগ্রশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক
কুটুম্বিক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার
অনুচর চুয়ান্তর হাজার জটিল অরহন্ত পাইবে। আমাকে তথায় যাইতে
হইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের পাত্র-চীবর নিধেন এবং অগ্গ আর
কাহাকেও না ডাকিয়া সিংহের ছায় একাকী চলিলেন। শরদ তাপসের
শিষ্যেরা ফল-মূল আহরণ করিতে গেলে “সে বুদ্ধভাব জানুক” এই অধিষ্ঠান
করিয়া শরদ তাপসের নয়ন পথবর্তী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে
দাঁড়াইলেন।

৪২। সরদতাপসো বুদ্ধানুভাবঞ্চৈব সরীরনিষ্কলিতঞ্চ দিম্বা
লক্ষণামন্তে সঙ্গমিত্বা ইমেহি লক্ষণেহি সমগ্নাগতো নাম অগার-
মন্তো বসন্তো রাজাহোতি চক্রবত্তি, পব্বজন্তো লোকে বিবত্তচ্ছদো
সব্বত্রু বুদ্ধো হোতি, অয়ং পুরিসো নিম্মংসয়ং বুদ্ধোতি জানিত্বা
পচ্ছুগ্গমনং কত্ত্বা পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দিহা আসনং পঞ্জাপেহা
অদাসি। নিসীদি ভগবাপঞ্জত্তাসনে। সরদ তাপসোপি অন্তনো
অনুচ্ছবিকং আসনং গহেহা একমন্তং নিসীদি।

৪৩। তস্মিং সময়ে চতুসত্ততিসহস্রা জটিল পণীতানি পণী-
তানি ওজবস্তানি ফলাফলানি গহেহা আচরিয়স্স সত্তিকং সম্পত্তা
বুদ্ধানং চেব আচরিয়স্স চ নিসিগ্গাসনং ওলোকেহা আহংসু—
“আচরিয় ময়ং ইমস্মিং লোকে তুমেহি মহন্ততরো নথীতি
বিচরাম, অয়ং পন পুরিসো তুমেহি মহন্ততরো মণ্ণে”তি!

৪২।। সরদ তাপস বুদ্ধানুভাব ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া লক্ষণ শাস্ত্রের
সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করিল—এমন লক্ষণ যাহার তিনি গৃহবাসে থাকিলে
চক্রবর্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে তৃষ্ণাকর করিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন,
এই পুরুষ নিশ্চয়ই বুদ্ধ, সংশয় নাই; ইহা জানিয়া প্রত্যাগমন করিল
এবং পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল। ভগবান তাহার দেওয়া
আসনে বসিলে, সরদ তাপস ও আপনার যোগ্য আসন নিয়া এক পাশে
বসিল।

৪৩।। সে সময়ে চূড়ান্তর হাজার জটিল সরস ওজ্জ্বল বিশিষ্ট কল-মূল
আহরণ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার বুদ্ধের ও আচার্য্যের
বসার আসন দেখিয়া বলিল—“আচার্য্য, আমরা মনে করিয়াছিলাম,
এই সংসারে আপনার চেয়ে বড় কেহই নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ আপ-
নার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়!”

“তাতা, কিং বন্ধেখ ? সাসপেন সন্ধিঃ অষ্টসট্টিয়োজনসত-
সহজুবোধং সিনেকং সমং কাভুং ইচ্ছথ ? সৰ্ব্বজ্ঞবুদ্ধেন সন্ধিঃ
মমং উপমং বা করিথ পুত্তকা”তি । অথ তে তাপসা “সচায়ং
পুরিসো ইত্তরসত্তো অতবিজ্ঞ ন অম্হাকং আচরিয়ো এবরুপং উপমং
আহরিত্তি, যাব মহা বতায়ং পুরিসো”তি, সৰ্ব্বব পাদেহু
নিপতিহা সিরসা বন্ধিঃসু ।

৪৪ । অথ তে আচরিয়ো আহ— “তাতা, অম্হাকং বুদ্ধানং
অনুচ্ছবিকো দেয়্যধম্মো নথি, সথা চ ভিক্ষাচারবেলায়ং ইধাগতো,
ময়ং যথাবলং দেয়্যধম্মং দম্মাম, তুম্হে যং যং পণীতং ফলাফলং তং
তং আহরথা”তি । আহর্যাপেহা হথে ধোবিহা সয়ং তথাগতজ পত্তে
পত্তিট্ঠাপেসি । সথারা ফলাফলং পটিগাহিতমত্তেয়েব দেবতা দিব্বোজং
পঙ্খিপিংসু । সো তাপসো উদকম্পি সয়মেব পরিজাবেহা অদাসি ।

“কি বলিতেছ বৎসগণ ! আটবট্টিগত যোজন উচ্চ সিনেকর সঙ্গে সরিষার
তুলনা করিতে ইচ্ছা কর ? বাছাগণ, সৰ্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপমা
করিও না ।” অতঃপর সেই তাপসেরা ভাবিল—“যদি এই লোকটি সামান্য
হইতেন আমাদের আচার্য্য এইরূপ উপমা সংগ্রহ করিতেন না ; ইনি
মহাপুরুষই হইবেন । তাহার। সকলে তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া
বন্দনা করিল ।

৪৫ । অতঃপর আচার্য্য তাহাঙ্গিকে বলিল—“বৎসগণ, বুদ্ধের যোগ্য
আমাদের দেয় কিছু নাই, শান্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আসিয়াছেন,
আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফল-ফুল আনিয়াছ তাহা
নিয়া আস ।” তাহা আনাইয়া হাত ধুইয়া নিজে তথাগতের
পাদে রাখিল । শান্তা ফল-ফুল প্রত্যাগ্ৰহণ করিবারাত্রই দেবতার
দ্বিয ওজ প্রক্ষেপ করিল । সে তাপস জলও নিজে ছাঁকিয়া দিল ।

সো উভো। ভত্কিচং কহা নিসিয়ে সথ্যি সবেৰ অন্তেবাসিকে পকোমিহা সথুসন্তিকে সারাণীয়কথং কথেন্তো মিলীদি। সথা“বে অগসাৰকা ভিক্সুসংঘেন সন্ধিং আগচ্ছতু”তি চিন্তেসি। তে সথু চিন্তং ঞ্জহা সতসহস্রখীগাসবপরিবারা আগত্বা সথারং বন্দিহা একমন্তং ঞ্চট্টংসু।

৪৫। ততো সরদতাপসো অন্তেবাসিকে আমন্তেসি—
“তাত্তা, বুদ্ধানং নিসিন্নাসনম্পি নীচং, সমগসতসহস্রানম্পি আসনং নথি, তুম্হেহি অজ্জ উলারং বুদ্ধসকারং কাতুং বট্টীতি। পবতপাদতো বগ্গকসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরথা”তি। কখন-
কালো পপকো বিয় হোতি, ইদ্ধিমতো পন ইদ্ধিবিসয়ো অচিন্তেয়োতি। মুহুন্তেনেব তে তাপসা বগ্গকসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরিহা বুদ্ধানং যোজনপ্পমাণং পুফ্ফানং পঞাপেহুং।

তৎপর শান্তা ভোজন সমাপন করিয়া বসিলে শিষ্যগণকে ডাকিয়া শান্তার নিকট বসিয়া স্মরণীয় (সারবান) কথা বলিতে লাগিল। শান্তা মনে মনে চিন্তা করিলেন—“অগ্রপ্রাবক ছয় ভিক্ষুসত্ত্ব সহ আহুক।” তাহারা শান্তার মনোভাব জানিয়া শতসহস্র খীগাসবে পরিবৃত হইয়া আসিয়া শান্তাকে বন্দনা করতঃ একপাশে দাঁড়াইল।

৪৫। অতঃপর শরদ তাপস শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিল—“বাবারা! বুদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহস্র শ্রমণদের বসিবার আসনও নাই, তোমাদের আজ জাঁকালো রকমের বুদ্ধপূজা করিতে হইবে। পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ ফুল নিয়া আস।” বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহা যেন বিলম্বই করা হইল, ঋদ্ধিমানদের ঋদ্ধির বিষয় অচিন্তনীয়। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাপসেরা সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পরাশি আনিয়া বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পান রচনা করিয়া দিল।

উভিন্নং অগ্গসাবকানং তিগাবুতং, সেসভিস্কুং অজ্জয়োজ্জনিকাদিভেদং,
সজ্জনবকস্স উসত্তমত্তং অহোসি। কথং একস্মিং অজ্জমপদে তাব
মহন্তানি আসনানি পঞত্তানীতি ন চিস্তেত্তব্বং, ইচ্ছিবিসয়ো হেস।

৪৬। এবং পঞত্তেন্ন আসনেস্স সন্নদতাপসো তথাগতস্স
পুরতো অজ্জলিং পগ্গয়্হ ঠিতো “ভস্সে, ময়্হং দীঘরত্তং হিতায়
সুখায় ইমং পুপ্পাসনং অভিরুয়হ্ণা”তি আহ। তেন বুদ্ধং :—

“নানাপুপ্পঞ্চ গন্ধঞ্চ সন্নিপাতেহা একতো,
পুপ্পাসনং পঞপেহা ইদং বচনমব্রুবি।

ইদং মে আসনং বীর পঞত্তং তবমুচ্ছবিং,
মম চিত্তং পসাদেন্তো নিসীদ পুপ্পাসনে।

অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের ত্রি-গব্যুতি * প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্দ্ধ যোজন হইতে
আরম্ভ করিয়া সজ্জনবকের উসত্ত : মাত্র পর্য্যন্ত আসন রচিত হইল।
এক আশ্রমে দেই মহা মহা আসন রচিত হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা
করিও না; এই সব ঋদ্ধির বিষয়।

৪৬। এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপস তথাগতের সম্মুখে
কৃতাজ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল—“ভস্সে, আমার চিরদিনের হিতের
ও সুখের জন্ত এই পুপ্পাসনে উঠিয়া বসুন।” তাই বলা হইয়াছে—

“নানা গন্ধ পুপ্প করি’ একস্থানে সমাবেশ,
পুপ্পাসন রচি এই বাক্য বলিল যোগেশ,

‘ওহে বীর! রচিয়াছি তবযোগ্য এ আসন,
পুপ্পাসনে বস মোর চিত্ত করি প্রসাদন।’

সত্তরস্তিন্দিবং বুদ্ধো নিসীদি পুক্ষ্ণমাসেনে,
মম চিত্তং পসাদেহা হাসয়িত্বা সদেবকে”তি ।

৪৭। এবং নিসিল্পে সথরি ধে অগ্গসাবকা সেসভিচ্ছু চ
অন্তনো অন্তনো পত্তাসনে নিসীদিংসু । সরদতাপসো মহন্তং
পুক্ষ্ণচ্ছত্তং গহেহা তথাগতস্ত মথকে ধারেত্তো অট্টাসি । সথা—
“জটিলানং অয়ং সকারো মহপ্পলো হোতু”তি নিরোধসমাপত্তিং
সমাপত্তি । সথু সমাপত্তিং সমাপন্নতাবং এত্তা ধে অগ্গসাবকাপি
সেসভিচ্ছুপি সমাপত্তিং সমাপত্তিঃসু । তথাগতো সত্তাহং নিরোধ-
সমাপত্তিং সমাপত্তিত্বা নিসিল্পে অন্তেবাসিকা ভিক্ষাচারকালে
সম্পত্তে বনমূলফলাফলং পরিভুঞ্জিত্বা সেসকালে বুদ্ধানং অঞ্জলিং
পগ্গায়হ তিট্ঠন্তি । সরদতাপসো পন ভিক্ষাচারস্পি অগত্তা পুক্ষ্ণ-
চ্ছত্তং ধারয়মানোব সত্তাহং পীতিসুথেন বীতিনামেসি ।

বুদ্ধ সপ্ত অহোরাত্র চিত্ত আমার তুমিয়া,
পুস্পাসনে বসেছিল নর-ধেবে উল্লাসিয়া ।”

৪৭। এইরূপে শান্তা বসিলে দুই অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন
আপন আসনে গিয়া বসিল । শরদ তাপস এক থানা বড় ফুলের ছাতা
তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । শান্তা—“জটিলদের
এই সংকার মহা ফল দায়ক হউক” এই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি
ধ্যানে মগ্ন হইলেন । শান্তা সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া দুই
অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল ! তথাগত সত্তাহ
নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরদের শিষেরা ভিক্ষার সময়
উপস্থিত হইলে বনের ফল মূল খাইয়া আর বাকী সময় বুদ্ধের সম্মুখে
কৃতাজলি হইয়া থাকিত । শরদ তাপস কিন্তু ভিক্ষায়ও না যাইয়া ফুলের
ছাতা ধরিয়াই সপ্তাহ প্রীতি-সুখে অতিবাহিত করিল ।

৪৮। সখা নিরোধা বুষ্ঠায় দক্ষিণপক্ষে নিসিঃ অগ্গসাবকঃ
 নিসভথেরং আমন্তেসি— “নিসভ, সঙ্কারকারকানং তাপসানং
 পুস্ফাসনানুমোদনং করোহী”তি । থেরো চকবত্তিরপ্পো সন্তিকা
 পটিলক্খ মহালাভো মহায়োধো বিয় তুট্টমানসো সাবকপারমীঞাণে
 ঠহা পুস্ফাসনানুমোদনং আরতি । তজ্জ দেসনাবসানে তুত্তিয়-
 সাবকঃ আমন্তেসি— “তুট্টি ভিক্ষু, ধম্মং দেসেহী”তি । অনোম-
 থেরো তেপিটকং বুদ্ধবচনং সম্মসিত্বা ধম্মং কথেসি । ধিম্মং
 সাবকানং দেসনায় একজাপি অভিসময়ো নাহোসি । অথ সখা
 অপরিমাণে বুদ্ধবিসয়ে ঠহা ধম্মদেসনং আরতি । দেসনাবসানে
 ঠপেহা সরদতাপসং সবেপি চতুসত্ততিসহজ জটিল। অরহত্তং
 পাপুণিংসু । সখা— “এথ ভিক্ষবে”তি ইথং পসারেসি ।

৪৮। শান্তা নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট
 অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— “নিসভ, সংকার-
 কারী তাপসদের পুস্ফাসন অনুমোদন কর ।” রাজচক্রবর্তী হইতে মহা-
 পুরুষার লাভী মহাবোধের তায় স্থবির সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রাবক পারমী-
 জ্ঞানে স্থিত হওতঃ পুস্ফাসন অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিল । তাহার
 দেশনা শেষ হইলে শান্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন— “ভিক্ষু,
 তুমিও ধর্মদেশনা কর ।” অনোম স্থবির ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিয়া
 ধর্ম ব্যাখ্যা করিল । শ্রাবকদ্বয়ের দেশনায় একজনেরও জ্ঞানোন্মেষ হইল
 না । অতঃপর শান্তা অপরিমাণ বুদ্ধ বিষয়ে স্থিত হইয়া ধর্ম দেশনা করিতে
 আরম্ভ করিলেন । দেশনা শেষ হইলে শরদ তাপস ছাড়া চুয়ান্ডর হাজার জট-
 লের সকলেই অর্হত্ত পাইল । “এস ভিক্ষুগণ !” বলিয়া শান্তা হাত বাড়াইলেন ।

তেসং তাবদেব কেসমজ্জুনি অন্তরুখায়িসু, অট্টপরিষ্কারা কায়ে পটিমুক্কা চ অহেসুং ।

৪৯। সরদতাপসো কস্মা অরহন্তং ন পণোতি ? বিস্মিত-
চিহ্নতা । তস্ম কির বুদ্ধানং দুত্তিয়াসনে নিসীদিহা সাবকপারমী
এগণে ঠহা ধম্মং দেসয়তো অগ্গসাবকস্ম ধম্মদেমনং সোতুং
আরদ্ধকালতো পট্টায় “অহো ! বতাহম্পি অনাগতে উল্লজ্জনকস্ম
বুদ্ধস্ম সাসনে ইমিনা সাবকেন পটিলঙ্ঘং ধুরং পটিলভেয়্যন্তি”
চিহ্নং উল্লজ্জি । সো ভেন পরিবিতকেন মগ্গফলপটিবেধং কাতুং
নাসম্মি । তথাগতং পন বন্দিহা সম্মুখে ঠহা আহ—“ভন্তে,
তুম্বাহকং অন্তরাসনে নিসিম্মো ভিক্ষু তুম্বাহকং সাসনে কো নাম
হোতী”তি ?

তখনই তাহাদের কেশ-শ্মশ্রু অন্তর্হিত হইল, অষ্ট পরিষ্কার * শরীরে
আসিয়া লাগিল ।

৪৯। শরদ তাপস কেন অর্হন্ত পাইল না ? তাহার মন বিক্লিষ্ট
হইয়াছিল বলিয়া । বুদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবকপারমী জ্ঞানে
স্থিত হইয়া অগ্রশ্রাবক যে ধর্ম দেশনা করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ভ
করিবার কাল হইতে তাহার মন হইল—“অহো ! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে
যে বুদ্ধ হইবেন তাহার শাসনে এই শ্রাবকের প্রাপ্ত ধূর পাইতাম !” সে
এই পরিবর্তকের জন্ত মার্গফল বৃদ্ধিতে পারে নাই । সে তথাগতকে
বন্দনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—“ভন্তে, আপনার নিকটবর্তী আসনে
ঐ যে ভিক্ষু বসিয়া আছেন. উনি আপনার শাসনে কে হন ?

* ত্রিচীবর [(১) একখানি সংঘাটি বা ছুই পাটা চীবর, (২) একখানি উত্তরা-
নঙ্গ বা গায়ের একপাটা চীবর, (৩) একখানি পরিধানের চীবর], (৪) ভিক্ষাপাত্র,
(৫) পুর বা ছুরি, (৬) সঁচু, (৭) কোনর বন্ধনী, (৮) জল ঢাঁকিবার বস্ত্র খণ্ড ।

“ময়া পবন্তিতঃ ধন্যচক্ৰং অনুপবন্তেষ্টো সোপি সাবক-
পারমী ঞ্জাণন্তো কোটিগন্তো সোল্লসপঞ্জা পটিবিজ্জিত্তা ঠিতো ময়হং
সাসনে অগ্গসাবকো নাম এসো”তি ।

“ভন্তে, য্বায়াং ময়া সত্তাহং পুস্কছত্তঃ ধারেস্তুেন সন্ধারো
কতো, অহং ইমজ্জ ফলেন অঞং সন্ধত্তং বা বুদ্ধত্তং বা ন
পথেমি, অনাগতে পন অয়ং নিস্ভথেরো বিয় একজ্জ বুদ্ধজ্জ
অগ্গসাবকো ভবেয়্যং”তি পথনং অকাসি ।

৫০ । সখা— “সমিচ্ছিঅতি মুখো ইমজ্জ . পুরিসজ্জ পথনা”তি
অনাগতংসঞাণং পেসেত্তা ওলোকেষ্টো কল্পসত্তসহস্রাধিকং একং
অসংখ্যেয়্যং অতিকমিত্তা সমিচ্ছনভাবঃ অদস । দিস্বা সরদ-
তাপসং আহ— “ন তে অয়ং পথনা মোঘা ভবিঅতি । অনাগতে
পন কল্পসত্তসহস্রাধিকং একং অসংখ্যেয়্যং অতিকমিত্তা গোতমো নাম

“সে আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অনু-
প্রবর্তক ও শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম সীমা প্রাপ্ত, ষোড়শ প্রজ্ঞা
তাহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে ।”

“ভন্তে, আমি যে সত্তাহ পুস্কছত্ত ধরিয়া সংকার করিয়াছি, আমি
ইহার ফলে ইন্দ্রজ বা ব্রহ্মজ কিছুই চাহি না, এই নিসভ স্থবিরের ত্রায়
ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের যেন অগ্রশ্রাবক হই ।” এই বলিয়া প্রার্থনা
করিল ।

৫০ । শান্তা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া “এই ব্যক্তির
প্রার্থনা সফল হইবে কি-না দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন— শত
সহস্র কল্পাধিক এক অসংখ্য অতিক্রমের পর সফল হইবে । তাহা
দেখিয়া শরদ তাপসকে কহিলেন— “তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে
না । ভবিষ্যতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গোতম নামে

বুদ্ধো লোকে উল্লজ্জিঅতি, তন্ম মাতা মহামায়্য নাম দেবী ভবিঅতি, পিতা শুদ্ধোদনো নাম রাজা ভবিঅতি, পুত্তো রাহুলো নাম, উপর্টাকো আনন্দো নাম, দুতিয়সাবকো মোগ্গল্লানো নাম, ত্বং পনন্ম অগ্গসাবকো ধম্মসেনাপতি সারিপুত্তো নাম ভবিঅতী”তি । এবং তাপসং ব্যাকরিয়া ধম্মকথং কথেষা ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবুত্তো আকাশং পচ্ছন্দি ।

৫১ । সরদতাপসোপি অস্ত্বেবাসিকথেরানং সন্তিকং গন্ত্বা সহায়কজ্জ সিন্নিবডক কুটুস্থিকজ্জ সাসনং পেসেসি— “ভস্কে, ময়্হং সহায়কজ্জ বদেথ, সহায়কেন তে সরদতাপসেন অনোমদজী বুদ্ধজ্জ পাদমূলে অনাগতে উল্লজ্জনকজ্জ গোতমবুদ্ধজ্জ সাসনে অগ্গসাবকট্ঠানং পথিতং, ত্বং দুতিয় সাবকট্ঠানং পথেহী”তি ।

এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন । তাঁহার মাতা হইবেন মহামায়্য নামী দেবী, পিতা হইবেন শুদ্ধোদন নামক রাজা, পুত্র হইবে রাহুল, সেবক আনন্দ নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক মহামোদ্গল্যায়ণ, তুমি তাঁহার ধর্ম্ম-সেনাপতি সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে ।” শান্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়া, ধর্ম্ম কথা বলার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন ।

৫১ । শরদ তাপসও শিষ্য হবিরদের নিকট গিয়া বদ্ধ শ্রীবর্দ্ধক কুটুস্থিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল—“ভস্কে, আপনারা আমার বদ্ধ শ্রীবর্দ্ধক কুটুস্থিককে বলুন যে—তোমার বদ্ধ শরদ তাপস ভবিষ্যদ্বুদ্ধ গোতমের শাননে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্ত অনোমদশী বুদ্ধের পাদ-মূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা কর ।”

এবং পন বহা থেরেহি পুরেত্তরমেব একপজ্জেন গত্তা সিরিবড্ঢকজ্জ নিবেসনদ্বারে অট্টাসি । সিরিবড্ঢকো— “চিরজ্জং বত মে অয়ে্যা আগত্তো”তি আসনে নিসীদাপেত্তা অন্তনো নীচতরে আসনে নিসিল্লো “অন্তেবাসিকপরিসা পন বো তন্তে, ন পঞায়ন্তী”তি পুচ্ছি ।

“আম সম্ম, অমহাকং অজমং অনোমদঙ্গীবুদ্ধো আগত্তো, ময়ং তজ্জ অন্তনো বলেন সন্ধারে অকরিমহ । সখা সবেসং ধম্মং দেসেসি । দেসনা পরিত্তোসানে ঠপেত্তা মং সেসা অরহত্তং পঞ্চাপকবজ্জিঃসু । অহং সখু অগ্গসাবকং নিসত্তথেরং দিম্বা অনাগতে উল্লজ্জনকজ্জ গোতমবুদ্ধজ্জ নাম সাসনে অগ্গসাবককট্টানং পথেসিং । তস্মি তজ্জ সাসনে দুতিয়সাবককট্টানং পথেহী”তি ।

“ময়হং বুদ্ধেহি সন্ধিং পরিচয়ে্যো নখি তন্তে”তি ।

এইরূপ বলিয়া পাশ কাটিয়া হুবিরদের আগে গিয়া শ্রীবর্দ্ধকের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল । শ্রীবর্দ্ধক “বহুদিন পরে আমার আর্ধ্য আসিয়াছেন” বলিয়া আসনে বসাইয়া স্বয়ং নীচতর আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তন্তে, আপনার শিক্ষা-দিগকে যে দেখা যাইতেছেন ?”

“হঁা বুদ্ধ, আমাদের আশ্রমে অনোমদঙ্গী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে আমাদের বখাশক্তি সংকার করিয়াছিলাম । শাস্তা সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন । দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে অর্হন্স পাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে । আমি শাস্তার অগ্রশ্রাবক নিসত্ত হুবিরকে দেখিয়া ভবিষ্যবুদ্ধ গোতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি । তুমিও তাঁহার শাসনে দ্বিতীয় শ্রাবক স্থান প্রার্থনা কর ।”

“বুদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই তন্তে !”

“বুদ্ধেহি সন্ধিং কথনং ময়ুহং ভারো হোতু, স্বং মহন্তঃ
অধিকারং সজেহী”তি ।

৫২। সিরিবডো তত্ত্ব বচনং স্তুত্বা অন্তনো নিবেসনদ্বারে
রাজ্ঞানেন অর্চকরীসমন্তঃ ঠানং সমতলং কারেত্বা বালিকং
ওকিরাপেত্বা লাজ্জপঞ্চমানি পুফ্ফানি বিকিরাপেত্বা নীলপ্লল্লরুদনং
মণ্ডপং কারেত্বা বুদ্ধাসনং পঞ্চারপেত্বা সেসভিক্ষুন্স্পি আসনানি
পটিয়াদেত্বা মহন্তঃ সকারসম্মানং সজেহা বুদ্ধানং নিমন্তুগথায়
সরদতাপসজ্ঞ সঞ্জং অদাসি । তাপসো বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসংঘং
গহেত্বা তত্ত্ব নিবেসনং অগমাসি । সিরিবডোপি পচ্ছুগ্গমনং
কত্বা তথাগতজ্ঞ হত্থতো পত্তং গহেত্বা মণ্ডপং পবেসেত্বা পঞ্চার-
সনেহু নিসিন্নজ্ঞ বুদ্ধপমুখজ্ঞ ভিক্ষুসজ্ঞজ্ঞ দক্ষিণোদকং দত্ত্বা
পণীতভোজনেন পরিবিসিত্বা ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে বুদ্ধপমুখং

“বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রহিল, তুমি সংকার
কার্যের বিপুল আয়োজন কর ।”

৫২। শ্রীবর্দ্ধ তাহার বচন শুনিয়া নিজের গৃহদ্বারে আট করীষ পরি-
মাণ স্থান সমতল করাইল, বালি ছড়াইয়া দিল, থৈ সহ পঞ্চপুষ্প ছড়াইয়া
দিল, নীল পদ্মে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল, বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত
অপর ভিক্ষুদেরও আসন দিয়া মহা সংকার-পূজা সাজাইল; তৎপর বুদ্ধকে
নিমন্ত্রণ করিবার জ্ঞ শরদ তাপসকে ইঙ্গিত করিল । তাপস বুদ্ধ প্রমুখ
ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল । শ্রীবর্দ্ধকও আগু-
বাড়াইয়া তথাগতের হাত হইতে পাত্র নিয়া তাঁহাকে মণ্ডপে নিয়া
গেল । বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ নির্দিষ্ট আসনে বসিলে তাঁহাদের দক্ষিণো-
দক দিয়া উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিল । ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধ প্রমুখ

ভিক্ষুসংঘং মহারহেহি বথেষি অচ্ছাদেহা—“ভস্বে, নায়ং আরস্তো
অগ্নমন্তকট্টানথায়, ইমিনাব নিয়ামেন সত্তাহং অনুকম্পং করোথা”তি
আহ । সথা অধিবাসেসি ।

৫৩ । সে তেনেব নিয়ামেন সত্তাহং মহাদানং পবন্তেহা
ভগবন্তং বন্দিহা অঞ্জলিম্পগয়ুহু ঠিতো আহ— “ভস্বে, মম সহায়ো
সরদতাপসো যস্ম সখুজ্জ অগাসাবকো ভবেয়্যংতি পথেসি, অহং
তন্নেব দুতিয়সাবকো ভবেয়্যংতি । সথা অনাগতং ওলোকেহা
তস্ম পথনায় সমিচ্ছনভাবং দিস্সা ব্যাকাসি— “হং ইতো কল্প-
সতসহস্রাধিকং অসম্ভেয়্যং অতিকমিহা গোতমবুদ্ধস্ম দুতিয়সাবকো
ভবিমসী”তি ।

বুদ্ধানং ব্যাকরণং সুহা সিরিবজ্জকো হট্টপহট্টো অহোসি । সথা
ভুত্তামুমোদনং কহা সপরিবারো বিহারমেব গতো “অয়ং ভিক্ষবে,

ভিক্ষু সজ্জকে মহার্য বস্ত্র দান করিল এবং শাস্ত্রকে কহিল— “ভস্বে, এই
আয়োজন সামান্য স্থানের জন্ত নহে, এই নিয়মে সত্তাহ আমাকে অনুগ্রহ
করিবেন ।” শাস্ত্র সন্মত হইলেন ।

৫৩ । সে সেই নিয়মেই সত্তাহ মহাদান দিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ
কুতাজ্জলি পুটে বলিল— “ভস্বে, আমার বন্ধু শরদ তাপস যেই শাস্ত্রার
অগ্রশ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি যেন তাহার দ্বিতীয়
শ্রাবক হই ।” শাস্ত্রা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা সফল
হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন— “তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক
কল্প অতিক্রম করিয়া গোতম বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইবে ।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া ত্রীবর্দ্ধক হৃষ্টপ্রহৃষ্ট হইল । শাস্ত্রা
ভুত্তামুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ সহ বিহারে গেলেন । “হে ভিক্ষুগণ, ইহা

মম পুস্তেহি তদা পথিত পথনা, তে যথাপথিতমেব লভিস্থ,
নাহং মুখং ওলোকেহা দেমী”তি ।

৫৪ । এবং বুস্তে ধ্ব অগাসাবকা ভগবন্তঃ বন্দিত্বা— “ভস্তে,
ময়ং অগারিয়ভূতা সমানা গিরগাসমজ্জং দঙ্গনায় গতা”তি যাব
অঙ্গজিথেরঙ্গ সন্তিকা সোতাপত্তিকলপটিবেধা সবং পচুপ্পন্নবথুং
কথেষা তে “ময়ং ভস্তে আচরিয়ঙ্গ সন্তিকং গন্তা তং তুমহাকং
পাদমূলং আনেতুকানা তঙ্গ লঙ্কিয়া নিঙ্গারভাবং কথেষা ইধাগমনে
আনিসংসং কথয়িমহ । সো “ইদানি ময়ং অস্তেবাসিবাসো নাম
চাটিয়া উদঙ্গনভাবপ্তিসদিসো, ন সঙ্কিয়ামি অস্তেবাসিবাসং
বসিতুং”তি বত্বা “আচরিয়, ইদানি মহাজনো গঙ্গমালাদিহথো
গন্তা সথারমেব পূজেন্জতি, তুমহে কথং ভবিজ্ঞথা”তি বুস্তে—

আমার পুত্রদের প্রার্থিত পদ; তাহারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই
পাইয়াছে; আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৫৪ । শাস্তা এইরূপ কহিলে অগ্রশ্রাবকব্রহ্ম ভগবানকে বন্দনা করিয়া—
“ভস্তে, আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখন গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম”
ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া অশ্বজিৎ স্ববিরের নিকট স্রোতাপত্তি কল
লাভ করা পর্যন্ত তাহাদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা কহিয়া ভগবানকে
বলিল— “ভস্তে, আমরা আচার্য্যের নিকট গিয়াছিলাম । তাঁহাকে আপ-
নার পাদমূলে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার মতের অসারত্ব সম্বন্ধে বলিয়া-
ছিলাম এবং এখানে আসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম । তিনি
বলিলেন— “এখন আমার পক্ষে শিষ্যরূপে থাক। জলের জালার হাঁড়িকুঁড়ি
হওয়ার ঝয় হইবে, শিষ্যভাবে থাকিতে পারিবে না ।” আমরা বলিলাম—
“আচার্য্য, এখন দলে দলে সকলে গঙ্গমালাদি হস্তে গিয়া শাস্তাকে পূজা করিবে,
আপনি কেমন হইবেন ।” আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন—

“কিং পন ইমস্মিং লোকে পণ্ডিতা বহু উদাহ দন্ধা”তি ?

“দন্ধা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা কতিপয়া”তি কথিতে—

“ভেনহি পণ্ডিতা পণ্ডিতস্ত সমগজ গোতমজ সন্তিকং
গমিঅস্তু, দন্ধা দন্ধজ মম সন্তিকং আগমিঅস্তু, গচ্ছথ তুম্হে”তি
বহা আগন্তুং নয়িচ্ছি ভন্তে”তি ।

৫৫ । তং সূত্বা সখা “ভিক্ষুবে, সঞ্জয়ো অন্তনো মিচ্ছাদিট্ঠিতায়
অসারং সারোতি সারঞ্চ অসারোতি গণিহ । তুম্হে পন অন্তনো
পণ্ডিততায় সারং সারতো অসারং চ অসারতো এহা অসারং
পহায় সারমেব গণিহথা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি —

“অসারে সারমতিনো সারে চাসারদঙ্গিনো,

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কল্পগোচরা । ১১

“এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্থ বেশী ?”

“আচার্য্য, মূর্থ বেশী, পণ্ডিত কম ।” এইরূপ বলিলে তিনি
কহিলেন— “তাহা হইলে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গোতমের নিকট
যাইবে, মূর্খেরা আমি যে মূর্থ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও ।”
এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না ।”

৫৬ । তাহা শুনিয়া শান্তা কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সঞ্জয় নিজের
মিথ্যা দৃষ্টিতার জন্ত অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করি-
য়াছে । তোমরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের কারণে সারকে সার এবং অসারকে
অসাররূপে জানিয়া অসার ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ ।” এই বলিয়া
শান্তা এই গাথাহয় কহিলেন :—

“অসারেতে সারজ্ঞানী সারে ভাবে যে অসার,

সে মিথ্যা-সঙ্কল্পকারী পেতে নাহি পারে সার । ১১

সারঞ্চ সারতো ঐহ্বা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসক্সগোচরা”তি । ১২

৫৬ । তথ “অসারে সারমতিনো”তি— চন্ডারো পচ্চয়া, দস-
বথুকা মিচ্ছাদিট্টি, তজ্জা উপনিশ্রয়ভূতা ধম্মদেসনাতি, অয়ং অসারো
নাম, তস্মিং সারদিট্ঠিনোতি অথো ।

“সারে চাসারদগ্নিনো”তি— দসবথুকা সম্মাদিট্টি, তজ্জা
উপনিশ্রয়ভূতা ধম্মদেসনাতি, অয়ং সারো নাম, তস্মিং নারং
সারোতি অসারদগ্নিনো ।

“তে সারং”তি— তে পন তং মিচ্ছাদিট্ঠিগহণং গহেহা
ঠিতা কামবিতক্কাদীনং বসেন মিচ্ছাসক্সগোচরা হুহা সীলসারং,
সমাধিসারং, পঞ্জাসারং, বিমুক্তিসারং, বিমুক্তিঞাগদজ্ঞনসারং, পরমথ-
সারং, নিব্বাণঞ্চ নাধিগচ্ছন্তি ।

সারে জেনে সার ব’লে অসারকে যে অসার,
সে সাধু-সক্সকরী নিশ্চয় পাইবে সার ।” ১২

৫৬ । তথার “অসারেতে সার-মতি”— চারি ‘প্রত্যয়’ * ও দশবিষয়িনী
মিথ্যাদৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত ধর্ম্মদেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া
মনে করে ।

“সারে যে অসারদর্শী”— দসবিষয়িনী সম্যক্‌দৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত
ধর্ম্মদেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে ।

“সে মিথ্যা-সক্সকরী পেতে নাহি পারে সার”— সে মিথ্যাদৃষ্টি
পরায়ণ হইয়া কামবিতক্কাদির বশে মিথ্যাসক্স করী হইয়া সীলসার,
সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থসার
নিব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে না ।

* (১) চীবর, (২) পিণ্ডপাত, (৩) যোগীর পথ্য, ও (৪) ঔষধ ।

“সারংতা”তি— তমেব সীলসারাদি সারং সারো নাম অয়ং
বুত্তল্লকারং চ অসারং অসারো অয়ন্তি এত্বা ।

“তে সারং”তি— তে পণ্ডিতা এবং সম্মাদজনং গহেত্বা
ঠিতা নেক্সম্মসঙ্কল্লাদীনং বসেন সম্মাসঙ্কল্লগোচরা হত্বা তং বুত্তল্ল-
কারং সারং অধিগচ্ছন্তীতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংহু ।
সম্মিপত্তিতানং সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।

“সারে কেনে সার ব’লে অসারকে যে অসার”—শীল সারাদিকে সার,
উক্ত প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে অসার বলিয়া জানিয়া ।

“সে সাধু-সঙ্কল্লকারী নিশ্চয় পাইবে সার”—সেই পণ্ডিত ব্যক্তি
সম্যক দর্শন পরায়ণ হইয়া নৈজ্জম্ম্য সঙ্কল্লাদির বশে সম্যক-সঙ্কল্লকারী হইয়া
উক্ত প্রকার সার প্রাপ্ত হয় ।

গাথা অবসানে বহুলোক শ্রোতাপত্তি কলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্ম্ম দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

নন্দথোর বধু । ৯

১ । “যথাগারং”তি ইমং ধর্ম্মদেশনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো আয়স্মন্তং নন্দং আরবু কথেসি ।

সখা হি পবত্তিত বরধস্মচকো রাজ্জগহং গন্তা বেলুবনে
বিহরন্তো “পুত্তং মে আনেহা দস্সেথা”তি শুদ্ধোদন মহারাজেন
পেসিতানং সহস্স সহস্স পরিবারানং দসস্সং দূতানং সস্সপচ্ছতো
গন্তা অরহত্তপ্পন্তেন কালুদায়িস্থেৱেন গমনকালং ঐহহা মগ্গবগ্গনং

নন্দ স্থবিরের উপাখ্যান । ৯

১ । “যথাগার” এই ধর্ম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময়
আবুদ্বান নন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

শাস্তা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার পর রাজ্জগৃহে গিয়া বেণু বনে
বাস করিতেছিলেন । শুদ্ধোদন মহারাজা সে সংবাদ শুনিয়া “আমার
ছেলেকে আনিয়া আমাকে দেখাও” এই বলিয়া দশজন দূত পাঠাইয়া-
ছিলেন । প্রত্যেক দূত হাজার জন অহুচরের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া গিয়া-
ছিল । কিন্তু তাহারা কেহ ফিরিয়া না আসাতে সর্ব্বশেষে কালুদায়ী গেলেন ।
তিনিও প্রব্রজিত হইয়া অর্হহ প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তিনি সময় বুঝিয়া
শাস্তার কপিলপুরে গমনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কপিলবাস্তুর মার্গশোভা

বল্লেখ্য বীসতিসহস্র খীণাসবপরিবৃত্তো কপিলপুরং নীতো এগ্ৰাতি-
সমাগমে পোন্ধ্রবজ্রং অর্টুপ্লুস্তিঃ কহা বেজস্তরজাতকং কথেত্বা
পুনর্দিবসে পিণ্ডায় পবির্টো। “উত্তির্টো নগ্নমজ্জিয়া”^{*}তি গাথায়
পিতরং সোতাপত্তিকলে পতির্টাপেত্বা “ধন্যং চরে”^{*}তি গাথায়
মহাপ্রজাপতিং সোতাপত্তিকলে রাজানঞ্চ সক্রদাগামিকলে পতির্টো-
পেসি। ভক্তকিচ্চাবসানে পন রাজুল-মাতৃগুণকথং নিদ্রায় চন্দকিন্নর-
জাতকং কথেত্বা ততো দ্বিতীয়দিবসে নন্দকুমারজ্ঞ অভিসেক-
গেহপ্লবেসন বিবাহমঙ্গলেন্স বন্তমানেন্স পিণ্ডায় পবিসিত্বা নন্দকুমারজ্ঞ
হথে পন্তং দত্ত্বা মঙ্গলং বহ্না উর্টোয়াসনা^{*} পক্ষমন্তো কুমারজ্ঞ
হথতো পন্তং নগণিহ।

বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহস্র অর্হৎ পরিবৃত্ত
হইয়া কপিলপুরে গমন করিলেন। তথায় জ্ঞাতি সমাগমে ভগবান পুষ্কর বৃষ্টি^{*}
সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া ‘বেসস্তর’ জাতক কহিলেন। পরদিবস ভিক্ষার
জন্তু কপিল নগরে প্রবেশ করিয়া “উঠ, প্রমত্ত হওয়া অকর্তব্য” ইত্যাদি গাথায়
পিতাকে সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। “ধন্যচরণ করিবে” ইত্যাদি
গাথায় মহাপ্রজাপতি গোতমীকে সোতাপত্তি ফলে এবং রাজাকে সক্রদাগামী
ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোজন সমাপন করিয়া ভগবান রাজুল-মাতার গুণ-
কথা প্রসঙ্গে ‘চন্দকিন্নর জাতক’ বলিলেন। ইহার পর দিবস রাজকুমার
নন্দের অভিশেক, গৃহ প্রবেশ ও বিবাহ মঙ্গল ছিল। সে দিন ভগবান
ভিক্ষার জন্তু রাজপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গল সম্বন্ধে বলিয়া
কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া গ্রহণ করিলেন।
তিনি কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না।

* বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই পুষ্কর বৃষ্টি হইয়া থাকে ;
এই বৃষ্টিতে যে ইচ্ছা করে সে সিদ্ধ হয়, যে ইচ্ছা না করে সে সিদ্ধ হয় না।

২। সোপি তথাগতে গারবেন পত্তং বো ভন্তে, গণহথাতি বত্তুং নাসম্বি, এবং পন চিস্তেসি—“সোপানসীসে পত্তং গণিহ-জ্জতী”তি । সথা তস্মিন্পি ঠানে ন গণিহ । ইতরো—“সোপান-পাদমূলে গণিহজ্জতী”তি চিস্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ । ইতরো—“রাজ্জনে গণিহজ্জতী”তি চিস্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ । কুমারো নিবত্তিতুকামো অরুচিয়া গচ্ছন্তো সথুগারবেন “পত্তং গণহথা”তি বত্তুং ন সকেতি । “ইধ গণিহজ্জতি, এথ গণিহজ্জতী”তি চিস্তেস্তো গচ্ছতি । তস্মিং ঋণে জনপদকল্যাণিয়া আচিচ্ছিংস্ব—“অয়ে, ভগবা নন্দরাজানং গহেহা গতো, তুমেহি তং বিনা করি-জ্জতী”তি । সা উদকবিন্দুহি পগ্বরন্তেহেব অজুন্নিখিতেহি কেসেহি বেগেন গন্তা—“তুবটং খো অয়্যপুত্ত, আগচ্ছেয়্যাসী”তি আহ ।

২। কুমারও তথাগতের প্রতি গৌরব করিয়া “ভন্তে, আপনার পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না । তিনি ভাবিয়াছিলেন—“সোপান শীর্ষে গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন ।” কিন্তু ভগবান সেখানেও তাহা গ্রহণ করিলেন না । কুমার অতঃপর ভাবিলেন—“সোপান পাদমূলে গ্রহণ করিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না । কুমার ভাবিলেন—“রাজ্জ-নে নিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না । কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্তার প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না । “এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন” এক্রপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন । সে সময়ে জনপদ কল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল—“আর্য্যো, ভগ-বান নন্দরাজাকে নিয়া গেলেন, আপনা হইতে ঠাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবেন ।” তিনি অর্দ্ধ আঁচড়ান বা আলুলায়িত কেশে ছুটিলেন, সিক্তচুল হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন—“আর্য্য পুত্র, স্বরায় আসিবেন ।”

তং তন্না বচনং তন্ম হৃদয়ে তিরিয়ং পতিত্বা বিয় তিহং ।

৩। সথাপি তন্ম হৃদয়ে পতন্তু অগণিহাব তং বিহারং নেহা
—“পবজিঙ্গসি নন্দা”তি আহ । সো বুদ্ধগারবেন “ন
পবজিঙ্গামী”তি অবহা “আম পবজিঙ্গামী”তি আহ । সথা—
“তেন হি নন্দং পব্বাজেথা”তি আহ । সথা কপিলপুরং গম্বা
ততিয়দ্বিসে নন্দং পব্বাজেসি । সপ্তমে দিবসে রাহুলমাতা
কুমারং অলঙ্করিয়া ভগবতো সন্তিকং পেসেসি, “পন্ম তাত এতং
বীসতিসহস্র সমণপরিবৃতং সুবল্লবল্লং বুদ্ধরূপিবল্লং সমণং, অয়ং
তে পিতা, এতন্ম মহন্তা নিধয়ো অহেহুং, ত্যন্ম নিস্ক্রমণতো
পট্টায় ন পন্মাম । গচ্ছ, তং দায়জ্জং ষাচ”—“অহং তাত,
কুমারো অভিসেকং পত্বা চক্রবত্তি ভবিম্মামি, ধনেন মে অণো,

তাঁহার সে বচন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রস্থাকারে পতিত হইয়া রহিল ।

৩। এদিকে ভগবানও তাঁহার হস্ত হইতে পাত্ৰ গ্রহণ না করিয়া ক্রমে
তাঁহাকে বিহারে নিয়াগেলেন । বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“নন্দ,
প্রব্রজিত হইবে?” তিনি বুদ্ধের প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “প্রব্রজিত
হইব না” না বলিয়া কহিলেন—“হাঁ, প্রব্রজিত হইব ।” ভগবান ভিক্ষু-
দিগকে কহিলেন—“তাহা হইলে নন্দকে প্রব্রজিত কর ।” ভগবান কপিল-
পুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন । সপ্তম দিবসে
রাহুলমাতা রহুলকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইয়া
দিলেন, বলিয়া দিলেন—“বৎস দেখ, বিণ হাজার শ্রমণের মধ্যে সুবর্ণ-
বর্ণ, ব্রহ্মরূপী-বর্ণ ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, তাঁহার যে বৃহৎ নিধিকুন্ত
সকল ছিল, তাঁহার সংসার ত্যাগ করার পর ওসব আর দেখিতেছি না ।
যাও, এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও—
পিতা, আনি এখন কুমার, অভিষিক্ত হইয়া চক্রবর্তী হইব, আমার ধনের দরকার,

ধনং মে দেহি, সামিকো হি পুস্তো পিতুসন্তকন্না”তি ।

৪ । কুমারো ভগবতো সন্তিকং গন্ত্যাব পিতুসিনেহং পটি-
লভিষ্য ইষ্ঠিচিণ্ডো—“সুখা তে সমণ ছায়া”তি বহা অপ্রাপ্তি বহুং
অন্তনো অনুরূপং বদন্তো অর্টাসি । ভগবা কতভন্তকিচো
অনুমোদনং কহা উর্টায়াসনা পকামি । কুমারোপি—“দায়জ্জং
সমণ, মে দেহি ; দায়জ্জং সমণ, মে দেহী”তি ভগবন্তং অনুবন্ধি ।
ভগবা কুমারং ন নিবন্তাপেসি, পরিজনোপি ভগবতা সন্ধিং গচ্ছন্তং
নিবন্তেতুং নাসন্ধি । ইতি সো ভগবতা সন্ধিং আরামমেব
অগমাসি । ততো ভগবা চিন্তেসি—“ং অয়ং পিতুসন্তকং ধনং
ইচ্ছতি তং বট্টামুগত্তং, সবিঘাতং । হন্দ্রা বোধিতলে পটিলঙ্কং
সত্তবিধং অরিয়ধনং দেমি, লোকুত্তর দায়জ্জন্তং সামিকং করোমী”তি ।

আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী ।”

৪ । কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃস্নেহে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহি-
লেন—“শ্রমণ, আপনার ছায়া সুখস্পর্শ !” আরও তদনুরূপ বালক-সুলভ
আলাপ করিয়া কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন । আহার কাৰ্য্য
শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পূর্বক আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান
করিলেন । “শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন ,” (শ্রমণ, আমাকে
পৈতৃক সম্পত্তি দিন) বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিতে লাগিলেন । ভগবান কুমারকে নিবৃত্ত করিলেন না । পরিজনেরাও
তাঁহাকে ভগবানের সঙ্গে বাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না । তিনি
ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন । তৎপর ভগবান চিন্তা
করিলেন—“এ’ বালক পিতার নিকট যেই পৈতৃক ধন বাঞ্ছা করিতেছে,
তাহা আবর্তাবহ ও দুঃখদায়ক । বোধিতলে প্রাপ্ত সপ্তবিধ আৰ্য্যধনই
ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব ।”

আয়ুস্মন্তঃ সারিপুত্রং আমন্তেসি— “ভেন হি ঙ্গ সারিপুত্র, রাহুল
কুমারং পব্বাজেহী”তি । খেরো কুমারং পব্বাজেসি ।

৫ । পব্বজিতে চ পন কুমারে রঞো অধিমন্তং দুস্বাং
উপ্পজ্জি, তং অধিবাসেতুং অসক্কোস্তো ভগবতো নিবেদেহা— “সাদু
ভন্তে অয়্যা, মাতাপিতৃহি অননুঞাতং পুত্ৰং ন পব্বাজেয়ুং”তি
বরং ষাচি । ভগবা তস্স তং বরং দত্ত্বা পুনেকদিবসং রাজ-
নিবেসনে কতপাতরাসো একমস্তুং নিসিয়েন রঞা— “ভন্তে,
তুমহাকং দুস্করকারিককালে একা দেবতা মং উপসংকমিস্সা ‘পুন্তো
তে কালকতো’তি আহ । অহং তস্সা বচনং অসদহন্তো—
‘ন ময়হং পুন্তো বোধিঃ অগ্গত্বা কালং করোতী’তি পটিক্খি-
পিং”তি বুত্তে—

তিনি আয়ুস্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন— “তাহা হইলে সারিপুত্র,
তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর ।” সারিপুত্র স্ববির কুমারকে প্রব্রজ্যা
প্রদান করিলেন ।

৫ । রাহুল কুমার প্রব্রজিত হইলে রাজা অতীব হঃখতি হইলেন ।
রাজা তাহা শুধু করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মণ্ডাস্তিক
হঃখের কথা বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন— “ভন্তে আৰ্য্য, পিতা-মাতার
অমুমতি জ্ঞাত না হইয়া পুত্রকে প্রব্রজিত করাইবেন না ।” ভগবান
তাঁহাকে সেই বর দিলেন । অল্প একদিন রাজ-প্রাসাদে তাঁহার প্রাতঃরাশ
ভোজনের পর রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আপনি
যখন গুরু তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট
আসিয়া বলিয়াছিলেন— ‘আপনার পুত্র কাল প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ আমি
তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলাম— ‘আমার পুত্র বোধি না
পাইয়া মরিতে পারে না ।’ এই বলিয়া তাঁহার বাক্য অগ্রাহ করিয়াছিলাম ।”
রাজা এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন—

“ইদানি কিং সদদ্বিজ্ঞা, পুৰেপি অট্টিকানি দম্ভেহা
‘পুন্তো তে মতো’”তি বুন্তে ন সদদ্বিজ্ঞা”তি । ইমিদ্ভা অট্টপ্ততিয়া
মহাধৰ্ম্মপাল জাতকং কথেসি । কথা পরিয়োসানে রাজা অনাগামি-
কলে পতিট্টাহি ।

৬ । ইতি ভগবা পিতরং তীস্ কলেস্ পতিট্টাপেহা ভিক্ষু-
সঙ্ঘপরিবৃত্তো পুনদেব রাজস্বহং গম্ভা ততো অনাথপিণ্ডিকেন
সাবথিং আগমনথায় গহিতপটিশ্রেণা নিট্ঠিতে জেতবন মহাবিহারে
তথ গম্ভা বাসং কপ্পেসি । এবং সথরি জেতবনে বিহরন্তে
আয়স্মা নন্দো উক্কত্তিহা ভিক্ষুং এতমথং আরোচেসি—
“অনভিরতো অহং আবুসো, বুদ্ধাচরিয়ং চরামি, ন সঙ্কামি
বুদ্ধাচরিয়ং সঙ্কারেতুং, সিক্কং পচ্ছঙ্খায় হীনয়াবত্তিআমী”তি ।

“এখন কি বিশ্বাস করিবেন ? পূর্বে একজন অস্থি দেখাইয়া
যখন বলিয়াছিল— “আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস
করেন নাই ।” এই কথাই অর্থ বুঝাইতে গিয়া তিনি মহাধৰ্ম্মপাল
জাতক कहিলেন । কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী কলে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন ।

৬ । এই প্রকারে ভগবান পিতাকে ‘কলত্রয়ে’ প্রতিষ্ঠিত করিয়া
ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত্ত হইয়া পুনরায় রাজগৃহনগরে গমন করিলেন । ইতিমধ্যে
জেতবন বিহারের নির্মাণ কার্য শেষ হইল । অনাথপিণ্ডিক তাঁহাকে
শ্রাবস্তীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি তাঁহার পূর্বপ্রতিক্রতি অঙ্ক-
সারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহা বিহারে গমন করিয়া গন্ধকুটিতে বাস
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভগবান যখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন
আয়ুয়ান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে এইরূপ कहিলেন— “বহুগণ, আমি
অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে আমি পারিব না,
শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আমি হীন গৃহবাসেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব ।”

ভগবা তং পবন্তিঃ স্তুত্বা আয়স্বস্তং নন্দং পকোসাপেত্বা এতদবোচ—
 “সচং কিং ত্বং নন্দ, সম্বলানং ভিক্ষুং এতমথং আরোচসি—
 ‘অনভিরতো অহং আবুসো, বৃক্ষচরিয়ং চরামি, নসকোমি বৃক্ষ-
 চরিয়ং সন্ধারেতুং, সিদ্ধং পচক্ষায় হীনায়াবত্তিগামী”তি ?

“এবং ভন্তে”তি ।

“কিঅ পন ত্বং নন্দ, অনভিরতো বৃক্ষচরিয়ং চরসি,
 ন সকোসি বৃক্ষচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিদ্ধং পচক্ষায় হীনায়াবত্তি-
 গামী”তি ?

“সাকিয়ানী মং ভন্তে, জনপদকল্যাণী ঘরী নিচ্ছমন্তুঅ অডুন্নি-
 থিতেহি কেসেহি অপলোকেত্বা এতদবোচ— “তুবটং খো অয়্যপুত্ত,
 আগচ্ছেয়্যাসী”তি । সো খো অহং ভন্তে, তদমুত্তরমানো অনভি-
 রতো বৃক্ষচরিয়ং চরামি, ন সকোমি বৃক্ষচরিয়ং সন্ধারেতুং,

ভগবান সে বৃত্তান্ত শুনিয়া আয়ুস্থান নন্দকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন—
 “নত্য নাকি নন্দ ! তুমি ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছ— “বন্ধুগণ, আমি অনিচ্ছায়
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, বরাবর পালন করিতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া
 দিয়া হীন গৃহবাসে প্রত্যাবর্তন করিব ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“কি অত্র নন্দ, তুমি অনিচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ,
 ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন
 গৃহবাসে ফিরিয়া যাইবে ?”

“ভন্তে, আমি যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম,
 তখন শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী অর্দ্ধ আনুলাম্বিত কেশে আসিয়া
 আমার দিকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিয়াছিল—“আর্য্যপুত্র, স্বরায় আসিবেন ।”
 সে কথা ভন্তে, আমার মনে সব সময় জাগিতেছে । তাই আমি অনিচ্ছায়
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব না ।

সিদ্ধং পচস্বায় হীনায়া বস্তিআমী”তি ।

৭ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং বাহায় গহেহা ইজ্জি-
বলেন তাবতিংসদেবলোকং নেন্তো অস্তুরামণ্ণে একস্মিং ঝামস্কেভে
ঝামখাগুকে নিসিন্নং ছিন্নকল্পনাসানঙ্গুট্টং একং পলুট্টমক্কটিং
দম্ভেহা তাবতিংসভবনে সঙ্কস্স দেবরশ্ৰেণ উপট্টানং আগতানি
ককুটপাদানি পঞ্চ অচ্ছরাসতানি দম্ভেসি ।

ককুটপাদানীতি রত্নবগ্নতায় পারাপতপাদসদিস পাদানি ।
দম্ভেহা চ পনাই— “তং কিং মশ্ৰুসি নন্দ, কতমা মুখো অভিরূপ-
তরা চ দম্মনীয়তরা চ পাসাদিকতরা চ সাকিয়ানী বা জনপদকল্যাণী
ইমানি বা পঞ্চ অচ্ছরাসতানি ককুটপাদানী”তি ?

শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ধীন গৃহবাসে কিরিয়া যাইব ।”

৭ । অনন্তর ভগবান আয়ুস্মান নন্দকে বাহুতে ধরিয়া ঋদ্ধিবলে ত্রয়ো-
ত্রিংশং দেবলোকের দিকে নিয়া গেলেন । পথিমধ্যে কোন এক দৃঢ় ক্ষেত্রে
দক্ষীভূত রক্ষকাণ্ডের ধ্বংশবশেবে উপবিষ্ট ছিন্ন কর্ণ-নাঙ্গ-লাঙ্গুল বিশিষ্টা
এক জীর্ণ বানরীকে দেখাইয়া ত্রয়োত্রিংশং দেবভবনে উপনীত হইলেন
এবং সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্য্যার জন্ত আগত পঞ্চশত কপোত
চরণা অঙ্গরাকে দেখাইলেন ।

কপোত চরণা অর্থ— পারাবতের পায়ের ত্রায় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা ।
অঙ্গরাদিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ, কাহাকে
তুমি অভিরূপতরা, দম্মনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা মনে কর ? শাক্যকুমারী
জনপদ কল্যাণীকে, না এই পঞ্চশত কপোত চরণা অঙ্গরাকে ?

“সেয়াথাপি সা ভস্তু, ছিন্নকল্পনাসানঙ্গুট্টা পলুট্টমকটী, এবমেব খো ভস্তু, সাকিয়ানী জনপদকল্যাণী ইমেসং পঞ্চম্নং অচ্ছরাসতানং উপনিধায় সস্বম্পি ন উপেতি কলম্পি ন উপেতি কলভাগম্পি ন উপেতি । অথ খো ইমানেব পঞ্চ অচ্ছরা সতানি অভিরূপতরানি চেব দঙ্গনীয়তরানি চ পাসাদিকতরানি চা”তি ।

“অভিরম নন্দ, অহং তে পাটিভোগো পঞ্চম্নং অচ্ছরা সতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

“সচে মে ভস্তু ভগবা, পাটিভোগো পঞ্চম্নং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, অভিরমিঙ্গামি অহং ভস্তু, ভগবা বুদ্ধ-চরিয়ে”তি ।

৮ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং গহেহ্বা তথ অন্তরহিতো

“ভস্তু, শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর কাছে কাণ কাটা, নাক কাটা, ল্যাজ ছেঁড়া, সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরাদের কাছে জনপদকল্যাণীও তেমন । ইহাদের কাছে তাহার উপমা করা হয় না, সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার ভগ্নাংশও না । এই পাঁচশত অঙ্গরাই নিশ্চয় সুন্দরতরা, দর্শনীয় তরা, প্রানাদিক তরা ।”

“নন্দ, তুমি ব্রহ্মচর্য্যে রত হও, পাঁচশত পায়রা-পা অঙ্গরা পাইবে, তজ্জন্ত আমি প্রতিভূ থাকিলাম ।”

“ভস্তু ভগবন, আপনি যদি পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরা লাভে আমার জামিন হন, তাহা হইলে ভস্তু, আমি ভগবানের বিধান অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব ।”

৮ । অতঃপর ভগবান আয়ুয়ান নন্দকে লইয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া

জ্ঞেতবনে য়েব পাতুরহোসি । অজ্যোম্মং খো ভিক্ষু “আয়স্মা
কির নন্দো ভগবতো ভাতা মাতুচ্ছাপুত্তো অচ্ছরানং হেতু
বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরজ্জ পাটিভোগো পঞ্চম্মং অচ্ছরাসতানং
পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি । অথ খো আয়স্মতো নন্দজ্জ
সহায়কা ভিক্ষু আয়স্মন্তং নন্দং ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন
চ সমুদাচরন্তি— “ভতকো কিরায়স্মা নন্দো, উপক্কিতকো কিরা-
য়স্মা নন্দো, অচ্ছরানং হেতু বুদ্ধচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরজ্জ
পাটিভোগো পঞ্চম্মং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

৯ । অথ খো আয়স্মা নন্দো সহায়কানং ভিক্ষুং
ভতকবাদেন চ উপক্কিতকবাদেন চ অট্টিয়মানো হরায়মানো
জিগুচ্ছমানো একো বৃপকট্টো অল্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো

জ্ঞেতবনে প্রোহৃত হইলেন । ভিক্ষুরা শুনিতে পাইলেন যে—
“ভগবানের ভ্রাতা মাতৃস্বপুত্র আয়ুষ্মান্ নন্দ কপোত-চরণ! অঙ্গরা লাভের
জগৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন; ভগবান নাকি তাঁহার পাঁচশত কপোত-
চরণ অঙ্গরা লাভের প্রতিভূ হইয়াছেন ।” অতঃপর আয়ুষ্মান্ নন্দের
সহায়ক ভিক্ষুরা বেতনভোগী ও উপক্ৰীতবাদে তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—“ও ! ও ! আয়ুষ্মান্
নন্দ মজ্জুর ! আয়ুষ্মান্ নন্দ ভাড়াটে ! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য দেখিতেছি অঙ্গরার
জগৎ, ভগবান তাঁহার পাঁচশত পায়রা-পাদ অঙ্গরা পাওয়ার পক্ষে প্রতিভূ
হইয়াছেন ।”

৯ । অনন্তর আয়ুষ্মান্ নন্দ ভিক্ষু বন্ধুদের ভূতাবাদে ও উপক্ৰীতবাদে
নিজকে নির্দিত, অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত মনে করিয়া বস্ত্রকাম ও ক্লেশকাম
হইতে পৃথক হইয়া একাকী অপ্রমত্ত ভাবে, উদ্যমের সহিত, তন্ময় চিত্তে

বিহরন্তো ন চিরজ্জীব যজ্ঞথায় কুলপুত্রা সন্মদেব অগারম্মা
 অনগারিয়ং পববজ্জন্তি তদনুভরং ব্রহ্মচরিয়পরিয়োদানং দিষ্টেবধম্মে
 সয়ং অভিপ্রাণ সচ্ছিকক্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি, খীণা জাতি, বুসিতং
 ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইথস্তায়াতি অল্পপ্রাণসি, অপ্রা-
 তরো চ খো পনায়ম্মা অরহতং অহোসি ।

১০ । অথেকা দেবতা রত্নিভাগে সকলং জ্ঞেতবনং ওভাসেহা
 সথারং উপসংকমিত্বা বন্দিত্বা আরোচেসি— “আয়ম্মা ভস্তু, নন্দো
 ভগবতো মাতুচ্ছাপুত্তো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞা-
 বিমুত্তিং দিষ্টেবধম্মে সয়ং অভিপ্রাণ সচ্ছিকক্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।
 ভগবতো পি খো এণাং উদপাদি— নন্দো আসবানং খয়া অনাসবং

শ্রমণ-ধর্ম, পালনে নিরত হওত অচিরেই, যাহার জন্ত কুলপুত্রেরা অগার
 ত্যাগ করিয়া সম্যক্রূপে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের
 অনুভব পর্য্যাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া
 ও সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে,
 ব্রহ্মচর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্ত
 আর যে কিছু বাকী রহিল না তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন । ভগ-
 বানের অর্হৎ শ্রাবকদের মধ্যে আয়ুয়ান নন্দও একজন অর্হৎ হইলেন ।

১০ । অতঃপর এক দেবতা রাত্রিভাগে সকল জ্ঞেতবন আলোকিত
 করিয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—
 “ভস্তু ! ভগবানের মাসতুতো ভাই আয়ুয়ান নন্দ আশ্রবের [তক্ষার]
 ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্ত-চিন্ততা ও মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান-শরীরে স্বয়ং
 অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন ।”
 ভগবানও জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন— নন্দ আশ্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব,

চেতোবিমুক্তিং পপ্রণাবিমুক্তিং দিষ্টেব ধম্মে সয়ং অতিপ্রণা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।

১১। সোপায়স্মা নন্দো তজ্জা রত্তিয়া অচ্চয়েন ভগবন্তং উপ-
সংকমিত্বা বন্দিত্বা এতদবোচ—“যং মে ভন্তে, ভগবা পাটিভোগো
পঞ্চমং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, মুঞ্চামহং অচ্ছন্ত,
ভগবন্তং এতস্মা পটিস্ববা”তি ।

“ময়াপি খো নন্দ, চেতসা চেতো পটিচ্চ বিদিতো—‘নন্দো
আসবানং থয়া অনাসবং চেতো বিমুক্তিং পপ্রণা বিমুক্তিং দিষ্টেব
ধম্মে সয়ং অতিপ্রণা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী’তি ; দেবতাপি
মে এতমথং আরোচেসি—‘আয়স্মা ভন্তে. নন্দো---পে—বিহরতীতি।’
ষদেব খো তে নন্দ, অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্তং, অথাহং
মুত্তো এতস্মা পটিস্ববা”তি । অথ খো ভগবা এতমথং বিদিত্বা

মুক্ত-চিত্ততা মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া,
সম্প্রাপ্ত হইয়া বান করিতেছে ।”

১২। আয়ুস্মান নন্দও রাত্রিশেষে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে
বন্দনা করিয়া কহিলেন—“ভন্তে, ভগবান যে পাঁচশত কপোত চরণা
অপর্য লাভের জন্ত আমার প্রতিভূ হইয়াছেন, ভগবানকে আমি সে
প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিলাম ।”

“নন্দ, আমিও [আমার] চিত্তের দ্বারা [তোমার] চিত্ত অবলম্বন
করিয়া জানিয়াছি—‘নন্দ আস্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্তচিত্ততা,
মুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্পন্ন
করিয়া বিহরণ করিতেছে ।’ দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে ।
নন্দ, [তুমি আসক্তি বশে কিছু] গ্রহণ না করাতে আস্রব হইতে খে
তোমার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে, তাতেই আমি ভামিনের দাবী হইতে মুক্ত
হইয়াছি ।” অতঃপর ভগবান নন্দের অর্হৎ প্রাপ্তির বিবরণ জানিয়া

ভায়াং বেলায়াং ইমং উদানাং উদানেসি—

“যন্ন নিভিল্লো পঙ্কো চ মদ্বিতো কামকণ্টকো,

মোহস্বয়াং অমুপ্পত্তো স্তুথদুস্কে ন বেপতী”তি ।

১২ । অথেক দিবসং ভিক্ষু তং আয়স্মন্তং নন্দং পুচ্ছিংসু—
“আবুসো নন্দ, হং উক্কণ্ঠিতোমহীতি পবেদেসি, ইদানি তে
কথং”তি ?

“নথি মে আবুসো, গিহীভাবায় আলয়ো”তি । তং
সুহা ভিক্ষু— “অভূতং আয়স্মা নন্দো কথেনি, অপ্রং ব্যাক-
রোতি, অতীতদিবসেসু উক্কণ্ঠিতোমহীতি বহা ইদানি নথি মে
গিহীভাবায় আলয়োতি কথেনি”তি । গম্বা তে ভগবতো তমপং
আরোচেসুং ।

সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন—

“অতিক্রান্ত-পঙ্কদম মদ্বিত কাম-কণ্টক যার,

সুখে ছঃখে সে জন অচল ক্ষয় প্রাপ্ত মোহ তার ।”

১২ । অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা আয়ুয়ান্ নন্দকে দ্বিজ্ঞান করিলেন—
“বন্ধু নন্দ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে বলিয়া বলিয়াছিলে, এখন তুমি
কেমন আছ ?”

“বন্ধু, গৃহী হইবার জ্ঞান আমার আর ইচ্ছা নাই ।” তাহা শুনিয়া
ভিক্ষুরা কহিলেন—“আয়ুয়ান্ নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অর্হৎ ভাবের
কথাই প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে মন ছট্‌কট্‌ করিতেছে বলিয়া এখন
বলিতেছে গৃহী হইবার জ্ঞান আমার ইচ্ছা নাই ।” তাহারা গিয়া ভগবানকে
সে কথা কহিলেন ।

ভগবা—“ভিক্ষবে, অতীত দিবসেহু নন্দন অন্তভাবো দুচ্ছন্ন
গেহসদিসো অহোসি, ইদানি সূচ্ছন্নগেহ সদিসো জাতো । অয়ং
দিবচ্ছন্নানং দিষ্টকালতো পট্টায় পবজিতকিচ্ছন্ন মথকং পাপেতুং
বায়মন্তো তং কিচ্ছং পন্তো”তি বহ্না ইমা গাথা অভাসি :—

“যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিজ্জতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্জতি । ১৩

যথাগারং সূচ্ছন্নং বুট্ঠি ন সমতিবিজ্জতি,
এবং সূভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্জতী”তি । ১৪

১৩ । তথ—“অগারং”তি— যং কিঞ্চি গেহং । “দুচ্ছ-
ন্নং”তি— বিরলচ্ছন্নং, চিদাবচ্ছিন্নং । “সমতিবিজ্জতী”তি—
বস্তুবুট্ঠি বিনিবিজ্জতি । “অভাবিতং”তি— তং অগারং বুট্ঠি বিয়
ভাবনারহিতভা অভাবিতং চিত্তম্পি রাগো সমতিবিজ্জতি ;

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, পূর্বে নন্দের আশ্রমভাব দুচ্ছন্ন গৃহের
ন্যায় ছিল, এখন সূচ্ছন্ন গৃহের ন্যায় হইয়াছে । সে দিব্য অঙ্গরাদিগকে
দেখিয়া অবধি প্ররজিত কাষোর সাকল্যের জ্ঞাত যত্নপর হইয়া তাহা পাই-
য়াছে ।” এই কথা বলার পর ভগবান এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

“যথা বৃষ্টি বিধে অতি দুর্ভাঙ্গন আগারে,
তথা রাগ বিধে অতি অভাবিত মনরে । ১৩

যথা বৃষ্টি বিধে নাক সূ-আচ্ছন্ন আগারে,
তথা রাগ বিধে নাক সূভাবিত মনরে ।” ১৪

১৩ । তথায়—“অগারং”—যে কোন গৃহ । “দুর্ভাঙ্গন”—বিরল আচ্ছন্ন.
ছিন্ন বিছিন্ন । “বিধে অতি”—বৃষ্টির জলে অত্যন্ত বিদ্ধ করে [বৃষ্টির জলপড়ে] ।
“অভাবিতং”—দুচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়ে, তদ্রূপ
ভাবনা বিরহিত হেতু অভাবিত চিত্তকে কামরাগে বিশিষ্টরূপে বিদ্ধ করে ;

ন কেবলং রাগোব দোস মোহ মানাদয়ো সন্ধকিলেসা তথারূপং চিত্তং অতিবিরয় বিদ্ধস্তিয়েব। “সুভাবিতং”তি—সমথ-বিপজ্জনা ভাবনাহি সুভাবিতং ; এবরূপং চিত্তং সুচ্ছন্নগেহং বুট্টি বির রাগাদয়ো কিলেসা অতিবিদ্ধিতুং ন সন্ধোস্তু”তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসু । মহাজনজ সাথিকা দেসনা অহোসি ।

১৪ । অথ ভিক্ষু ধর্মসভায়ং কথং সমুট্টাপেসুং— “আবুসো, বুদ্ধা নাম অচ্ছরিয়া, জনপদকল্যাণীং নিজায় উক্খতিতো নামা-য়স্মা নন্দো সথারা দেবচ্ছরা আমিসং কত্তা বিনীতো”তি ।

সথা আগত্তা—“কায়মুথ ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সন্নিহিতা”তি পুচ্ছিত্বা ইমায় নামাতি বুত্তে—“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুকেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেয়া বিনীতো যেবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

কেবল রাগ নহে, ঘেয, মোহ ও মানাদি সকল ক্লেশ তদ্রূপ চিত্তকে অতীত বিদ্ধ করে । “সুভাবিত”— সমথ-বিবর্জন ভাবনাদ্বারা সুভাবিত ; সু-আচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তদ্রূপ সুভাবিত চিত্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না ।

গাথা অবসানে বহুলোক শ্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্মদর্শনা গার্থক হইয়াছিল ।

১৪ । অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্মসভায় কথা তুলিলেন— “বজ্জু, বুদ্ধের আশ্চর্য্য কমতা, আয়ুয়ান্ নন্দ জনপদ কল্যাণীর জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শান্তা তাঁহাকে দেবান্সরার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিলেন ।”

ভগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, কি কথার জন্ত তোমরা এখানে সমাসীন হইয়াছ ?” তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিষয় বলিলে তিনি কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নয়, পূর্বেও একে জার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছি ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন—

১৫। “অতীতে বারাণসিয়ং বুদ্ধদন্তে রজ্জং কারেন্তে বারা-
ণসিবাসি কপ্পটো নাম বণিজ্জে অহোসি। তজ্জেকো গদ্রভো
কুস্তভারং বহতি, একদিবসেন সন্তয়োজ্ঞনানি গচ্ছতি। সো
একস্মিং সময়ে গদ্রভ ভারকেহি সন্ধিং তক্সিলং গন্তা যাব ভগুজ
বিজ্ঞজ্জনং গদ্রভং চরিতুং বিজ্ঞজ্জেসি। অথজ্জ সো গদ্রভো
পরিখাপিটে চরমানো একং গদ্রভিং দিস্বা উপসংকমি। সা
তেন সন্ধিং পটিলম্বারং করোন্তি আহ— “কুতো আগতোসী”তি?”

“বারাণসিতো”তি।

“কেন কস্মেনা”তি?

“বণিজ্জকস্মেনা”তি।

“কিস্তকং ভারং বহসী”তি?

১৫। “পুরাকালে বারাণসীতে যখন ব্রহ্মদন্ত রাজা রাজ্য শাসন
করিতেছিলেন তখন সে নগরে ‘কপ্পট’ নামে এক বণিক্ বাস করিত।
তাহার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলসী হাঁড়িকুঁড়ি বহিয়া নিয়া
যাইত। গাধাটি একদিনে সাত যোজন যাইত। বণিক্ একদিন গাধার
পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া তক্সিলায় গেল। তথায় গিয়া মাল
বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত গাধাটিকে চরিত্বার জন্ত ছাড়িয়া দিল। অতঃপর
গাধা পরিখা পার্শ্বে চরিতে চরিতে এক গাধী দেখিল। দেখিয়া সে তাহার
কাছে গেল। গাধী তাহাকে সাদর সন্তাষণ করিয়া বলিল—

“কোথায় হইতে আসিয়াছ?”

“বারাণসী হইতে।”

“কি কাজে আসা হইয়াছে?”

“বাবসা উপলক্ষে।”

“কি বোঝা বহ গা?”

“কুস্তভারং”তি ।

“এন্তকং ভারং বহন্তো কতিয়োজনানি গচ্ছসী”তি ?

“সন্তয়োজনানী”তি ।”

“গতর্জানে কাচি তে পাদপরিকম্ম পিট্ঠিপরিকম্মকরা
অথী”তি ?

“নথী”তি ।”

“এবং সন্তে মহাদুস্কং নাম অনুভোসী”তি ।

১৬ । কিঞ্চাপি হি তিরচ্ছানগতানং পাদপরিকম্মাদিকারকো
নাম নথি, কামসংযোজনঘট্টনখং এবরূপং কথেন্তি । সো তস্মা
কথায় উক্কঠি । কল্পটোপি ভণ্ডং বিজ্জেক্কহা তস্ম সন্তিকং আগত্তা—
“এহি তাত, গমিআমা”তি আহ ।

“গচ্ছথ তুমেহ, নাহং গমিআমী”তি ।

“হাঁড়িকুঁড়ির বোকাই ।

“এই ভার নিয়া কত যোজন যাও ?”

“সাত যোজন ।”

“যে খানে যাও সে খানে পা-পিট্ টিপবার কোন দরদী আছে কি ?”

“না ।”

“তাহা হইলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয় !”

১৬ । তিষ্যক্ প্রাণীর আবার পাদসেবাদি করিবার কেহ থাকে না,
কাম-সন্তোগ ঘটাইবার জন্ত এরূপ বলিতেছে । গাধা গাধীর কথায়
কানাকুল চিত্ত হইল । কল্পট পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া
বলিল—“এস বাছা, এখন যাই ।”

“তুমি যাও, আমি যাব না ।”

অথ নং পুনঃপুনঃ যাচিয়া অনিচ্ছন্তং ‘ভায়েহা নং নেদ্রামী’তি
চিন্তেহা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং তে করিঅসি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
সঞ্জিন্দ্রিঅসি তে কায়ং এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

১৭ । তং স্ত্রী গদ্রভো—“এবং সন্তে অহম্পি তে কন্তকং
জানিঅসী”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং মে করিঅসি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,
পুরতো পতির্ট্যহিহান উদ্ধরিহান পচ্ছতো ;
দন্তং তে সাবয়িঅসি এবং জানাহি কপ্পটা”তি ।

তং স্ত্রী বাগিজো “কেন নুখো কারণেন এস এবং বদন্তী”তি
চিন্তেহা ইতো চিতো চ ওলোকেন্তো তং গদ্রভিং দিস্বা “ইমায়েস

অতঃপর তাহাকে বার বার বলিলেও যখন সে যাইতে রাজি হইল
না, তখন তাহাকে ‘ভয় দেখাইয়া নিয়া যাইব’ ভাবিয়া বলিল—

“সোল আঙ্গুল কাটা দিবে করব রে তোরে পাচন বারি,
জানরে গাথা একপেতে লইব গো তোরে চানড়া ছিড়ি।”

১৭ । তাহা শুনিয়া গাথা বলিল—“তাহা যদি হয়, আমিও তোমার
কর্তব্য জানিব।” এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

“বোল আঙ্গুলকাটা দিবে পাচন আমার করবে ?

সামনের পায়ে ভর করিয়ে

পিছনের ডই পা উত্তোলিয়ে

ঝাড়ব তোমার দাঁত ক’পাটি এ’ কপ্পট, জানবে।”

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল—“কেন সে এমন বলিতেছে ?”
এদিক সেদিক দেখিতে দেখিতে সে গায়ীকে দেখিতে পাইল। সে মনে

এবং সিদ্ধাপিতো ভবিষ্যতি, ‘এবরুপিং নাম তে গদ্রভিঃ আনে-
জামী’তি মাতুগামেন নং পলোভেহা নেজামী’তি ইমং গাথমাহ—

“চতুশ্চিদং সম্মুখিং নারিং সৰ্বত্র সোভিনিং,

ভরিয়ং তে আনয়িজামি এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

তং শ্রুত্বা তুর্টচিন্তো গদ্রভো ইমং গাথমাহ—

“চতুশ্চিদং সম্মুখিং নারিং সৰ্বত্র সোভিনিং,

ভরিয়ন্তে আনয়িজসি কল্পট ভিয়ো গমিজামি—

যোজনানি চতুদসা”তি ।

১৮ । অথ নং কল্পটো—“তেন হি এহী”তি গহেহা সর্কটানং
অগমাসি । সো কতিপাহচ্চয়েন তং আহ—“ননু মং তুমেহে ‘ভরিয়ন্তে
আনয়িজামী’তি অবোচুখা”তি ?

করিল—“এই গাথীই তাহাকে এমন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে । সে
বুদ্ধি আঁটিল—‘তোমার জন্ত এইরূপ একটি গাথী আনিব’ এইরূপে জী-
লোভ দেখাইয়া তাহাকে নিয়া বাইব ।” এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল—

“চার পেয়ে এক সম্মুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,

এনে গাথা বে দিব তোর জানিসরে তা’ আর খেয়ে ।”

তাহা শুনিয়া গাথা সম্ভট চিন্তে এই গাথা বলিল—

“চার পেয়ে এক সম্মুখী ফিট্‌ফিটে-গা বৌ চেয়ে,

এনে আমার বে দিবে, হ্যাঁ ! চল কল্পট, যাই খেয়ে ;

যেতাম সাত যোজন, এখন যাব চৌদ যোজন ।”

১৮ । অতঃপর কল্পট তাহাকে বলিল—“তাহা হইলে আস ।” তাহাকে
নিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল । গাথা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল—
“তুমি না আমার জন্ত বৌ আনিবে বলিয়াছিলে ?”

“আম বৃত্তং, নাহং অন্তনো কথং ভিন্দিজামি, ভরিয়ন্তে আনেজামি, বট্টং পন তুফহং এককজেব দজামি, তুফহং পন অন্ততুতিয়জ পহোতু বা মা বা হমেব জানেয়্যাসি, উজ্জিহং বো সংবাসমম্বায় পুস্তাপি জায়িঅন্তি, তেহি বহুহি সন্ধিঃ তুফহং তং পহোতু বা মা বা হমেব জানেয়্যাসী”তি । গজ্জতো তন্নিঃ কথেষ্টে কথেষ্টে য়েব অনপেক্ষো অহোন্সি ।

সখা ইমং দেসনং আহরিয়া—“তদা ভিক্ষবে, গজ্জভী জনপদকল্যাণী অহোন্সি, গজ্জতো নন্দো, বানিজো অহমেব । এবং পুৰেষপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেহা বিনীতো”তি জাতকং নিট্ঠাপেসী”তি ।

“হী বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না, তোমার জন্ত বৌ আনিব, কিন্তু তোমাকে খোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাদের কুলাইবে কি না তাহা তুমিই জানিবে । তোমাদের উভয়ের সংসর্গে ছেলে মেয়েও হবে, তাহাদের শুদ্ধ এতগুলির ঐ এক খোরাকে হইবে কি না তাহা তুমিই বুঝিবে ।” সে তাহা বলিতে বলিতেই গাধা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিল ।

ভগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তখন গাধী ছিল জনপদকল্যাণী, গাধা নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি । এইরূপে পূৰ্বেও আমি ইহাকে জীৱ প্রলোভন দেয়াইয়া সংবত করিয়াছিলাম ।” এই বলিয়া জাতক শেষ করিলেন ।

চুন্দসূকরিক বণ্ড ১৫০

১। “ইধ সোচতী”তি ইমং ধন্মদেসনং সথা বেলুবনে
বিহরন্তো চুন্দসূকরিকং নাম আরত্ত্ব কথেসি।

সো কির পঞ্চপন্নাস বজ্জানি সূক্রে বধিহা খাদন্তো চ
বিক্কিণন্তো চ জীবিকং কপ্পেসি। জাতকালে সকটেন বীহিং
আদায় জনপদং গত্ত্বা নালিধেনালিমন্তেন গামসূকরপোতকে কিণিহা
সকটং পুরেহা আগত্ত্বা পচ্ছানিবসনে বজ্জং বিয় একং ঠানং পরি-
চ্ছিন্দিহা তথেষ তেসং নিবাপং রোপেহা তেহু নানাগচ্ছে চ সরীর-
মলঞ্চ খাদিহা বড্ডিতেত্ত্ব। যং যং মারেতুকামো হোতি তং তং

শৌকরিক চুন্দের উপাখ্যান । ১০

১। “ইহলোকে করে শোক” এই ধর্ম্মদেশনাং ভগবান বেণুবনে
বাস করিবার সময় শৌকরিক চুন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

চুন্দ পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ শূকর চত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত
জীবিকা নিবাহ করিত। শূকরের বাচ্চাদেওয়ার সময় সে গাড়ী করিয়া
ধান লইয়া গ্রামে বাহিত এবং সেসে দুইসের হিসাবে ধান দিয়া গ্রাম্য
শূকরের ডান কিনিয়া গাড়ী ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীর পিছনে
একটা স্থান ঠিক করিয়া ব্রজের মত করিয়া সে শূকরের ভক্ষ্য [কচু ইত্যাদি
গাছ-গুড়] লাগাইয়া রাখিত। শূকর শাবকেরা তাহা ও মলমূত্র খাইয়া
বাড়িয়া উঠিত। যেটা যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা হইত সেটা সেটা

আলাহনে নিচ্চলং বন্ধিহা শরীরমংসজ উকুমায়িত্বা বহলভাবথং চতুরঙ্গমুগারেন পোথেহা বহলমংসো জাভোতি এহা মুখং বিব-
রিহা অন্তরে দণ্ডকং দহা লোহথালিয়া পকট্ঠিতং উণেহাদকং
মুখে আসিঞ্চতি ।

২ । তং কুচ্ছিং পবিসিত্বা পকট্ঠিতং করীসং আদায় অধো-
ভাগেন নিচ্ছমতি । যাব ত্বেকম্পি করীসং অপি তাব আবিলং
হহা নিচ্ছমতি, স্তক্ষে উদরে অচ্ছং অনাবিলং নিচ্ছমতি । অতঃপ
অবসেসং উদকং পিট্ঠিয়ং আসিঞ্চতি । তং কালচন্দ্রং উপ্পাটেহা
গচ্ছতি । ততো তিগুকায় লোমানি ঝাপেহা তিণেহন অসিনা
সীসং ভিন্ধতি । পশ্বরণকং লোহিতং ভাজনেন পটিগাহেহা মংসং
লোহিতেন বডেহা পচিহা পুত্তদারমঞ্চে নিসিন্নো ঝাদিহা সেসং
বিক্খিণাতি ।

অশানে নিয়াগিয়া বাহাতে নড়িতে চড়িতে না পারে এমন ভাবে
বাঁধিত । শরীরমাংস ফুলিয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্য চোপাট যুগুর দিয়া প্রহার
করিত । মাংসের বৃদ্ধিভাব জানিয়া মুখ মেলিয়া মুখের ভিতরে এক খানা কাঠ
লাগাইয়া দিত । উত্তপ্ত গরম জল লোহথালয় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিত ।

২ । তাহা পেটের ভিতর গিয়া পরিপক মল সহ গুহপথে বাহির হইত ।
পেটের সামান্য মল থাকিলেও জল মলিন হইয়া বাহির হইত, পেটের
সব পরিপাক হইয়া গেলে পরিষ্কার নির্মল জল বাহির হইত । অতঃপর
অবশিষ্ট গরমজল পিঠে ঢালিয়া দিত । তাহাতে কালচন্দ্র উঠিয়া বাইত ।
তারপর খড়ের মশাল জালিয়া লোমগুলি পুড়িয়া ফেলিত । পোড়া হইলে
ধারাল অস্ত্র দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত । ধারা বহিয়া যে রক্ত পড়িতে
পাকিত তাহা সে একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিত । তাহা মাখাইয়া মাংস
বাড়াইয়া লইত, কতক পাক করিয়া দ্বী-পুত্র লইয়া ভোজন করিত, বাকী
বাহা বিক্রয় করিত ।

৩। তদ্ব ইমিনাব নিয়ামেন জীবিকং কল্পেস্তদ্ব পঞ্চপঞ্চাস
বজ্জানি অভিকল্পানি, তথাগতে ধুরবিহারে বসন্তে একদিবসম্পি
পুণ্ডমুট্ঠিমন্তেন পূজা বা কটচ্ছুমন্তং ভিক্ষাদানং বা অপ্রং বা কিঞ্চি
পুপ্রং নাম নাহোসি। অথঙ্গ সরীরে রোগো উল্লজ্জি, জীবন্ত-
দ্বৈব অবীচি মহানিরয়সস্তাপো উর্ট্ঠহি। অবীচিসস্তাপো নাম
ষোজনসতে ঠঙ্গা ওলোকেস্তদ্ব অক্ষীনাং ভিজ্জনসমথো পরিলাহো।
বুত্তম্পিচেতং—“সমস্তা যোজনসতং করিঙ্গা ভির্ট্ঠতি সৰ্বদা”তি।
নাগসেনথেরেন পনঙ্গ পাকতিকগ্গিসস্তাপতো অধিমত্তায় অয়ং
উপমা বুত্তা—“যথা মহারাজ কুটাগারমত্তো পাসাগোপি নেরয়ি-
কগ্গিমিহ খণেন বিলয়ং গচ্ছতি, নিব্বত্ত সত্তা পনেথ। কস্সবলেন
মাতুকুচ্ছিগতা বিয় ন বিলীয়ন্তী”তি।

৩। সে এভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর কাটাইয়াছিল।
ভগবান তথাগত তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন
তাঁহাকে এক মুষ্টি পুষ্প দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দান করে নাই,
কিংবা আর কিছু পূণ্যকাজ করে নাই। অনন্তর তাহার শরীরে রোগ
হইল। জীবিতাবস্থাতেই সে অবীচি মহানরকের জ্বালা অনুভব করিতে
লাগিল। অবীচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দূরে
থাকিয়া যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু
জলিয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“চারিদিকে শত যোজন বিস্তৃত
হইয়া ইহা সর্বদা অবস্থিত। নাগসেন হাবির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার
তাপাধিক্য বুঝাইবার জন্য এই উপমা দিয়াছেন—“যথা, মহারাজ! কুটা-
গার প্রমাণ পাষণ্ড ও নৈরয়িক অগ্নিতে ঋণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু
ইহাতে জাত প্রাণী কৰ্ম্মবলে মাতৃ জঠরের জ্বায় অবস্থান করে; বিলীন
হয় না।”

৪। তদ্ব তন্নিং সন্তাপে উপট্ঠিতে কন্মসরিজ্ঞকো আকারো উল্লঙ্ঘি। গেহমন্মোয়েব সুকররবং রবিহা জন্মুকেহি বিচরন্তো। পুরথিমবন্ধুন্পি পচ্ছিমবন্ধুন্পি গচ্ছতি। অথন্ম গেহমানুসকা তং দলহং গহেহা মুখং পিদহন্তি। কন্মবিপাকো নাম ন সন্ধা কেনচি পটিবাহিতুং। সো বিরবতেব, সমন্তা সন্তম্ব ঘরেন্ন মনুজ্জা নিদ্দং ন লভন্তি। মরগভয়েন তজ্জিতন্ম তন্ম বহি নিস্কমনং বারেতুং সবেষা গেহপরিজ্ঞনো যথা আস্তো ঠিতো বিচরিতুং ন সঙ্কোতি, তথা গহেহা দ্বারানি থকেহা বহি গেহং পরিবারেহা রক্ষন্তো অচ্ছতি।

৫। ইতরো অন্তো গেহেয়েব নিরয়সন্তাপেন বিরবন্তো ইতো চিত্তো চ বিচরতি। এবং সত্তদিবসানি বিচরিহা সত্তমে দিবসে

৪। সেই সন্তাপ উপস্থিত হইলে তাহার কৰ্ম্মানুরূপ আকার উৎপন্ন হইল। সে বাড়ীর মধ্যেই শূকরের ছায় রব করিয়া হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়া পূৰ্ব্ব পশ্চিমে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শব্দ করিয়া মুখ বাঁধিয়া দিল [যাহাতে শব্দ না হইতে পারে]। কৰ্ম্মের বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শূকরের ছায় শব্দ করিতেই লাগিল। তাহার শব্দে চারিদিকে সাত বাড়ীর লোক ঘুমাইতে পারিত না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। গৃহপরিজনদেরা সে যাহাতে বাহিরে আসিতে ও শব্দ করিতে না পারে, সে ভাবে তাহাকে ঘরের মাঝে পুরিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের চারিদিক ঘিরিয়া চোকা দিতে লাগিল।

৫। সে ঘরের মাঝেই নরকের সন্তাপে তপ্ত হইয়া ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। এক্রপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে

কালং কহা অবীচি মহানিরয়ে নিব্বত্তি । অবীচিমহানিরয়ো দেবদুত্তমুত্তমেন বপ্পেত্তব্বো । ভিক্ষু তজ ঘরদ্বারেন গচ্ছন্তা তং সদং সূতা সূকরসদোতি সঞ্জিনো হহা বিহারং গজ্জা সখু সত্তিকে নিসিন্না এবমাংসু—“ভন্তে, চুন্দসূকরিকজ গেহদ্বারং পিঙ্গহিহা সূকরানং মারিয়মানানং অজ্জ সত্তমো দিবসো, গেহে কাচি মজ্জলকিরিয়া ভবিজতি মপ্পে । এত্তকে নাম ভন্তে, সূকরে মারেত্তজ একম্পি মেত্তচিহং বা কারুপ্পং বা নথি, ন বত এবরুপো কচ্ছলো করুসো সত্তো দিট্টপুৰ্ব্বো”তি ।

৬ । সখা—“ন ভিক্ষবে, সো ইমে সত্তদিবসে সূকরে মারেতি, কাম্মসরিক্কং পনজ বিপাকং উদপাদি, জীবন্তজ্জিব অবীচি মহানিরয়সত্তাপো উপট্টাসি । সো তেন সত্তাপেন সত্তদিবসানি সূকররবং রবন্তো অন্তোনিবেসনে বিচরিহা অজ্জ কালং কহা

প্রাণত্যাগ করিহা অবীচি মহানরকে জন্মগ্রহণ করিল । অবীচি মহানিরয় ‘দেবদুত্তমুত্তম’ অনুসারে বর্ণিতব্য । ভিক্ষুগণ তাহার ঘরের দ্বার দিয়া যাইতে তাহার সেই শব্দকে শূকর-শব্দ মনে করিয়া বিচারে গিয়া ভগবানের নিকট বসিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আজ সাতদিন যাবৎ শূকর ওয়ালা চুন্দ ঘরের দ্বার বাঁধিয়া শূকর মারিতেই আছে ; তাহার বাড়ীতে বোধ হয় কোন মজ্জল উৎসব আছে । ভন্তে, এতগুলি শূকর মারিতেছে তবু তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বা করুণার সঞ্চার হইল না ! এমনতর কঠোর, নির্ভীক লোক ত আর কখনও দেখি নাই !”

৬ । ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়া শূকর মারে নাই । তাহার কৰ্ম্মানুরূপ অবস্থা হইয়াছে, জীবিতাবস্থাতেই অবীচি মহানরকের সন্তাপ অনুভব করিয়াছে । সে সেই সন্তাপের দ্বারা সাতদিন যাবৎ শূকরের দ্বার শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ মজ্জি

অবীচিমিহ নিব্বন্তো”তি বহা—

“ভন্তে, ইধ লোকে এবং সোচিহা পুন গন্তা সোচনট্টা-
নেয়েব নিব্বন্তো ?”তি বুন্তে—

“আম ভিহ্মবে, পমন্তো নাম গহট্টো বা হোতু পম্বজিতো
বা উত্তয়থ সোচতি যেবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উত্তয়থ সোচতি,

“সো সোচতি সো বিহঞ্জতি দিস্বা কস্মকিলিট্টমন্তনো”তি । ১৫

৭ । তথ “পাপকারী”তি—নানগ্নকারয় পাপকস্মজ কারকো
পুণ্ণলো—‘অকতং’ বত মে কল্যাণং, কতং পাপং’তি একংসেনেব
মরণসময়ে ইধ সোচতি, ইদমজ কস্মসোচনং । বিপাকং অনুভোন্তো

অবীচি নরকে জন্ম নিয়াছে ।”

ভিক্ষুরা বলিলেন— “ভন্তে, ইহলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া
আবার গিয়া অনুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল ?”

“ইহা ভিক্ষুগণ, যে প্রমত্ত সে গৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক
উত্তয় স্থানেই শোক করে ।” ইহা বলিয়া ভগবান এই গাথাটি বলিলেন—

“ইহলোকে করে শোক, শোক পরলোকে,

পাপকারী করে শোক এ’উত্তয় লোকে ;

কলুষিত কর্মই সে দেখি আপনার,

করে শোক, হত হয়, [করে হাহাকার] । ১৫

৭ । তথায় “পাপকারী”—নানা প্রকার পাপকর্মকারী ব্যক্তি— ‘কল্যাণ
কর্ম করি নাই, পাপ কর্ম করিয়াছি’ বলিয়া একান্তই মরণ-সময়ে ইহলোকে
শোক করে, ইহা তাহার কর্মশোচনা । পরে পাপকর্মের বিপাক অনুভব

পন পেচ্চ সোচতি, ইদমস্স পরলোকে বিপাকসোচনং । এবং
সো উভয়থ সোচতি য়েব । তেনেব কারণেন জীবমানো য়েব
সো চুন্দসূকরিকোপি “দিস্সা কস্মকিলিট্ঠং”তি—অন্তনো কিলিট্ঠকস্মঃ
পজ্জিহ্বা সোচতি, নানপ্পকারকং বিলপস্তু। বিহপ্রভীতি,তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং । মহাজনস্স
সাথিকা দেসনা জাতা’তি । •

করিতে করিতে শোক করে, ইহা তাহার পরলোকে বিপাক শোচনা । এই-
রূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে । সেই কারণে শৌকরিক চুন্দও
জীবন্ত থাকিতেই “কলুষিত কস্ম দেপি”— আপনার কলুষিত কস্ম দেখিয়া
শোক করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে হুঃখ পাইতেছে ।

গাথা অবদানে অনেকে শ্রোতাপন্নাদি হইল । দেশনা জনগণের
সার্থক হইয়াছিল ।



ধর্মিক উপাসকসু বণ্ণ । ১১

১ । “ইধ মোদতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো ধর্মিকং উপাসকং আরত্তু কথেসি ।

সাবথিয়ং কির পঞ্চসতা ধর্মিকউপাসকা নাম অহেন্নং ।
তেসু একেকজ পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা । যো
তেসং জেট্টকো তজ সত্ত পুত্তা সত্ত ধীতরো । তেসু একেকজ একেকা
সলাকয়াণ্ড সলাকভত্তং পম্বিকভত্তং নবচন্দভত্তং বজ্জাবাসিকং ।

ধার্মিক উপাসকের উপাখ্যান । ১১

১ । “ইহ লোকে প্রমোদিত হয়” ভগবান জেতবনে বাস করিবার
সময় ধার্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধার্মিক উপাসক ছিলেন । তাঁহাদের প্রত্যেকের
আবার পাঁচশত পাঁচশত উপাসক লইয়া এক একটি দল ছিল । তাঁহাদের
মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার সাতপুত্র ও সাতকণ্ঠা । তাহাদের প্রত্যেকের
এক এক বার পালান্নক্রমে যাণ্ড, পালান্নক্রমে ভাত, পাক্কিক ভাত,
[নুতন চন্দ্র উদিত হইলে] নবচন্দ্র ভাত ও বর্ষাবাসিক ভাত দিত ।

তেপি সৰ্বেষব অমুজাতপুত্রা নাম অহেন্নং । ইতি চুদসন্নং
পুত্রানং ভরিয়ায় উপাসকস্মাতি সোল্লস সলাকস্মাণ্ড আদীন
পবন্তস্তি । ইতি সো সপুত্রদারো সীলবা কল্যাণধম্মো দানসংবি-
ভাগরতো অহোসি ।

২ । অথঙ্গ অপরভাগে রোগো উল্লজ্জি, আয়ুসম্বারো পরি-
হায়ি । সো ধম্মং সোতুকামো অট্ট বা সোল্লস বা ভিক্কু পেসে-
থাতি সথু সন্তিকং পহিণি । সথা পেসেসি । তে গম্বা তঙ্গ মঞ্চং
পরিবারেত্বা পপ্রভেন্নে অসনেহু নিসিন্না । “ভন্তে, অয়্যানং মে
দঙ্গনং দুন্নভং ভবিম্মতি, দুব্বলোমিহ, একং মৈ সুত্তং সজ্জায়থা”তি
বুত্তে—

“কত্তরং সুত্তং সোতুকামো উপাসকা”তি ?

“সব্ববুদ্ধানং অবিজ্জহিতং সতিপট্টান সুত্তং”তি বুত্তে—

তাহারা সকলেই অমুজাত পুত্র [বাপ্কা বেটা] হইয়াছিল । উপাসকের
নিজের, জীর ও ছেলে মেয়ে চৌদ্ধটির দান লইয়া ঘোলটি পালাকুঞ্জে
বাগুদান ইত্যাদির অমুঠান হইত । এইরূপে জী-পুত্র-কল্যাণ সহ তিনি
শীলবান, কল্যাণধর্ম ও দাননিরত হইয়াছিলেন ।

২ । অনন্তর এক সময় তাহার রোগ হইল, আয়ু কুরাইয়া আদিল ।
তিনি ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি
ঘোলজন ভিক্কু চাহিয়া পাঠাইলেন । ভগবান ভিক্কু পাঠাইলেন । তাহারা
গিয়া তাহার মঞ্চ ঘিরিয়া প্রদত্ত আসনে বসিলেন ।

উপাসক বলিলেন— “ভন্তে, আপনাদের বর্শন আমার পক্ষে দুন্নভ
হইবে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, একটি সূত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনান ।”

“কোন সূত্র শুনিতে ইচ্ছা করেন উপাসক ?”

“সকল বুদ্ধের অপরিহার্য্য ‘সতিপট্টান’ সূত্র ।”

বুদ্ধে “একায়নো অয়ং ভিক্ষবে, মগ্গো সন্তানং বিহুঙ্কিমা”তি
সুত্তন্তং পঠ্যপেত্তং ।

৩ । তন্নিয়ং খণে ছহি দেবলোকেহি সন্ধ্যালঙ্কারপতিমণ্ডিতা
সহস্রসিদ্ধবসুন্তা দিয়ডটয়োজনসতিকা ছ রথা আগমিংসু । তেসু ঠিতা
দেবতা আম্হাকং দেবলোকং নেজ্জাম অম্হাকং দেবলোকং নেজ্জামাতি
— “অন্তো, মন্তিকভাজনং ভিন্দিহা সুবল্লভাজনং গণহন্তো রিয়
অম্হাকং দেবলোকে অভিরমিতুং ইধ নিব্বভাহী”তি বদিংসু । উপা-
সকো ধম্মসবণন্তরায়ং অনিচ্ছন্তো— “আগমেথ, আগমেথা”তি আহ ।
ভিক্ষু ‘অমেহ বারেতী’তি সংএয় তুণিহ অহেসুং । অথঙ্গ পুত্তধীতরো—
“অম্হাকং পিতা ধম্মসবণেন অতিত্তো অহোসি, ইদানি পন ভিক্ষু
পক্কোসাপেত্তা সঙ্খায়ং কারেহা সয়মেব বারেতি । মরগঙ্গ অভায়ন্তো

ভিক্ষু— “এই এক অয়ন ভিক্ষুগণ, এই এক মার্গ, সহস্রিগের বিত্তুঙ্কির”
ইত্যাদি বলিয়া ‘সতিপট্টান’ সূত্রান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩ । সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সন্ধ্যালঙ্কার-প্রতিমণ্ডিত, সহস্র
অশ্বযুক্ত, দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয় খানি রথ আসিল । রথে স্থিত
পাকিয়া দেবতারা নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া যাইবার জন্ত তাঁহাকে ডাকিতে
লাগিলেন । তাঁহারা কহিলেন— “ওহে, মাটির পাত্র ভাঙ্গিয়া সোণার পাত্র
গ্রহণের ছায় আমাদের দেবলোক উপভোগ করিতে এখানে আস ।” উপা-
সক ধর্মশ্রবণ কালীন তাঁহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া
কহিলেন— “আপনারা এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপেক্ষা করুন ।”
ভিক্ষু “আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে” এই মনে করিয়া নীরব হইলেন ।
তাঁহার পুত্রকত্তারা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল— “আমাদের পিতা ধর্ম
শ্রবণ করিয়া কোন দিন তৃপ্তি হয় নাই [অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিতেন, তত
শুনিবার ইচ্ছা করিতেন], এখন ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া সূত্র পাঠে
প্রবৃত্ত করাইয়া আবার নিজেই বারণ করিতেছেন, মরগকে ভয় করে না

নাম নথী”তি বিরবিস্ত্র। ভিক্ষু ইদানি অনোকাসোতি উর্টায় পকমিস্ত্র।

৪। উপাসকো থোকং বীতিনামেহা সতিং লতিহা পুত্তে পুচ্ছি— “কস্মা কন্দমা”তি ?

“তাত, তুমেহ ভিক্ষু পকোসাপেহা ধন্যং সুগন্তো সয়মেব বারসিথ, অথ নয়ং মরণজ অভায়নকসন্তো নাম নথী”তি কন্দমা”তি।

“অয়া পন কুহিং”তি ?

“অনোকাসোতি উর্টয়াসনা পকস্তা”তি।

“তাতা, নাহং অয়োহি সন্ধিং কথেমী”তি।

“অথ কেন সন্ধিং কথেসি তাতা”তি ?

“ছহি দেবলোকেহি দেবতা চ রথে অলঙ্করিহা আদায় আকাসে ঠহা ‘অমহাকং দেবলোকে অভিরম, অমহাকং দেবলোকে

এমন কেহই নাই।” ভিক্ষুগণ অসময় মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

৪। উপাসক অলঙ্কণ পরে সজাগ হইয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—
তোমরা কাঁদিতেছ কেন ?”

“বাবা, আপনি ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া ধর্ম শ্রুতিতে শ্রুতিতে নিজেই আবার তাহাদিগকে বারণ করিলেন, মরণকে ভয় করে না এমন কেহ নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাঁদিতেছি।”

“আর্যেয়া কোথায় ?”

“অসময় বুঝিয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন।”

“বাবারা, আমি ত আর্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই।”

“তবে বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন ?”

“ছয় দেবলোক হইতে অলঙ্কৃত ছয়খানি রথে দেবতারা আসিয়া আকাশে থাকিয়া ‘আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও, আমাদের দেবলোকে

অভিরমা”তি সদং করোন্তি, তাহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“কুহিং তাত, রথা, ন ময়ং পজ্জামা”তি বুত্তে—

“অথি পন ময়হং গম্বিতানি পুক্ষানী”তি ?

“অথি তাতা”তি ।

“কত্তর দেবলোকো রমণীয়ো”তি ?

“সব্ববোধিসত্তানং বুদ্ধমাতাপিতুম্বঞ্চ বসিতট্টানং তুসিতভবনং রমণীয়ং তাতা”তি ।

“তেনহি ‘তুসিতভবনতো আগতরথে লগ্গতু’তি পুক্ষদামং থিপথা”তি ।

৫ । তে থিপিংসু । তং রথধুরে লগ্গিত্বা আকাসে ওলম্বি । মহাজ্ঞানো তদেব পজ্জতি, রথং ন পজ্জতি ।

উপাসকো—“পজ্জথেষং পুক্ষদামং”তি বহা—

অভিরমিত হও ।’ এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে कहিয়াছি ।”

“রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না ।”

“আমার জন্ত ফুলের মালা গাঁথিয়াছিলে, তাহা আছে ?”

“আছে বাবা !”

“কোন্ দেবলোক রমণীয় ?”

“বাবা, ভূষিত দেবলোকই সুন্দর, সেখানে সকল বোধিসত্ত্ব আর বোধিসত্ত্বের পিতামাতা বাস করেন ।”

তাহা হইলে ‘ভূষিত স্বর্গ হইতে যেই রথ আসিয়াছে তাহাতে লগ্ন হউক’ এই বলিয়া ফুলের মালা ছোড় ।”

৫ । তাহার ছুড়িল । মালা রথের চাকায় লাগিয়া আকাশে ঝুলিতে লাগিল । সমবেত লোকেরা মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে পাইল না ।

উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা ফুলের মালা দেখিতেছ কি ?”

“আম পজ্জামা”তি বুন্তে—

“এতং তুসিতভবনতো আগতরথে ওলম্বতি, অহং তুসিতভবনং গচ্ছামি, তুম্হে মা চিন্তয়িত্ব, মম সন্তিকে নিব্বত্তিতুকামা হুত্বা ময়া কতনিয়ামেনেব পুণ্ণানি করোখা”তি বহু কালং কত্বা রথে পতিষ্ঠাসি । তাবদেবজ্জ তিগাবুতল্লমাণো সট্ঠিসকটভারালঙ্কার পতিমণ্ডিতো অন্তভাবো নিব্বত্তি । অচ্ছুরা সহজ্জং পরিবারেসি, পঞ্চ-বীসতি ষোড়শিকং কনকবিমানং পাতুরহোসি ।

৬ । তে ভিক্ষু বিহারং অনুসন্তে সখা পুচ্ছি—“সুতা ভিক্ষবে, উপাসকেন ধন্যদেসনা”তি ?

“আম ভন্তে, অন্তরায়েব পন আগমেথাতি বারেসি । অখল্ল পুত্তধীতরো কল্লিংসু । ময়ং ইদানি অনোকাসোতি

“হা দেখিতেছি ।”

“ইহা তুষিত ভবন হইতে যেই রথ আসিয়াছে, তাহাতেই ঝুলিতেছে, আমি তুষিত ভবনে বাইব, তোমরা চিন্তা করিও না, তোমরা আমার নিকট উৎপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিবা। আমি যেই ভাবে পুণ্যকার্য্য সমূহ করিয়াছি সেই ভাবে পুণ্যকার্য্য করিতে থাক ।” উপাসক এই বলিয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন এবং তুষিত দেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তখনই তাঁহার বাট গাড়ীর বোকাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ত্রি-গবুতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল । তিনি সহস্র অঙ্গুরা পরিবৃত্ত হইলেন । তাঁহার জন্ম পঁচিশ বোজন প্রমাণ এক কনক বিমান প্রোহৃত্ত হইল ।

৬ । এদিকে ভিক্ষুগণ, বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, উপাসক ধন্যদেসনা শুনিয়াছে ত ?”

“হা ভন্তে, শুনিয়াছেন কিন্তু শুনিতে শুনিতে মাঝখানে ‘আপনারা অপেক্ষা করুন’ বলিয়া বারণ করিলেন । তারপর তাঁহার ছেলে-মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল । আমরা তখন অসময় বুঝিয়া

উঠায়াসনা নিব্বন্তা”তি ।

“ন সো ভিক্ষবে, তুম্হেহি সন্ধিঃ কথেসি, হহি পন দেব-
লোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিয়া আহরিয়া তং উপাসকং
পক্কোসিংহু, সো ধম্মদেসনায় অন্তরায়ং অনিচ্ছন্তো তেহি সন্ধিঃ
কথেসী”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং ভিক্ষবে”তি ।

“ইদানি ভন্তে, সো কুহিং নিব্বন্তো”তি ?

“তুসিত ভবনে ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, ইদানি ইধ ঐগাতিমঞ্জে মোদমানো বিচরিয়া
ইদানেব গন্তা পুন মোদনট্টানে য়েব নিব্বন্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, অল্পমন্তা হি গহট্টা বা পব্বজিতা বা সব্বথ

আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছি ।”

“ভিক্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা কহে নাই । ছয় দেবলোক
হইতে দেবতারা ছয়খানি রথ সাঁকাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা উপা-
সককে ডাকিতেছিল, সে ধর্ম্মদেশনায় দাণা দেওয়া পছন্দ না করিয়া দেব-
তাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“তাই ভিক্ষুগণ !”

“ভন্তে, এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন ?”

“তুসিত ভবনে ভিক্ষুগণ !”

“এখনি ভন্তে, জ্ঞাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত থাকিয়া, আবার
এখনি গিয়া পুনঃ আমোদ স্থানেই জন্মিলেন ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্তেরা গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষুই হউক সবস্থানেই

মোদন্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুণ্ণে উভয়থ মোদতি,

সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কস্মবিন্তুজ্জিমত্তনো”তি । ১৬

৭। তথ “কতপুণ্ণে”তি—নানপ্লকারপ্প কুসলপ্প কারকো পুগ্গলো, ‘অকতং বত মে পাপং কতং কল্যাণং’তি ইধ কস্ম-মোদনেন পেচ্চ বিপাক মোদনেন মোদতি, এবং উভয়থ মোদতি নাম ।

“কস্মবিন্তুজ্জিম”তি—ধম্মিক উপাসকোপি অভনো কস্মবিন্তুজ্জি-পুণ্ণকস্ম সম্পত্তিঃ দিস্বা কালকিরিয়তো পুৰ্বে ইধ লোকেপি মোদতি,

তাহারা আমোদিত হয়। এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্য জন,

উভয় লোকেতে হয় প্রমোদিত মন ।

বিশুদ্ধি দেখিয়া নিজ কৰ্ম্ম অতিশয়;

আমোদিত হয় রে সে প্রমোদিত হয় ।” ১৬

৭। তথায় “কৃতপুণ্য”—নানাপ্রকার কুশল কৰ্ম্মের কারক । কৃতপুণ্য ব্যক্তি ‘আমি পাপ করি নাই, পুণ্যই করিয়াছি’ বলিয়া ইহলোকে কৰ্ম্মের আনন্দ এবং পরলোকে পুণ্যকৰ্ম্মের ফলভোগের আনন্দ পায়; এইরূপে সে উভয়ত্র আনন্দিত হয় ।

“কৰ্ম্ম-বিশুদ্ধি”—ধার্মিক উপাসক আপনার কৰ্ম্ম-বিশুদ্ধি পুণ্য-কৰ্ম্ম সম্পত্তি দেখিয়া মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে,

কালং কত্বা ইদানি পরলোকেপি অতিমোদতি য়েবাতি ।

গাথাপরিষ্যোসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেন্তং, মহাজনজ
সাথিকা ধন্যদেসনা জাতাতি ।

মৃত্যুর পর এখন পরলোকেও অতীব আনন্দ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে বহুলোক সোতাপন্ন ইত্যাদি চইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক চইয়াছিল ।

দেবদত্তস্বয়ং বধু । ১২

১ । “ইহ তপ্ততী”তি ইমং ধর্মদেবনং সখা জেতবনে বিহ-
রন্তো দেবদত্তং আরতু কথেসি ।

দেবদত্তঃ বধু পবজিতকালতো পট্টায় ষাষ পঠবিপ্লবেসনা
দেবদত্তং আরতু ভাসিতানি সর্বান জাতকানি বিখ্যারেত্বা কথি-
তং, অয়ং পনেথ সংখ্যেপো । সখরি অনুপিয়ং নাম মল্লানং
নিগমো তং নিজায় অনুপিয়স্বরনে বিহরন্তে মের তথাগতজ লক্ষণ-
পটিগাহণ দ্বিবেসে য়েব অসীতি সহজেহি ণাতিকুলেহি রাজা বা
হোতু বুদ্ধো বা, খন্ডিয়পরিবারোব বিচরিজ্জতীতি অসীতি সহজপুত্তা
পটিপ্রোতা । তেহু য়েভুয়েন পবজিতেহু ভদ্বিয় রাজানং

দেবদত্তের উপাখ্যান । ১২

১ । “ইহ লোকে পায় তাপ” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে বাস
করিবার সময় দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যাকাল হইতে পৃথিবী প্রবেশ পর্যন্ত তাহার জীবনের
ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে ।
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই— অনুপ্রিয় ছিল মল্লদের নগর । ভগবান
সেই অনুপ্রিয় নগর আশ্রয় করিয়া অনুপ্রিয় আশ্রম বনে বাস করিতেছিলেন ।
তথাগতের জন্মের পর তাঁহার শরীর-লক্ষণ বিচারের দিন তাঁহার আশি
হাজার জাতিয়া চিন্তা করিলেন— “ইনি রাজা হউন অথবা বুদ্ধই হউন,
কত্বেয় পরিতুষ্ট হইয়াই বিচরণ করিবেন ।” এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদের
আশি হাজার কত্বেয় কুমার দিবার প্রস্তাব করিলেন । যথা সময়ে সেই
কত্বেয় কুমারদের অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ভদ্বিয় রাজাদের মধ্যে

অমুরুদ্ধ, আনন্দ, তপ্ত, কিঞ্চিল, দেবদত্তস্তি ইমে ছ সকে অপব-
জস্তে দিস্বা “ময়ং অন্তনো পুন্তে পব্বাজেম, ইমে ছ সকা ন
এণাতকা মণ্ণে, তস্মা ন পব্বজন্তী”তি কথং সমুট্টাপেসুং ।

২ । অথ খো মহানামো সকে অমুরুদ্ধং উপসকমিত্বা—
“তাত, অমহাকং কুলে পব্বজিতো নথি, ভং বা পব্বজ অহং বা
পব্বজিঙ্গামী”তি আহ ।

সো পন সুকুমালো হোতি সম্পন্নভোগো, নথীতি বচনম্পি
তেন ন স্তুতপুংগুং । এক দিবসং হি তেহু ছসু খত্তিয়েসু গুল-
কীলং কীলন্তেসু অমুরুদ্ধো পুবেন পরাজিতো, পূবথায় পহিণি ।
অথজ মাতা পূবে সজ্জেশ্ব পহিণি । তে খাদিস্বা পুন কীলিংসু ।

অমুরুদ্ধ, আনন্দ, তপ্ত, কিঞ্চিল ও দেবদত্ত এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই । তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া
লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— “আমরা আপন পুত্রদের প্রব্রজ্যা
দিয়া দিলাম, এই ছয়জন শাক্য-ত দেখিতেছি এখনও প্রব্রজ্যা নিল না,
বোধ হয় তাহারা বৃদ্ধের জাতি নয় ।”

২ । অনন্তর মহানাস শাক্য অমুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; হয়
ভুমি প্রব্রজ্যা নাও, না হয় আমি নিই ।”

অমুরুদ্ধ ছিলেন সুকোমল, ভোগ বিলাসী । ‘নাই’ এই শব্দও কোন
দিন শুনেন নাই । এক দিবস তাঁহাদের ছয় ক্রিয়ের মধ্যে গুটিখেলা
হইতেছিল । খেলার সময় অমুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা বাতী রাখিল, সে পরাজয়
হইলে পিঠা খাওয়াইবে । খেলা করিতে করিতে অমুরুদ্ধের পরাজয় হইল ।
তিনি পিঠার ক্ষুদ্র পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার মাতা পিঠা সাঁকাইয়া
পাঠাইলেন । তাঁহারা তাহা খাইয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন ।

পুনঃপুনঃ তজ্জেব পরাজয়ো হোতি । মাতা পনঙ্গ পহিতে তিক্তভুং
পূবে পহিগিতা চতুথে বারে পূবঃ নখীতি পহিণি । সো নখীতি
বচনঙ্গ অস্বতপুৰ্ব্বতা “এসাপেকা পূববিকতি ভবিজতী”তি মপ্রমানে
“নখিপূবঃ মে আহরথা”তি পেসেসি ।

৩ । মাতা পনঙ্গ “নখিপূবঃ পন অয়ে, দেখা”তি বুভে
“মম পুন্তেন নখীতি পদং ন স্ততপুৰ্ব্বং, ইমিনা পন উপায়েন
এতমথং জানাপেজামী”তি তুচ্ছং স্তবঙ্গপাতিং অপ্রায় স্তবঙ্গপাতিয়া
পটিকুজ্জিতা পেসেসি । নগর পরিগ্ৰাহিকা দেবতা চিস্তেস্তুং
“অনুরুদ্ধসকেন অন্নভার কালে অভনো ভাগভত্তং উপরিষ্ঠপচেক
বুদ্ধজ দত্তা. ‘নখীতি মে বচনঙ্গ সবণং মা হোত্তি, ভোজনুপ্তিয়া

বার বার তাঁহারই পরাজয় । তিনিও পুনঃপুন মাতার নিকট পিঠার জন্ত
প্রেরণ করিলেন । মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিঠা
নাই বলিয়াই ফিরাইয়া বিলেন । সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল ‘পিঠা নাই ।’
তিনি যে ‘নাই’ শব্দ কোন দিন শুনে নাই, তাই তাহাও একপ্রকার
পিঠা বিশেষ মনে করিলেন । তাহাকে পুনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া
দিলেন—“যাও, আমার জন্ত ‘নাইপিঠা’ নিয়া আস ।”

৩ । সেও বাইয়া বলিল—“আযো, ‘নাইপিঠা’ দেন ।” অনুরুদ্ধের
মাতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—“আমার ছেলে ‘নাই’ শব্দ কোন
দিন শুনে নাই, তাহাকে এই উপায়ে ‘নাই’ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিব”
এই চিন্তা করিয়া, শূজ এক সোণার ভাজন অত্র এক সোণার ভাজনের
দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিলেন । তখন নগর রক্ষক দেবতা চিন্তা করি-
লেন—“অনুরুদ্ধ শাক্য পূৰ্ব্বজন্মে অন্নভার নাম ধারণ করিয়া বখন জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিজের অংশের ভাত উপরিষ্ঠ নামক ‘পচেক’
বুদ্ধকে দান দিয়াছিলেন । দান দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—
‘কখনও ‘নাই’ শব্দ যেন আমি না শুনি, আর আহার উৎপন্ন

জাননং মা হোতু'তি পথনা কতা; সচায়ং তুচ্ছপাতিং পদ্মিঅতি
দেবসমাগমং পবিসিতুং নলভিঅাম; সীসম্পি নো সত্তধা ফলেয়্যাতি ।

৪ । অথ নং পাতিং দিব্বপূবেহি পুণ্ণং অকংসু । তজ্জা গুল-
মণ্ডলে ঠপেহা উগ্ঘাটিত মন্ডায় পূবগম্ভো স্কল নগরে ছাদেহা
ঠিতো, পূবগুং মুখে ঠপিতমন্ডমেব সত্ত রসহরগীসহস্রানি অনু-
করি । সো চিস্তেসি—“নাহং, মাতু পিয়ো, এত্তকং মে কালং
উমং নথিপূবং নাম ন পচি । ইতো পট্টায় অঞ্জং পূবং নাম
ন খাদিঅামী”তি । গেহং গম্ভাপি মাতরং পুচ্ছি—“অম্ম, তুম্হাকং
অহং পিয়ো অগ্নিরো”তি ?

“তাত, একস্মিনো অস্মি বিয় চ হৃদয়ং বিয় চ অতিপিয়ো
মে”তি ।

কারণও যেন আমাকে জানিতে না হয় ।” তিনি যদি এই শূন্য পাত্র দেখেন,
তাহা হইলে আমি আর দেব সমাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না; মাথাও
আমার সাতভাগে কাটিয়া যাইবে ।”

৪ । অতঃপর দেবতা সেই পাত্রটি দিব্য পিঠায় পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ।
পাত্রটি গুলি-মণ্ডলে রাখিয়া ঢাকনি উন্টাইবামাএই পিঠার সুগন্ধে সমস্ত
নগর স্তগন্ধময় হইল । পিঠাখণ্ড মুখে দেওয়া মাত্রই সাতহাজার রস-
হরগীতে বিস্তার লাভ করিল । তখন অনুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন—“আমি
মাতার প্রিয় নহি, এতদিন যাবৎ আমার জন্য এই ‘নাটপিঠা’ পাক
করে নাই । এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না ।” তিনি
গৃহে যাইয়াও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা, আমি কি তোমার প্রিয়,
না অপ্রিয় ?”

“বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে তাকার একচক্ষু যেমন প্রিয়,
হৃদয় যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয় ।”

“অথ কস্মা এতকং কালং ময়হং নথিপূবং ন পচিৎ
অস্মা”তি ?

স। চুন্নুপট্টাকং পুচ্ছি— “অথি কিঞ্চি পাতিয়ং তাতা”তি ?

“পরিপূর্ণা অয়ো, পাতি পূবেহি, এবরুপং পূবং নাম মে
ন দিষ্টপূবং”তি ।

স। চিন্তেসি— “ময়হং পুস্তো পুত্রবা কতাতিনীহারো ভবি-
ষতি, দেবতাহি পাতিং পূরেহা পূবা পহিতা ভবিষন্তী”তি ।

অথ নং পুস্তো— “অস্ম, ইতো পট্টায়াহং অপ্রং পূবং
নাম ন খাদিঙ্গামি, নথিপূবমেব পচেয়্যাসী”তি ।

৫। সাপিঙ্গ ততো পট্টায় “পূবং খাদিতুকামোম্হী”তি বুভে
তুচ্ছপাতিমেব “অপ্রায় পাতিয়া পটিকুজ্জিহা পেসেতি ।

“তাহা হইলে কেন মা, এতদিন যাবৎ তুমি আমার জন্য এই
‘নাইপিঠা’ পাক কর নাই ?”

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “বাবা, পাত্রে
কিছু ছিল কি ?

“আর্য্যো, পাত্র পিঠার পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে
দেখি নাই ।”

ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে পুণ্যবান, পূৰ্ণ-
কৃত প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্র পূর্ণ করিয়া পিঠা
পাঠাইয়া থাকিবেন ।”

অতঃপর অমরুদ্ধ মাতাকে কহিলেন— “মা, এই চইতে আমি আর
অল্প পিঠা খাইব না ; এই ‘নাইপিঠা’ই আমার জন্ম পাক করিও ।”

৫। সেই হইতে অমরুদ্ধ পিঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও
এক শূন্য পাত্র অল্প এক পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন ।

যাব অগারমন্ডে বসি ভাবজ দেবতা দিবসপূবে পহিণিস্ত। সো
এতকম্পি অজানন্তোব পবজ্জং নাম কিং জানিন্ণতি, তস্মা
“কা এসা পবজ্জা নামা”তি ভাতরং পুচ্ছিহা “ওহারিত কেস-
মজ্জুনা কালাব নিবঞ্ছেন কট্টথরকে বা বিদলমঞ্চকে বা নিপ-
জ্জিহা পিণ্ডায় চরন্তেন বিহাতবং, এসা পবজ্জা নামা”তি বুত্তে—

“ভাতিক, অহং সুকুমালো, নাহং সন্নিজামি পবজ্জিতুং”
তি আহ।

“তেনহি তাত, কস্মন্তং উগ্গহেহা ঘরাবাসং বস, ন হি সন্ধা
অমেহন্তু একেন অপবজ্জিতুং”তি।

অথ নং—“কো এস কস্মন্তো নামা?”তি পুচ্ছি।

ভত্তুট্টানট্টানম্পি অজানন্তো কুলপুত্তো কস্মন্তং নাম কিং
জানিন্ণতি ?

অমুরুদ্ধ বতদিন গৃহবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাঁহার জ্ঞা দিয়া পিঠা
পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এতদূরও জানেননা, প্রব্রজ্যার বিষয় আর কি
জানিবেন! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই প্রব্রজ্যা কি?”
তহত্তরে তিনি বলিলেন—“চুল ও গোপদাড়ী ছেদন করিতে হয়, কাবার
বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, কাষ্ঠান্তরণে অথবা বেত্রমঞ্চে শুইতে হয়, পিণ্ডা-
চরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, এই হইল প্রব্রজ্যা।”

তিনি এইরূপ বলিলে অমুরুদ্ধ কহিলেন—“দান্য, আমি সুকোমল,
আমি প্রব্রজ্যা নিতে পারিব না।”

“তাহা হইলে তাই, কাজকর্ম শিখিয়া গৃহবাসে থাক, আমাণের
একজনও প্রব্রজ্যা না নিয়া পারিব না।”

অতঃপর অমুরুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই কাজকর্ম কেমন?”

যেই কুলপুত্র তাত উৎপন্নর স্থানও জানেন না, তিনি আবার কাজ-
কর্মের বিষয় কি জানিবেন ?

৬। একদিবসং হি তিল্লং খতিয়ানং কথা উদপাদি—“ভন্তং নাম কুহিং উর্টহতী”তি ?

কিঞ্চিলো আহ—“কোর্টকে উর্টহতী”তি ।

অথ নং ভদ্রিয়ো—“তং ভন্তুর্টানটানং ন জানাসি, ভন্তং নাম উক্সলিয়ং উর্টহতী”তি আহ ।

অনুরুদ্ধো—তুমহি য়েপি ন জানাথ, ভন্তং নাম রতন মকুলায় সুবলপাতিয়ং উর্টহতী”তি আহ ।

তেসু কিং কিঞ্চিলো এক দিবসং কোর্টকতো বীহিং ওতরিয়মানে দিস্বা ‘এতে কোর্টকেব জাতা’তি সপ্রিঃ অহোসি । ভদ্রিয়ো একদিবসং উক্সলিতো ভন্তং বড্রিয়মানং দিস্বা ‘উক্সলিয়ণ্ণেব উল্লমন্তি’ সপ্রিঃ অহোসি । অনুরুদ্ধেন পন নেব বীহিং কোর্টেস্তা,

৬। এক দিবস তিন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কথা উত্থাপিত হইল—“ভাত কোথায় উৎপন্ন হয় ?”

“কিঞ্চিল কহিলেন—“গোলায় উৎপন্ন হয় ।”

ভদ্রিয় কহিলেন—“তুমি-ত ভাত উৎপন্নের স্থান জান না, ভাত উৎপন্ন হয় পাড়ে ।”

অনুরুদ্ধ কহিলেন—“তোমরা দুই জনেই জান না, ভাত উৎপন্ন হয় রক্ত মুকুল সদৃশ সোণার থালায় ।”

তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিল একদিন দেখিয়াছিলেন— গোলা হঠতে ধান পাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ইহা গোলা-তেই উৎপন্ন হইয়াছে ।’ ভদ্রিয় একদিন দেখিয়াছিলেন— পাতিলা হঠতে ভাত ঢালিয়া লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ‘ভাত পাতিলাতেই উৎপন্ন হয় । অনুরুদ্ধ কিন্তু ধান ভানিতে.

ন ভন্তং পচন্তা, ন বডেস্তা দির্ঘপুষ্ণা, বডেস্তা পন পুরতো
ঠপিতমেব পজ্জতি; সো ‘ভুঞ্জিতুকামকালে ভন্তং পাতিয়ং
উর্টহতীতি সপ্তমকাসি ।’

৭। এবং তয়োপি ভদ্ভুট্টানট্টানং ন জানন্তি। তেনায়ং
কো এস কস্মন্তো নামাতি পুচ্ছিত্বা পঠমং খেত্তং কসাপেত-
বন্তি। আদিকং সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে কন্তব্বকিচ্চং স্ত্বা “কদা
কস্মন্তানং অন্তো পপ্পায়িঅতি, কদা ময়ং অপ্পোঅুকা ভোগে
ভুঞ্জিঅামা”তি বহা কস্মন্তানং অপরিয়ন্ততায় অস্মাতায় “তেন হি
ওপ্পেব ঘরাবাসং বস, ন ময়ং এতেনপো”তি মাতরং
উপসংকমিত্বা “অমুজানাহি অস্ম মং পব্বজ্জিঅামী”তি বহা
তায় তিস্বত্তং পটিচ্ছিপিঅা “সচে তে সহায়কো ভদ্বিয় রাজা

ভাত রাধিতে অথবা ভাত ঢালিতে কোনদিন দেখেন নাই; কেবল
দেখিয়াছেন—ভাত ঢালিয়া সম্মুখে স্থাপন মাত্রই, ইহাতে তিনি মনে
করিলেন—‘ভোজনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, ভাত পাত্রে উৎপন্ন হয়।’

৭। এইরূপ তিন জনেই ভাত উৎপন্নের কারণ জানেন না। তাই
অমুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কাজকর্ম্ম কেমন?’ তদুত্তরে ‘প্রথম ক্ষেত্র
কর্ষণ করিতে হইবে’ ইত্যাদিরূপে বৎসরে বৎসরে কর্তব্য কর্ম্মের কথা
শুনিয়া কহিলেন—‘কখন এইসব কাজের অন্ত দেখা যাইবে? আর
কখন বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া মুখে ভোগ সম্পত্তি
পরিভোগ করিব।’ এই বলিয়া কস্মান্তের অসমাপ্তি ও অক্ষমতা ভাব
দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলেন—‘তাহা হইলে আপনিই ঘরে থাকুন,
আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।’ এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট
উপস্থিত হইয়া কহিলেন—‘মা, অনুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।’
মাতা তিনবার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কহিলেন—‘তোমার বহু ভদ্রিয় রাজা

পবনজিহ্বাতি তেন সন্ধিং পবনজাহী”তি বুস্তে তং উপসংকমিষ্য “মম
খো সন্ম পবনজাহী তব পটিবদ্ধা”তি বধ্য তং নানগ্নকারেই সপ্তাপেদ্যা
সপ্তমে দিবসে অন্তন। সন্ধিং পবনজনথায় পটিপ্রঃ গগিহ ।

৮ । ততো ভদ্রিয়ো সাক্যরাজা অনুকুক্ষো, আনন্দো, তণ্ডু,
কিঞ্চিলো, দেবদত্তোতি ইমে হু খতিয়া উপালিকগ্নকসত্তমা দেবা
বিয় দিকসম্পত্তিং সত্তাহং অনুভবিষ্য উয়্যানং গচ্ছন্তা বিয়
চতুরঙ্গিণিয়া সেনার নিব্বমিষ্য পরবিসয়ং পত্না রাজাণায়
সেনং নিবস্তেয্য পরবিসয়ং ওকমিংস্তু । তথ হু খতিয়া অন্তনো
অন্তনো আভরণানি ওম্ফিষ্য ভণ্ডিকং কথ্য “হন্দ তনে উপালি
নিবস্তন্তু, অলং তে এস্তকং জীবিকায়্য”তি তন্ত অদংস্তু ।

সহি প্রব্রজিত হয়, তবে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও ।”
মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—
“বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত প্রতিবদ্ধ” এই বলিয়া তাঁহাকে
নানা প্রকারে বুঝাইয়া সপ্তম দিবসে তাঁহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য
প্রতিজ্ঞা করাইলেন ।

৮ । তৎপর শাক্যরাজ-কুলের ভদ্রিয়, অনুকুক্ষ, আনন্দ, তণ্ডু, কিঞ্চিল
ও দেবদত্ত এই ছয় কত্রিয় এবং নাপিতপুত্র উপালি সহ এই সাতজন
সপ্তাহ কাল দেবতার ন্যায় দিব্য সম্পত্তি অনুভব করিলেন । সপ্তম
দিবসে উদ্ধানে যাওয়ার স্থায় চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত বাহির হইলেন ।
তাঁহারা অপররাজ্য সম্প্রাপ্ত হইলে সত্তগণকে নিবৃত্ত করিয়া পররাজ্যে
প্রস্থান করিলেন । তথায় ছয় কত্রিয় আপন আপন আভরণ সমূহ
খুলিয়া লইয়া পুটলি বাধিলেন এবং তাহা উপালিকে দিয়া কহিলেন—
“ওহে উপালি, তুমি বিরত হও, ইহাতেই তোমার জীবিকার জন্ত যথেষ্ট হইবে।”

সো তেসং পাদমূলে পবট্টেয়া পরিদেবিয়া আগং অতিকমিতুং অসকোন্তো উট্টায় নিবত্তি । তেসং বিধা জাতকালে বনং আরোদনম্বন্তং বিয় পঠবী কম্পমানাকারম্বন্তা বিয় অহোসি । উপালি থোকং নিবত্তিযা “চণ্ডা ধো সাকিয়া, ‘ইমিনা কুমারা নিম্বাতিত্তা’তি ঘাতেয়্যাম্পি মং, ইমে হি নাম সাক্যকুমারা এবরুপং সম্পত্তিং পহায় ইমানি অনগ্বানি আভরণানি খেলপিণ্ডং বিয় ছডেডত্তা পববজ্জিঅন্তি, কিমঙ্গপনাহং”তি ভণ্ডিকং ওমুন্ধিযা তানি আভরণানি রুক্ষে লগেত্তা “অথিকা গণহন্তু”তি বহ্মা তেসং সন্তিকং গত্তা তেহি “কস্মা ন নিবন্তোসী”তি পুটেটা তমণং আরোচেসি ।

এই কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদের বিনায় কালীন বন যেন রোদন করিতেছে, পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল । উপালি অল্পক্ষণ নিবৃত্ত থাকিয়া চিন্তা করিলেন—“শাক্যগণ উগ্র, হরতঃ তাঁহারা ঈহাও মনে করিতে পারেন—‘ইহাঘায়া কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ এই মনে করিয়া আমাকে বধও করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারেরা যদি এমনতর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণ সমূহ পুথুর ভায় ছাড়িয়া প্রেরিত হইতে পারেন, আমার আর কথাই বা কি !” এই মনে করিয়া পুটলি খুলিয়া “যাহাদের প্রয়োজন তাহারা গ্রহণ করুক” এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন । অতঃপর তিনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হে, কিরিয়া আসিলে যে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন ।

৯। অথ নং তে আদায় সখু সন্তিকং গস্থা “ময়ং ভন্তে, সাকিয়া নাম মাননিজিতা, অয়ং অমহাকং দীঘরত্তং পরিচারকো, ইমং পঠমত্তরং পব্বাজেথ, ময়মজ্জ পঠমত্তরং অভিবাদনাদীনি করি-
জাম ; এবং নো মানো নিস্সানয়িগ্গতী”তি বহা তং পঠমত্তরং পব্বা-
জেহা পচ্ছা সয়ং পব্বজিৎসু ।

১০। তেসু আয়স্সা ভদ্বিহ্মে তেনেব অন্তরবজ্জেন তেবিজ্জে।
অহোসি ; আয়স্সা অনুরুদ্ধো দিব্বচক্ষুকো হুহা পচ্ছা মহাপুরিস
বিতক্কহুত্তং হুহা অরহত্তং পাপুণি, আয়স্সা আনন্দো সোতাপত্তি
ফলে পতিট্ঠহি ; ভগুথেরো চ কিম্বিলথেরো চ অপরভাগে বিপজ্জনং
বজ্জেহা অরহত্তং পাপুণিংসু, দেবদত্তো পোথুজ্জনিকং ইঙ্কিং পত্তো ।

৯। অতঃপর তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত
হইলেন। যাইয়া ভগবানকে কহিলেন—“ভন্তে, আমরা শাক্য মাত্রই
অভিমানী, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমতর ইহাকে প্রব্রজ্যা
প্রদান করুন, আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব; এইরূপ হই-
লেই আমাদের অভিমান ক্ষয় হইবে।” এই বলিয়া প্রথমতর তাঁহাকে
প্রব্রজ্যা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্রব্রজিত হইলেন।

১০। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুয়ান তদ্বির সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই ত্রিবিগ্গা
লাভী হইলেন; আয়ুয়ান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে ‘মহাপুরুষ
বিতর্ক হুত্র’ গুনিয়া অর্হৎ লাভ করিলেন; আয়ুয়ান্ আনন্দ সোতাপত্তি
ফল লাভ করিলেন; অত্র সময় ভগু স্ববির ও কিম্বিল স্ববির বিদর্শন
ভাবনা বর্জিত করিয়া অর্হৎ লাভ করিলেন; দেবদত্ত পৃথগ্জন ঋদ্ধি
পাইলেন।

১১ । অপরভাগে সখরি কোসস্থিয়ং বিহরন্তে সসাবক-
সজ্জস তথাগতস মহন্তো লাভসকারো নিব্বন্তি—বথভেসজ্জাদি-
হথা মনুজা বিহারং পবিসিত্বা “কুহিং সথা, কুহিং সারিপুত্তথেরো,
কুহিং মোগল্লানথেরো, কুহিং মহাকল্পথেরো, কুহিং ভদ্রিয়থেরো,
কুহিং অনুরুদ্ধথেরো, কুহিং আনন্দথেরো, কুহিং ভগুথেরো, কুহিং
কিঞ্চিলথেরো”তি অসীতি মহাসাবকানং নিসিন্নট্ঠানং ওলোকেষা
বিচরন্তি । “দেবদত্তথেরো কুহিং নিসিন্নো বা ঠিতো বা”তি
বত্তাপি নথি । সো চিস্তেসি—“অহং এতেহি সন্ধিং য়েব পব্বজিতো,
এতেপি খত্তিয়পব্বজিতা, অহম্পি খত্তিয়পব্বজিতো, লাভসকারহথা
মনুজা এতে পরিয়েসন্তি, মম নামং গহেতাপি নথি ; কেন নুথো
সন্ধিং একতো হহা কং পসাদেহা মন লাভসকারং নিব্বন্তেয়্যন্তি ।”

১১ । অনন্তর ভগবান যখন কোশস্থিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন
ভগবান ও তাঁহার শ্রাবক সংঘের মহা লাভ সংকার উৎপন্ন হইয়াছিল ।
লোকেরা বস্ত্র-ভৈষজ্যাদি হস্তে বিহারে যাইতেন । তাঁহার বিহারে প্রবেশ
করিয়া — “ভগবান কোথায়, শারিপুত্র স্থবির কোথায়, মোদ্গল্যায়ন স্থবির
কোথায়, মহাকল্প স্থবির কোথায়, ভদ্রিয় স্থবির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্থবির
কোথায়, আনন্দ স্থবির কোথায়, ভগু স্থবির কোথায়, কিঞ্চিল স্থবির কোথায় ?”
এইরূপ বলিতে বলিতে অশীতি মহাশ্রাবক দিগের বাসস্থান সমূহ দেখিতে
দেখিতে বিচরণ করিতেন । “দেবদত্ত স্থবির কোথায় উপবিষ্ট বা স্থিত ”
এই কথা বলিবারও কেহ ছিল না । তিনি চিন্তা করিলেন— “আমি ইহাদের
সঙ্গেই প্রব্রজিত হইয়াছি ; ইহারাও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রব্র-
জিত । মনুষ্যেরা দানীয় বস্তু হাতে করিয়া ইহাদিগকে ভাণাস করে,
আমার নাম মুখে লইবারও কেহ নাই ; আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া,
কাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার লাভ সংকার উৎপাদন করি ।”

১২। অথচ এতদহোসি—“অয়ং খো রাজা বিশ্বিসারো পঠম দক্ষনেবে একাদসহি নহুতেহি সন্ধিং সোতাপত্তিকলে পতিট্ঠিতো, ন সন্ধা এতেন সন্ধিং একতো ভবিতুং। কোসলরঞ্ণা চ সন্ধিং ন সন্ধা। অয়ং খো পন রঞ্ণা পুত্তো অজাতসত্তু কুমারো কজ্জচি শুণ্ণদোসে ন জানাতি, এতেন সন্ধিং একতো ভবিজ্জামী”তি।

১৩। সো কোসম্বিতো রাজমহং গম্বা কুমারবল্লং অভিভিন্মি-
গিত্বা চত্তারো আসিবিসে চতুস্স হত্থপাদেস্স, একং গীবায় পিল্লিক্কা,
একং সীসে চুস্টকং কত্তা, একং একংসং করিত্বা ইমায় অহি-
মেখলায় আকাসতো ওরুযহ অজাতসত্তুস্স উচ্ছস্সে নিসীদিত্বা
তেন ভীতেন “কোসি ত্বং”তি বুত্তে “অহং দেবদত্তো”তি বত্তা
তস্স ভয়বিনোদনথায় তং অন্তভাবং পটিসংহরিত্বা সজ্জাটিপত্ত-
চীবরধরো পুরতো ঠত্তা তং পসাদেত্তা লাভসঙ্কারং নিব্বত্তেসি।

১২। অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন—“এই বিশ্বিসার রাজা
ভগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অযুত লোকের সহিত শ্রোতাপত্তি ফল
লাভ করিয়াছেন, ইনিও সহিত মিলিতে পারিব না। কোশলরাজের সহিতও
পারিব না। এই রাজপুত্র কুমার অজাতশত্রু কাহারও দোষশুণ্য সম্বন্ধে
জানেন না, তাঁহার সহিত একত্র হইব।”

১৩। এই মনে করিয়া দেবদত্ত কোশম্বি হইতে রাজগৃহে গমন করি-
লেন। তথায় বাইয়া কুমার-বর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিষধর সর্পচারি
হস্ত-পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্টন করিলেন, একটি মস্তকে পাগড়ীর দ্বারা
বেষ্টন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন। এইরূপে তিনি সর্পের
দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করতঃ অজাতশত্রুর কোলের উপর
গিয়া বসিলেন। অজাতশত্রু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কে?”
“আমি দেবদত্ত” এই বলিয়া তাঁহার ভয়বিনোদনের জন্ত সেই বেশ পরিবর্তন
করিয়া সংঘটিত পাত্র চীবর ধারী ভিক্ষুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন।
এইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ সংকার উৎপাদন করাইলেন।

সো লাভসকারাভিভূতো “অহং ভিক্ষুসংঘং পরিহরিষ্যামি”তি পাপকং
চিন্তং উন্মাদেহা সহ চিন্তুন্মাদেন ইক্কিতো পরিহায়িত্বা সথারং
বেলুবনবিহারে সরাজিকায় পরিসায় ধম্মং দেসেসত্তং বন্দিয়া
উট্ঠায়াসনা অঞ্জলিং পগ্গয়হ— “ভগবা ভন্তে, এতরহি জিণ্ণো বুদ্ধো
মহল্লকো অম্লোজ্জুক্কো দিট্ঠধম্মসুখবিহারং অনুয়ুজ্জতু, অহং ভিক্ষু-
সংঘং পরিহরিষ্যামি, নীয়াদেথ মে ভিক্ষুসংঘং”তি বহা সথারা
খেলাসিকাবাদেন অপসাদেহা পটিস্বিত্তো অনন্তমনো ইমং পঠমং
তথাগতে আঘাতং বন্ধিত্বা পক্কমি ।

১৪ । অথঙ্গ ভগবা রাজগহে পকাসনীয়কস্মং
কারেসি । সো “পরিচ্চত্তোদানি অহং সমণেন গোতমেন,

দেবদত্ত লাভ সংকার দ্বারা অভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন— “আমি
ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিব ।” এই পাপ-চিন্তা উৎপাদনের সঙ্গে
সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধি পরিহীন হইল । অনন্তর একদিবস ভগবান
বেণুবন বিহারে পৃথগ্জন পরিসরের মধ্যে বসিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিতে-
ছিলেন । সেই ধর্ম্মদেশনার সময় দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করিয়া
আসন হইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিলেন— “ভন্তে ভগবন্,
আপনি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ ও বয়সাধিক্য হইয়াছেন ; এই হইতে আপনি
নিরিবিচি চিন্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে বাস করুন, আমি ভিক্ষুসংঘ পরি-
চালনা করিব, ভিক্ষুসংঘের ভার আমাকে প্রদান করুন । ভগবান তাঁহাকে
প্লেষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কথা প্রতিক্ষেপ করিলেন । দেবদত্ত
তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিত মনে ভগবানের প্রতি এই প্রথম শত্রুতা পোষণ
করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

১৫ । অতঃপর ভগবান রাজগৃহে তাঁহাকে ‘প্রকাশনীয়’ নামক দণ্ডকর্ম্মপ্রদান
করিলেন । তিনি ভাবিলেন— “শ্রমণ গৌতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,

ইদানিঙ্গ অনথং করিঙ্গামী”তি অজাতশত্রুং উপসংকমিষ্মা আহ--“পুৰ্বে
খো কুমার, মনুজা দীঘায়ুকা, এতরহি অঙ্গায়ুকা, ঠানং খো পনেতং
বিজ্জতি যং যং কুমারোব সমানো কালং করেয়্যাসি, তেন হি যং
কুমার পিতরং হস্তা রাজা হোহি, অহং ভগবন্তং হস্তা বুদ্ধো ভবি-
ঙ্গামী”তি বত্তা তস্মিং রজ্জে পতিট্ঠিতে তথাগতজ বধায় পুরিসে
পয়োজেষ্মা তেন্ন সোতাপত্তিকলং পত্তা নিবন্তেন্ন সয়ং গিঙ্ককূটং অভি-
রুহিষ্মা “অহমেব সমগং গোতমং জীবিতা বোরোপেঙ্গামী”তি সিলং
পবিঙ্কিষ্মা রুধিরুপ্পাদকম্মং কত্তা ইমিনাপি উপায়েন মারেতুং
অসকোন্তো পুন নালাগিরিং বিম্বজ্জাপেসি। তস্মিং আগচ্ছন্তে
আনন্দথেরো অন্তনো জীবিতং সথু পরিচ্ছজিষ্মা পুরতো অট্ঠাসি।

এখন তাঁহার অনর্থ করিব।” এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন— “কুমার, পূর্বে ছিল মানুষের
দীর্ঘায়ু, এখন হইয়াছে অল্পায়ু, হত্য: এমন কোন কারণও বিদ্যমান থাকিতে
পারে, যে হেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে।
তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাজা
হউন, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব।” অজাতশত্রু
রাজা হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার জন্ত দেবদত্ত কয়েকজন লোক
নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রোতাপত্তিকল প্রাপ্ত হইয়া সেই হত্যা
কাণ্ড হইতে বিরত হইলেন। দেবদত্ত “আমিই শ্রমণ গোতমের জীবন
নাশ করিব” এই মনে করিয়া স্বয়ং গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণ পূর্বক শিলা
নিক্ষেপ করিলেন। [শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে] ভগবানের পা হইতে
[একবিদ্যুৎ] রক্ত বিগলিত হইল। এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না
পারিয়া পুনরায় নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। হস্তী আসিবার
কালীন আনন্দ স্থবির নিজের জীবন বৃদ্ধের জন্ত বিসর্জন দিয়া বৃদ্ধের
পূরোভাগে স্থিত হইলেন।

১৫। সখা নাগং দমেহা নগরা নিষ্কমিত্বা বিহারং আগস্ত্বা
অনেকসহস্ৰেহি উপাসকেহি অভিহট মহাদানং পরিভুক্ত্বা তস্মি
দিবসে সন্নিপতিতানং অর্টারসকোটসম্ভাতানং রাজগৃহবাসীনং আনু-
পূর্বিকথং কথেষা চতুরাসীতিয়া পাগদহজ্ঞানং ধর্ম্মাভিসময়ে জাতে,
“অহো, মহাশূণো আয়স্মা আনন্দো তথাক্রূপে নাম ইথিনাগে
আগচ্ছন্তে অন্তনো জীবিতং পরিচ্ছজিত্বা সখু পুরতো অট্টাসী”তি
থেরজ গুণকথং স্ত্বা “ন ভিক্ষবে, ইদানেব পূর্বপেস মমথায়
জীবিতং পরিচ্ছজিয়েবা”তি বহা ভিক্ষু ই যাচিতো চুলহংস মহা-
হংস ককটকজাতকানি কথেসি।

১৫। বৃদ্ধ হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হইয়া
বিহারে চলিয়া আসিলেন। বিহারে বহু সহস্র উপাসকেরা যে সমস্ত দানীয়
বস্তু নিয়া আসিয়াছেন, ভগবান সেই মহাদান পরিভোগ করিলেন।
সেই দিবসে রাজগৃহবাসী আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন।
ভগবান তাঁহাদিগকে আনুপূর্বিক ভাবে ধর্ম্মদেশনা করিলেন। ধর্ম্ম শুনিয়া
চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্ম্মজ্ঞান হইয়াছিল। ভিক্ষুরা আনন্দ স্থবিরের গুণ
কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—“অহো, আয়ুস্মান্ আনন্দ মহাশূণ সম্পন্ন, এমনতর
প্রকাণ্ড হাতী আদিবার কালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া
ভগবানের পুরোভাগে স্থিত হইলেন!” স্থবিরের এই গুণ-কথা শুনিয়া
ভগবান কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্বেও সে আমার
জন্ত জীবন ত্যাগ করিয়াছিল।” সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করিয়া
বলিবার জন্ত ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করাতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও ককট
জাতকাহি কহিলেন।

১৬। দেবদত্তজ্ঞাপি কন্মং নেব পাকটং অহোসি তথা রঞ্জেণ
 মারাপিতত্তা, ন বধকানং পয়োজ্জিতত্তা, ন সিলায় পবিক্কত্তা ;
 পাকটং অহোসি যথা নালাগিরি হত্তিনো বিজ্জজ্জিতত্তা, তদা হি
 মহাজ্ঞো—“রাজ্ঞাপি দেবদত্তেনেব মারাপিতো, বধকা পয়োজ্জিতা,
 সিলাপি অপবিক্কা । ইদানি পন তেন নালাগিরি বিজ্জজ্জাপিতো
 এবরূপং নাম পাপকং গহেত্তা রাজা বিচরতী”তি কোলাহলমকাসি ।
 রাজা মহাজনস্স কথং স্তত্তা পঞ্চথালিপাকসতানি নীহরাপেত্তা ন
 পুন তস্সপুট্টাণং অগমাসি । নাগরাপিস্স কুলং উপগতস্স ভিক্ষা-
 নন্তস্পি ন অদংস্তু ।

১৭। সো পরিহীন লাভসক্কারো কোহঞ্জেণ জীবিতুকামো

১৬। দেবদত্ত রাজার প্রাণবধ করাইল, ভগবানের প্রাণ নাশের জন্ত
 বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল ; এইসব করাতেও জন-সমাজে
 তাহার কন্ম সম্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী
 ছাড়িয়া দেওয়াইল, তখনই তাহার কন্ম সমূহ বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া
 পড়িল । তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল—
 “দেবদত্ত রাজাকেও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্ত বধক নিয়োজিত করি-
 য়াছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে, এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে,
 এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজা বিচরণ করে !” রাজা লোকজনের
 এইসব কথা শুনিয়া, মঙ্গলাদি দিবসে দেবদত্তের জন্ত যেই পাঁচশত পাতিল
 ভাত দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন । পুনরায় তিনি আর
 তাহার সেবার্থ আসিলেন না । ভিক্ষার জন্ত উপস্থিত হইলেও নগরবাসীরা
 তাহাকে ভিক্ষা দিলেন না ।

১৭। দেবদত্তের লাভ সংকার পরিহীন হইল । অগত্যা কুহক
 ভাবের দ্বারা [বক-ধার্মিকের তায়] জীবিকা নির্বাহ করিবার মানসে

সথারং উপসংকমিত্বা পঞ্চবথুনি যাচিহ্না ভগবতা—“অলং দেবদত্ত, যো ইচ্ছতি সো আরণ্যকো হোতৃ”তি পটিস্থিত্তো । “কল্পাবুলো বচনং সোভনং, কিং তথাগতস্ত উদাহ মম বাতি ? অহং হি উক্কটবসেন এবং বদামি—‘সাধু ভন্তে, ভিক্ষু যাবজ্জীবং আরণ্যকা অঙ্গু, পিণ্ডপাতিকা, পংসুকূলিকা, রুক্ষমূলিকা, মচ্ছ-মংসং ন খাদেয়্যুস্তি’ যো দুষ্সা মুক্তিতুকামো সো ময়া সন্ধিং আগচ্ছত্”তি বহা পকামি । তস্ত বচনং শ্রুত্বা একচে নবক-পবজ্জিতা মন্দবুদ্ধিনো—“কল্যাণং দেবদত্তো আহ, এতেন সন্ধিং বিচরিস্সামা”তি তেন সন্ধিং একতো অহেসুং ।

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চ বিষয় যাচ্ছা করিলেন । ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, নিপ্রয়োজন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসী হউক ।” এই বলিয়া প্রতিক্বেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সোধন করিয়া কহিলেন—“আবুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ? আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি—‘ভাল ভন্তে, (১) ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করিবেন, (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন ; (৩) পাণ্ডুকুল বা ধূলা মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন ; (৪) বৃক্ষমূলে বাস করিবেন ; (৫) কখনও মাছ-মাংস খাইবেন না ।’ যে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস ।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন । দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—“দেবদত্ত ভালইত বলিতেছেন, আমরা ইনিহ সহিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ।

১৮। ইতি সো পক্ষসতেহি ভিক্ষুহি সন্ধিং তেহি পক্ষহি
বথুহি লুখল্পসন্নং জনং সপ্রাপেষ্টো কুলেন্সু বিপ্রাপেষ্টা বিপ্রা-
পেষ্টা ভুঞ্জন্তো সজ্জভেদায় পরকমি। সো ভগবতা—“সচ্চং কির
হং দেবদত্ত, সজ্জভেদায় পরকমসি চক্রভেদায়”তি পুঠো। “সচ্চং”তি
বহা “গরুকো খো দেবদত্ত, সজ্জভেদো”তি আদীহি ওবদিতোপি
সথু বচনং অনাদিয়িত্বা পক্সন্তো আয়স্মন্তং আনন্দং রাজগহে পিণ্ডায়
চরন্তং দিস্বা—“অজ্জতগো জানাহং আবুসো আনন্দ অপ্রত্রেব
ভগবতা অপ্রত্ৰ ভিক্ষুসজ্জেন উপোসথং করিআমি সজ্জকস্মং করি-
আমী”তি আহ।

১৯। থেরো তমথং ভগবন্তং আরোচেসি। তং বিদিত্বা
সথা উগ্গন্ন ধন্যসংবেগো তত্ত্বা “দেবদত্তো সদেবকল্প লোকল্প অনপ-

১৮। এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল। তিনি সেই
পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মনবুদ্ধি সম্পন্ন লোক
গুলাকে বুঝাইয়া তাহাদের হইতে যাচ্কা করিয়া করিয়া থাইতে লাগিলেন।
সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জন্তও পরাক্রম করিলেন। ভগবান
জিজ্ঞাসা করিলেন—“সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সংঘভেদ, চক্রভেদের
জন্ত পরাক্রম করিতেছ ?” দেবদত্ত উত্তর দিলেন—“হাঁ, সত্য।” ভগবান
কহিলেন—“দেবদত্ত, সংঘভেদ গুরুতর কাজ।” ইত্যাদিরূপে উপদেশ
দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়
রাজগৃহে আয়ুস্মান্ আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“আবুস
আনন্দ, অজ্ঞ হইতে জানিয়া রাখ ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বাদ দিয়া উপো-
সথ করিব ও সংঘকর্ষ করিব।”

১৯। স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া
ভগবানের ধর্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। “দেবদত্ত দেব-মহুশ্যলোকের এই অনর্থ

নিম্নিতঃ অন্তনো অবীচিমিহ পচনক কস্ম্য করোতী”তি পরিবিতক্কেদা—

“সু্করানি অসাধূনি অন্তনো অহিতানি চ,

যং চে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুষ্করং”তি ।

ইমং গাথং বহা পুন ইমং উদানং উদানেসি :—

“সু্করং সাধুনা সাধু সাধু পাপেন দুষ্করং,

পাপং পাপেন সু্করং পাপমরিয়েহি দুষ্করং”তি ।

২০ । অথ খো দেবদত্তো উপোসথদিবসে অন্তনো
পরিসায় সন্ধিং একমন্তং নিসীদিহা— “যজ্ঞিমানি পঞ্চবধু নি

করার দরুণ নিজকে অবীচিতে পক করার কারণ করিতেছে।” এই চিন্তা
করিয়া ভগবান সংবেগ চিন্তে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“আপন অহিত অপত যাহা

করম করিতে সু্কর তাহা ;

মঙ্গল কুশল করম যাহা

সাধিতে পরম দুষ্কর তাহা ।”

এই গাথা কহিয়া পুনরায় এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“সাধুজনে সাধুকাজ করিতে সু্কর,

পাপীজনে সাধুকাজ করিতে দুষ্কর ;

পাপীজনে পাপকাজ করিতে সু্কর,

আর্য্যগণে পাপকাজ করিতে দুষ্কর ।”

২০ । অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিবদের সহিত কোনও
এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “যাহার এই পাঁচটি বিষয়

খমন্তি সো সলাকং গংহতু”তি বহা পঞ্চসতেহি বঞ্জিপুত্তকেহি নবকেহি
অগ্নকতপ্ত্ৰহি সলাকায় গহিতায় সজ্ঞং ভিন্দিয়া তে ভিক্ষু আদায়
গয়াসীসং অগমাসি । তন্ন তথ গতভাবং স্ত্বা সখা তেসং ভিক্ষুণং
আনয়নথায় ধে অগ্গসাবকে পেসেসি । তে তথ গন্তা
আদেসনা পাটিহারিয়ামুসাসনিয়া চ ইচ্ছি পাটিহারিয়ামুসাসনিয়া
চ অমুসাসন্তা তে অমতং পায়েত্বা আদায় আকাসেনাগমিংসু ।

২১ । কোকালিকো পি খো—“উঠেছি আবুসো দেবদত্ত, নীতা
তে ভিক্ষু সারিপুত্তমোগল্লানেহি, নমু ত্বং নয়্য বুত্তো ‘মা আবুসো,
সারিপুত্তমোগল্লানে বিজ্জাসী’তি । পাপিচ্ছা সারিপুত্তমোগল্লানা
পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি বহা জল্পুকেন হৃদয়মঞ্জে পহরি ।

মনোনীত হয় সে শলাকা [টিকেট] গ্রহণ কর।” নূতন প্রব্রজিত অল্পবুদ্দি
সম্পন্ন পাঁচশত বর্জিপুত্র শলাকা গ্রহণ করিলেন। দেবদত্ত সেই ভিক্ষু-
গণকে লইয়া সংঘভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন। তিনি তথায়
গিয়াছেন শুনিয়া সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার ভ্রাতা ভগবান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে
পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া প্রাতিহার্য্য বৃত্ত দেশনা অমুশাসন
দ্বারা ও ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য অমুশাসন দ্বারা অমুশাসন করতঃ ভিক্ষুগণকে
অর্ধকুপদ প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশ মার্গে
আগমন করিলেন।

২১ । তখন কোকালিক * যাইয়া দেবদত্তকে সংবাদ দিল—“আবুস
দেবদত্ত, শয্যা ত্যাগ কর, শারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে লইয়া
যাইতেছে ; আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম—‘আবুস, শারিপুত্র-মৌদগ-
ল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না ; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরায়ণ, পাপ ইচ্ছার
বশীভূত ।” এই বলিয়া সে জাহ্নবদ্বারা দেবদত্তের হৃদয়ে প্রহার করিল ।

তন্ন তথৈব উগ্ধং লোহিতং মুখতো উগ্ধাঙ্গি । অয়স্মন্তঃ পন
সারিপুত্রং ভিক্ষুসজ্জপরিবৃতং । আকাসেনাগচ্ছন্তঃ দিষ্টা ভিক্ষু
আহংসু—“ভন্তে, আয়স্মা সারিপুত্রো গমনকালে অভূতীয়ো
গতো, ইদানি মহাপরিবারো আগচ্ছন্তো সোভতী”তি ।

সখা—“ন ভিক্ষবে, ইদানেব, তিরচ্ছানয়োনিয়ং নিবৃত্ত-
কালেপি মম পুত্রো মম সন্তিকঃ আগচ্ছন্তো সোভতি য়েবা”তি
বহা—

“হোতি সীলবতঃ অথো পটিসম্ভারবুত্তিনং,
লক্ষণং পজ্জ আয়স্মন্তঃ এগ্গতিসজ্জ পুরস্কতং ;
অথ পজ্জসিনং কালং স্তুবিহীনং ব এগ্গতিহী”তি ।

সেখানেই দেবদত্তের মুখ দিয়া গরম রক্ত বমি হইল । ভিক্ষুসংঘে পরিবৃত
হইয়া আয়স্মান্ শারিপুত্রকে আকাশ মার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ
ভগবানকে কহিলেন—“ভন্তে, আয়স্মান্ শারিপুত্র যাইবার সময় সঙ্গে
করিয়া একজন মাত্র নিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত হইয়া আসি-
বার কালীন শোভা পাইতেছে ।”

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন
হইয়াও আমার পুত্র আমার নিকট আসিবার কালীন শোভা পাইয়াছিল ।”
এই বলিয়া লক্ষণমুগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“সদাচারী সদালাপী উপদেষ্টা জন,
ইহ-পর লোকে হয় কল্যাণ ভাজন ।
লক্ষণ কিরিছে, ছের; জ্ঞাতিগণ সাথে,
হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে ।
কিন্তু কালমুগে সবে কর বরশন,
আসিতেছে পরিহীন হয়ে জ্ঞাতিগণ ।”

ইদং জাতকং কথেসি ।

২২ । পুন ভিক্ষুহি—“ভস্বে, দেবদত্তো কিরু ধ্বংসাবকে
উভোহু পজেহু নিসীদাপেহা ‘বুদ্ধলীলায় ধম্মং দেসিআমী’তি
ভুমহাকং অমুকিরিয়ং করী”তি বুত্তে—

“ন ভিক্ষবে, ইদানেব, পুবেপেস মম অমুকিরিয়ং কাতুং
বায়মি, ন পন সঙ্খী”তি বত্তা—

“অপি বীরক পজেসি সকুনং মঞ্জুভাগকং,
ময়ুরগীবসংকাসং পতিং ময়হং সবিট্টকং ।”

“উদক থল চরজ পম্বিনো নিচ্চং আমক মচ্ছ ভোজিনো,
তজ্জানুকরং সবিট্টকো সেবালে পলিগুত্তিতো মতো”তি ।

২২ । পুনরায় ভিক্ষুগণ কহিলেন—“ভস্বে, দেবদত্ত ‘বুদ্ধলীলায় ধম্ম-
দেশনা করিব’ এই মনে করিয়া অগ্রস্রাবকদ্বয়কে তাহার উভয় পার্শ্বে
বসাইয়া আপনার অমুকরণ করিয়াছিল ।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে ভগবান
বলিলেন :—

“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার অমুকরণ করি-
বার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই ।” এই বলিয়া সেই পুরাতন
কাহিনী বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এষ্ট গাথা দুইটি কহিলেন :—

“ময়ুর ভাবী ময়ুর-গ্রীব পতি মম সবিট্টক,
দেখেছ যদি, বলগো মোরে, কোথা তিনি হে বীরক !”

বীরক কহিল :— “ভলে স্থলে বিচরে পাখী,
সকল কাচা মন্ত্র ভোজী ।

সবিট্টক অমুকরণ করিয়া তাহার মতন,
শেবালে জড়িয়া তার ঘটিল মরণ ।”

আদিনা জাতকং কথেন্না অপরাপরেহুপি দিবসেসু তথারুপি-
মেব কথং আরবু :—

“অচরি বতায়ং বিতুদং বনানি
কট্টঙ্গরুস্বেসু অসারকেসু,
অথাসদা খদিরং জাতসারং
যথত্তিদা গরুলো উত্তমঙ্গং”তি ।

“লসী চ তে নিপ্পলিতা মথকো চ বিদালিতো,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা অজ্জ খো ত্বং বিরোচসী”তি চ ।

এবমাদীনি জাতকানি কথেসি ।

২৩ । পুন অকতপ্রু দেবদত্তোতি কথং আরবু :—

এই জাতক কহিয়া পরে পরে অত্যাশ্চর্য দিবসেও সেইরূপ কণা
প্রসঙ্গেই কন্দগলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথাদ্বয়
কহিলেন :—

“অসার কাঠের বনে করি বিচরণ,
চঞ্চুদিয়া করিয়াছে তাহা বিদারণ;
কিছু যবে সারবান খদিরে যা দিল,
গরুড়ের তুণ্ড-শির বিচূর্ণ হইল ।”

“মস্তক তব বিদলিত, মস্তিষ্ক হল বিগলিত,
সকল অস্থি চূর্ণীকৃত, আজ হলেই বিরোচিত ।”

২৩ । পুনরায় দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা সঙ্ক্ষে জবশকুন জাতকটি কহিয়া
এই গাথাদ্বয় ভাবণ করিলেন :—

“অকরমহঁস তে কিচং যং বলং অকরমহঁসে,
মিগরাজ নমোত্যথু অপি কিঞ্চি লভামসে।”

“মম লোহিত ভস্মজ নিচং লুদানি কুব্বতো।
দন্তস্তুরগতো সন্তো তং বহুং যমিহ জীবসী”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি। পুন বথায় পরিসকনং পনজ
আরত্তু :—

“এতমেতং কুরুঙ্গজ যং স্বং সেপল্লি সেয়াসি,
অপ্রং সেপল্লি গচ্ছামি ন মে তে রুচ্চতে ফলং”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি।

“নমস্কার যুগরাজ, যথাসক্তি তবকাজ
করেছি, হয় কি স্মরণ ?
প্রতিদান কিছুতার ভাগ্যে আছে কি আমার
জানিতে উৎসুক বড় মন।”

যুগরাজ কহিল :— “নিত্য করি পশুবধ রক্তপান তরে,
প্রবেশিয়া তুই মম দন্তের ভিতরে ;
তবুও তুই যে ওহে, আছিস্ বাচিয়া,
এই বহু প্রতিদান, তাথ্যে ভাবিয়া।”

পুনরায় বধের উপক্রম করার কথা শ্রবণে কুরঙ্গযুগ জাতক কহিয়া
এই গাথাটি বলিলেন :—

“ওহে সপ্তপর্নী, আজি কেলিতেছ ফল বাহা,
কুরঙ্গ যুগের কাছে অবিনীত নহে তাহা ;
সেই হেতু চলিলাম অস্ত্র সপ্তপর্নী তলে,
কিছু মাত্র রুচি মম নাহি তব এই ফলে।”

২৪। এবং রাজগৃহে বিহরন্তো পুন উভতো পরিহীনো
দেবদত্তো লাভসংকারতো চ সামঞ্জস্যতো চাতি কথাসু পবন্তমানাসু—
“ন ভিক্ষুবে, ইদানেব পুৰ্ব্বপেস পরিহীনো য়েবা”তি বহা—

“অক্সি ভিন্না পটো নট্টো সখীগেহে চ তণ্ডনং,

উভতো পদুর্জকস্মন্তো উদকমিহ থলমিহ চা”তি ।

আদীনি জাতকানি কথেসি । এবং রাজগৃহে বিহরন্তো
দেবদত্তং আরবু বহুনি জাতকানি কথেসা রাজগৃহতো সাবথিং
গন্তা জেতবনবিহারে বাসং কপ্পেসি ।

২৪। এইরূপে ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্তের লাভ-
সংকার ও শ্রামণ্যধর্ম এই উভয়ের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়া
ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল । তখন ভগবান কহিলেন—
“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্বেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল ।”
এই বলিয়া সেই পূর্ব কাহিনী উভতোল্লষ্ট জাতক কহিলেন । জাতক
বলার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“পতির গেল চক্ষুগল, বস্তুচুরী আর,
সখীর ঘরে বিবাদ করি পত্নী খায় মার;
বড়লী জীবী প্রভুই মনে অন্ডায় আচারী,
জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি হল ভারি ।

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্ত সপক্ষে এইরূপ অনেক-
গুলি জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গেলেন । তথায় তিনি
জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন ।

২৫। দেবদত্তোপি খো নবমাসে গিলানো, পচ্ছিমে কালে
সথারং দর্জুকামো হুহা অন্তনো সাবকে আহ— ‘অহং সথারং
দর্জুকামো, তং মে দজ্জেথা’তি বুত্তে—

“হং সমথকালে সথারা সন্ধিং বেরী হুহা অচরি, ন ময়ং
তং তথ নেজ্জামা”তি বুত্তে—

“মা মং নাসেথ, ময়া সথুরি আঘাতো কতো সথু পন
ময়ি কেসগমন্তোপি আঘাতো নথি। সো হি ভগবা—

“বধকে দেবদত্তমিহ চোরে অঙ্গুলি মালকে,
ধনপালে রাহুলে চেব সব্বথ সম মানসো”তি।

২৫। দেবদত্তও নাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অন্তিম
কালে ভগবানকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তিনি তাঁহার
শ্রাবকগণকে কহিলেন— “আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাকে
আমার দেখাও।”

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল— “তোমার যখন শক্তি ছিল,
তখন ভগবানের সহিত শত্রুতা আচরণ করিয়াছ; আমরা তোমাকে তথায়
নিবনা।”

“আমাকে নাশ করিও না, আমি ভগবানের প্রতি শত্রুতা পোষণ
করিলেও, ভগবান কিন্তু আমার প্রতি কেশাগ্রমাত্রও শত্রুতা পোষণ করেন
নাই। সেই ভগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :—

“বধক দেবদত্ত যেমন,
চোর অঙ্গুলীমালা তেমন;
ধনপাল, রাহুলও আর,
সর্বত্র সম চিত্ত আমার।”

“দম্বেথ মে তং ভগবন্তং”তি পুনঃপুনঃ যাচি ।

২৬ । অথং নং তে মঞ্চকেনাদায় নিম্মমিংসু । তন্ম আগ-
মনং স্ত্বা ভিক্ষু সথু আরোচেসুং—“ভন্তে, দেবদত্তো কির
তুমহাকং দম্মনথায় আগচ্ছতী”তি ।

“ন ভিক্ষবে, সো তেনত্তভাবেন মং পম্মিতুং লভিস্সতী”তি ।

ভিক্ষু কির পঞ্চমং বথুনং আয়াচিতকালতো পট্টায় পুন
বুদ্ধে দট্টুং ন লভিস্সি, অয়ং ধম্মতা ।

“অম্মকট্টানং চ অম্মকট্টানং চ আগতো ভন্তে”তি ।

“যং ইচ্ছতি তং করোতু ; ন সো মং ভিক্ষবে, পম্মিতুং
লভিস্সতী”তি ।

“ভন্তে, ইতো যোজনমত্তং আগতো, অড্ডয়োজনং,

“আমায় সেই ভগবানকে দেখাও ।” এই বলিয়া তিনি পুনঃপুনঃ
যাক্ষা করিতে লাগিলেন ।

২৬ । অতঃপর তাহারাই তাঁহাকে মঞ্চকের উপর লইয়া বাহির হইল ।
দেবদত্ত আসিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—
“ভন্তে, দেবদত্ত না-কি আপনাকে দেখিবার জন্ত আসিতেছে ।”

“ভিক্ষুগণ, তাহার এ জীবনে আমাকে দেখিতে পাইবে না ।”

ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যাক্ষা করা অবধি পুনঃ আর বুদ্ধের দর্শন
পায় না ; এইটা ধর্ম্মতঃ নিয়ম ।

“ভন্তে, সে অম্মক অম্মক স্থানে আসিয়াছে ।”

“ভিক্ষুগণ, ওর বাহা ইচ্ছা তাহা করুক ; সে কিন্তু আমার দর্শন
লাভ পাইবে না ।”

“ভন্তে, সে জেতবন হইতে এক যোজন ব্যবধানে আসিয়াছে, অর্দ্ধ যোজন,

গাবুতং, জেতবন পোন্ধরগী সমীপং আগতো”তি ।

“সচে অশ্বো জেতবনংপি পবিসতি নেব মং পদ্বিতুং লভিসতী”তি ।

২৭ । দেবদত্তং গহেহা আগতা জেতবনপোন্ধরগীতীরে মঞ্চং ওতারেহা পোন্ধরগিঃ নহায়িতুং ওতরিস্ত । দেবদত্তোপি খো মঞ্চতো বৃত্তায় উভো পাদে ভূমিয়ং ঠপেহা নিসীদি । পাদা পঠবিঃ পবিসিস্ত । সো অনুকমেন যাব গোক্ষকা, যাব জম্বুকা, যাব কটতো, যাব খনতো, যাব গীবতো পবিসিহা হনুকট্টিকজ ভূমিয়ং পতিট্ঠিত কালে :—

এক গব্যতি *, জেতবন পুষ্করিণীর সমীপে আসিয়াছে ।”

যদিও বা সে জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার দর্শন লাভ পাটবে না ।”

২৭ । দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা জেতবন পুষ্করিণীর তীরে মঞ্চ নামাইয়া রাখিয়া স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে অবতরণ করিল । দেবদত্তও নাকি মঞ্চ চইতে উঠিয়া পাদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া বসিলেন । তখন তাহার পাদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । অনুক্রমে তাহার পায়ের গোড়ালি, জাহ্নু, কটি, স্তন ও গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যখন হনুকাঙ্ছি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এই গাথাটি বলিয়া বুকের শরণাপন্ন হইলেন :—

“ইমেহি অট্ঠীহি তমগাপুগলাং
 দেবাতিদেবং নরদম্ম সারথিং,
 সমস্তুচক্ষুং সতপ্পুগ্গলস্বংগং
 পাণেহি বুদ্ধং সরণং গতোশ্মী”তি ।

উমং গাথমাহ ।

২৮ । উদং কির ঠানং দিস্বা তথাগতো দেবদত্তং পব্বাজেসি ।
 সচে হি সো ন পব্বজিঅ গিহী হুত্বা কস্মঞ্চ ভারিয়ং অকরিস্স,
 আয়তিভবস্স চ পচ্চয়ং কাভুং ন সস্বিঅ । পব্বজিহ্বা পন কিঞ্চাপি
 কস্মং ভারিয়ং করিস্সতি, আয়তিভবস্স পচ্চয়ং কাভুং সস্বিঅ-
 তীতি । তেন তং সপ্পা পব্বাজেসি । সো হি ইতো সতসহস্স-
 কল্পমথকে অট্ঠিস্সরো নাম পচ্চেক বুদ্ধো ভবিঅতি ।
 সো পঠবিং পবিসিহ্বা অবীচিমিহ নিব্বত্তি । নিচ্চলে বুদ্ধে

“দেবাতিদেব, সমস্তুচক্ষু, নরদম্ম সারথি,
 এই ককালে শ্রীপদে তব করিতেছি প্রণতি;
 অগ্রপুঙ্গল ওহে বুদ্ধ, শত পুণ্য লক্ষণ,
 জীবন ব্যাপী শরণে তব করিতেছি গমন ।”

২৮ । এই কারণ দেখিয়া তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও গুরুতর কস্ম
 করিত, আর ভবিষ্যৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না ।
 কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গুরুকর্ষ করিলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উদ্ধারের
 কারণ করিতে পারিবে । তাই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।
 তিনি এই হইতে লক্ষকল্প পরে ‘অট্ঠিস্সর’ নামক ‘পচ্চেক’ বুদ্ধ হইবেন ।
 তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন । নিশ্চল বুদ্ধের প্রতি

অপরাক্রভাবেন পন নিচ্চলো হত্বা পচতুতি যোজনসতিকে অস্তো
অবীচিমিহ যোজন সতুব্বেধমেবজ সরীরং নিব্বত্তি । সীসং যাব কল্প-
সঙ্খলিতো উপরি অয়কপালং পাবিসি, পাদা যাব গোপফকা
হেট্টা অয়পঠবিয়ং পবিট্টা । মহাতালঙ্কর পরিমাণং অয়সূলং
পচ্ছিমভিত্তিতো নিব্বমিত্বা পিট্ঠিমঙ্কং ভিন্দিহা উরেন নিব্বমিত্বা
পূরথিমং ভিত্তিং পাবিসি । অপরং দক্ষিণ ভিত্তিতো নিব্বমিত্বা
দক্ষিণপদং ভিন্দিহা উত্তরপদেন নিব্বমিত্বা উত্তর ভিত্তিং পাবিসি ।
অপরং উপরি কপল্লতো নিব্বমিত্বা মথকং ভিন্দিহা অধোভাগেন
নিব্বমিত্বা অয়পঠবিং পাবিসি । এবং সো তথ নিচ্চলো হত্বা
পচততি ।

২৯ । ভিক্ষু— “এতকং ঠানং আগস্থা দেবদত্তো সথারং
দর্শনং অলভিত্বাব পঠবিং পবিট্টো”তি কথং সমুট্টাপেস্থং ।

অপরাধ করার দরুণ নিশ্চল ভাবে পরিপক হইবার জন্ম শত যোজন
উচ্চতা সম্পন্ন অবীচি অভ্যন্তরে তাঁহার শত যোজন উচ্চ শরীর উৎপন্ন
হইল । তাঁহার মস্তক কর্ণের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উপরের লৌহপাটে
প্রবেশ করিল, পায়ের গুল্ফ পর্য্যন্ত নীচের লৌহপাটে প্রবেশ করিল,
মহাতাল বৃক্ষ প্রমাণ লৌহশূল পশ্চিম ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া পৃষ্ঠের
মধ্যদেশ ভেদ করিয়া বন্ধস্থল দিয়া বাহির হওতঃ পূর্বদিকের ভিত্তিতে
প্রবেশ করিল । অত্র একটি দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া তাঁহার
দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া উত্তর পার্শ্বে বাহির হওতঃ উত্তর ভিত্তিতে
প্রবেশ করিল । অত্র একটি উপরের লৌহপাট হইতে বাহির হইয়া মস্তক
ভেদ করিয়া অধঃভাগে বাহির হওতঃ লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।
এইরূপে তিনি তথায় নিশ্চল হইয়া পরিপক হইতে লাগিলেন ।

২৯ । ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন— “দেবদত্ত এতদূর আসিয়া
ভগবানের দর্শন লাভ না পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।”

মথা— “ন ভিক্ষবে, দেবদত্তো ইদানেব ময়ি অপরজ্জিহ্বা
পঠবিং পাবিসি, পুৰ্বেপি পবিট্টো য়েবা”তি বহা হথিরাজ কালে
মগামূলহং পুরিসং সমম্মাসেহা অন্তনো পিট্টিং আরোপেহা থেমন্তং
পাপিতেন তেন পুন তিচ্ছত্তুং আগত্তা অগ্গট্টানে, মজ্জিমট্টানে,
নুলেতি এবং দন্তে ছিন্দিহা ততিয়বারে মহাপুরিসজ্জ চক্ষুপথং
অতিকমন্তজ্জ পঠবিং পবিট্টভাবং দীপেতুং—

“অকতঞ্জু পোসজ্জ নিচ্চং বিবরদঙ্গিনো,
সব্বং চে পঠবিং দজ্জা নেব নং অভিরোধয়ে”তি ।

৩০ । ইমং জাতকং কথহা পুনপি পুনপি তথৈব কথায়
সমুট্ঠিতায় খন্তিবাদীভূতে অন্তনি অপরজ্জিহ্বা কলারুরাজভূতজ্জ তজ্জ

ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার
প্রতি অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পূর্বেও সে
এইরূপ প্রবেশ করিয়াছে ।” এই বলিয়া শীলব হস্তীরাজকালে পথদ্রষ্ট পুরুষকে
আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিরাশঙ্ক স্থানে পৌছাইয়া দিল ;
সে পুনঃপুন তিনবার আসিয়া হস্তীরাজের দন্তের অগ্রভাগ, মধ্যম ভাগ
ও মূলভাগ ছেদন করিয়াছিল । তৃতীয় বারে মহাপুরুষের চক্ষুপথ অতি-
ক্রম করা মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । তাহা বর্ণনা করিবার জন্ত
এই গাথাটি কহিলেন :—

“অকৃতজ্জ জন, সদা করে ছিদ্র অবেষণ,
দিলেও সবপৃথ্বী, তার হয় না তৃপ্ত মন ।”

৩০ । এই শীলব নাগরাজ জাতক কহিয়া, পরেও সেইরূপ কথা
পুনঃপুন উত্থাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাদী হওয়ার দরুণ কলবুরাজ নিজে

পঠবিঃ পবির্টভাবং দীপেতুং ঋত্বিদীজাতকং, চুল্লধর্মপালভূতে
অন্তনি অপরিষ্কৃত্য মহাপতাপরাজভূতজ তজ পঠবিঃ পবির্টভাবং
দীপেতুং চুল্লধর্মপালজাতকঞ্চ কথেসি ।

৩১ । পঠবিঃ পবির্টে পন দেবদন্তে মহাজনো ইট্টভূট্টো
ধ্বজপটাকা কদলিয়ো উজ্জাপেহা পুণ্ণঘটে ঠপেহা “লাভা বত নো *”
তি মহন্তঃ ছনং অনুভোতি, ভমথং ভগবতো আরোচেহুং ।
ভগবা— “ন ভিক্ষবে, ইদানেব দেবদন্তে মতে মহাজনো তুস্ফতি,
পুবেষপি তুস্ফিষেবা”তি বহা সর্বজনজ অগ্নিয়ে, চণ্ডে, ফরুসে
বারাণসিয়ং পিঙ্গলরাজে নাম মতে মহাজনজ তুর্টভাবং দীপেতুং—

অপরাধ করিয়া তাহার পৃথিবী প্রবেশ সঙ্কে বর্ণনা করিবার জন্ত ক্ষান্তি
বাদী জাতক कहিলেন । বোধিসত্ত্ব চুল্লধর্মপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে
তাঁহার প্রতি মহাপ্রতাপরাজা নিজে অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ
করিয়াছিল; সেই সঙ্কে বর্ণনা করিতে যাইয়া চুল্লধর্মপাল জাতক
কহিলেন ।

৩১ । দেবদত্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মনুষ্যেরা সমুদ্রে
হইয়া ধ্বজা-পতাকা উড়াইল, কদলীবৃক্ষ গাড়িয়া দিল, পুর্ণঘট স্থাপন করিল ।
“আমাদের লাভ হইয়াছে” এই বলিয়া মহাউৎসব করিতে লাগিল ।
ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন । ভগবান বলিলেন— “ভিক্ষুগণ,
দেবদত্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহা
নহে, পূর্বেও উৎসব করিয়াছিল ।” এই বলিয়া সকলের অপ্রিয়, উদ্ভত,
নির্ভুর বারাণসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সমুদৃষ্টিভাব বর্ণনা করিবার
জন্ত ভগবান এই গাথা দুইটি কহিলেন —

“সবেবা জনো হিংসিতো পিঙ্গলেন,
তস্মিং মতে পচ্চয়া বেদিয়ন্তি ;
পিয়ো নু তে আসি অকণহনেত্তো,
কস্মা নু ত্বং রোদসি ষারপাল ।”

“ন মে পিয়ো আসি অকণহনেত্তো,
ভায়ামি পচ্চাগ্গমনায় তত্ত্ব ;
ইতো গতো হিংসেয়া মচ্চুরাজং,
সো হিংসিতো জ্ঞানয়েয়া পুন ইথা”তি ।

ইদং পিঙ্গলজাতকং কথেসি ।

৩২ । ভিক্ষু সখারং পুচ্ছিংসু— “ইদানি ভন্তে, দেবদত্তো
বুহিং নিব্বত্তো”তি ।

“পিঙ্গলের উৎপীড়িত সকল মানব,
মরিলে সে, করে সবে আনন্দ উৎসব ;
প্রিয় তব ছিল বৃদ্ধি পিঙ্গল নয়ন !
কেন তুমি ষারপাল ! করিছ ক্রন্দন ?”

“ছিল না গো প্রিয় মম পিঙ্গল নয়ন,
ভয় হয়, পরে তার হয় আগমন ;
এখান হতে ঘেয়ে সে, মৃত্যু রাজে যদি হিংসে,
মৃত্যু রাজ উৎপীড়িত হয়ে সেইখানে,
নিশ্চয় আনিয়া দিবে পুনঃ এই স্থানে ।

এইরূপে ভগবান এই পিঙ্গলজাতক কহিলেন ।

৩২ । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এখন দেবদত্ত
কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“অবীচি মহানিরয়ে ভিক্ষবে”তি ।

“ভস্মে, ইধ তপ্তন্তো বিচরিত্বা পুনঃ গন্তা তপ্তনট্টানে য়েব নিব্বন্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, পবজিতা বা হোন্তু গহট্টা বা পমাদ-
বিহারিনো উভয়থ তপ্তন্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ তপ্ততি পেচ্চ তপ্ততি
✓পাপকারী উভয়থ তপ্ততি,
পাপং মে কতন্তি তপ্ততি
ভীয়ো তপ্ততি দুগ্গতিং গতো’তি । ১৭

৩৩ । তথ— “ইধ তপ্ততী”তি—ইধ কস্মতপ্তনেন দোমনজ-
মন্তেন তপ্ততি ।

“অবীচি মহানরকে ভিক্ষুগণ !”

“ভস্মে, সে ইহলোকে অমৃতপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছে, পুনঃও কি
অবার অমৃতপ্তস্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রমত্ত হইয়া বাস করে, তাহারা প্রব্রজিত
হউক অথবা গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অমৃতপ্ত হয় ।” এই
বুলিয়া এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পায় তাপ, তাপ পর লোকে,
পাপকারী পায় তাপ এ’উভয় লোকে ;
‘করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে,
ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে ।” ১৭

৩৩ । তথা— “ইহলোকে তাপ পায়”— ইহলোকে পাপকর্ম করিবার
সময় দৌর্দর্শনস্তের দ্বারা তাপ পায় ।

“পেচা”তি—পরলোকে পন বিপাক তপ্ননে অতি দারুণে
অপায়দুখে তপ্নতি ।

“পাপকারী”তি—নানপকারজ পাপজ কৰ্ত্তা ।

“উভয়থা”তি—ইমিনা বুত্তপকারেন তপ্ননে উভয়থ তপ্নতি
নাম ।

“পাপম্বে”তি—সো হি কশ্ম তপ্ননে তপ্নন্তো পাপম্বে কতন্তি
তপ্নতি তং অশ্মমন্তকং তপ্ননং, বিপাকতপ্ননে পন তপ্নন্তো ।

“ভীয়ো তপ্নন্তি দুগ্গতিং গতৌ”তি—অতি করুসেন তপ্ননে
অতিবিয় তপ্নতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেন্তুং, দেসনা
মহাজ্ঞানজ সাথিকা জাতাতি ।

“তাপ পরলোকে”—পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দারুণ অপায়
দুঃখে তপ্ত হয় ।

“পাপকারী”—নানা প্রকার পাপ কর্মের কর্ত্তা ।

“উভয়লোকে”—ইহ-পর-লোকে, উক্তপ্রকার তাপের দ্বারা তপ্ত হয় ।

“করিয়াছি পাপ” ব’লে তাপ পায় মনে—সে ‘পাপ কর্ম করিয়াছি’
বলিয়া পাপকর্মের তাপে তপ্ত হয় । সে তাপ কিন্তু অত্যন্ত মাত্র ।

“ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে”—দুর্গতি স্থানে গমন করিয়া
অধিকতর নির্দারুণ বিপাক-দুঃখ ভোগ করে ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



সুমনাদেশিলা বধু । ১৩

“ইধ নন্দতী”তি ইমং ধন্যদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো।
সুমনাদেবিং আরত্ত কথেসি ।

১ । সাবথিয়ং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকজ গেহে ধে ভিক্ষু
সহজানি ভুঞ্জন্তি । তথা বিসাখায় মহাউপাসিকায় । সাবথিয়ং চ যো
যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উত্তমং ওকাসং লভিত্বাব
করোতি । কিং কারণা ? তুমহাকং দানগং অনাথপিণ্ডিকো বা
বিসাখা বা আগতা”তি পুচ্ছিত্বা “নাগতা”তি বুত্তে সতসহজং বিজ্ঞজ্জেন্না
কতদানম্পি “কিং দানং নামেতং”তি গরহন্তি । উত্তোপি তে
ভিক্ষুসজ্জন্না রুচিং চ অমুচ্ছবিককিচ্চানি চ অতিবিয় জানন্তি ।

সুমনাদেশীর উপাখ্যান । ১৩

“ইহলোকে নন্দিত হই” এটি ধর্ম দেণনা ভগবান জেতবনে অবস্থান
করিবার সময় সুমনাদেশীর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষু
ভোজন করেন । সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও । শ্রাবস্তীতে
না-কি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখা
এই দুই জনের অবকাশ লইয়াই দানকার্য্য আরম্ভ করেন । কেন না,
লোকেরা ক্রিষ্টাসা করেন — “তোমাদের দানকার্য্যে অনাথপিণ্ডিক অথবা
বিশাখা আসিয়াছেন কিনা ?” যদি আসেন নাই” বলিয়া বলেন, তাহা-
হইলে শর্তসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দান করিলেও “সেই আবার একটা
কি দান !” বলিয়া উপহাস করেন । তাহারা উপাসক উপাসিকা দুইজনেই
ভিক্ষুসংঘের অভিরুচি ও অনুরূপ কাজ সবক্কে খুব ভাল জানেন ।

বঙ্গো]

সুমনাদেবিয়া বখু—

১৯৩

তেম্ বিচারন্তেম্ ভিক্ষু চিত্তরূপং ভুঞ্জন্তি, তস্মা সৰ্ব্বং দানং দীক্ৰু-
কামা তে গহেহাব গচ্ছন্তি । ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিক্ষু
পরিবিসিতুং ন লভন্তি । ততো বিসাখা—“কো নু খো মম ঠানে
ঠদ্বা ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিদ্ধতী”তি উপধারেন্তি পুত্তঙ্গ ধীতরং দিস্বা
তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি । সা তদ্বা নিবেসনে ভিক্ষুসঙ্ঘং
পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদং নাম ক্ষেট্টধীতরং
ঠপেসি । সা ভিক্ষুং বেয়্যাবচ্চং কৰোন্তি, ধম্মং সুগন্তি,
সোতাপন্ন হহা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লসুভদং ঠপেসি ।
সাপি তথৈব কৰোন্তি, সোতাপন্ন হহা পতিকুলং গতা ।

২ । অথ সুমনাদেবিং নাম কণিষ্ঠ ধীতরং ঠপেসি ।

ভিক্ষুদের খাবার সময় সেখানে যদি তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা
যথাক্রমে আহার করিতে পারেন । তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছায়
তাঁহাদিগকে লইয়া যান । এই হেতু তাঁহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরি-
বেশন করিতে পারেন না । তাই বিসাখা চিন্তা করিলেন—“আমার স্থানে
কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে ।” এই চিন্তা করতঃ তাঁহার
পুত্রের কণ্ঠকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করি-
লেন । তিনি তাঁহার ঘরে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ।
অনাথপিণ্ডিকও তাঁহার মেয়ে মহাসুভদ্রাকে তাঁহার কাজের ভার অর্পণ করিলেন ।
এই অবসরে মহাসুভদ্রা ধর্ম্মকথা শুনিয়া শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন ।
অনন্তর তিনি স্বামীর ঘরে চলিয়া আসিলেন । তৎপর তাঁহার কণ্ঠা ছোট
সুভদ্রার উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিলেন । তিনিও সেইরূপ ভাবে
ভিক্ষুদের পরিচর্যা করিতে করিতে শ্রোতাপন্ন হইয়া পতিকূলে চলিয়া
গেলেন ।

২ । অতঃপর তাঁহার ছোট মেয়ে সুমনাদেবীকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন ।

স্নান পান সৰুদানাপানিফলং পত্নী কুমারিকাব হস্তা তথাক্রমেণ অক্কা-
স্থকেন আতুরা আহারপচ্ছেদং কত্বা পিতরং দর্শ্যুকাং হস্তা
পকোশাপেসি । সো একস্মিন দানগো তজ্জা সাসনং স্থাবাব আগস্তা—
“কিং অস্ম্য স্মমেনে ?”তি আহ ।

সাপি নং আহ—“কিং তাত কণিষ্ঠভাতিকা”তি ?

“বিপ্লবপসি অস্ম্যা”তি ?

“ন বিপ্লবপামি কণিষ্ঠভাতিকা”তি ।

“ভায়সি অস্ম্যা”তি ?

“ন ভায়ামি কণিষ্ঠভাতিকা”তি ।

৩ । এতকং বহায়েব পন সা কালমকাসি । সো সোতাপন্নোপি
সমানো সেট্ঠীধীতরি উপ্পন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ধীতু
সরীরকিচ্চং কারেত্বা রোদন্তো সথু সন্তিকং গন্ত্বা “কিং গহপতি,

ইনি সৰুদানাগামী ফল লাভ করিলেন । ইনি না-কি কুমারী অবস্থাতেই
ছিলেন । এসময় তাঁহার রোগ হয় ; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছা
প্রকাশ করিলেন । মৃত্যুর আসন্ন কাল বুঝিয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায়
ডাকাইয়া পাঠাইলেন । তখন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে ।
তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনিয়াই চলিয়া আসিলেন । আসিয়া মেয়েকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা স্মমেনে, তুমি কি বলিতে চাও ?”

মেয়েও তাঁহাকে কহিলেন—“কি বলিতেছ কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“মা, প্রলাপ বকিতেছ ?”

“না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“ভয় পাইতেছ মা ?”

“না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

৩ । এতদূর বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল । শ্রেষ্ঠী শোতাপন্ন হইলেও
মেয়ের মৃত্যুতে শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না । মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
সম্পাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

হুস্মি হুস্মনো অঙ্গমুখো রুদমানো উপাগতোসী”তি বুন্তে—

“ধীতা মে ভন্তে, সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ ।

“অথ কস্মা সোচসি ? নমু সবেসং একংসিকং মরণং”তি ?

“জানামেতং ভন্তে, এবরুপা পন মে হিরোত্তমসম্পন্ন ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচুপট্টাপেতুং অসকোত্তি বিপ্ললপমানা মতাতি মে অনঙ্গকং দোমনঙ্গং উপ্লজ্জতী”তি ।

“কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্টী”তি ?

“অহং তং ভন্তে, ‘অস্ম্য সুমনে’তি আমন্তেসিং, অথ মং আহ ‘কিং তাত কণিষ্ঠ ভাতিকা’”তি ? ততো “বিপ্ললপসি অস্মা”তি ? “ন বিপ্ললপামি কণিষ্ঠভাতিকা”তি । “তায়সি অস্মা”তি ?

ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “কি গৃহপতি, তুমি যে চঃখিত মনে, অঙ্গ-মুখে কান্দিতে কান্দিতে আসিতেছ ?” এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কহিলেন— “আমার মেয়ে ভন্তে, সুমনাদেবী মারা গিয়াছে ।”

“তবে সেই ভন্ত এত অনুশোচনা কেন ? তুমি কি জান না, সকলেরই মৃত্যু একান্ত অনিবার্য্য ?”

“তাহা-ত জানি ভন্তে. আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জাশীলা. পাপকে বড় ভয় করিত ; আমার এরূপ মেয়ে না-কি মরণকালে স্মৃতি ঠিক রাখিতে পারিল না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড় দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে ।”

“তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেষ্ঠি ?”

“আমি ভন্তে, তাহাকে ‘মা সুমনে’ বলিয়া ডাকিলাম ; সে আমাকে জবাব দিল— ‘কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ তৎপর আমি বলিলাম— ‘প্রলাপ বকিতেছ মা ?’ ‘না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ।’ ‘ভয়পাইতেছ মা ?’

“ন ভায়ামি কণিষ্ঠ ভাতিকা”তি । এতকং বহ্না কালমকাসী”তি ।

৪ । অথ নং ভগবা আহ— “ন তে মহাসেট্টি ধীতা বিম্বল-
পতী”তি ।

“অথ কস্মা এবমাহা”তি ?

“কণিষ্ঠভায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মঙ্গকলেহি তয়া
মহল্লিকা, স্বং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে সৰুদাগামিনী ; সা
মঙ্গকলেহি মহল্লিকতা এবমাহা”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং গহপতী”তি ।

“ঈদানি কুহিং নিব্বত্তা ভন্তে”তি ?

“তুসিতভবনে গহপতী”তি বুদ্ধে—

“ভন্তে, মম ধীতা ইধ এতাকানং অন্তরে নন্দমানা বিচরিত্বা

‘না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ এতদূর বলিয়া সে মারা গেল ।”

৪ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার মেয়ে
প্রলাপ বকে নাই ।”

“তবে একুপ বলিল কেন ?”

“তুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই ; তোমার কন্যা মার্গফল হিসাবে তোমা হইতে
বড় । তুমি নাকি স্রোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল সৰুদাগামিনী. সে মার্গ-
ফলের দ্বারা তোমার বড় বলিয়াই এইরূপ কহিয়াছে ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“হাঁ, গৃহপতি ! তাই আর কি ।”

“ভন্তে, এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“তুসিত ভবনে গৃহপতি ।”

“ভন্তে, আমার মেয়ে এখানে জ্ঞাপ্তি গণের মধ্যে আনন্দ মনে বিচরণ করিয়া,

ইতো গস্থাপি নন্দনর্টানেয়েব নিকবভা”তি ?

অথ নং সথা— “আম গহপতি, অগ্নমভা নাম গহর্টা বা পবজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দন্তি ষেবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধনন্দতি পেচ নন্দতি কৃতপুণ্ণো উভয়থ নন্দতি,
পুণ্ণশ্চে কতন্তি নন্দতি ভিয়ো নন্দতি সুগ্গতিং গতো”তি । ১৮

৫ । তথ—“ইধা”তি—ইধলোকে কস্মনন্দনেন নন্দতি ।

“পেচা”তি—পরলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি ।

“কতপুণ্ণো”তি—নানগ্গকারস পুণ্ণস কত্তা ।

পুনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপর হইল ?”

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “হাঁ গৃহপতি, বাহারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করে তাহারা গৃহী হউক অথবা প্রব্রজিত হউক, তাহারা ইহলোকেও আনন্দিত হয় পরলোকেও আনন্দিত হয় ।” এই বলিয়া ভগবান এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্যবান,
উভয় লোকেতে হয় আনন্দিত প্রাণ ;
ভুলোকে নন্দিত হয় কুশল করিয়া,
অধিক নন্দিত হয় দু্যলোকে যাইয়া ।”

৫ । তথায় “ইহলোকে”—ইহলোকে কস্মানন্দে আনন্দিত হয় ।

“পরলোকে”—পরলোকে বিপাক আনন্দে আনন্দিত হয় ।

“কৃতপুণ্যবান”—নানা প্রকার পুণ্যকর্মের কর্তা ।

“উভয়থা”তি—ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপস্তি নন্দতি ;
পরথ বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি ।

“পুণ্যশ্মে”তি—ইধ নন্দন্তো পন পুণ্যশ্মে কতস্তি সোম-
নজমন্তুকেন বা কস্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি ।

“ভীয়ো”তি—বিপাক নন্দনে পন স্তুগতিং গতৌ সন্ত-
পশ্ৰাস বজ্রকোটয়ো সট্ঠিক বজ্রসতসহস্রানি দিবসসম্পত্তিঃ অনুভ-
বন্তো তুসিতপুরে অতিবিত্ত নন্দতী”তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেতুং । মহাজ-
নজ সাথিকা ধ্বংসেশনা জাতা”তি ।



“উভয় লোকে”—ইহলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল করি নাই,
এই মনে করিয়া আনন্দিত হয়; পরলোকে কুশল কর্মের ফল অনুভব
করিয়া আনন্দিত হয় ।

“আমি পুণ্য করিয়াছি”—ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ হই-
তেছে—‘আমি পুণ্যকাজ করিয়াছি’ এই সৌমনস্তের দ্বারা অথবা কস্ম
আনন্দের দ্বারা আনন্দিত হয় ।

“অধিক”—বিপাক নন্দন হইল—দেবলোকে যাওয়া সাতপঞ্চাশ কোটি
ঘাট লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্য সম্পত্তি অনুভব করত তুসিত পুরে অধিকতর
আনন্দ পায় ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন স্রোতাপনাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন । সম-
বেত মনুষ্যগণের পক্ষে ধ্বংসেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

দে সহায়ক ভিক্খুনং বঞ্চু । ১৪

“বহুস্পি চে”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
দে সহায়কে আরত্ব কথেসি ।

১ । সাবণ্ঠি বাসিনো হি. দে কুলপুত্তা সহায়কা বিহারং
গন্ত্বা সঞ্চু ধম্মদেসনং সূত্বা কামে পহায় সাসনে উরং দহা
পবজিতা পঞ্চ বজ্জানি আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে বসিত্বা সথারং
উপসংকমিত্বা সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্বা বিপজ্জনাধুরঞ্চ গম্ভধুরঞ্চ বিথারতো
সূত্বা একো তাব “অহন্তন্তে, মহল্লককালে পবজিতো, ন সন্ধিআমি
গম্ভধুরং পুরেতুং, বিপজ্জনাধুরং পন পুরেআমী”তি যাব অরহন্তা

দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ১৪

“বহু” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময়
দুই বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীবাসী দুইজন কুলপুত্র বন্ধুতাহত্রে আবদ্ধ ছিলেন । একদিন
উভয়ে বিহারে যাইয়া ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনিলেন । তাঁহারা
ধর্ম শুনিয়া কামলালসা বর্জ্জন দিয়া অতি প্রদ্বার সহিত বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিলেন । পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহারা আচার্য্য উপাখ্যায়ের নিকট
বাস করার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ শাসনে
কয়টি ধ্রু তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । বিদর্শন ধ্রু ও গ্রন্থধ্রুর কথা বিস্তারিত
ভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন—“ভগ্নে, আমি অধিক বয়সে
প্রব্রজ্যা নিয়াছি ; তাই গ্রন্থধ্রু পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধ্রুই পূর্ণ
করিব । বিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্ত তিনি ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও তিনি যাহাতে অর্হন্ত লাভ করিতে পারেন,

বিপজ্জনং কথাপেহা ঘটেন্তো বায়মন্তো সহ পটিজ্জিদ্ধাহি অরহন্তং পাপুণি ।

২ । ইতরো পন “অহং গম্বধুরং পুরেজ্জামী”তি অনুকমেন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গণিহিত্বা গতগতট্টাণে ধম্মং দেসেতি, সর-
ভঞং ভগতি, পঞ্চম্নং ভিক্ষুসতানং ধম্মং বাচেন্তো বিচরতি,
অট্টারসম্নং মহাগণানং আচরিয়ে অহোসি । ভিক্ষু সথু সন্তিকে
কম্মট্টানং গহেত্বা ইতরজ্জ থেরজ্জ বসনট্টানং গম্বা তজ্জোবাদে ঠহা
অরহন্তং পহা থেরং বন্দিহা— “সথারং দট্টু কামমহা”তি বদন্তি ।

থেরো— “গচ্ছথাবুসো, মম বচনেন সথারং বন্দিহা অসীতি
মহাথেরে বন্দথ, সহায়কথেরম্পি মে ‘অমহাকং আচরিয়ে তুম্হে
বন্দতী’তি বন্দথা”তি ।

ততদূর বর্ণনা করিয়া कहিলেন । তিনিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতি-
সম্ভিদ্ধার সহিত অর্হঙ্ক লাভ করিলেন ।

২ । অপর ভিক্ষু চিন্তা করিলেন— “আমি গম্বধুর পূর্ণ করিব ।”
অনুক্রমে তিনি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিলেন । তিনি যেখানে
যান মধুর স্থরে ধর্ম্মদেশনা করেন । পাঁচশত ভিক্ষুকে তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা
দেন; আঠারটি মহাগণের (পরিষদের) আচার্য্য ছিলেন । ভিক্ষুরা ভগ-
বানের নিকট কম্মস্থান গ্রহণ করিয়া অপর অর্হং-স্থবিরের নিকট যাইতেন
এবং তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া অর্হঙ্ক প্রাপ্ত হইতেন । অতঃপর তাঁহার
স্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিতেন— “ভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি ।”

স্থবির তাঁহাদিগকে कहিতেন— “যাও আবুস, তোমরা আমার হইয়া
ভগবানকে বন্দনা করিও, তৎপর আশিজন মহাশ্রাবককে বন্দনা করিও ।
আমার বন্ধু স্থবিরের নিকট যাইয়াও ‘আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা
করিতেছেন’ এই বলিয়া বন্দনা করিও ।”

৩। তে বিহারঃ গম্বু। সখারঞ্চ থেরে চ বন্দিত্বা “ভন্তে, অমহাকং আচরিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে ইতরেন চ “কো নাম এসো”তি বুন্তে “তুম্হাকং সহায়কভিক্ষু ভন্তে”তি বদন্তি। এবং থেরে পুনপ্লুনং সাসনং পহিনন্তে সো ভিক্ষু থোকং কালং সহিত্বা অপরভাগে সহিতুং অসক্কোন্তো “অমহাকং আচরিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে “কো এসো”তি বহা “তুম্হাকং সহায়কভিক্ষু”তি বুন্তে “কিম্পন তুম্হেহি তঙ্গ সন্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকায়াদিসু অপ্রতরো নিকায়ো, তীসু পিটকেসু একং পিটকং”তি বহা “চতুপ্পদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পংসুকুলং গহেহা পব্বজিতকালে- য়েব অরপ্রং পবিট্টো, বহু বত অন্তেবাসিকে লভি, তঙ্গ আগত- কালে ময়া পপ্রং পুচ্ছিতুং বট্টতী”তি চিন্তেসি।

৩। তাঁহারা বিহারে যাইয়া ভগবান ও স্থবিরদিগকে বন্দনা করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আমাদের আচার্য্য আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছেন।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে স্থবিরের বহুভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন— “সে কে ?” স্থবির এইরূপ বলিলে ভিক্ষুরা কহিলেন— “আপনার বহু ভিক্ষু ভন্তে !” এইরূপে স্থবির পুনঃপুনঃ সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘ- দিন এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। পুনরায় “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন” এই কথা বলিলে, তিনি কহিলেন— “সে কে ?” “আপনার বহু ভিক্ষু।” “তোমরা তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছ ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন্ নিকায় ? ত্রিপিটকের মধ্যে কোন্ পিটক ?” ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন— “সে চারি পদ যুক্ত একটা গাথাও জানেন না, পংসুকুল অঙ্গ লইয়া প্রব্রজিত কাল হইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহুশিষ্য জুটাইয়া ফেলিয়াছে। সে আসিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।”

৪ । অথাপরভাগে খেরো সখারং দর্চুমাগতো সহায়কখেরজ সন্তিকে পত্তচীবরং ঠপেহা গস্তা সখারং চেব অসীতিমহাথেরে চ বন্দিত্বা সহায়কজ বসনর্টানং পচ্চাগমি । অথজ সো বত্তং কারেহা সমল্লমাং আসনং গহেহা পঞং পুচ্ছিআমী'তি নিসীদি । তস্মিং খণে সথা—“এস এবরুপং মম পুত্তং বিহেঠেহা নিরয়ে নিব্ব-
ত্তেয়া”তি তস্মিং অনুকম্পায় বিহারচারিকং চরন্তো বিয় তেসং নিসিন্নর্টানং গস্তা পঞন্তে বুদ্ধাসনে নিসীদি ।

তথ তথ নিসীদন্তা হি ভিক্ষু বুদ্ধাসনং পঞাপেহাব নিসীদন্তি । তেন সথা পকতিপঞন্তে য়েব আসনে নিসীদি ।

৪ । অনন্তর একদিন হুবির ভগবানকে দেখিবার জন্ত আসিলেন । বজ্রহুবিরের নিকট পাত্রচীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন । পরে আশিজন মহাহুবিরকে বন্দনা করিয়া বজ্রুর আবাসে ফিরিয়া আসিলেন । অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগন্তুক-ব্রত সম্পাদনের পর সমান আসন লইয়া “প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব” এই মনে করিয়া বসিলেন । তখন ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—“এই ভিক্ষু আমার এই-রূপ পুত্রকে তুচ্ছ তাক্কল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে ।” এই ভাবিয়া ভগবান তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া যেন বিহার চারিকায় বিচরণ করিতেছেন এইরূপ ভাবে বাইয়া তাঁহাদের উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন

যে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জন্ত স্বতন্ত্র আসন একথানা প্রস্তুত করিয়াই বসেন । তাই ভগবান আসিয়া তাঁহার জন্ত স্থাপিত নির্দিষ্ট আসনেই বসিলেন ।

৫। নিসজ্জ ধো পন গম্বিকভিক্ষুঃ পঠমজ্জানে পঞ্হং পুচ্ছিহা তস্মিং কথিতে দুতিয়জ্জানং আদিং কহা অট্টমুপি সমাপত্তীসু রূপারূপে চ পঞ্হং পুচ্ছি, ইতরো সৰ্বং কথেসি।

অথ নং সোতাপত্তিমগো পঞ্হং পুচ্ছি। ইতরো কথेतুং নাসম্বি। ততো খীণাসবথেরং পুচ্ছি। থেরো কথেসি। সথা “সাধু সাধু ভিক্ষু”তি অভিনন্দিহা সেসমগোমুপি পটিপাটিয়া পঞ্হং পুচ্ছি, গম্বিকো একম্পি কথेतুং নাসম্বি, খীণাসবো পুচ্ছিতং পুচ্ছিতং কথেসি। সথা চতুসু ঠানেসু তস্ম সাধুকারং অদাসি। তং সুহা ভুম্মদেবে আদিং কহা যাব ব্রহ্মলোকা সৰ্বদেবতা চেব নাগসুপপ্পা চ সাধুকারমদংসু।

৫। ভগবান বসিয়াই নাকি ত্রিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয় ধ্যানাদি অষ্ট সমাপত্তি ও রূপারূপ ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে সোতাপত্তি মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপর অর্হত স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির উত্তর দিলেন। ভগবান “সাধু! সাধু!! ভিক্ষু” বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর অত্যাগ্র মার্গ সম্বন্ধেও পাটিপাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রন্থধারী ভিক্ষু একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষীণাসব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান চারি স্থানেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূমিবাসী দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত দেবগণ এবং নাগ-সুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

৬। তং সাধুকারং সূত্ৰা তন্ম অস্ত্বেবাসিকা চেব সন্ধিবিস্ফারিনো
চ সখারং উজ্জ্বায়িসু—“কিং নামেতং সখারা কতং, কিঞ্চি অজ্ঞানন্তজ
মহল্লকথেরজ চতুসু ঠানেসু সাধুকারং অদাসি, অমহাকং পনাচরিয়জ
সবপরিয়ন্তিধরজ পঞ্চলং ভিক্ষু সতানং পামোক্ষজ পসংসামন্তম্পি ন
করী”তি ।

অথ নে সখা—“কিং নামেতং ভিক্ষবে, কথেনা”তি পুচ্ছিত্বা
তস্মিং অথে আরোচিতে ভিক্ষবে, তুমহাকং আচরিয়ো মম সাসনে
ভতিয়া গাবো রক্ষণক সদিসো । মযহং পন পুত্তো বখা রুচিয়া
পঞ্চগোরসে পরিভুজ্জনক সামিসদিসো”তি বহা ইমা গাথা
অভাসি—

৬। সেই সাধুবাদ শুনিয়া গ্রন্থধারী ভিক্ষুর শিষ্য ও তাঁহার সঙ্গী
ভিক্ষুরা ভগবান সঙ্কে কাণাসুনা করিতে লাগিলেন—“ভগবান একি
করিলেন ; এই বৃদ্ধ হুবির কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহাকে চারিবার
সাধুবাদ দিলেন ; আর আমাদের আচার্য্য বিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক
ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তাঁহাকে প্রশংসা মাত্রও করি-
লেন না ।”

অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা
কি বলিতেছ ?” ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ,
তোমাদের আচার্য্য আমার শাসনে বেতন ভোগী গোপালকের মত । আমার পুত্র
কিন্তু বথাকুচি পঞ্চগোরস পরিভোগকারী স্বামী সদৃশ ।” এই বলিয়া এই
গাথা দুইটি বলিলেন —

“বহুস্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তকরো হোতি নরো পমত্তো,
গোপোব গাবো গগয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামগ্রজ হোতি ।” ১৯

“অল্পস্পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মজ হোতি অনুধম্মচারী,
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং
সম্মজ্ঞানো সুবিমুক্তচিত্তো ;
অনুপাদিয়ানো ঈধ বা ভরং বা
স ভাগবা সামগ্রজ হোতী”তি । ২০

৭ । তথ—“সহিতং”তি—ত্রেপিটকজ বুদ্ধবচনভেদং নামং ।
তং আচরিয়ে উপসংকমিত্বা উগ্গণিহত্বা বহুস্পি পরেসং “ভাসমানো”

“প্রমত্ত নরের তাহা কাজে নাই আসে,
ত্রিপিটক বুদ্ধবাণী যদি বহু ভাষে ।
গোপালক বধা গগে গাভী অপরের,
কতু সে ভয় না ভাগী সেই গোরসের ।” ১৯

“ধম্ম-অনুধম্ম যেনা করে আচরণ,
ধম্মকথা অল্প যদি সে করে ভাষণ ।
রাগ ঘেঘ মোহ ধম্ম প্রতীণ কবিয়া,
সুবিদিত সুবিমুক্ত চিত্ত সে হইয়া ।
উচ-পরলোকে কতু উৎপন্ন না হয়,
শ্রামণ্য কলের ভাগী সে ভয় নিশ্চয় ।” ২০

৭ । তথায়—“সহিতং”—ইহা ত্রিপিটক বুদ্ধ বচনের নাম । আচার্য্যের
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা শিক্ষা করতঃ অধিকতররূপে পরকে বলিলেও

বাচেন্তো, তং ধন্যং স্তুত্বা যং কারকেন পুগলেন কন্তব্যং
 তং করো ন হোতি । কুকুটজ পক্ষপহরণমন্তুপি অনিচ্ছাদি বসেন
 ষোনিসোমনসিকারং নল্পবন্তেতি ; এসো যথা নাম দিবসং ততিয়া
 গাবো রক্ষন্তো গোপো পাতোব পটিচ্ছিত্বা সায়াং গণেত্বা সামি-
 কানং নিয়্যাদেত্বা দিবসততিমন্তং গণহাতি, যথারুচিয়া পন পঞ্চ-
 গোরসে পরিভুঞ্জিতুং ন লভতি, এবমেব কেবলং অন্তেবাসিকানং
 সন্তিকা বহুপটিবন্তকরণমন্তুজ ভাগী হোতি, সামগ্রজ পন ভাগী
 ন হোতি । যথা পন গোপালকেন নিয়্যাদিতানং গুণং গোরসং
 সামিকাব পরিভুঞ্জন্তি, তথা তেন কথিতং ধন্যং স্তুত্বা কারকপুগলা
 যথানুসিটং পটিপজ্জিত্বা কেচি পঠমজ্জানাদীনি পাপুণন্তি, কেচি
 বিপজ্জনং বড্ঢেত্বা মগ্গফলানি পাপুণন্তীতি—গোসামিকা গোরসজ্জেব
 সামগ্রজ ভাগিনো হোন্তি । ইতি সথা শীলসম্পন্নজ বহুজুতজ

শিক্ষা দিলে, সেই ধন্য শুনিয়া, মানবের যে একটা কর্তব্য কাজ আছে
 সেইরূপ কিছু করা হয় না । মুরগীর পক্ষপ্রহারণ সময় মাত্রও অনিত্যাদি
 বশে চিন্তের সময় একাগ্রতা লাভ করা যায় না । যেমন দৈনিক বেতন
 ভোগী গরুরক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গরু বুঝিয়া লইয়া আবার সন্ধ্যার
 সময় গরু গণনা করিয়া স্বামীকে আনিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্রহণ
 করে, কিন্তু যথারুচি পঞ্চগোরস পরিভোগ করিতে পারে না ; সেইরূপ
 গ্রন্থধারী ভিক্ষুও কেবল শিষ্যদের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিব্রতেরই ভাগী
 হয়, কিন্তু শ্রামণ্য পণ্থের ভাগী হইতে পারে না । যেমন গোপালক গরু
 আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে, স্বামীই সেই গোরস পরিভোগ করে ;
 সেইরূপ তাহাদের কথিত ধন্য শুনিয়া কন্মীলোকেরা বথানুশাসিত মতে
 প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রথম ধ্যানাদি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ
 বিবর্শন বর্দ্ধিত করিয়া মার্গফল সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার
 গোরসের স্থায় শ্রামণ্যফলের ভাগী হয় । এইরূপে ভগবান শীলসম্পন্ন, বহুশ্রুত,

পমাদবিহারিনো অনিচ্ছাদিবসেন যোনিসোমনসিকাদে অগ্নবজ্জ
ভিক্ষুনো বসেন পঠমগাথং কথেসি, ন দুসীলজ ।

৮। দ্বিতীয় গাথা পন যোনিসো মনসিকারে কস্মং করোস্তজ
কারকপুগলজ বসেন কথিতা ।

তথ—“অগ্নম্পি চে”তি—থোকং একবগা দ্বিবগাম্ভম্পি

“ধম্মজ হোতি অনুধম্মচারী”তি—অথমপ্রায়, ধম্মমপ্রায়,
নবলোকুত্তরধম্মজ অনুরূপধম্মং পুৰ্বভাগপটিপদাসম্মাতং চতুপারিমুচ্ছি
লীল, ধূতঙ্গ, অন্ততকস্মট্টানাদিভেদং চরণতো অনুধম্মচারী হোতি,
অজ্জ অজ্জব্বাতি পটিবেধং আকম্মন্তো বিচরতি । সো ইমায়
সম্মাপটিপত্তিয়া রাগঞ্চ দোষঞ্চ পহায় মোহং সম্মা হেতুনা নয়েন

প্রমাদবিহারী, অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু প্রবর্তিত
হয় না, তাঁহার অন্তর্হই প্রথম গাথা বলিয়াছেন, চঃশীলের জন্ত নহে ।

৮। দ্বিতীয় গাথা সম্যক একাগ্রতার সহিত যাহারা কর্ম করেন, সেই
কর্মান্বলোকের জন্ত বলা হইয়াছে ।

তথায়—“অজ্জণ্ড”—সামান্ত, একবর্গ হইবর্গ মাত্রণ্ড ।

“ধম্ম অনুধম্ম যেনা করে আচরণ”—অর্থজ্ঞাত ও ধর্মজ্ঞাত হইয়া নর
লোকোত্তর ধর্মের অনুরূপ ধর্ম মর্গফল লাভের পূর্বভাগ শিক্ষারূপ চারি
পরিণুদ্ধ শীল, ধূতঙ্গ ও অন্তত কস্মট্টানাদি ভেদে আচরণ করিলে অনুধম্মচারী
নামে কথিত হয় । অজ্জ, অজ্জ না হইলে আগামীকল্য জ্ঞাত হইব, এই
আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করে । সম্যক প্রেতিপালন করিবার এই ধর্মের
দ্বারা সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রতীণ করিয়া সম্যক হেতু ও ত্যায়ের দ্বারা
পরিজ্ঞাত হইবার ধর্ম পরিজ্ঞাত হয় । পরিজ্ঞাত হইয়া তদদ্ বিমুক্তি
অর্থাৎ কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্ম হইতে অজ্ঞকণের জন্য

পরিজ্ঞানিতবধন্যে পরিজ্ঞানন্তো তদঙ্গ; বিজ্ঞানন্তন, সমুচ্ছেদ, পটিগ্নজঙ্ঘি,
নিজরণ বিমুক্তীনং বসেন স্ত্রবিমুক্তচিন্তো ।

“অনুপাদিয়ানো ইধ বা তরং বা”তি ইধলোক পরলোক
পরিয়াপন্নো বা অজ্ঞাতিকবাহিরা বা ধন্যায়তনধাতুয়ো চতুহি উপা-
দানেহি অনুপাদিয়ন্তো মহাখীণাসর্বো মগ্গসম্মাতজ সামগ্রাজ বসেন
আগতজ ফলসামগ্রাজ চেব পঞ্চ অসেক্ষ ধন্যক্কন্ধজ চ ভাগী
হোতী’তি ।

বিমুক্ত হয় । পৃথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ কপাবচর ও অকপাবচর কুশল
চিত্ত উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের জ্ঞাত পাপধর্ম তহিতে পৃথক করিয়া রাখে,
সেই দীর্ঘদিন পাপধর্ম তহিতে চিত্ত বিমুক্ত থাকে । সমুচ্ছেদ বিমুক্তি অর্থাৎ
লোকোত্তর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্মকে সমূলে ছেদন করে, অকুশল
ধর্মের মূলচ্ছেদ করিয়া পাপধর্ম তহিতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ
বিমুক্তি । প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি অর্থাৎ লোকোত্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন
হইয়া অকুশল ধর্মের প্রশান্তি হয়, অকুশল ধর্ম তহিতে বিমুক্ত হইয়া
চিত্তের প্রশান্তি লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি । নিঃসরণ বিমুক্তি
অর্থাৎ লোকোত্তর কুশলচিত্ত নির্মাণ অবলম্বন দ্বারা পাপধর্মকে সমূলে
ছেদন করিয়া সংসার ভোগ তহিতে নিষ্কমণ করিয়াছে বলিয়া নিঃসরণ বিমুক্তি
বলা হয় । এই তদঙ্গ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ, প্রতিপ্রশান্তি ও নিঃসরণ বিমুক্তি
বলে চিত্ত স্ত্রবিমুক্ত ।

“ইধলোকে পরলোকে উৎপন্ন না হয়”— ইধলোকে পরলোকে
উৎপাদন শীল অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক ক্কা আয়তন ধাতু চারি উপাধান
দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া মহাখীণাসব মার্গ ও কল শ্রামণোর এবং অরহত্তের
পঞ্চদ্বয়ের ভাগী হয় ।

রতনকুটেন বিয় অগারজ অরহন্তেন দেসনাকুটং গণ্হী'তি ।

গাথা পরিয়োনানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেন্নং, দেসনা
মহাজ্ঞনজ সাথিকা জাতাতি ।

যমকবগ্গ বধ্বনা নিট্ঠিতা ।

পঠমো বগেগা ।

অর্থাৎ অরহতের মন কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান
ও আত্মবাদ-উপাদান এই চারি প্রকার উপাদানের দ্বারা ইহলোক, পরলোক,
নিজের শরীর বা অন্ত্রের শরীর আশ্রয় না করিয়া তৃষ্ণা হইতে প্রশমিত নার্স
ও ফল এবং অহিতের বিপুল পঞ্চঙ্কের ভাগী হয় ।

গৃহী রত্নকুট গ্রহণের ত্রায় অর্হং হইয়া ধম্মকুট গ্রহণ করিলেন ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন স্রোতাপন্নাদি হইলেন । সমবেত জন সমূহের
পক্ষে ধর্ম্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

প্রথম ভাগ

যমক বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত



